الله

তাযকিরাতুল আওলিয়া
বা
আওলিয়ায়েকেরামের জীবন-চরিত

মূল

হযরত শায়েখ ফরীদ উদ্দিন (রহঃ)

অনুবাদক

মাওলানা শামছুল হক

রাজবাড়ী (ফরিদপুরী)

মুজাহিদ প্রকাশনী

বাংলাদেশ মুজাহিদ কমিটি

৫/১/৩ সিমসন রোড

সদরঘাট, ঢাকা-১১০০

https://kitabbhubon.com

আমীরুল মুজাহিদীন আলহাজ্জ হযরত মাওলানা ছৈয়দ মোঃ ফজলুল করীম-পীর ছাহেব চরমোনাই-এর

দোআ ও অভিমত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তাআলার জন্য। অসংখ্য দরূদ ও সালাম আখেরী নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি বর্ষিত হউক। ছাহাবায়ে কেরামের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ওলীদের প্রতি রহমত নাযিল হউক।

আমার স্নেহভাজন মাওলানা শামছুল হক কর্তৃক শায়েখ ফরীদুদ্দীন আত্তার (রহঃ)-এর "তাযকিরাতুল আওলিয়া কিতাবের অনুবাদ 'তাযকিরাতুল আওলিয়া" কিতাব খানা দেখিয়া আমি খুশী হইয়াছি। কিতাব খানা পাঠ করা সকলের কর্তব্য। কারণ, ওলীদের জীবনী পাঠ করিলে মন সতেজ ও সবল হয় এবং মনে শান্তি আসে, আমলের জওক-শওক পয়দা হয়। আমি দোআ করি আল্লাহ তাআলা কিতাব খানা কবূল করুন এবং লেখক ও অনুবাদক উভয়কে উত্তম জাযা দান করুন। আমীন!!

(ছৈয়দ মোঃ ফজলুল করীম)
পীর ছাহেব চরমোনাই
বরিশাল

https://kitabbhubon.com

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তাআলার। আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি অজস্র সালাম ও দরূদ, সাহাবায়ে কেরামের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি এবং আওলীয়াগণের উপর তাঁহার অজস্র রহ্মত নাযিল হউক।

পাখীদের মধ্যে হুদহুদ পাখী জ্ঞান-বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ ছিল বলিয়া সে হযরত সোলায়মান নবীর অতিশয় প্রিয় ছিল। শায়খ ফরীদ উদ্দিনও তরীকতের গুঢ়তত্ত্বসমূহ হুদহুদরূপী সুচতুর সালেকের মুখ দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি প্রথমে আল্লাহ্ পাকের প্রশংসা বর্ণনাপূর্বক নিজের অক্ষমতা, দুর্বলতা ও নিক্রিয়তার উপর বিশেষ জোর দিয়া আল্লাহ তাআলার যে আসীম শক্তি ও সৃষ্টি নৈপুন্য দর্শনে সাধারণ সমস্ত মানব, স্তম্ভিত ও অভিভূত হইয়া গিয়াছিলেন, তাহা সুললিত ফারসী ভাষার মনোরম ছন্দে প্রকাশ করেন। হযরত ইয়াকূব নবী নিজ প্রিয় পুত্র হযরত ইউসুফকে হারাইয়া যে দীর্ঘ ৪০ বৎসর কান্নাকাটি করিয়াছিলেন, অতঃপর সেই সম্বন্ধে বর্ণনা করেন। হযরত ইউসুফ নবী একজন নগণ্য গোলাম রূপে মিসরে বিক্রি হইয়া বিনা অপরাধে জেলে অবস্থানের পর কিরূপে পুনরায় আল্লাহ্ পাকের অফুরন্ত রহ্মতে নবুওয়ত ও বাদশাহী প্রাপ্ত হন, ইহার পর তাহা বর্ণনা করেন।

হযরত আইউব নবী দীর্ঘ ১৮ বৎসর যাবত নানা কীট-পতঙ্গের খোরাক হইয়া অসীম যন্ত্রণার মধ্যে ধৈর্যধারণ করিয়াছিলেন, অতঃপর সে সম্পর্কে বর্ণনা প্রদান করেন। সর্বশেষ নবী সরওয়ারে কায়েনাতের পবিত্র জীবনের নানারূপে মোজেযা বা অলৌকিক ঘটনাসমূহ বর্ণনা করিয়া প্রমাণ করেন যে, স্বীয় অস্তিত্ব ও আমিত্বের বিলোপ ব্যতীত মাওলার মা'রেফাত অর্জন মানবের পক্ষে অসম্ভব। তাঁহারা হইতেছেন তাঁহার প্রিয়পাত্র।

মনে ও মুখে আপন প্রভুর নিকট অক্ষমতা দুর্বলতা ও অজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া আপন নফ্সকে অধিক ভয় করা প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য। মাওলার দরবারে অত্যন্ত বিনয় ও আযিযীসহ এইভাবে রোদন করিতে করিতে মোনাজাত করিতে হইবে যে, 'হে আল্লাহ! এ অধম ইসলামের যাহেরী গণ্ডির মধ্যে পড়িয়া আছে, আপনার পবিত্র প্রেমের একটি কণা আমাকে প্রদান করুন।'

ওলীদের জীবনী গ্রন্থখানা প্রত্যহ কিছু কিছু পাঠ করিলে নিজেই উহার ফায়দা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আমার উহার ভাষায় ব্যক্ত করার প্রয়োজন নাই।

অধম-শামছুল হক
রামকান্তপুর, রাজবাড়ী
২-১০-৯৮ইং

https://kitabbhubon.com

শায়খ ফরীদ উদ্দিন আত্তার (রহঃ)-এর তায্‌কিরাতুল আওলিয়া লিখিবার কারণ

মু'মিন মাত্রই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, পবিত্র কোর্‌আন শরীফ ও রাসূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীস শরীফের পরেই ওলীগণের পবিত্র বাণীর স্থান। ইহা অপেক্ষা উত্তম বাণী আর কাহারও হইতে পারে না। কেননা, ওলীগণের বাণীগুলি তাঁহাদের জীবনের কার্যাবলী, অবস্থা, পরিবেশ ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। উহা সাধারণ কথা নহে, বরং মাওলার মা'রেফত হইতে এই সকল বাণী নির্গত। উহা শুধু ভাবাবেগ, কিংবা চেষ্টা প্রসূত অথবা সূক্ষ্মতর্ক বা বাক্‌পটুতার বর্ণনা নহে; বরং সে সকল কথা আল্লাহ্‌ পাকের দেওয়া জ্ঞান ও প্রেরণা হইতে উদ্ভূত। আমার পিতা আমাকে যে যাহেরী বিদ্যাশিক্ষা দিয়াছেন, ইহা তাহা নহে; বরং আল্লাহ্‌ তায়ালা নিজ রহমতে আমাকে যে সামান্য মা'রেফত ও বাতেনী উপদেশসমূহ শিক্ষা দিয়াছেন, ইহা সেই আধ্যাত্মিক জগতেরই কথা।

আমি দেখিলাম আমার বহু বন্ধু আওলিয়ায়ে কেরামের জীবন-চরিত শুনিতে ও পড়িতে একান্ত আগ্রহান্বিত। তাঁহাদের ইতিহাস ও পবিত্র বাণী পড়িবার ও শুনিবার জন্য আমারও প্রবল আকাঙ্ক্ষা! এইজন্য আমি এই মহাত্মাগণের জীবনের ইতিহাস সংগ্রহে মনোনিবেশ করি। তাঁহাদের সুদীর্ঘ বৃত্তান্ত ও অসংখ্য উপদেশ বাণী লিখিতে গেলে একটি বিরাট গ্রন্থেও সংকুলান হইবে না। তাই আমি অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত পথ অবলম্বন করিলাম।

ওলীগণের পবিত্র বাণীসমূহের ব্যাখ্যায় হস্তক্ষেপ করাকে আমি বে-আদবী বলিয়া মনে করি; তাই সেই কার্যে প্রবৃত্ত হই নাই। পাঠক-পাঠিকাগণের সুবিধা জন্য স্থানবিশেষে সামান্য আভাস মাত্র দেওয়া হইয়াছে।

আওলিয়া ও দরবেশগণের কার্যাবলী, মতবাদ ও বাণী লইয়া লেখকগণের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা আদৌ আশ্চর্যজনক ব্যাপার নহে। বিভিন্ন মতবাদের বিচার-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত না হইয়া আমি সত্য নির্ণয়ের জন্য যথাসম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছি।

https://kitabbhubon.com

হযরত শায়খ ফরীদ উদ্দিন আত্তার (রহঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

হযরত শায়খ ফরীদ উদ্দিন আত্তার (রহঃ)-এর আসল নাম মুহাম্মদ ইব্‌নে আবূ-বকর ইব্‌রাহীম, ডাক নাম ফরীদউদ্দীন। 'আত্তার' এই উপনামে তিনি কবিতা লিখিতেন। তিনি আতরের ব্যবসা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। তজ্জন্য 'আত্তার' নামেই তিনি সারা বিশ্বে পরিচিত।

মধ্য-এশিয়ার নিশাপুর শহরে ৫১৩ হিজরী সনে তাঁহার জন্ম হয় এবং তাঁহার পবিত্র মাযার সেখানেই অবস্থিত। তিনি বাল্যকালেই এতীম হইয়া যান, তাঁহার মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ একমত। তিনি তাঁতারী দস্যুদের হাতে শাহাদাত বরণ করেন।

প্রথম জীবনে বিদ্যাশিক্ষার পর তিনি এক বড় ঔষধালয়ের মালিক হন। একদিন তিনি দোকানে বেচা-কেনায় মত্ত আছেন, এমন সময় এক ভিক্ষুক আসিয়া উচ্চৈ স্বরে বলিল, "আল্লাহর নামে কিছু দান করুন।" কোন উত্তর না পাইয়া ভিক্ষুক আবার এরূপ বলিয়া চিৎকার করিল বটে, কিন্তু আত্তার তাঁহার কারবারে এতই মশ্‌গুল ছিলেন যে, ভিখারীকে কিছু দেওয়া দূরে থাকুক, উত্তর দিবার অবসরও পাইলেন না। ভিক্ষুক কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিরাশার কণ্ঠে বলিল, "আহা; নগণ্য দুনিয়ার সামান্য ধন দিতে এত কুণ্ঠিত, না-জানি প্রাণ দিতে তুমি কত কুণ্ঠিত হইবে।" ইহা শুনিয়া আত্তার রাগান্বিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি যেইরূপে দিবে, আমিও সেইরূপেই দিব।" ভিক্ষুক সঙ্গে সঙ্গেই বলিল, "বেশ, আমার মতই দান করিবে ত?" এই কথা বলিতে বলিতে সে ভিক্ষার ঝুলিটি মাথার নীচে রাখিয়া মাটির উপরেই শুইয়া পড়িল এবং মুখে কালিমায়ে তাইয়্যিব 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' উচ্চারণ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সেই অবস্থায়ই তাঁহার প্রাণ বাহির হইয়া গেল। এই আকস্মিক ব্যাপার আত্তারের অন্তরে এতই প্রভাব বিস্তার করিল যে, তিনি ভিক্ষুকের কাফন ও দাফন কার্য সমাধা করিয়া, আপন বিরাট ঔষধালয় এবং কারখানা বিলি-বন্টন করিয়া দিয়া ভিক্ষুকের বেশ ধারণ করিলেন। প্রথমে রুকনুদ্দীন আফাকের নিকট যাইয়া তিনি তাঁহার খেদমতে থাকিয়া মা'রেফতের জ্ঞানলাভে কয়েক বৎসর কাটাইয়া দিলেন। তারপর মক্কা শরীফে হজ্জ করিতে গমন করিলেন এবং সেখানে বহু মাশায়েখের সংস্পর্শে থাকিয়া তরীকত শিক্ষায় মশ্‌গুল রহিলেন। সর্বশেষে শেখ মাজ্‌দুদ্দীন বাগদাদীর হাতে বায়আত গ্রহণ করিয়া মা'রেফতের বহু উচ্চ স্তরে উন্নীত হইয়া আপন মুর্শিদের গৌরবের কারণ ও জগতের অন্যতম তত্ত্বজ্ঞানী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

https://kitabbhubon.com

মহাত্মা আত্তারের শাহাদাতের ঘটনা সম্পর্কে বর্ণিত আছে ঃ তাঁতারী দস্যুগণের নিশাপুর লুণ্ঠনকালে একজন সৈনিক শায়খ সাহেবকে হত্যা করার জন্য আক্রমণ করে। ইহা দেখিয়া এক ব্যক্তি বলিল, "এই মহামান্য পীর সাহেবকে হত্যা করিও না, ইহার পরিবর্তে দশ হাজার আশরাফী (মোহর) আমার নিকট হইতে গ্রহণ কর।" শায়খ সাহেব বলিলেন, "এত অল্প মূল্যে আমাকে বিক্রয় করিও না; আমার মূল্য আরও অনেক বেশী।" অধিক মূল্য পাইবার আশায় তাঁতারী দস্যু শায়খ সাহেবকে লইয়া আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলে, আর এক ব্যক্তি বলিল, "এই পীর সাহেবকে না মারিয়া আমার হাতে ছাড়িয়া দাও; বিনিময়ে তোমাকে একটি খড়ের বোঝা প্রদান করিব।" এইবার শেখ সাহেব বলিলেন, হাঁ দিয়া দাও, আমার মূল্য ইহা অপেক্ষাও কম।" তাঁতারী সৈনিক মনে করিল, শেখ সাহেব তাহাকে ঠাট্টা করিতেছেন। ক্রোধে অধীর হইয়া তখনই সেই নিষ্ঠুর সৈনিক তাঁহার মস্তক ছিন্ন করিয়া ফেলিল (ইন্না লিল্লাহ্...)।

মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী (রহঃ) বহুস্থলে শায়খ ফরীদ উদ্দীন আত্তারকে স্বীয় পথ প্রদর্শক ও ইমামরূপে নির্দেশ করিয়াছেন এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া বারংবার তাঁহার রচিত বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'মস্‌নবী শরীফে' তাঁহার প্রতি অসংখ্য তা'যীম ও অজস্র সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন ও বহু সুখ্যাতি বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এমনকি, তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থে একটি কবিতাও সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন।

মাওলানা রুমীর বাণী উদ্ধৃত করিয়া মাওলানা শেখ নেযামী বলিয়াছেন, "দেড় শত বৎসর পর আল্লাহ্ পাক শেখ আত্তারের উপর স্বীয় নুর (জ্যোতিঃ) নাযেল এবং আপন প্রভাব বিস্তার করিলেন।" বিশ্ববিখ্যাত পারস্য কবি জামী বলেন, "শেখ আত্তারের কবিতায় যেরূপ তৌহীদের মাহাত্ম্য এবং মা'রেফাতের গুপ্ত রহস্য পাওয়া যায়, তেমন আর কোন সূফীর কবিতায় দৃষ্টিগোচর হয় না।" কাহারও কাহারও মতে তাঁহার রচিত পদ্য ও গদ্যের গ্রন্থসংখ্যা কোর্‌আন শরীফের সূরার সমসংখ্যক। মোট ১১৪ খানা গ্রন্থ বর্তমানে পৃথিবীতে রহিয়াছে। কাযী নূরুল্লাহ্ শোছ্‌তরী "মাজালেসুল মু'মিনীন" নামক গ্রন্থেও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। যাহা হউক, তাঁহার রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে বর্তমানে (১) তায্‌কিরাতুল আওলিয়া, (২) মান্‌তেকুত্ তায়েব, (৩) মুসীবৎনামা, (৪) আস্‌রারনামা, (৫) তাইসীরনামা, (৬) এলাহীনামা, (৭) দীওয়ান, (৮) পান্দনামা (৯) অসীয়তনামা, (১০) খুস্‌রু গোল, (১১) শর্‌হুল কলব ইত্যাদি বিখ্যাত।

তাঁহার চরিত্রে যে কিরূপ বিনয়,নম্রতা ও দৈন্যভাব বিদ্যমান ছিল, তায্‌কিরাতুল আওলিয়ার ভূমিকার প্রতিটি ছত্রে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি নিজেকে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র ও নিকৃষ্টতম মানুষ বলিয়া মনে করিতেন। সম্ভবতঃ এইজন্যই তাঁহার নাম আজ সারা দুনিয়ায় আরেফ ও মাওলার- প্রেমিকগণের

https://kitabbhubon.com

মধ্যে অমর হইয়া আছে। তায্কিরাতুল আওলিয়ার পরই তাঁহার সর্বজনপ্রিয় গ্রন্থ মান্তেকুত্ তায়েরের স্থান। হযরত আত্তারের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, মাওলানা রুমীর বিখ্যাত দর্শনশাস্ত্র মস্নবীর তিনিই প্রধান উৎস।

হযরত আত্তার (রহঃ)-এর রচিত গ্রন্থের বিষয় সূচী ও প্রকাশভঙ্গী অভিনব। আল্লাহ্ পাকের এবং তাঁহার রাসূলের প্রশংসাবাদ ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সুখ্যাতি বর্ণনার পর গল্পের আসল বক্তব্য বিষয়ের আরম্ভ এরূপভাবে করিয়াছেন ঃ প্রথমতঃ গল্পে বর্ণিত ব্যক্তিগণকে পাখী কল্পনা করা হইয়াছে। যথা-হুদহুদ, তোতা, মোরগ, কবুতর, শানা, বুলবুল ও বাজ ইত্যাদি। একদা এক সভায় জমায়েত হইয়া এই পাখীগুলি উহাদের মধ্য হইতে একটিকে বাদশাহ্ নির্বাচন করিতে চাহিল। হুদহুদ এই পদের জন্য ছি-মোরগের নাম প্রস্তাব করে। অন্যান্য পাখী ইহাতে আপত্তি উত্থাপন করিল। হুদহুদ ধীরস্থিরভাবে প্রত্যেকের আপত্তি শুনিতে লাগিল এবং একে একে প্রত্যেকটির উত্তর প্রদান করিতে লাগিল। অবশেষে সকলে একবাক্যে সুসংবাদদাতা হুদহুদের প্রস্তাব সমর্থন করিয়া ছি-মোরগকে সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিতে রাযী হয়। তারপর উহার কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে যাহা সাধারণতঃ সালেকের অর্থাৎ মাওলার পথের পথিকের মনে উদয় হয়, প্রশ্নোত্তর আকারে
তাহা তিনি সন্নিবেশ করেন। এই مَنْطِقُ الطَّيْر (মান্তেকুত্ তায়ের) নামটি পবিত্র কোর্আন শরীফের 'সূরায়ে নামাল' হইতে গৃহীত। আওলিয়ায়ে কেরাম কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত। কেহ তত্ত্বজ্ঞ ও আশেক বা প্রেমাসক্ত, আবার কেহ কেহ শারীরিক পরিশ্রমী, কেহ কেহ সাধনাক্ষেত্রে নফ্সের সহিত যুদ্ধরত, কেহবা আল্লাহ্ পাকের তৌহীদে অনুরক্ত। আবার কোন কোন ওলীআল্লাহ্ উপরোক্ত সমস্ত গুণে ভূষিত। আবার কাহারও একটি, কাহারও বা দুইটি কিংবা ততোধিক বিশেষ গুণ আছে।

তাযকিরাতুল আওলিয়া-এর ফযীলত

প্রথম– এই গ্রন্থ পাঠে যাঁহাদের হৃদয়ের প্রশস্ততা বৃদ্ধি ও পরদা উন্মোচন হইবে, তাঁহারা আমাকে দোআ দিবেন। এই লেখার প্রশস্ততার দরুন্ আমার কবরও প্রশস্ত হইতে পারে। যেমন, হযরত ইয়াহ্ইয়া আম্মারকে কেহ স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, "মৃত্যুর পর আল্লাহ তাআলা আপনাকে কি বলিয়াছেন?" তিনি উত্তরে বলিলেন, "আল্লাহ পাক আমার মৃত্যুর পর আমাকে বলিলেন, "হে ইয়াহ্ইয়া, আমি তোমার প্রতি অতিশয় রাগান্বিত ছিলাম। এক সভায় তুমি আমার প্রশংসা করিতেছিলে; এমন সময় সেখানে আমার এক বন্ধু

https://kitabbhubon.com

উপস্থিত হইলেন। উহা শুনিয়া তিনি আমার প্রেম-সুধা পান করিলেন। এই একটি মাত্র কারণে আমি তোমাকে মা'ফ করিলাম। অন্যথায় তোমার জন্য কঠোর আযাবের ব্যবস্থা করা হইত।"

দ্বিতীয়– যখন লোকেরা হযরত বূ-আলী দাক্কাককে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "আমরা যখন আওলিয়া ও মহৎ ব্যক্তিগণের উপদেশ আমল করিতে পারি না, তখন তাঁহাদের বাণী শ্রবণে কি আমাদের কোন লাভ আছে?" হযরত বূ-আলী উত্তর করিলেন, "হাঁ, অনুরূপ কার্য করিতে না পারিলেও অন্ততঃ তাহাতে দুইটি ফায়দা নিশ্চয় আছে-

(১) মহৎ ব্যক্তিগণের জীবনচরিত্র শ্রবণ করিলে শ্রোতার মনে সৎকার্যের সাহস ও মাওলা-প্রেম বৃদ্ধি পাইবে। (২) তাহার মনে অহঙ্কার থাকিলে তাহা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে এবং সে আপন ভাল-মন্দ বুঝিতে সক্ষম হইবে। পূর্বে তাহার দৃষ্টিতে যাহা ভাল দেখাইতেছিল, অতঃপর তাহা মন্দ দেখাইবে। অন্ধ না হইলে সে কোন্‌টি ভাল আর কোন্‌টি মন্দ স্পষ্ট দেখিতে পাইবে ? শেখ মাহ্‌ফুজ বলিয়াছেন, 'লোককে নিজ তুলাদণ্ডে ওজন করিও না; বরং আপনাকে আওলিয়াগণের তুলাদণ্ডে ওজন করিও। তাহা হইলে তাঁহাদের মহত্ত্ব ও নিজের ক্ষুদ্রতা বুঝিতে পারিবে।'

তৃতীয়– হযরত জুনায়েদকে লোকে জিজ্ঞাসা করিল, "মুরীদগণ আওলিয়াদের কাহিনী ও গল্পসমূহ শুনিয়া কি উপকার পায়?" তিনি উত্তরে বলিলেন, "তাহাদের পবিত্র বাণী আল্লাহ্ পাকের সৈন্যসদৃশ বটে। যে-সকল সাধকের কলব দুর্বল, ইহা তাঁহাদের কলবকে সবল করিয়া তুলিবে। তিনি সেই সকল সৈন্যসদৃশ বাণী হইতে সাহায্য-প্রাপ্ত হইবেন। আল্লাহ তাআলা ফরমাইয়াছেন ঃ হে মোহাম্মদ, আমি তোমার নিকট পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের কাহিনী বলিতেছি; ইহাতে তোমার মন সবল ও সতেজ হইবে এবং তুমি শান্তিলাভ করিবে।"

চতুর্থ– হুযুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, "ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ও আওলিয়াগণের জীবনী আলোচনাকালে আল্লাহ্ পাকের রহ্‌মত নাযিল হয়।" যদি কেহ আল্লাহ্ পাকের রহ্‌মতের আশায় দস্তরখানা পরিবেশন করেন, তবে তিনি সম্ভবতঃ নিরাশ হইবেন না।

পঞ্চম–তত্ত্বানুসন্ধান লোকেরা আওলিয়া ও দরবেশগণের পবিত্র আত্মা হইতে সাহায্য লাভ করিবে এবং মৃত্যুর পূর্বে কোন বন্ধুর ছায়াতলে আশ্রয় পাইবে।

ষষ্ঠ– আমিও কোর্‌আন হাদীসের পরেই তাঁহাদের বাণীকে সব চেয়ে উত্তম বস্তু হিসাবে এবং সকল ওলীআল্লাহ্‌কে কোর্‌আন-হাদীস মোতাবেক পাইলাম।

https://kitabbhubon.com

যদিও আমি তাঁহাদের শ্রেণীভুক্ত নহি, তথাপি কেবল বাহ্যিক সাদৃশ্য লাভের আশায় এই কার্য গ্রহণ করিয়াছি। কেননা, বর্ণিত আছে "যে ব্যক্তি যে দলের অনুকরণ করে সে হাশরের দিন সেই দলের অন্তর্ভুক্ত হইবে।"

সপ্তম– পবিত্র কোর্‌আন ও হাদীস শরীফ বুঝিতে হইলে আরবী অভিধান ও ব্যাকরণ জানা আবশ্যক। তাহা না থাকিলে জনসাধারণের পক্ষে কোর্‌আন-হাদীস বুঝা খুব শক্ত ব্যাপার। দরবেশ ও আওলিয়াদের কাহিনীকে কোর্‌আন-হাদীসের ব্যাখ্যা বলা যাইতে পারে।

অষ্টম– একবার কোন এক ব্যক্তি আবদুর রহ্‌মান আস্‌ফাককে প্রশ্ন করিয়াছিল, "যদি কেহ কোর্‌আন শরীফ তেলাওয়াত করে, অথচ কি পড়িতেছে তাহা না বুঝে ও না জানে,তাহা হইলে কি কোর্‌আন মজীদ তাহার মনে কোন প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইবে?" তিনি উত্তরে বলিলেন, "নিশ্চয়ই! যেমন, কোন ব্যক্তি যদি ঔষধ সেবন করে, অথচ সে কি সেবন করিতেছে ও তাহার গুণাগুণ কি তাহা না জানে, ঔষধ কি তেমন ক্ষেত্রে তাহার উপর ক্রিয়া করিবে না?" নশ্বর-দুনিয়ার ঔষধের যদি এই অবস্থা হয়, তবে যে কোর্‌আন মজীদ মানুষের মন, এমন কি পাথরের পাহাড়ও নিমিষে গলাইয়া দিতে পারে,আল্লাহ্ পাকের সেই পবিত্র কালাম কেন মনে প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইবে না? অবশ্য যদি অর্থ বুঝিয়া তা'যীমের সহিত মনোযোগ সহকারে পাক কালাম তেলাওয়াত করে, তবে উহা মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিবে, তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ, আওলিয়া-কাহিনী কোর্‌আন-হাদীসেরই ব্যাখ্যাস্বরূপ।

নবম– আমার সর্বদাই ইচ্ছা যে, আমি আওলিয়ায়ে কেরামের কাহিনী ও প্রসঙ্গ ব্যতীত কোন কথাই শুনিতে ও বলিতে আমার ইচ্ছা হয় না। আমি তাঁহাদেরই পবিত্র বাণী আমার পরবর্তীগণের জন্য নকল করিলাম।

যেমন, হযরত বূ-আলী বলিয়াছেন, "আমার দুইটি আকাঙ্ক্ষা আছে ঃ (১) সর্বদা আল্লাহ্ পাকের পবিত্র কালাম শ্রবণ করা এবং (২) কোন আল্লাহ্‌ওয়ালা লোককে দর্শন করা। কারণ, আমি এখনও গণ্ডমূর্খ, কিছুই পড়িতে বা লিখিতে জানি না। আমি এরূপ কোন লোক চাই যে আল্লাহ্-ওয়ালাগণের জীবনী বর্ণনা করিবে এবং আমি নীরবে উহা শ্রবণ করিব অথবা আমি তাঁহাদের জীবনী বর্ণনা করিব এবং তিনি তাহা শ্রবণ করিবেন। মোটকথা যে বেহেশ্‌তে তাঁহাদের সম্বন্ধে কথোপকথন হইবে না, বূ-আলী তেমন বেহেশ্‌ত চায় না; ইহাই আমার মনের কথা।'

দশম– ইউসুফ হাম্‌দানীকে লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, "যখন এই যমানা অতিবাহিত হইয়া যাইবে এবং আল্লাহ-ওয়ালাগণ পর্‌দার আড়ালে চলিয়া যাইবেন, তখন আমরা কি লইয়া থাকিব এবং কি দিয়া মনকে সান্ত্বনা দিব?" তিনি উত্তরে বলিলেন, "প্রতিদিন তাঁহাদের বাণী ও জীবনী অন্ততঃ ৮ পৃষ্ঠা পাঠ করিবে। অলস ব্যক্তিদের জন্য এই বাণীকে ওযীফাস্বরূপ গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য বলিয়া আমি মনে করি।"

https://kitabbhubon.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত জা'ফর সাদেক (রহঃ)	১৩
হযরত উয়ায়েস আল্‌-কর্‌নী (রহঃ)	১৭
হযরত হাসান বস্‌রী (রহঃ)	২৬
হযরত মালেক দীনার (রহঃ)	৪৩
হযরত মোহাম্মদ ওয়াসে (রহঃ)	৫২
হযরত হাবীব আযমী (রহঃ)	৫৩
হযরত আবূ হাযেম মক্কী (রহঃ)	৬১
হযরত উৎবা ইবনে গোলাম (রহঃ)	৬৩
হযরত রাবেয়া বস্‌রী (রহঃ)	৬৫
ফোযায়েল ইবনে আয়ায (রহঃ)	৮২
হযরত ইব্‌রাহীম আদ্‌হাম (রহঃ)	৯৪
হযরত বিশ্‌রে হাফী (রহঃ)	১১৭
হযরত যুন্‌নূন্‌ মিস্‌রী (রহঃ)	১২৪
হযরত বায়াযীদ বোস্তামী (রহঃ)	১৪৩
আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নে মোবারক (রহঃ)	১৬৮
হযরত সুফিয়ান ছওরী (রহঃ)	১৭৬
হযরত আবু আলী শকীক বল্‌খী (রহঃ)	১৮৩
ইমাম আযম আবূ-হানীফা (রহঃ)	১৮৮
হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)	১৯৬
হযরত আহ্‌মাদ ইব্‌নে হাম্বল (রহঃ)	২০২
হযরত দাঊদ তায়ী (রহঃ)	২০৭
হযরত হারেস মোহাসেবী (রহঃ)	২১৩
হযরত আবূ-সোলায়মান দারায়ী (রহঃ)	২১৬
প্রথম ছবক	২২৩
মুজাহিদ কমিটির প্রকাশিত ও পরিবেশিত কিতাব	২২৪

https://kitabbhubon.com

نَحْمَدُهٗ وَ نُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

তায্‌কিরাতুল আওলিয়া

হযরত জা'ফর সাদেক (রহঃ)

পরিচয় ঃ হযরত জা'ফর সাদেক (রহঃ) তাঁহার উপনাম আবু মুহাম্মদ। তিনি হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাত ভাই ও জামাতা হযরত আলী কার্‌রামাল্লাহুর বংশধর ছিলেন। তাঁহার জীবনী সর্বপ্রথমে এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হইল। তিনিই ছিলেন হযরত আলী (রাঃ)-এর সন্তান, সমস্ত ওলীদের মাথা এবং নবুয়তের উজ্জ্বল দলীল, ওলীদের বাদশাহ। তিনি কোর্‌আন, হাদীস ও এলমে মা'রেফতে একজন বিশেষ জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মাওলার একজন খাঁটি আশেক ছিলেন।

কতল করার জন্য ডাকিয়া সম্মান দান ঃ তদ্‌কালীন বাদশাহ্ খলীফা মন্‌সূর হযরত সাদেকের বিরাট ব্যক্তিত্ব ও তাঁহার প্রতি লোকজনের অগাধ ভক্তি ও ভালবাসা দেখিয়া অত্যন্ত চিন্তিত ও ভীত হইয়া পড়েন। তাই তাঁহার উযীরকে ডাকিয়া বলিলেন, "যাও, সাদেককে ধরিয়া আন, আমি তাঁহাকে কতল করিব।" উযীর বিনীতভাবে আরয করিলেন, "বেচারা নীরবতার মধ্যে থাকিয়া ইবাদতে মশ্‌গুল, সংসার হইতে স্বীয় হস্তকে গুটাইয়া লইয়াছেন, তাঁহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিলে ও তাঁহাকে কতল করিলে আপনার কি উপকার হইবে? খলীফা বলিলেন, "যাহাই হউক না কেন, তাঁহাকে আমার দরবারে আনিতেই হইবে।" উযীর পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াও যখন খলীফার মনের গতি ফিরাইতে পারিলেন না, তখন হযরত সাদেককে ডাকিতে গেলেন। খলীফা চাকর-নওকরদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "যে মুহূর্তে সাদেককে দরবারে হাযির করা হইবে, আমি তখনই মাথার তাজ খুলিয়া ফেলিব। ইহা দেখিলে তোমরা সাদেকের মস্তক দুই টুকরা করিয়া ফেলিবে।" হযরত সাদেক (রহঃ) যথাসময়ে খলীফা মন্‌সূরের দরবারে পৌঁছিলেন। মন্‌সূর উঠিয়া বিনীতভাবে হাঁটু নত করিয়া হযরত সাদেককে তাঁহার তখ্‌তে বসাইলেন। দরবারে উপস্তি লোকেরা ইহা দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইল। মন্‌সূর হযরত সাদেককে বলিলেন, "আপনি আমার নিকট কি চান?"হযরত সাদেক উত্তরে বলিলেন, "আমাকে আবার ডাকিয়া আমার ইবাদতে বিঘ্ন ঘটাইবেন না, ইহাই আমি চাই।" খলীফা মন্‌সূর সসম্মানে তখনই তাঁহাকে বিদায় দিলেন। তাঁহাকে বিদায় দানের পরক্ষণেই খলীফা

https://kitabbhubon.com

মান্‌সূরের কম্পন উপস্থিত হইল এবং তিনি বেহুঁশ হইয়া পড়েন। এই অবস্থায় তাঁহার তিন ওয়াক্ত নামায কাযা হয়।

খলীফার জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে উযীর আরয করিলেন, "আপনার এ অবস্থা হইল কেন?" খলীফা বলিলেন, "যখন হযরত সাদেক আমার দরজায় প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার সহিত আমি এক অজগরকে দেখিলাম। অজগরটি যেন ফণা বিস্তার করিয়া আমাকে বলিতেছিল, "হে মন্‌সূর! যদি তুমি সাদেককে কষ্ট দাও, আমি তোমাকে দংশন করিব।" উহার ভয়ে আমি হযরত সাদেকের খেদমতে ওযর-আপত্তি জানাইয়া মা'ফ চাহিলাম এবং বেহুঁশ হইয়া পড়িলাম।"

নেক আমল দ্বারা মুক্তির আশা করা যায় বংশ দ্বারা নহে ঃ হযরত দাউদ তায়ী একদিন হযরত সাদেকের নিকট আসিয়া বলিলেন যে, আপনি যেহেতু হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধর আমাকে কিছু নসীহত করুন। হযরত সাদেক বলিলেন, "সোলায়মান! [১] তুমি বর্তমান সময়ের একজন যাহেদ। আমার নসীহতে তোমার কি প্রয়োজন? সোলায়মান বলিলেন, "হে পয়গম্বরের বংশধর! আপনি বর্তমানে দুনিয়ার সকল মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমাদিগকে নসীহত করা আপনার উপর ওয়াজিব।" হযরত সাদেক বলিলেন, " কিয়ামতের দিন যদি আমার নানাজি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কেন আমার তাবেদারী করিলে না? উচ্চ বংশ দ্বারা নসীহত হয় না," আমল (কর্ম) দ্বারাই সত্যকে বুঝিতে পারা যায়, তখন আমি কি উত্তর দিব? এই ভয়ে আমি কম্পিত। এতদ্‌শ্রবণে হযরত সোলায়মান বহুত নছীহত গ্রহণ করিলেন এবং "কাঁদিয়া বলিলেন, 'হে আল্লাহ্‌, তোমারই নবীর রক্তের মিলনে যাঁহার শরীর গঠিত, যাঁহার চরিত্র রাসূলুল্লাহর চরিত্রের আদর্শে গঠিত, যাঁহার নানাজী তোমার রাসূল, মা আদর্শ মহিলা, তিনিই যখন নিজ কার্য সম্বন্ধে এতটা ভীত ও সন্ত্রস্ত, তখন দাউদ এমন আর কোন মানুষ যে আপন কার্যে খুশী হইবে।"

একদিন হযরত সাদেক বন্ধুদিগকে বলিলেন, "এস, আমরা সকলে এই প্রতিজ্ঞা করি- আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন মুক্তি পাইবে, সে অপরের গোনাহ্‌ মাগফেরাতের জন্য আল্লাহ্‌ পাকের দরবারে সুপারিশ করিবে।" তাঁহারা বলিলেন, "সাদেক! আমাদের এই প্রকার প্রতিজ্ঞার কি প্রয়োজন? আপনার নানাজী স্বয়ং সুপারিশকারী।" হযরত সাদেক উত্তরে বলিলেন, "আমি নিজের কাজের জন্য হাশরের দিন নানাজীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লজ্জাবোধ করি। এইজন্য আপনাদের নিকট আরয করিয়াছিলাম।"

পোশাকের বিধান ঃ একদা হযরত সাদেককে মূলবান পোশাক পরান হইয়াছিল। ইহা দেখিয়া এক ব্যক্তি বলিল, "আপনি নবীর বংশধর। এইরূপ সুকোমল মূল্যবান পোশাক আপনার পক্ষে শোভা পায় না।"

টীকা ঃ (১) দাউদের ডাক নাম সোলায়মান।

https://kitabbhubon.com

হযরত সাদেক তাঁহার আস্তিনের ভিতরের দিকে নযর করিতে তাহাকে ইঙ্গিত করিলেন। আস্তিনের নীচে মোটা কাপড় খসখসে বোধ হইল। তিনি বলিলেন, "আমার একটি জামা আল্লাহ্ তাআলার দরবারে নামায পড়িবার জন্য অন্যটি মানব-সমাজে চলাফেরার জন্য।"

নষ্টীহত পূর্ণ ঘটনা ঃ একদা এক ব্যক্তি হাযার টাকার একটি থলিয়া হারাইয়া ভুলক্রমে হযরত সাদেককে আক্রমণ করে। ঐ ব্যক্তি হযরত সাদেককে চিনিত না। হযরত সাদেক বলিলেন, "থলিয়ায় কত টাকা ছিল?" সে বলিল, "হাযার টাকা।" তিনি তাহাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী গেলেন এবং হাযার টাকা দিয়া দিলেন। পরে লোকটি তাহার টাকা পাইয়া হযরত সাদেকের টাকাগুলি ফেরত লইয়া আসিল। কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না; বরং বলিলেন, "আমি যাহা দান করিয়াছি তাহা আবার গ্রহণ করি না।" লোকটি হযরত জা'ফর সাদেককে চিনিতে পারিয়া অতিশয় লজ্জিত হইল।

একদিন হযরত সাদেক কোন এক রাস্তার উপর দিয়া "আল্লাহ্ আল্লাহ্" যিকির করিতে করিতে যাইতেছিলেন। সেই সময়ে একজন দুঃখী লোক 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' বলিতে বলিতে তাঁহার পশ্চাতে ছুটিল। হযরত বলিলেন, "আল্লাহ্! পরনে কাপড় নাই, গায়ে চাদরও নাই।" হঠাৎ গায়েব হইতে কয়েকখানা মূল্যবান কাপড় পাইলেন ও তাহা পরিধান করিলেন। ইহা দেখিয়া সঙ্গের দুঃখী ব্যক্তি বলিল, "আল্লাহ্র যিকিরে আমিও আপনার সঙ্গে শরীক ছিলাম, কাজেই আপনার পুরাতন কাপড় আমাকে দান করুন।" হযরত তৎক্ষণাৎ তাহাকে পুরাতন জামাগুলি সদ্কা দিলেন।

এক ব্যক্তি হযরত সাদেকের নিকট আসিয়া বলিল, "আমি আল্লাহ্কে দেখিতে চাই, তাঁহাকে আমার নিকট হাযির করুন।" হযরত সাদেক বলিলেন, "তুমি কি শুন নাই যে, আল্লাহ্ মূসাকে বলিয়াছিলেন, –((لَنْ تَرَانِىْ)) 'তুমি কখনই আমাকে দেখিতে পাইবে না' সে বলিল, "হাঁ, তবে ইহা মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দ্বীন ইসলাম। হযরত মূসার যুগ অতীত হইয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া মিল্লাতে মোহাম্মদীর গণ্ডির ভিতরে থাকিয়া কোন এক ওলী বলিতেন, (رَاٰى قَلْبِىْ رَبِّىْ)আমার অন্তর আমার রব্কে দেখিয়াছে। ইহা শুনিয়া অপর এক ওলী চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন لَمْ اَعْبُدُ رَبًّا لَمْ اَرَاهُ অর্থাৎ তাঁহাকে না দেখিয়া আমি রবের ইবাদত বন্দেগী করি না। ইহা শুনিয়া হযরত সাদেক মুরীদগণকে বলিলেন, "ইহাকে বাঁধ ও নদীতে ফেলিয়া দাও।" তাঁহাকে নদীতে ফেলিয়া দেওয়া হইল। 'কিন্তু পানি তাঁহাকে উপরে উঠাইয়া দিয়াছিল এবং হযরতের নিকট সাহায্য চাহিল। হযরত ছাদেক ইহা দেখিয়া পানিকে বলিলেন ইহাকে ভালোমত হাবুডুবু খাওয়াও।

https://kitabbhubon.com

কিছুক্ষণ হাবুডুবু খাওয়ার পর যখন মরণাপন্ন ও নিরাশ হইয়া পড়িল, তখন সে "আল্লাহ্ আল্লাহ্ বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। হযরত সাদেক বলিলেন, "তাহাকে উঠাইয়া আন।" কিছুক্ষণ পর লোকটি শান্ত হইলে হযরত সাদেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, আল্লাহ্কে দেখিয়াছ?" সে উত্তর করিল, "যতক্ষণ অপরের সাহায্য চাহিয়াছিলাম, ততক্ষণ পর্দার আড়ালে ছিলাম। কিন্তু যখন খাঁটি মনে আল্লাহ্র কাছে সাহায্য চাহিলাম, তখন অন্তরের মুখ খুলিয়া গেল ও প্রথমবারের মত কষ্ট কমিয়া গেল। যেমন, আল্লাহ্ তাআলা বলিয়াছেন, কে আছে ফরীয়াদকারীর ফরীয়াদের উত্তর দিবে?

হযরত সাদেক বলিলেন, "যতক্ষণ তুমি আমাকে ডাকিতেছিলে ও আমার উপর ভরসা করিতেছিলে, ততক্ষণ তুমি অসত্যবাদী ছিলে। এখন যে জ্ঞান লাভ করিলে, তাহা অতি যত্নের সহিত মনে রাখিও ।"

নসীহত

❊ গোনাহ্র কাজ করিবার সময়ে ভীত হওয়া এবং শেষে মাগফেরাত কামনা করা একটি বিশেষ গুণ। ইহা সুফীকে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করায় এবং যে ইবাদতের শুরুতে ভয় এবং শেষে ওযর ও অনুতাপ না থাকে সেই ইবাদত সুফীকে আল্লাহ্র রহ্মত হইতে দূরে রাখে।

❊ অহংকারী সুফীকে প্রকৃত সুফী বলা যায় না। কারণ, সে গোনহ্গার; আর যিনি মা'রেফাত কামনা করেন তিনিই সুফী-শ্রেণীভুক্ত।

❊ পাঁচ ব্যক্তির সহিত সংস্রব রাখিও না ঃ

(ক) মিথ্যুক—তাহাকে সঙ্গে রাখিলে ঠকিবে। সে তোমার হিতকামী হইতে পারে,কিন্তু নিজ মূর্খতার দরুন তোমার অমঙ্গল চাইবে।

(খ) কৃপণ—সে সর্বদা নিজের লাভের জন্য তোমার ক্ষতি করিবে।

(গ) নির্দয়—অভাবের সময় সে তোমাকে ধ্বংস করিবে।

(ঘ) কাপুরুষ—তোমার প্রয়োজনের সময় সে তোমাকে ত্যাগ করিবে।

(ঙ) ফাসেক—তাহার লোভ-লালসা অত্যন্ত বেশী। নিজ স্বার্থের খাতিরে সে তোমাকে প্রাণে হত্যা করিতেও পারে।

এই দুনিয়াতেই বেহেশ্ত ও দোযখের নমুনা বুঝিবার শক্তি আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে দিয়াছেন। শান্তি হইল বেহেশ্ত ও দুঃখ-কষ্ট হইল দোযখ। সঙ্গলাভ হইল বড় জিনিস। কিন্তু অনেক সময় কাফেরের সঙ্গেও ওলী থাকে এবং পয়গম্বরের সঙ্গেও কাফের ছিল। হযরত আসীয়া ছিলেন ফের্আউনের বিবি। অপরপক্ষে হযরত নূহ এবং হযরত লূত (আঃ)-এর বিবিগণ কাফের ছিল। এই জন্য নেক সঙ্গলাভের মধ্যে নেক নিয়ত থাকিতে হইবে।

https://kitabbhubon.com

হযরত উয়ায়েস আল্‌-কর্‌নী (রহঃ)

পরিয়চঃ হযরত উয়ায়েস কর্‌নী (রহঃ) ইয়েমেন প্রদেশে "কার্‌ন্‌" নামক স্থানে তাঁহার জন্ম করেন। তাই লোকে তাঁহাকে "কর্‌নী" বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার নাম ছিল উয়ায়েস। তিনি শৈশবেই পিতৃহীন হন। মাতা তাঁহাকে অতি কষ্টে লালন পালন করেন। তিনি একজন বিশিষ্ট তাবেঈ ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন,

اُوَيْسُ الْقَرْنِىْ خَيْرُ التَّابِعِيْنَ

অর্থাৎ "উয়ায়েস কর্‌নী সত্য নিষ্ঠ ও মেহেরবানীর দিক হইতে তাবেঈগণের মধ্যে উত্তম।" তাঁহার গুণ ও প্রশংসা দোজাহানের বাদশাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন। অন্য কেহ তাঁহার প্রশংসা করিতে পারিবে। একদিন রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলিলেন,

اِنِّىْ لَاَجِدُ نَفْسِ الرَّحْمٰنِ مِنْ قَبْلِ الْيَمَنِ

"আমি বাস্তবিক আল্লাহ্ তাআলার রহ্‌মতের সুগন্ধযুক্ত হাওয়া ইয়েমেনের দিক্ হইতে পাইতেছি।" রাসূলুল্লাহ্ আরও বলেন, "কিরামতের দিন আল্লাহ্ সত্তর হাযার ফেরেশ্‌তাকে উয়ায়েস কর্‌নীর অনুরূপ চেহারা দিয়া সৃষ্টি করিবেন। হযরত উয়ায়েস এই সকল ফেরেশ্‌তা দ্বারা বেষ্টিত হইয়া হাশর ময়দানে উপস্তিত হইবেন।" দুনিয়াতে তিনি নির্জন স্থানে এবং লোকালয় হইতে দূরে থাকিয়া ইবাদত-বন্দেগী করিতে ভালবাসিতেন ও নিজেকে গোপন রাখিতে চেষ্টা করিতেন। তাই কিয়ামতের দিন তাঁহাকে আল্লাহ তাআলা "সিদ্‌ক্" নামক স্থানে রাখিবেন। আল্লাহ তাআলা তখন বলিবেন-

اَوْلِيَاءُ تَحْتَ قَبَابِىْ لَا يَعْرِفُهُمْ غَيْرِىْ

অর্থ– ওলীগণ আমার মিম্বারের নীচে; তাঁহাদিগকে আমি ব্যতীত কেহই চিনিতে পারে না।

একদিন হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাহাবাগণকে বলিলেন, "আমার উম্মতের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি আছেন, যাহার সুফারিসে রাবীয়া ও মোযার সম্প্রদায়ের ছাগলপালের পশমের পরিমাণ গোনাহ্‌গারকে মাফ করিয়া দেয়া হইবে। সেইকালে ঐ দুই সম্প্রদায়ের ছাগলপাল দুনিয়ার মশ্‌হূর ছিল।

বাতেনী যিয়ারত ঃ ছাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্,এমন ব্যক্তি কি? হযরত বলিলেন, "তিনি আল্লাহ্‌র একজন গোলাম, নাম উয়ায়েস

https://kitabbhubon.com

কর্‌নী; তিনি কর্‌ন্‌ নামক স্থানে বাস করেন। ছাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "হযরত! তিনি কি আপনাকে দেখিয়াছেন?" উত্তরে হযরত বলিলেন, "তিনি আমাকে চর্মচক্ষে দেখেন নাই বটে, কিন্তু অন্তরের চক্ষে আমাকে দেখিয়াছেন ও দেখিতেছেন। ছাহাবাগণ আরয করিলেন, "আপনার আশেক হইলে তিনি কেন আপনার খেদমতে আসেন না?" রাসূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম উত্তর করিলেন, "তিনি দুইটি কারণে আসিতে অক্ষম। প্রথমতঃ তিনি আল্লাহ্‌র এশ্‌কে এবং তাঁহার রাসূলের প্রতি ভক্তিতে মশ্‌গুল থাকেন। দ্বিতীয়তঃ শরীয়তের হুকুম একমনে পালন করেন। তাঁহার মাতা অন্ধ এবং তাহার হাত-পা অচল। মাতার ভরণপোষণের ভার উয়ায়েস কর্‌নীর উপর। উট চরাইয়া তিনি নিজের ও মাতার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করেন।" তারপর রাসূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইব না" হযরত আবু বকর সিদ্দীককে লক্ষ করিয়া বলিলেন, "তুমি তাঁহাকে তোমার জীবনকালে দেখিবে না। কিন্তু ফারুক ও মোরতাযা উয়ায়েস কর্‌নীকে দেখিবে। " ওফাতের সময় রাসূলুল্লাহ্‌ হযরত ওমর ও হযরত আলীকে (রাঃ) বলিলেন- "তোমরা আমার ওফাতের পর আমার খের্‌কা উয়ায়েস কার্‌নীকে দিয়া দিবে এবং তাঁহাকে আমার সালাম জানাইবে।"

হযরত ওয়ায়েসের নিকট ছাহাবীদ্বয়ের গমন ঃ রাসূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের অনেক পরে হযরত ওমরের খেলাফতের সময় হযরত ওমর ও হযরত আলী (রাঃ) কুফায় যাইয়া লোকগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমরা কি উয়ায়েসের সন্ধান দিতে পার?" তাহারা উত্তর করিলেন, "সে একজন পাগল, লোক-সংসর্গে বাস করে না। জংগলে উট চরাইয়া থাকে। দিনশেষে একবার শুক্‌না রুটি আহার করে। লোকেরা যখন হাসে, সে তখন কাঁদে; লোকে কাঁদিলে সে হাসে।" ইহার পর হযরত ওমর ও হযরত আলী কার্‌রামাল্লাহু অয্‌হাহু একটি নির্জন স্থানের দিকে রওয়ানা হন। তাঁহারা তথায় যাইয়া তাঁহাকে প্রথমে নামাযে মশগুল দেখিলেন। তিনি লোক আগমনের শব্দে নামায সংক্ষেপ করিলেন এবং ছাহাবাগণকে সালাম করিলেন। হযরত ওমর সালামের জওয়াব দিয়া তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে তিনি 'আবদুল্লাহ' (আল্লাহ্‌র দাস) বলিলেন। তখন হযরত ওমর বলিলেন, "আমরা সকলেই আল্লাহ্‌র দাস। আপনার প্রকৃত নাম কি? উত্তরে তিনি বলিলেন, "উয়ায়েস।" হযরত ওমর বলিলেন, "আপনার ডান হাতখানা দেখান।" উয়ায়েস তাঁহার ডান হাতখানা দেখাইলেন। হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নসীহত অনুসারে তাঁহার ডান হাতে সাদা চিহ্ন দেখিতে পাইয়া হযরত ওমর তাঁহার হস্ত চুম্বন করিলেন এবং বলিলেন, "রাসূলুল্লাহ্‌ আপনাকে সালাম জানাইয়াছেন এবং নিজ খের্‌কা মোবারক আপনাকেই দান করিয়াছেন এবং তাঁহার উম্মতগণের জন্য দোআ করিতে বলিয়া গিয়াছেন।"

https://kitabbhubon.com

হযরত উয়ায়েস বলিলেন,"দোআর জন্য ত আপনারাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উপযুক্ত।" হযরত ওমর বলিলেন, "আমরা তাহা করিতেছি। কিন্তু আপনি রাসূলুল্লাহর হুকুম পালন করুন।" হযরত উয়ায়েস বলিলেন, "হযরত ওমর! আপনি বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখুন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাঁহার কথা বলিয়াছেন, হয়ত তিনি অন্য কেহ হইবেন।" হযরত ওমর বলিলেন, "আপনার হাতে যে চিহ্ন আছে বলিয়া রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়া গিয়াছেন, আমি সেই চিহ্ন দেখিতেছি।" হযরত উয়ায়েস বলিলেন, "আগে রাসূলুল্লাহর খের্কাটি দিন, তারপর দোআ করিব।" হযরত ওমর খের্কাটি প্রদান করিলে উয়ায়েস তাহা গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "একটু অপেক্ষা করুন।"

ইহা বলিয়া তিনি সিজ্দায় গিয়া বলিলেন, "হে আল্লাহ! যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহা আমাকে দান করিয়াছেন, যে পর্যন্ত উম্মতে মোহাম্মদীকে তুমি মা'ফ না কর, সেই পর্যন্ত আমি এই পবিত্র খের্কা পরিব না। হযরত ফারুক ও হযরত মোরতাযা নিজ নিজ কাজ সমাধা করিয়াছেন। এখন হে আল্লাহ্! কেবল তোমারই কাজ বাকী রহিয়াছে।" আওয়ায হইল, "তোমার দোআর উসিলায় কিছু সংখ্যক লোককে মা'ফ করিব।" হযরত উয়ায়েস বলিলেন, 'যে পর্যন্ত সকলকে মা'ফ করা না-হইবে, সে পর্যন্ত তোমার এই হাবীরের পবিত্র খের্কা আমি পরিধান করিব না।" আওয়ায হইল, "কয়েক হাযার লোককে মা'ফ করা হইবে।"

উয়ায়েস সিজ্দায় থাকিয়াই এইভাবে কথোপকথনে রত ছিলেন। এমন সময় হযরত আলী মোরতাযা (রাঃ) তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। হযরত উয়ায়েস জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন আপনারা এখানে আসিয়াছেন? যে পর্যন্ত সমস্ত উম্মতকে মা'ফ না-করা হইবে, সে পর্যন্ত খের্কা মোবারক আমি পরিব না। " হযরত ফারুক উয়ায়েসের পরনের কম্বলের দিকে নযর করিলেন এবং তাহাতে আঠার হাযার আলমের ধন-দওলত দেখিয়া এতই বিস্মিত ও অভিভূত হইলেন যে, খেলাফতের প্রতি তাঁহার ঘৃণা জন্মিয়া গেল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "এমন কেহ কি আছেন, যিনি এক টুকরা রুটির বদলে খেলাফত ক্রয় করিবেন?" হযরত উয়ায়েস বলিলেন, "যাহার বুদ্ধি নাই একমাত্র সেই ব্যক্তি উহা ক্রয় করিবে। দূরে ফেলিয়া দিন, যাহার ইচ্ছা হয় কুড়াইয়া লউক। বেচা-কেনার কি প্রয়োজন?"

তারপর হযরত উয়ায়েস খের্কা মোবারক পরিধান করিয়া বলিলেন, "হে আল্লাহ্ তাআলা! এই খের্কা মোবারকের তোফায়লে বণী-রবীয়া ও বনী-মোযার সম্প্রদায় দুইটির ছাগলসমূহের লোমরাশির অনুরূপ উম্মতে মোহাম্মদীকে আমার

https://kitabbhubon.com

উপলক্ষে মা'ফ করিয়া দাও। (প্রকাশ থাকে যে, ঐতিহাসিকগণের মতে উক্ত সম্প্রদায়দ্বয়ের কাহারও ছাগল সংখ্যা বিশ হাযারের কম ছিল না।)

হযরত আলী (রাঃ) হযরত উয়ায়েসের এই সকল কথা শুনিয়া নির্বাক হইয়া বসিয়া পড়িলেন। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে উয়ায়েস! আপনি কেন হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না?" উত্তরে তিনি বলিলেন, "আপনারা কি হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখিয়াছেন?" হযরত ফারুক 'হাঁ, বলিলে, উয়ায়েস বলিলেন, "সম্ভবতঃ আপনারা তাঁহার জুব্বা (কোর্তা) দেখিয়াছেন। আচ্ছা বলুন ত, তাঁহার ভ্রূ-দুইটি সংযুক্ত না পৃথক ছিল?" আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কেহই এই কথার সঠিক উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না।

রাসূলের এশ্ক ঃ ইহার পর হযরত উয়ায়েস বলিলেন, "আপনারা কি হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বন্ধু?" তাঁহারা উত্তরে বলিলেন 'হ্যাঁ'। হযরত উয়ায়েস বলিলেন, "যদি আপনারা প্রকৃত বন্ধুই হইতেন, তবে শত্রুরা যেদিন তাঁহার পবিত্র দাঁত ভাঙ্গিয়া দেয়, সে দিন কেন আপনারা নিজেদের দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন না? এই বলিয়া" তিনি নিজ দাঁতগুলি তাহাদিগকে দেখাইলেন। তাঁহার সব কয়টি দাঁতই ভাঙ্গা ছিল। তিনি বলিলেন, "আমি হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে চর্মচক্ষে না দেখিয়াই নিজের দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছি। কেননা, যখন আমি একটি দাঁত ভাঙ্গিলাম, মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল, হয়ত তাঁহার অন্য দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এইরূপে একে একে সমস্ত দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম।" ইহা শুনিয়া হযরত ওমরের ও হযরত আলীর (রাঃ) শরীর কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, আল্লাহ্র রাসূলের প্রতি তাঁহার আশেকের মহব্বত অন্যরূপ। তখন তাঁহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, "ইনি রাসূলুল্লাহ্কে দেখেন নাই, অথচ তাঁহার প্রতি কেমন প্রেম ও ভালবাসা। ইহারই নিকটে আমাদের আদব শিক্ষা করা উচিত।" হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, "আমার জন্য আপনি দোআ করুন।"

দোআ ঃ হযরত উয়ায়েস বলিলেন, প্রত্যেক নামাযের তাশাহ্হুদে এই দোআই করি, "হে আল্লাহ্! মু'মিন নর-নারীকে মা'ফ কর। হে ওমর! যদি আপনি ঈমান লইয়া করবে যাইতে পারেন, তখন দোআ আপনাকে তালাশ করিবে।"

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) বলিলেন, "আমাকে আরও নসীহ্ত করুন। "হযরত উয়ায়েস বলিলেন, "হযরত ওমর! আপনি কি আল্লাহ্কে চিনিয়াছেন?" হযরত ওমর ফারুক বলিলেন, "হাঁ নিশ্চয়ই চিনিয়াছি।" হযরত উয়ায়েস বলিলেন, "যদি তাঁহাকে ব্যতীত অন্য কাহাকেও না জানেন (চিনেন), তবে উহাই আপনার জন্য উত্তম।" হযরত ওমর ফারুক বলিলেন, "আরও কিছু

https://kitabbhubon.com

নসীহতের কথা বলুন।" হযরত উয়ায়েস বলিলেন, "আল্লাহ্ তাআলা কি আপনাকে জানেন?" হযরত ওমর ফারুক বলিলেন, "হাঁ, জানেন। " হযরত উয়ায়েস বলিলেন, "যদি তিনি ব্যতীত অন্য কেহ আপনাকে না জানেন, তাহাও আপনার জন্য উত্তম। (সহজ কথায় ইহার অর্থ এই যে, তিনি ব্যতীত অন্য কেহ আপনাকে না চিনিলেও কোন ক্ষতি নাই।)

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, "একটু অপেক্ষা করুন, আমি আপনার জন্য কিছু আনয়ন করিতেছি।" হযরত উয়ায়েস আপন হস্ত দ্বারা পকেট হইতে দুইটি দাম (দুই পয়সা) বাহির করিয়া বলিলেন, "আমি উট চরাইয়া ইহা উপার্জন করিয়াছি। যদি আপনি ইহা নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারেন যে, ইহা খরচ না করা পর্যন্ত আপনি জীবিত থাকিবেন, তাহা হইলে আপনি আরও গ্রহণ করিতে পারেন।" (অর্থাৎ, হাতে এখন যাহা আছে তাহা শেষ না হইলে আর কিছু গ্রহণ করিবেন না।) হযরত উয়ায়েস তারপর বলিলেন, "অনেক কষ্ট পাইয়াছেন, এখন ফিরিয়া যাইতে পারেন। কিয়ামত নিকটে, সেখানেই পুনরায় আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। সেই দর্শনে আর বিরাম হইবে না। আমি এখন কিয়ামতের পাথেয় সংগ্রহে ব্যস্ত।" এই বলিয়া হযরত উয়ায়েস তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন। হযরত ফারুক এবং হযরত মোর্তাযা বিদায় হইলে হযরত উয়ায়েসের ইয্যত ও হুরমরেত কথা চারিদিকে প্রকাশ হইয়া পড়ে। তখন তিনি তথা হইতে পলাইয়া কুফায় গমন করেন। তৎপর হার্ম এব্নে জাবান ব্যতীত আর কেহ তাঁহার সাক্ষাৎ পান নাই।

হযরত ওয়ায়েযের সাথে ইবনে জাবানের সাক্ষাৎ ঃ হযরত এব্নে জাবান বলেন, "যখন আমি হযরত উয়ায়েসের কথা শুনিলাম তখন তাঁহাকে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা আমার প্রবল হইয়া উঠিল।

আমি কুফায় আসিয়াই তাঁহার তালাশ করিতে লাগিলাম। হঠাৎ একদিন তাঁহাকে ফোরাত নদীতে ওযূ করিতে ও কাপড় ধৌত করিতে দেখিলাম। পূর্বে তাঁহার যে সকল লক্ষণের কথা শুনিয়াছিলাম, সেই অনুসারে তাঁহাকে চিনিলাম ও সালাম করিলাম। তিনি সালামের জবাব দিয়া আমার দিকে চাহিলেন। আমি তাঁহার হাতে হাত মিলাইতে (মোসাফাহা) করিতে চাহিলে, তিনি হাত বাড়াইয়া দিলেন না। আমি বলিলাম,'হযরত উয়ায়েস! আল্লাহ্ আপনার প্রতি রহম করুন ও আপনাকে মা'ফ করুন। হযরত উয়ায়েসের প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার জন্য তাঁহার দরিদ্রতা দেখিয়া আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। হযরত উয়ায়েসও কাঁদিয়া বলিলেন, 'ওহে হার্ম এব্নে জাবান! আল্লাহ্ তোমার হায়াত দারায করুন। তুমি কি জন্য এখানে আসিয়াছ এবং কে তোমাকে আমার সন্ধান দিয়াছে?" আমি বলিলাম, "আপনি আমারও আমার পিতার নাম কিরূপে

https://kitabbhubon.com

জানিলেন? আপনি ত কখনও আমাকে দেখেন নাই!" তিনি উত্তর করিলেন,"যাঁহার জ্ঞানের আগোচরে কিছুই নাই তিনিই আমাকে আপনার সন্ধান জানাইয়াছেন।" আমার রূহ তোমার রূহকে চিনিয়াছে। কেননা, মু'মিনগণের রূহ পরস্পরের সহিত যুক্ত থাকে।" ইহার পর আমি বলিলাম, 'হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে কিছু বলুন।' তিনি বলিলেন,'আমি তাঁহাকে দেখি নাই, তাঁহার পবিত্র বাণী অন্যের নিকট শুনিয়াছি মাত্র। আমি বক্তা, মুফ্‌তি (ফত্‌ওয়াদাতা) কিংবা মোহাদ্দেস্‌ (হাদিস্‌বিদ)- হইতে চাহি না। আমার অন্য কাজ আছে, সুতরাং আমি এই ব্যাপারে লিপ্ত হইতে পারি না।' ইহা শুনিয়া আমি বলিলাম, তাহা হইলে একটু কোর্‌আন পাঠ করুন, আমি শুনি। উত্তরে তিনি أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তৎপর বলিলেন, আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন–

وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ - وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِيْنَ وَمَا خَلَقْنَا هُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

অর্থ ঃ ' আমি জিন ও মানব জাতিকে শুধু আমার ইবাদত করিবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছি। আমি আসমান ও যমীন অর্থাৎ, উহাদের মধ্যে যাহা কিছু আছে সেই সবকে খেলার পুতুল হিসাবে তৈয়ার করি নাই। ইহাদের উভয়টিকে সত্য ছাড়া অন্য কিছুর জন্য সৃষ্টি করি নাই। কিন্তু অধিকাংশ (মানব) ইহা জানে না।'

অতঃপর তিনি এমন জোরে চিৎকার করিলেন যে, আমি মনে করিলাম তিনি বেহুঁশ হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি বলিলেন, 'ওহে ইব্‌নে জাবান, কিসে তোমাকে এখানে আনয়ন করিল?' আমি বলিলাম, 'আপনার বন্ধুত্ব ও ছোহ্‌বতের শান্তি আমাকে এখানে টানিয়া আনিয়াছে।' তিনি বলিলেন, ' যে আল্লাহকে চিনিয়াছে, সে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া আরাম পাইয়াছে বলিয়া আমি জানি না। যে ব্যক্তি আল্লাহকে প্রকৃতরূপে চিনিয়াছে, সে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া কখনও সুখী হইতে পারে না। প্রসঙ্গক্রমে আমি বলিলাম, 'আমাকে কিছু উপদেশ দান করুন।' তিনি বলিলেন, 'যখন নিদ্রা যাইবে, তখন মৃত্যুকে শিয়রে রাখিবে, আর জাগ্রত অবস্থায় মৃত্যুকে চোখের সামনে রাখিবে। কোন গোনাহ্‌কে ছোট বলিয়া মনে করিও না, বড় বলিয়াই জানিও। গোনাহ্‌কে ছোট মনে করাও (বড়) গোনাহ্‌। যদি তুমি গোনাহ্‌কে ছোট বলিয়া মনে কর, তবে তুমি যেন আল্লাহকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিলে।'

'আচ্ছা, আমি কোথায় বাস করিব জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন,'শাম দেশে'। আবার প্রশ্ন করিলাম, 'তথায় আমি কিরূপে জীবিকা সংগ্রহ করিব?'

https://kitabbhubon.com

তিনি আফসোস করিয়া বলিলেন, ' যে-হৃদয়ে সন্দেহ এত প্রবল, উপদেশ তাহার কোন ফল হইবে না।' বলিলাম, 'আরও কিছু উপদেশ দান করুন।' তিনি বলিলেন, "হে এব্নে জাবান, তোমার পিতা মরিয়াছেন, হযরত আদম, হাওয়া, নূহ, ইবরাহীম, মূসা, দাউদ সকলেই মরিয়াছেন, এমন কি শ্রেষ্ঠ-মানব হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও এই দুনিয়া ছাড়িয়া গিয়াছেন। আমার ভ্রাতা হযরত ওমরও মরিয়া গিয়াছেন।' ইহা বলিয়া তিনি 'হায় ওমর! হায় ওমর' বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, "আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। হযরত ওমর ত মরেন নাই। উত্তরে তিনি বলিলেন, ' আল্লাহ তাআলা তাঁহার মৃত্যু সংবাদ আমাকে জানাইয়াছেন' তারপর বলিলেন, 'তুমি ও আমি মৃত ব্যক্তিগণেই দলভুক্ত।

হযরত উয়ায়েস তারপর নামায পড়িয়া দোআ করিলেন এবং নসীহত স্বরূপ বলিলেন, "তুমি আল্লাহ্‌র কোর্আন ও আওলীয়াগণের পথ অনুসরণ করিও। এক মূহূর্তের জন্যও মৃত্যুর কথা ভুলিয়া যাইও না। যখন তুমি নিজ মাযহাবের নিকট যাইবে, তখন তাহাদিগকে এই উপদেশই দিবে। ওহে জাবানের পুত্র! তুমি আর আমাকে দেখিতে পাইবে না, আমিও তোমাকে আর দেখিতে পাইব না। তুমি আমাকে দোআ করিবে, আমিও তোমাকে দোআ করিব। খাঁটী মুসলমানের যাহা কর্তব্য, উহার বিপরীত কিছু করিও না। কারণ, তেমন কিছু করিলে পথভ্রষ্ট হওয়ার ও দোযখে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। এখন তুমি এই পথ দিয়া যাও, আর আমি এই পথ দিয়া যাই।" আমি তাঁহার সহিত কিছুদূর যাইতে চাহিলে, তিনি অনুমতি দিলেন না; নিজেও কাঁদিলেন এবং আমাকেও কাঁদাইলেন। তাঁহার দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া রহিলাম। কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন। তাঁহার কোন সংবাদ আর পাই নাই।

হযরত ওয়ায়েসের ইবাদত ঃ রাবী বলেন, "আমি একদা হযরত উয়ায়েসের দর্শনলাভের জন্য তাঁহার খেদমতে হাযির হইলাম। দেখিলাম তিনি ফজরের নামায পড়িতেছেন। নামায শেষে তাসবীহ পড়িতে লাগিলেন ও যোহ্‌রের সময় পর্যন্ত তাসবীহ পড়িলেন। যোহ্‌রের নামাযের পর হইতে আসর পর্যন্ত তাসবীহ পড়িয়া আসরের নামাযও শেষ করিলেন। এইরূপে তিনি তিন দিন পর্যন্ত কিছুই খাইলেন না এবং শয়নও করিলেন না। চতুর্থ রাত্রিতে দেখিলাম, তিনি সামান্য কিছুক্ষণ নিদ্রা গেলেন। নিদ্রা ভাঙ্গিলে পর মোনাজাতে মশ্‌গুল হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'এলাহী! চোখ ভরিয়া নিদ্রা এবং পেট ভরিয়া খাওয়ার ত্রুটি হইতে তোমার নিকট আমি মাফ চাহিতেছি। ইহা শুনিয়া আমি অবাক হইয়া ফিরিয়া আসিলাম।"

https://kitabbhubon.com

কথিত আছে যে, তিনি রাত্রে শয়ন করিতেন না এবং বলিতেন, "এই রাত্রি রুকুর জন্য, এই রাত্রি সিজ্‌দার জন্য, এই রাত্রি দাঁড়াইয়া থাকার জন্য"- এইভাবে তিনি প্রত্যেক রাত্রি জাগ্রত অবস্থায় অতিবাহিত করিতেন। লোকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "হযরত উয়ায়েস! কেমন আছেন?" উত্তরে তিনি বলিতেন, "রাত্রিতে সিজ্‌দায় যাইয়া سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى (সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা) বলিতে না বলিতেই প্রভাত হইয়া যায়। আমি ফেরেশ্‌তাদেরই মত ইবাদত করিতে চাই, কিন্তু পারিতেছি না।" একদিন হযরত উয়ায়েসকে জিজ্ঞাসা করা হইল, "নামাযে একাগ্রতা (হুযূরী নামায)-কিরূপ?" উত্তরে তিনি বলিলেন, নামাযে রত থাকা অবস্থায় নামাযীকে তীর মারিলেও যদি তাহার বোধ না হয়, তবে সে একমনে নামায পড়িতেছে মনে করিতে হইবে।" এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছেন?" উত্তর করিলেন, "আচ্ছা বলুন ত, তাহার অবস্থা তাহাকে অবকাশ দিবে কি না? লোকটি আবার বলিল, "তবুও বলুন কি অবস্থা?" তিনি উত্তর করিলেন, "তিনি পথের সম্বলহীন এবং তাঁহার পথও দীর্ঘ।"

একদিন হযরত উয়ায়েসকে লোকে জানাইল, "নিকটে এক ব্যক্তি ত্রিশ বৎসর যাবৎ কবরে বসিয়া গলায় কাফন-বস্ত্র ঝুলাইয়া ক্রন্দন করিয়া দিন যাবন করিতেছেন।" তিনি বলিলেন, "আমাকে সে স্থানে লইয়া চল, আমি তাঁহাকে দেখিব।" তাহারা হযরত উয়ায়েসকে তাঁহার নিকট লইয়া গেলেন। তিনি দেখিলেন যে, লোকটি জীর্ণ-শীর্ণ ও বিবর্ণ হইয়া গিয়াছেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি বলিলেন,"ওহে, অমুক! কবর ও কাফন তোমাকে আল্লাহ্ হইতে দূরে লইয়া গিয়াছে।" (অথচ তুমি এই দুইটিতে মত্ত রহিয়াছ।) এই দুইটিই তোমার গন্তব্য পথের বাধা স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে।" হযরত উয়ায়েসের কথায় লোকটি নিজের ভুল বুঝিতে পারিল এবং চিৎকার করিয়া সেই কবরেই ইন্তেকাল করিল।

কোন এক সময় হযরত উয়ায়েস তিন দিন উপবাস ছিলেন। চতুর্থ দিন খাদ্যের সন্ধানে বাহির হইয়া পথে একটি দীনার দেখিতে পাইলেন। কেহ তাহা হারাইয়াছে ভাবিয়া তিনি উহা লইলেন না। অগত্যা তৃণ আহার করিবেন সংকল্প করিলেন। ঠিক সেই সময় একটি ছাগ একখানা গরম রুটি মুখে করিয়া আনিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া দিল। রুটিখানি অন্য কাহারও ভাবিয়া হযরত উয়ায়েস উহা গ্রহণ করিলেন না। ছাগলটি তাঁহাকে উহা গ্রহণ করিতে ইঙ্গিত করিয়া বলিল, "আপনি যে আল্লাহর বান্দা, আমি তাঁহারই বান্দা।" হযরত উয়ায়েস রুটিখানা গ্রহণ করা মাত্রই ছাগলটি অদৃশ্য হইয়া গেল।

ইন্তেকাল ঃ বর্ণিত আছে, বৃদ্ধ বয়সে তিনি হযরত আলীর সহিত শিফ্‌ফীনের যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন এবং সেই যুদ্ধে তিনি শহীদ হন।

https://kitabbhubon.com

মুসলমানদের মধ্যে উয়ায়েসী নামক একটি মাযহাব আছে। হযরত উয়ায়েস যেমন রাসুলুল্লাহ্‌র দর্শন পাইয়াছিলেন, উয়ায়েসী মাযহাবের লোকদের ধারণা তাহারা রাসূলুল্লাহ্‌র দর্শন লাভ করিবে।

বর্ণিত আছে, হযরত উয়ায়েস এক ব্যক্তিকে নসীহত করিয়া বলেন, "তুমি যদি আসমান ও যমীন পরিমাণ ইবাদত কর, কিন্তু আল্লাহ্ ও রাসূলের উপর ঈমান না আন, তবে উহা কবূল হইবে না।"

লোকটি তখন জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, কি প্রকারে আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনিব?" তিনি বলিলেন, "তোমার যাহা আছে তাহাতেই তুমি তুষ্ট এবং নিশ্চিন্ত থাকিবে, যেন অন্য কোন বস্তুর প্রতি তুমি আকৃষ্ট না হও।"

নসীহত

❋ যে ব্যক্তি তিন জিনিসকে ভালবাসে, দোযখ তাহার গলার নিকটে ঃ

(ক) সুখাদ্য ভক্ষণকারী।

(খ) উত্তম পরিচ্ছদ পরিধানকারী।

(গ) আমীরের (বড়লোকদের) মোসাহেব।

❋ যে ব্যক্তি মাওলাকে চিনিয়াছেন, তাঁহার নিকট কোন কিছুই গোপন নাই। তাঁহার দ্বারাই মাওলাকে জানা যায়।

❋ নির্জনতাতেই শান্তি।

❋ তৌহীদের (একত্বের) জ্ঞান শুধু তখনই লাভ হয়, যখন আল্লাহ ব্যতীত অন্য চিন্তা মনে স্থান পায় না। একাকী থাকা উচিত নহে, কেননা শয়তান দুই জনকে একত্রে দেখিলে তথা হইতে পলায়ন করে। মনকে আল্লাহ্‌র নিকট হাযির রাখিও, তাহা হইলে শয়তান সেখানে স্থান পাইবে না।

❋ উচ্চ আসন তালাশ করিয়াছিলাম, বিনয় দ্বারা তাহা লাভ করিয়াছি। সর্দারী তালাশ করিয়াছি, সত্যের মধ্যে উহা পাইয়াছি। গৌরব তালাশ করিয়া দরিদ্রতার মধ্যে তাহা পাইয়াছি। শরীফি (আভিজাত্য) তালাশ করিতেছিলাম, আল্লাহ-ভীতির মধ্যে তাহা পাইয়াছি। মহত্ব তালাশ করিয়া তুষ্টিতে তাহা পাইয়াছি। নির্ভরতা তালাশ করিয়া আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীলতায় তাহা লাভ করিয়াছি।

https://kitabbhubon.com

হযরত হাসান বস্‌রী (রহঃ)

পরিচয় ঃ হযরত হাসান বস্‌রী (রহঃ) দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর খেলাফত আমলে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাবেয়ীগণের অন্যতম এবং প্রখ্যাত আলেম ও অতিশয় ধর্মভীরু ছিলেন। তাঁহার মাতা হযরত উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর একজন বাঁধী ছিলেন। যখন তাঁহার মাতা গৃহকার্যে ব্যস্ত থাকিতেন এবং যখন তিনি ক্ষুধায় কাঁদিতেন, তখন উম্মে সালামা (রাঃ) স্নেহে তাঁহাকে কোলে লইয়া নিজ স্তন তাঁহার মুখে দিতেন। ইহাও কথিত আছে, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) নিঃসন্তান থাকা সত্ত্বেও হযরত হাসানকে কোলে লইলে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তাঁহার স্তন হইতে দুগ্ধ বাহির হইত এবং হযরত হাসান কখনও কখনও তাঁহার দুগ্ধ পান করিতেন। বলা বাহুল্য, ইহা রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র ছোহ্‌বতেরই ফল।

নামকরণ ও সৌভাগ্য ঃ কথিত আছে, হযরত হাসান জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহাকে হযরত ওমর-এর (রাঃ) নিকটে হাযির করা হয়। হযরত ওমর তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, هٰذَا حَسَنٌ "এই বালক সুশ্রী, সুতরাং ইহার নাম হাসান রাখিও।" সেই মতে তাঁহার নাম হাসান রাখা হয়। বিবি উম্মে সাল্‌মাও শৈশবে তাঁহাকে যত্নের সহিত প্রতিপালন ও দোআ করিয়াছিলেন—"হে আল্লাহ্! তাঁহাকে ইমাম করিও যাহাতে সারা জগতের মানব তাঁহার 'ইক্‌তাদা' করেন।" সুতরাং হযরত হাসান (রহঃ) তদানিন্তনকালে বিখ্যাত বুযুর্গ হইয়াছিলেন।

হযরত হাসান ১৩০ জন ছাহাবার ছোহ্‌বত লাভ করিয়াছিলেন। হযরত আলী (রাঃ)-এর সহিত তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল এবং তাঁহার নিকট থাকিয়া হাসান শিক্ষালাভ করেন ও হযরত আলী (রাঃ)-এর পবিত্র হস্তেই তিনি মুরীদ হন।

জীবনের মোড় ঃ হযরত হাসান (রহঃ)-এর প্রথম মানসিক পরিবর্তন সম্পর্কে বলা হয়, হাসান মণি-মাণিক্যের ব্যবসা করিতেন। ব্যবসা উপলক্ষে একবার তিনি রোম নগরে গমন করেন। রোমের একজন উযীরের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয়। একদিন উক্ত উযীরের অনুরোধে তিনি নগরের নিকটবর্তী কোন স্থানে তাঁহার সহিত ঘোড়ায় চড়িয়া ভ্রমণে যান। তথায় যাইয়া এক সুসজ্জিত সুবৃহৎ স্বর্ণ ও মণি-মাণিক্য খচিত তাঁবু প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পান। একদল সুসজ্জিত সৈন্য তাঁবু প্রদক্ষিণ করিয়া তাহাদের ভাষায় কি যেন বলিতে বলিতে চলিয়া গেল।

https://kitabbhubon.com

তৎপর একদল বৃদ্ধ লোকও তাহাদের অনুসরণ করিয়া চলিয়া গেল। ইহার পর আলেম ও পণ্ডিতগণ আসিয়া পূর্বের ন্যায় তাঁবু প্রদক্ষিণ করিয়া কিছু বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন। তারপর ডাক্তার ও কবিরাজগণ তাহাদের ভাষায় কিছু বলিয়া চলিয়া গেলেন। পরক্ষণেই বহু সুন্দরী বাঁদীর প্রত্যেকে বহু মূল্যবান মণি-মাণিক্যপূর্ণ থালা মস্তকে ধারণ করিয়া তাঁবূ প্রদক্ষিণ করিয়া কি বলিতে বলিতে চলিয়া গেল। সর্বশেষে রোম-সম্রাট স্বয়ং ও তাঁহার উযীর তাঁবুর ভিতরে প্রবেশ করিয়া কিছুক্ষণ পর বাহির হইয়া গেলেন। হযরত হাসান বলেন, "আমি ইহা দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম এবং উযীরকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম।" উযীর বলিলেন ঃ "এই সম্রাটের এক পরম সুন্দর ও গুণবান পুত্র ছিলেন। সম্রাট তাঁহার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। হঠাৎ সে কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। চিকিৎসকগণ তাঁহার চিকিৎসায় অকৃতকার্য হইলেন। ফলে পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহাকে এই তাঁবূতেই সমাধিস্থ করা হইয়াছে। বাদশাহ্ বৎসরে একদিন মহা আড়ম্বরে তাঁহার সমাধি দর্শন-করিতে আসেন। অদ্য সেই দিন। আপনি প্রথমে যে সেনাদলকে তাঁবূ প্রদক্ষিণ করিতে দেখিতে পাইয়াছেন, তাহারা বলিয়াছে, 'হে রাজকুমার! তোমার যে অবস্থা ঘটিয়াছে, আমাদের বাহু বলে যদি তাহা দূরীভূত করা সম্ভব হইত, আমরা জানে প্রাণে চেষ্টা করিয়া তোমাকে মুক্ত করিতাম। কিন্তু যিনি ইহার সংঘটক,তাঁহার সহিত কোন যুদ্ধ চলে না।" আলেম মন্ডলী আসিয়া বলিয়াছেন ঃ 'হে রাজপুত্র! যদি আমাদের জ্ঞান, বিজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের বলে এই দুঃখ দূর করা সম্ভব হইত, তবে আমরা তোমার জন্য তাহা করিতাম। সম্মানিত বৃদ্ধগণ আসিয়া বলিয়াছেন ঃ 'হে যুবরাজ! যদি সুপারিশ ও ক্রন্দন দ্বারা তোমার জীবন রক্ষা করিতে পারিতাম, তবে আমরা কখনও তাহা হইতে বিরত হইতাম না।' পরে সুন্দরী দাসীগণ রত্নপূর্ণ থালা মস্তকে ধারণ করিয়া আসিয়া বলিল, 'প্রভু হে! যদি ধনরত্ন সৌন্দর্য দ্বারা তোমাকে রক্ষা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইত, তবে তোমার জন্য এই সৌন্দর্য ও ধনরাশি উৎসর্গ করিতাম। কিন্তু যিনি এই ঘটনা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার নিকট ধনরত্ন ও রূপলাবণ্যের কোন মূল্যই নাই।' সর্বশেষে সম্রাট অগ্রসর হইয়া বলিলেন ঃ 'হে প্রাণাধিক পুত্র! তোমার পিতার হাতে আর কি শক্তি আছে? আমি তোমার জন্য সৈন্যদল, আলেম, বৃদ্ধপুরুষ, রূপ-লাবণ্যসম্পন্না দাসী ও মহিলাগণকে হাযির করিয়াছি এবং আমিও স্বয়ং আসিয়াছি। সৈন্যবল, পাণ্ডিত্য, ধন-সম্পদ এবং সৌন্দর্য্যের সাহায্যে যদি এই বিপদ দূরীভূত করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে সর্বশক্তি দ্বারা তোমার প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু যিনি ইহা করিয়াছেন, তোমার পিতা এবং সমস্ত পৃথিবী তাঁহার বাহুর নিকটে সম্পূর্ণ

https://kitabbhubon.com

দুর্বল।' এই বলিয়া চোখের পানি ফেলিতে ফেলিতে বাদশাহ্‌ বাহিরে চলিয়া আসিলেন। এই উৎসবটি এক নির্দিষ্ট দিবসে প্রতি বৎসর এইস্থানে সম্পন্ন হইয়া থাকে।"

উযীরের এই সমস্ত কথা হযরত হাসানের অন্তরে অনুতাপের ভাব দৃঢ় করিয়া তোলে। তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং স্বীয় ব্যবসা ত্যাগ করিয়া পরকালের চিন্তায় অধীর হইয়া বসরায় চলিয়া যান। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর কখনও এই নশ্বর এবং পাপপূর্ণ সংসারের মোহে পতিত হইবেন না। তখন হইতে তিনি ইবাদত ও রিয়াযাতে এইরূপ আত্মনিয়োগ করিলেন যে, তৎকালে তাঁহার ন্যায় কঠোর রিয়াযাতে আর কাহাকেও দেখা যায় নাই। তিনি ৭০ বৎসর ওযুসহ ছিলেন।ওযু নষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ তিনি আবার ওযূ করিয়া পবিত্র হইতেন।

হযরত হাসানের দরবারে রাবেয়া ঃ কথিত আছে, তিনি প্রত্যেক শুক্রবার জুমুআর নামাযের পর ওয়ায করিতেন। সেই সময় হযরত রাবেয়াকে মজলিসে উপস্থিত দেখিলে তিনি অত্যন্ত খুশী হইতেন।

হযরত হাসানের ব্যক্তিত্ব ঃ একদিন কোন এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেন, "হযরত হাসান কি প্রকারে এত জ্ঞানী ও মহৎ হইলেন?" উত্তরে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, "সকলেই তাঁহার জ্ঞানের মুখাপেক্ষী এবং তিনি আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন। ধর্ম বিষয়ে সকলেই তাঁহার মুখাপেক্ষী বলিয়া তিনি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন।"

আশেক শ্রোতার কারণে এশকের বয়ান আসে ঃ কথিত আছে, হযরত হাসান প্রত্যেক শুক্রবারে তাঁহার মজলিসে হযরত রাবেয়াকে উপস্থিত না দেখিলে ওয়ায হইতে বিরত থাকিতেন। জনৈক শ্রোতা একদিন তাঁহাকে বলিলেন, "সভায় অনেক সম্ভ্রান্ত ও বুজর্গলোক আপনার ওয়ায শুনিবার জন্য জামায়েত হইয়াছেন। একজন বৃদ্ধা মহিলা মজলিসে উপস্থিত না হইলে ক্ষতি কি?" হযরত হাসান বলিলেন, "তাহা বটে। কিন্তু আমি যে শরবত হাতীর পানের উপযুক্ত করিয়া প্রস্তুত করিয়াছি, তাহা পিপীলিকার মুখে কেমন করিয়া ঢালিয়া দিব?"

তিনি যখন ওয়ায করিতে করিতে উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন তখন হযরত রাবেয়ার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেন, "হে রাবেয়া! আমার এই রূহের ফয়েয তোমার অন্তর হইতে সৃষ্ট হইয়াছে।" কেহ তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, "হুযূর! আপনার ওয়াযে বহু লোক সমবেত হইলে আপনি আনন্দিত হন কিনা?" উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ লোক জমায়েত হইলেই আমি সন্তুষ্ট নহে; কিন্তু যদি একজনও বিনয় এবং সত্য গ্রহণ করিতে আসে, আমি তাহাতেই আনন্দ লাভ করি।"

https://kitabbhubon.com

প্রশ্ন-উত্তরঃ একদা লোকজন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হযরত! মুসলমানী কি এবং মুসলমান কে?" তিনি বলিলেন, "মুসলমানী কিতাবে ও মুসলমান কবরে আছেন।" অন্য একবার লোকে জিজ্ঞাসা করিল, "ধর্মের মূল কি?" তিনি জওয়াব দিলেন, "আল্লাহকে ভয় করা।" আবার প্রশ্ন করা হইল, "কি জিনিস আল্লাহরভীতিকে ধ্বংস করে?" তিনি বলিলেন,"লোভ।" প্রশ্ন করা হয়, হযরত! আদ্ন কি? উত্তরে তিনি বলিলেন, 'উহা স্বর্ণনির্মিত একটি অট্টালিকা; সেই অট্টালিকায় পয়গম্বর, শহীদ, সত্যবাদী এবং সুবিচারক বাদশাহ্গণের স্থান হইবে। আর কেহ তথায় স্থান পাইবেন না। তাঁহাকে আবার প্রশ্ন করা হয়, যে চিকিৎসক স্বয়ং রোগী, সে অন্যের চিকিৎসা কি প্রকারে করিতে পারে? তিনি উত্তরে বলিলেন ঃ "প্রথমে নিজের চিকিৎসা ও পরে অন্যের চিকিৎসা করিবেন।"

একদা তিনি বলিলেন, তোমরা উপদেশ শুন। আমার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তোমাদের উপকার করিবে।" শ্রোতাগণ উত্তর করিলেন, হুযূর! আমাদের অন্তঃকরণ নিদ্রিত; আপনার কথা আমাদের মন মানিয়া লইতেছে না, কি করিব?" তিনি উত্তরে বলিলেন "না, নিদ্রিত নহে, বরং মৃত। কেননা, নিদ্রিতকে ঠেলা দিলে সে অবশ্য জাগিয়া উঠে; কিন্তু মৃত ব্যক্তি কখনও জাগে না।" কেহ কেহ বলিল ঃ হুযূর! একদল লোক এই জন্য আপনার বক্তৃতা শুনে ও মনে রাখে, যেন উহার মধ্যে তাহারা দোষ-ত্রুটি বাহির করিতে পারে। ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "ভ্রাতাগণ! আমি আল্লাহর সান্নিধ্যে নিজেকে বেহেশ্তে দেখিবার অভিলাষী, লোকের নিকট হইতে নিরাপদ থাকিবার প্রত্যাশী নহি। কারণ স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা পর্যন্ত তাহাদের জিহ্বার আক্রমণ হইতে নিরাপদ নহেন! আমি আর এমন কে যে, তাহাদের নিকট হইতে নিরাপদ থাকিবার আশা করিতে পারি?" লোকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ হুযূর! কেহ কেহ ইহাও বলেন, প্রথমে নিজে পবিত্র হইবে, পরে লোককে উপদেশ দান করিবে।" ইহার উত্তরে হযরত হাসান বলিলেন, "শয়তানও আকাঙ্ক্ষা করে যে, সৎকার্যে আদেশ ও অন্যায় কার্যে নিষেধের দ্বার রুদ্ধ হইয়া যাউক।" তাহারা তখন বলিল, "মু'মিনও কি হিংসা করে?" তিনি বলিলেন, "তোমরা কি হযরত ইউসুফ (আলাইহিস্ সালামের) ভ্রাতাগণের কথা ভুলিয়া গিয়াছ? মু'মিন যদি মনের দুঃখ ও ক্লেদ দূর করিয়া খাঁটি মু'মিন হয় তাহাতে দোষ কি?"

নির্বিক বক্তা ঃ এক সভায় হযরত হাসান বক্তৃতায় রত, এমন সময় হাজ্জাজ সসৈন্যে ও মুক্ত তরবারি হস্তে তথায় উপস্থিত হইলেন। এক ব্যক্তি আস্তে আস্তে বলিতে লাগিল, "আজ হাসানকে পরীক্ষা করা যাইবে, তিনি হাজ্জাজকে দেখিয়া তাঁহার সম্মানার্থে ওয়ায হইতে বিরত হন কিনা?" হাজ্জাজ যথারীতি সভাস্থলে প্রবেশ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। হাসান তাঁহার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া ওয়ায করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া সেই ব্যক্তি বলিল, "হাসানই হুস্ন

https://kitabbhubon.com

(সৌন্দর্য)!" বক্তৃতা শেষ হইলে হাজ্জাজ তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাঁহার হস্ত চুম্বন করতঃ বলিলেন, যদি কেহ সত্যিকার ওলীকে দেখিতে চাও, তবে হযরত হাসানকে দেখ।"

ওয়ায়েযের সম্মান ঃ কোন এক বিশেষ কারণে হযরত আলী (রাঃ) একবার আদেশ করিয়াছিলেন যে, সমস্ত মিম্বরগুলি যেন ভাঙ্গিয়া ফেলা হয় এবং বক্তাদিগকে আবল-তাবল বক্তৃতা দিতে যেন নিষেধ করা হয়। একদা ছদ্মবেশে তিনি হযরত হাসান বস্‌রীর মজলিসে গমন করেন। হযরত হাসান সে সময় ওয়ায করিতেছিলেন। হযরত আলী (রাঃ) তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন,—"আপনি কি আলেম না মোতায়াল্লেম?" তিনি বলিলেন, "আমি আলেম নহি; কিন্তু হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট হইতে যে সকল হাদীস আমার নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছে, আমি সেগুলি পুনঃ পুনঃ আওরাইতেছি মাত্র।" ইহা শুনিয়া হযরত আলী (রাঃ) আর তাঁহাকে নিষেধ করিলেন না, বরং তিনি বলিলেন, "এই যুবকটি সৎ ও সুবক্তা।" হযরত হাসান সম্বন্ধে উপরোউক্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া হযরত আলী (রাঃ) চলিয়া গেলেন। হযরত হাসান পরে যখন জানিতে পারিলেন যে, ইনিই হযরত আলী (রাঃ), তখন তিনি তাড়াতাড়ি মিম্বর হইতে নামিয়া তাঁহার খোঁজে বাহির হইলেন। অনেক দূরে যাইয়া হযরত আলী (রাঃ)-কে পাইয়া সবিনয়ে আরয করিলেন ঃ "হুযূর! আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমাকে ওযূ শিক্ষা দিন।" হযরত আলী (রাঃ) বাব নামক স্থানে বসিয়া একটি পাত্রে পানি আনিবার জন্য তাঁহাকে আদেশ দিলেন। পানি আনা হইলে তিনি হযরত হাসান বাস্‌রীকে ওযূ কি প্রকারে করিতে হয় তাহা শিক্ষা দেন।

হযরত হাসানের এক হালত ঃ একবার বসরা নগরে বৃষ্টির অভাবে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সহস্র সহস্র লোক আসিয়া হযরত হাসানকে মাঠে গিয়া "এস্‌তেস্‌কা নামায" পড়িয়া দোআ করার জন্য অনুরোধ করিল। তিনি বলিলেন, "যদি তোমরা বাসরায় বৃষ্টির পানি পাইতে চাও, তবে আমাকে এই নগর হইতে বাহির করিয়া দাও।" এই সময় হযরত হাসানের আল্লাহ-ভীতির আছর প্রকাশ পাইতেছিল।

আল্লাহর ভয় ঃ হযরত হাসান যখন চিন্তায় মশ্‌গুল থাকিতেন তখন তাঁহাকে জল্লাদের সম্মুখে উপস্থিত অপরাধী বলিয়া মনে হইত। তাঁহাকে কেহ কখনও হাসিতে দেখে নাই।

একদিন হযরত হাসান বস্‌রী এক ব্যক্তিকে কাঁদিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কাঁদিতেছ কেন?" সে বলিল, "আমি মোহাম্মদ এব্‌নে কা'বের

https://kitabbhubon.com

মজলিসে গিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছেন, মু'মিনদিগের মধ্যেও কোন কোন ব্যক্তিকে কয়েক বৎসর দোযখের আযাব ভোগ করিতে হইবে। ইহা শুনিয়া মনে বড় দুঃখ হওয়ায় আমি ক্রন্দন করিতেছি।" হযরত হাসান বলিলেন, "হায়! যদি হাসান তাহাদের মধ্যে একজন হইত এবং কয়েক সহস্র বৎসর দোযখের যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও উদ্ধার পাইত, তবে কতই না ভাল হইত!"

একদিন হাসান এই হাদীসটি পাঠ করিলেন যে, উম্মতের মধ্যে 'নেহাদ' নামক এক ব্যক্তি সর্বশেষে দোযখ হইতে মুক্তি পাইবে। হযরত হাসান বলিলেন, "হায়! যদি আমিই সেই লোক হইতাম তবে কতই না ভাল হইত!

একদা রাতে তিনি একাকী ঘরে বসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। লোকজন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি তো মানুষের মধ্যে বিশিষ্ট পরহেযগার বলিয়া পরিচিত, আপনি কাঁদিতেছেন কেন? তিনি উত্তরে বলিলেন, "যদি অজ্ঞতার দরুন এমন কোন কার্য কখন করিয়া থাকি, যাহা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র নিকট অপ্রিয় এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক সেই অপরাধের দরুন আমাকে যদি বলেন, "যাও, আমার দরবারে তোমার কোন স্থান নাই এবং তোমার কোন ইবাদতই আমার গ্রহণযোগ্য নহে, তখন আমার কি অবস্থা হইবে, তাহা ভাবিয়া কাঁদিতেছি।"

একদা তিনি মসজিদের ছাদে বসিয়া রোদন করিতেছিলেন এবং চোখের পানি প্রবাহিত হইয়া ছাদের নিচে পড়িতেছিল। ইতিমধ্যে এক পথ অতিক্রমকারীর শরীরে কিছু পানি লাগিল, সেই ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, "হুযূর! এই পানি পাক কিনা?" তিনি উত্তরে করিলেন, "ইহা ধুইয়া ফেল, কেননা, ইহা পাপীর অশ্রু।" একদা তিনি এক জানাযার নামাযে উপস্থিত হইয়া নামাযের শেষে লাশ দাফন করিলেন। ইহার পর তিনি মৃত ব্যক্তির কবরের শিয়রে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার চোখের পানিতে কবরের মাটি ভিজিয়া কাদাময় হইয়া গেল। উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বন্ধুগণ! এই কবর দুনিয়ার শেষ গৃহ এবং পরকালের প্রথম গৃহ বলিয়া মনে করিও। এই অসার দুনিয়ায় কেন তোমরা আনন্দে মত্ত থাক এবং কেন বা আল্লাহ তাআলার ভয়ে ভীত হও না? ইহাই এই দুনিয়ার প্রথম ও শেষ পরিণতি। তবে কেন উৎসব আনন্দ পরিত্যাগ করিতেছ না? হে অলস ব্যক্তিগণ! তোমরা সকলে প্রথম ও শেষ কার্য সন্ধান কর।" উপস্থিত লোকজন তাঁহার এই কথা কয়টি শুনিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বেহুঁশ হইয়া পড়ে।

হযরত হাসান বাল্যকালে একটি পাপ কাজ করিয়াছিলেন। সেই পাপের কথা সর্বদা মনে রাখিবার জন্য যখনই তিনি কোন নূতন বস্ত্র পরিধান করিতেন, তখনই তাঁহার উপর উক্ত পাপকাজটির কথা লিখিয়া রাখিতেন এবং উহা স্মরণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বেহুঁশ হইয়া পড়িতেন।

https://kitabbhubon.com

উপদেশ ঃ একবার খলীফা হযরত ওমর ইব্‌নে আবদুল আযীয (রহঃ) হযরত হাসানকে এই মর্মে এক পত্র লিখিলেন, যে তাঁহাকে যেন কিছু নসীহত করেন। এই নসীহত এমন ধরনের হওয়া চাই, যাহা খলীফা সর্বদা স্মরণ রাখিতে এবং উহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন।" তিনি উত্তরে লিখিলেন, "যদি আল্লাহ তাআলা তোমার সহিত থাকেন, তবে তোমার ভয় কিসের? অপর পক্ষে যদি আল্লাহ তাআলা তোমার সহিত নাই বলিয়া বিশ্বাস কর, তবে কাহার নিকট হইতে তুমি রহ্‌মতের আশা করিতে পার?"

একবার সাবেত বানানী (রহঃ) হযরত হাসানকে পত্র লিখিলেন- "শুনিতে পাইলাম আপনি একবার হজ্জে গমন করিবেন। আমিও আপনার সঙ্গী হইতে ইচ্ছুক।" হযরত হাসান উত্তরে লিখিলেন, "সেই কল্পনা ত্যাগ করুন। আমি আল্লাহ্‌র গুপ্ত প্রেমরাজ্যে বাস করিতে পারি। একত্র হইলেই পরস্পর পরস্পরের দোষত্রুটি অবগত হইব এবং একে অন্যকে খারাপ মনে করিতে থাকিব। এ কারণে আপনার প্রস্তাব বাতিল করা হইল।"

তিনি একদা সাঈদ ইবনে জুবায়রকে নসীহত করিলেন ঃ কখনও তিনটি কাজ করিও না- (১) বাদশাহ্‌ ও বড় লোকদের সভায় কখনও গমন করিও না; (২) মহিলাদের সহিত একাকী কখনও বসিও না, চাই সে রাবেয়া বসরীর মত হউক না কেন (৩) রং-তামাশা, গানের মজলিসে কখনও শরীক হইও না; কেননা, উহা খারাপ চরিত্রের দিকে টানিয়া নেয়।

একবার মালেক ইব্‌নে দীনার জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাসান! আলেমের বিপদ কিসে হয়?" তিনি উত্তরে বলিলেন, "হৃদয়ের মৃত্যুতে।" মালেক আবার প্রশ্ন করিলেন, "হৃদয়ের আবার মৃত্যু কি প্রকারে হয়?" হযরত হাসান বলিলেন, "দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হইলেই হৃদয়ের মৃত্যু ঘটে।"

জিনদের তা'লীম ঃ আবদুল্লাহ বলেন, একদিন ভোর বেলায় হাসান বস্‌রীর সহিত একই জামাআতে নামায পড়িবার আশায় মসজিদে গমন করিলাম। মসজিদের দরজায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম দরজা বন্ধ এবং ভিতরে তিনি উচ্চৈঃস্বরে দোআ করিতেছেন ও কয়েকজন লোক সঙ্গে সঙ্গে 'আমীন! আমীন!' বলিতেছে। আমি মনে করিলাম হযরত হাসান তাঁহার শিষ্যগণের সহিত এই মোনাজাতে মশগুল আছেন। কিয়ৎক্ষণ পর আমি দরজায় আঘাত করিতেই তিনি দরজা খুলিয়া দিলেন। আমি ভিতরে প্রবেশ করিয়া হযরত হাসানকে একাকী পাইয়া অবাক হইয়া গেলাম। ইহার পর ফজরের নামায পড়িয়া লোকজন বিদায় হইলে, এই ভেদ জানিবার জন্য তাঁহার খেদমতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। তিনি বলিলেন, 'সাবধান! কাহাকেও ইহা বলিও না। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, প্রত্যেক জুমুআর রাতে এখানে জিন ও পরীরা আগমন করে। আমি তাহাদিগকে ধর্মের

https://kitabbhubon.com

বিধান শিক্ষা দিয়া মোনাজাতে মশগুল হই এবং তাঁহারা আমার সঙ্গে 'আমীন।' 'আমীন' বলিতে থাকে।'

কারামত ঃ এক বুজুর্গ ব্যক্তি বলেন, "একদা আমি হযরত হাসানের সহিত হজ্জে গমন করিলাম। পথে আমার খুব পিপাসা পায়। পানির আশায় আমি এক কূপের নিকট গমন করিলাম। কিন্তু তথায় বালতি ও দড়ি কিছুই পাইলাম না।" হযরত হাসান বলিলেন, "যখন আমি নামাযে মশ্‌গুল হইব, তখন তুমি পানি পান করিও।" এই কথা বলিয়া তিনি নামাযে মশগুল হইলেন। আমি কূপের নিকট গমন করিয়া দেখি পানি কূপের কানায় কানায় ভর্তি হইয়া রহিয়াছে। পানি খাইয়া আমি পরম তৃপ্তিলাভ করিলাম। আমার এক বন্ধু পাত্র ভরিয়া পানি লইলেন। পরক্ষণেই পানি নীচে নামিয়া গেল। হযরত হাসান নামায শেষে ঘটনা জানিয়া বলিলেন, 'তুমি কি আল্লাহর উপর ঈমান রাখ না? আল্লাহর উপর যদি তোমার নির্ভর থাকিত, তবে পানি কখনও নীচে নামিয়া যাইত না।" ইহার পর যখন আরও পথ চলিতে লাগিলাম, পথে তিনি একটি খেজুর ফল পাইলেন ও উহা উঠাইয়া আমাকে দিলেন। আমি উহা খাইয়া ফেলিলাম। কিন্তু বীজটি স্বর্ণের মত দেখাইতেছিল বলিয়া আমি উহা রাখিয়া দিলাম। মদীনায় পৌঁছিয়া স্বর্ণকারের নিকট উহা বিক্রয় করিয়া আমি খাদ্য ক্রয় করিলাম ও ভিক্ষুকগণকে দান করিলাম।"

নিয়তের ফল ঃ প্রসিদ্ধ আছে একদা ইমাম আবু আমর ছাত্রদিগকে কোর্‌আন শরীফ পড়াইতেছিলেন। একটি সুন্দর বালকের প্রতি ঘটনাক্রমে কুদৃষ্টি পতিত হয়। ফলে তিনি সমগ্র কোর্‌আন শরীফ একেবারে ভুলিয়া গেলেন এবং তাঁহার গাত্রজ্বালা উপস্থিত হইল। তিনি অস্থির হইয়া পাগলের মত হযরত হাসানের নিকট উপস্থিত হইলেন ও নিজ অবস্থা বর্ণনা করিলেন। হাসান বলিলেন, "এখন হজ্জের সময় কি করিব? আচ্ছা যাও, হানীফ নামক মসজিদে এক বুযুর্গ ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাইবে। সুযোগমত তাঁহাদের নিকট মনের কথা বলিবে ও তোমার জন্য দোআ করিতে অনুরোধ করিবে।" হযরত হাসানের উপদেশ মতে আবু আমর সেখানে যাইয়া উক্ত মসজিদের এক কোণে বসিয়া রহিলেন। সেখানে প্রথমে তিনি এক বিরাট পুরুষকে চতুর্দিকে লোক-বেষ্টিত অবস্থায় দেখিলেন। কিছুক্ষণ পরে সাদা লেবাছ-পরা এক বৃদ্ধ মহান ব্যক্তিও সেখানে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত লোকজন তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইয়া সালাম ও কথোপকথন করিল। তিনি ও অন্যান্য সকলেই আসরের নামায পড়িয়া বিদায় হইলেন। কেবল প্রথমোক্ত ব্যক্তি একাকী বসিয়া রহিলেন। এই সুযোগে আবু আমর তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সালাম করতঃ তাঁহার মনের কথা ব্যক্ত করিলেন। তিনি খুব দুঃখিত হইলেন ও আসমানের দিকে নযর করিয়া দোআ করিতে লাগিলেন।

—৫

https://kitabbhubon.com

আবু আমর বলেন, আমার সমস্ত কোর্‌আন আবার মুখস্ত ফিরিয়া পাইলাম। আমি আনন্দে তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িলাম।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা! আমার সন্ধান ও পরিচয় তুমি কিরূপে পাইয়াছ?" আমি বলিলাম, "হাসান বসরীর নিকট।" তিনি বলিলেন, "হাসান আমাকে অপমানিত করিয়াছেন, আমিও তাঁহাকে অপমানিত করিব। তিনি আমার গোপন ভেদ যাহির করিয়াছেন, আমিও তাঁহার গোপন ভেদ যাহির করিয়া ছাড়িব।" তারপর তিনি বলিলেন, "ইতিপূর্বে যে সাদা লেবাছ-পরা বৃদ্ধ ব্যক্তি এখানে উপস্থিত হইয়া সকলের আগে বিদায় হইলেন, তাঁহাকে তুমি চিনিতে পারিয়াছ কি?" আমি বলিলাম, "না"। তিনি বলিলেন, "ইনিই হাসান বস্‌রী। প্রতিদিন শেষ বেলা বস্‌রা হইতে এখানে আসিয়া আমার সহিত কথাবার্তা বলিয়া চলিয়া যান। বস্‌রীর মত ইমাম বিদ্যমান, সে কেন আমার নিকট দোআপ্রার্থী হয়, বুঝিলাম না।" বস্‌রী যাহার রাহবর, তাহার অন্য কিছু প্রয়োজন নাই।

দাওয়াতের তরীকা ঃ কথিত আছে, শামাউন নামক তাঁহার একজন অগ্নি পূজক প্রতিবেশী ছিল। তাহাকে রোগাক্রান্ত ও মৃত্যু-শয্যায় শায়িত দেখিয়া এক ব্যক্তি হাসানকে সংবাদ দিল যে, শামাউনের অবস্থা সঙ্কটজনক। ইহা শুনিয়া হাসান তাড়াতাড়ি তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, আগুনের ধোঁয়ার ন্যায় তাঁহার সমস্ত শরীর কালো হইয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন ঃ "ভাই! সারা জীবন আগুন ও ধোঁয়ার মধ্যে কাটাইয়াছ। এখন আল্লাহকে ভয় কর ও ইসলাম গ্রহণ কর। তাহা হইলে তাঁহার অফুরন্ত রহ্‌মত তোমার উপর বর্ষিত হইবে।" শামাউন ঘৃণাভরে বলিল ঃ "দুইটি কারণ আমাকে ইসলাম গ্রহণ হইতে বিরত রাখিয়াছে। প্রথমতঃ তোমরা (মুসলমানগণ) দিবারাত্রি দুনিয়ার কাজকর্মে ব্যস্ত থাক। দ্বিতীয়তঃ তোমরা মুখে বল মৃত্যু অনিবার্য, অথচ এমন কাজ করিয়া থাক যেই জন্য আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর অসন্তুষ্ঠ হন।" তিনি বলিলেন ঃ "ভাই! তুমি যাহা বলিলে তাহা বন্ধুর পরিচায়ক বটে। কোন কোন মুসলমান সেইরূপ করিতেছে সত্য, কিন্তু তুমি কি করিতেছ? আল্লাহ তাআলাকে ভুলিয়া তাঁহার সৃষ্টবস্তু অগ্নির উপাসনায় রত থাকিয়া তুমি কেন আপন অমূল্য জীবন নষ্ট করিতেছ? কেন তুমি একশত বৎসর যাবৎ অগ্নিকে নিজ ইলাহি (উপাস্য) জ্ঞানে পূজা করিতেছ? আমি কখনও অগ্নি পূজা করি নাই, অথচ আমার আল্লাহর ইচ্ছা করিলে অগ্নির দাহিকা-শক্তি এমনভাবে লোপ করিয়া দিতে পারেন যে, ইহা আমার একটি পশমও স্পর্শ করিবে না। আচ্ছা চল আমরা উভয়ে স্ব স্ব হস্তদ্বয় অগ্নির মধ্যে রাখিয়া পরীক্ষা করি। তাহা হইলে তোমার মিথ্যা প্রভু অগ্নির দুর্বলতা ও আমার সত্য ইলাহী আল্লাহ্‌ তাআলার শক্তি প্রমাণিত হইবে।" এই বলিয়া তিনি জ্বলন্ত অগ্নির মধ্যে স্বীয় হস্ত নিক্ষেপ করিয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া

https://kitabbhubon.com

দিলেন। আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁহার একটি পশমও দগ্ধ হইল না। তাঁহার মুখে চোখে দুঃখ-কষ্টের সামান্য চিহ্নও দেখা গেল না।

ইহা দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া শামাউনের মনে অনুতাপ আসিল এবং তাহার খেদমতে আরয করিল ঃ "হে হাসান! সত্তর বৎসর বয়স পর্যন্ত আমি অগ্নির উপাসনায় যাপন করিলাম, এখন কয়েকটি শ্বাস মাত্র অবশিষ্ট আছে। এ অবস্থায়ও যদি কোন উপায় থাকে, তবে সময় নষ্ট না করিয়া আমাকে বলুন।" হযরত হাসান বলিলেন ঃ "তোমার উদ্ধার পাইবার এখনও একটি মাত্র উপায় আছে। তাহা হইতেছে মুসলমান হওয়া।" শামাউন বলিল, "যদি তুমি আমাকে এই মর্মে একখানা পত্র লিখিয়া দাও যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ্ আমাকে আযাব না দিয়া মুক্তি দিবেন, তাহা হইলে আমি ঈমান আনিতে পারি।" হযরত হাসান তখনই পত্র লিখিয়া দিলেন। শামাউন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণকে পত্রে স্বাক্ষর করাইয়া উহা হাসানেরই হস্তে অর্পণ করিল ও 'হায় হায়' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিল। অতঃপর শামাউন বলিল, "আমি মরিয়া গেলে আমাকে গোসল দেওয়ার পর আপনিই স্বহস্তে আমাকে কবরে শোয়াইবেন এবং পত্রখানা আমার হাতে রাখিয়া দিবেন। ইহাই আমার শেষ আরয। কিয়ামতের ময়দানে ইহা একটি নিদর্শন হিসাবে আমার হাতে থাকিবে।" ইহা বলিয়া কালেমা উচ্চারণ করিতে করিতে শামাউন এই দুনিয়া ত্যাগ করে। হযরত হাসানও নিজ প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাঁহার শেষ অভিলাষ পূর্ণ করিলেন এবং বহু লোকসহ জানাযা পড়িয়া তাঁহাকে দাফন করিলেন। পরক্ষণেই হযরত হাসান মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "আমি নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত, অন্য ক্ষতিগ্রস্তকে কি প্রকারে উদ্ধার করা সম্ভব হইবে? নিজ প্রাণের উপরেই আমার বিশ্বাস নাই, আল্লাহর অধিকারে কেন হাত দিলাম?" তিনি ইহা ভাবিতে ভাবিতে নামাযে রাত্রির বেশীর ভাগ কাটাইয়া একটু শুইয়া পড়িলেন। নিদ্রায় তিনি শামাউনকে স্বপ্নে দেখিলেন-অতি উজ্জ্বল একটি টুপি মাথায় ও মূল্যবান পোশাক পরিয়া হাসিমুখে বেহেশ্তে পায়চারি করিতেছে। তিনি উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "শামাউন! তোমার অবস্থা কি?" হাসিমুখে শামাউন উত্তর করিল, "যেমন বাহ্যিক দেখিতেছেন। আল্লাহ্ তাআলা আমাকে তাঁহার বেহেশ্তে স্থান দিয়াছেন এবং তাঁহার অফুরন্ত নেয়ামত স্বরূপ তাঁহার সাক্ষাৎদান করিয়াছেন। এই পত্রখানা ফিরাইয়া নিন; এখন ইহার আর প্রয়োজন নাই।" হযরত হাসান জাগিয়া দেখেন, পত্রখানা তাঁহার হাতের মুঠার মধ্যে। ইহাতে আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "হে আল্লাহ! তোমার কোন কার্যই নিয়মের অধীন নহে। সত্তর বৎসর অগ্নি-উপাসনার পর এক কালেমার বরকতে তুমি শামাউনকে সাক্ষাৎ পর্যন্ত দান করিয়াছ। সত্তর বৎসর বয়স্ক মু'মিনকে যে তুমি মুক্তি প্রদান করিবে তাহাতে সন্দেহ কি?"

https://kitabbhubon.com

বিনয় ঃ হযরত হাসান বস্রী এত বিনয়ী মেযাজের ছিলেন যে, অপরকে নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতেন। একদা দজলা নদীর তীরে ভ্রমণকালে তিনি একজন হাব্সিকে দেখিলেন, সে একটি স্ত্রীলোকের সহিত বসিয়া আছে। তাহাদের সামনে রক্ষিত একটি মদের বোতল হইতে হাব্সি কিছু পান করিতেছিল। ইহা দেখিয়া হযরত হাসান মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "এই ব্যক্তি কি আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ? সে একজন স্ত্রীলোকের সহিত একাকী বসিয়া মদ খাইতেছে; সুতরাং সে কিরূপে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে?" এইরূপ কল্পনায় রত আছেন, এমন সময় তথায় একখানা নৌকা উপস্থিত হইল। ঢেউয়ের আঘাতে নৌকাখানি উল্টাইয়া গেল। নৌকায় সাতজন আরোহী ছিল। হাব্সি তাহাদের প্রাণরক্ষার জন্য পানিতে ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং বীরত্বের সহিত ছয়জনকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়। ইহার পর হাসানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সে বলিতে লাগিল ঃ "পানিতে নিমগ্ন সাতজন আরোহীর মধ্যে আমি ছয়জনের প্রাণ বাঁচাইতে সমর্থ হইয়াছি। তুমি অবশিষ্ট একজনকে বাঁচাও। হে হাসান! এই স্ত্রীলোকটি আমার মা, আর এই বোতল হইতে যাহা পান করিয়াছি, তাহা পবিত্র পানীয়। আমি আপনাকে এই পরীক্ষা করিতেছিলাম যে, আপনার বাতেনী চক্ষু খোলা আছে কিনা? ইহা শুনিয়া হাসান অতিশয় লজ্জিত হন এবং অন্যায় ধারণার জন্য হাব্সির নিকট মা'ফ চাহিলেন এবং ভাবিলেন, তাহাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই আল্লাহ তাআলা এই হাব্সিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি হাব্সিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ঃ "হে হাব্সি! তুমি এতগুলি লোককে যখন নদীর পানি হইতে উদ্ধার করিয়াছ, তখন দয়া করিয়া আমাকেও অহঙ্কার রূপ নদীর অতল গর্ভ হইতে উদ্ধার কর।" হাব্সি তাঁহাকে দোআ করিয়া বলিলেন, "তোমাকে আল্লাহ্ তাআলা দিব্য চক্ষু দান করুন।" এই ঘটনার পর হযরত হাসান জীবনে আর কখনও কাহাকেও আপনার চেয়ে নিকৃষ্ট বলিয়া মনে করিতেন না।

একদা একটি কুকুর দেখিয়া হযরত হাসান বলিলেন, "হে আল্লাহ! পরকালে আমাকে এই কুকুরের সহিত উঠাইবে।" ইহা শুনিয়া এক ব্যক্তি প্রশ্ন করিল, "আপনি উত্তম, না এই কুকুরটি উত্তম?" হযরত হাসান বলিলেন, "কিয়ামতের ময়দানে যদি আযাব হইতে মুক্তি পাই, তবেই আমাকে উত্তম বলিতে পার। নতুবা আমার মত হাসানের চেয়ে কুকুরটি উত্তম।"

কথিত আছে, হযরত হাসান শুনিতে পাইলেন, কোন এক ব্যক্তি তাঁহার অগোচরে তাঁহার নিন্দা করিয়াছে। তিনি অতি বিনীতভাবে এক থালা খেজুর লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, "জানিতে পারিলাম, আপনি আমার সাওয়াব আমার আমলনামায় পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছেন। আমি উহার পরিবর্তে আপনাকে এই সামান্য বস্তু উপহার দিলাম। মা'ফ করিবেন, আমি ইহা অপেক্ষা ভাল পুরস্কার প্রদানে অক্ষম।"

https://kitabbhubon.com

নছীহতপূর্ণ ঘটনা ঃ হযরত হাসান বলেন, চার ব্যক্তি সম্পর্কে চিন্তা করিয়া আমি হয়রান হইয়া যাই একটি বালক, একটি মাতাল, একটি নপুংসক ও একজন স্ত্রীলোক।

(১) একটি বালক প্রদীপ হাতে করিয়া যাইতেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'বৎস! এই আলো কোথা হইতে আনিলে?' তখন সে ফুঁ দিয়া বাতিটি নিবাইয়া ফেলিল এবং বলিল, 'আগে আপনি বলুন বাতির আলো এখন কোথায় গেল? অতঃপর আমি বলিব কোথা হইতে এই আলো আনিয়াছিলাম।'

(২) একদা এক মদ্যপায়ীকে দেখিলাম, সে মাতাল অবস্থায় হেলিয়া দুলিয়া কাদার উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে। আমি বলিলাম, 'সাবধান, পা স্থির রাখিবে, নতুবা পড়িয়া যাইবে।' ইহার উত্তরে সে আমাকে বলিল, ' তুমি আপন পদ দৃঢ় রাখিও। কেননা তুমি একজন বিখ্যাত ওলী, আর আমি একজন মাতাল মাত্র। আমি পা পিছলাইয়া পড়িয়া গেলে এখনই পুনরায় উঠিতে পারিব ও কাদা ধুইয়া শরীর পরিস্কার করিয়া লইব। আমার পক্ষে পতিত হওয়া সহজ, কিন্তু তুমি পা পিছলাইয়া পড়িলে তোমার শিষ্য ও শাগ্‌রিদগণের পা পিছলাইয়া যাইবে। ইহাই অত্যন্ত ভয়ের কারণ।'

(৩) একদা আমি একজন নপুংসকের কাছ হইতে ভাগিয়া যাইতে চাহিলাম। সে বলিল, 'খাজা সাহেব! এখনও আমার অবস্থা প্রকাশ পায় নাই। আপনি আমার নিকট হইতে ভাগিয়া গিয়া আমার গোপন ভেদ যাহির করিবেন না।' পরিণাম খবর আল্লাহ্‌র আছে।

(৪) একদা একটি সুন্দরী স্ত্রীলোককে দেখিলাম। সে মুখ ও মাথা না ঢাকিয়াই রাগে অধীর হইয়া আমার নিকট হাযির হইল এবং তাহার স্বামীর নিন্দা করিতে লাগিল। আমি সঙ্কুচিত হইয়া তাহাকে বলিলাম, 'মুখ ও হাত প্রথমে ঢাক।' তখন সে বলিল, 'আমি একটি সৃষ্ট মহব্বতে পড়িয়া নিজ জ্ঞান হারাইতে বসিয়াছি। এমন কি, আপনি আমাকে সাবধান না করিলে আমি বাজারে চলিয়া যাইতাম। আপনি আল্লাহ্ তাআলার মহব্বতের ও এশ্‌কের দাবিদার! আপনি একজন খোদার প্রেমিক এ কথা মনে করিয়া আমার প্রতি না তাকাইলেই ভাল হইত।'

একদিন হযরত হাসান নিজ বন্ধুদিগকে বলিলেন, "তোমরা প্রত্যেকে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছাহাবাগণের ন্যায়।" ইহা শুনিয়া তাঁহারা অতিশয় আনন্দিত হইলেন। হযরত হাসান বলিলেন, "চেহারা, আকৃতি ও দাড়ি রাখার ব্যাপারেই শুধু, অন্য প্রকারে নহে। যদি তোমরা তাঁহাদিগকে দেখিতে, তবে তোমাদের চক্ষে তাঁহাদিগকে পাগল বলিয়াই প্রতীয়মান হইত।

https://kitabbhubon.com

অপর পক্ষে তাঁহারা যদি তোমাদের অবস্থা জানিতেন, তবে তোমাদের একজনকেও তাঁহারা মুসলমান বলিতেন না। তাঁহারা উস্‌তাদ ঘোড়সওয়ার; তাঁহারা বাতাস ও পাখীর মত বেহেশ্‌তের দিকে অগ্রসর হইতেছেন, আর আমরা দুর্বল ও আহত গর্দভের পৃষ্ঠে সওয়ার হইয়া ধীরে ধীরে চলিতে চলিতে পিছনে পড়িয়া রহিয়াছি।"

একজন আরববাসী সবর (ধৈর্য) সম্বন্ধে হযরত হাসানকে প্রশ্ন করিলেন। তিনি বলিলেন, "সবর দুই প্রকার-(১) দুঃখ ও বিপদে পড়িলে সবর করা এবং (২) আল্লাহ তাআলার নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ অর্থাৎ, হারাম বস্তুসমূহ হইতে নিজকে রক্ষা করা।"

ইহার পর তিনি সবর সম্বন্ধে আরও কিছু গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন। আরবের অধিবাসী লোকটি বলিল, "আমি আজ হইতে আপনার মত কোন যাহেদকে দেখিও নাই, বা তাহার বিষয়ে শুনিও নাই।" হযরত হাসান বলিলেন, "ভাই! আমার সবুরি বে-সবুরিরই জন্য এবং আমার যোহ্‌দ (সংসার বিরাগী) আমার আসক্তির কারণেই উৎপন্ন হইয়াছে।" আরবের লোকটি বলিল, "আপনার কথায় আমার সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে; আপনি উপরি উক্ত কথাটির ভাবার্থ বুঝাইয়া বলুন।" হযরত হাসান বলিলেন, "আমি দোযখকে অতিশয় ভয় করি। উহার ভয়ে সর্বদা আমার প্রাণ অস্থির থাকে; ইহাই আমার বে-সবুরি এবং বেহেশ্‌তের জন্য আসক্তি, তাই আমি দুনিয়া বিরাগী। সুতরাং আমার যোহ্‌দই আসক্তির কারণ। যাঁহার সবর কেবল আল্লাহর প্রেমের জন্য, সে-ই প্রকৃত সাবের (ধৈর্যশীল)। দোযখের আগুন হইতে নিজেকে রক্ষা করার জন্য যে চঞ্চল, সে প্রকৃত ধৈর্যশীল নয়। যাঁহার যোহ্‌দ কেবল মাত্র আল্লাহ তাআলার ভালবাসা পাওয়ার উদ্দেশ্যে, সে-ই প্রকৃত যাহেদ। নিজেকে বেহেশ্‌তে পৌঁছাইবার আকাঙ্ক্ষা করিলে সে যাহেদ নহে। ইহাই এখলাসের (একাগ্রতার) চিহ্ন। মানুষের উপকারে আসে এমন এখলাসেরই একান্ত প্রয়োজন এবং শিক্ষার অনুরূপ কাজ করা একান্ত প্রয়োজন। আর একাগ্রতা, স্বল্পে তুষ্টি এবং ধৈর্য এই তিনটির খুবই প্রয়োজন। এই তিনটি গুণ যাঁহার মধ্যে বিদ্যমান, তাঁহার পুরস্কার সম্বন্ধে শুধু আল্লাহ তাআলাই জানেন।"

হযরত হাসানকে একবার জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, "আপনি কি কখনো কোন কারণে খুশী হইয়াছেন?" তিনি উত্তরে বলিলেন, "হাঁ! একদিন আমি আমার কামরায় বসিয়া আছি। এমন সময় এক প্রতিবেশিনীকে তাহার স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে শুনিলাম, প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইল, আমি তোমার গৃহে আছি। এই দীর্ঘ সময়ে তুমি আমাকে যাহা দিয়াছ তাহাতেই আমি সবর করিয়াছি। শীত ও গ্রীষ্মে তোমার নিকট কিছুই চাহি নাই। তোমার দরিদ্রতার

https://kitabbhubon.com

প্রতি আমি বরাবর সহানুভূতি দেখাইয়াছি। কখনও কাহারও নিকট তোমার উপর কোন দোষারোপ করি নাই। কিন্তু তোমাকে দ্বিতীয় বার বিবাহ করিবার অনুমতি দিতে আমি পারিব না। আমি সকল কষ্ট এতদিন এইজন্যই সহ্য করিয়াছি যে, আমি তোমাকে দেখিব এবং তুমি অন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না। তবুও যদি তুমি দ্বিতীয় বিবাহ কর, তবে আমি ইমামুল মুসিলমীনের নিকট নালিশ করিব।" স্ত্রীলোকটির এই কথা শুনিয়া আমার চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। আমি ইহার নযীর তালাশ করিতে লাগিলাম। অবশেষে কোর্‌আন শরীফেই দেখিতে পাইলাম, আল্লাহ্ বলিতেছেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ

অর্থ- নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলা যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে মা'ফ করিবেন। কিন্তু যাহারা তাঁহার সহিত অন্যকে শরীক করিয়াছে, তাহাদিগকে তিনি মা'ফ করিবেন না।

এক ব্যক্তি হযরত হাসানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাল কি? অর্থাৎ আপনার অন্তরে এশ্‌কে ইলাহী কিরূপ? তিনি বলিলেন, তাহাদের আবার কি হাল হইতে পারে- যাহাদের জাহাজ সমুদ্রের মধ্যে ভাঙ্গিয়া ডুবিয়া গিয়াছে এবং তাহারা প্রত্যেকে এক এক খণ্ড কাঠ অবলম্বন করিয়া ভাসিয়া আছে?" উত্তর হইল, "তাহাদের অবস্থা খুবই খারাব।" হযরত হাসান বলিলেন, "আমার অবস্থাও তদ্রূপ?"

কথিত আছে, হযরত হাসান ঈদের দিন একদল যুবকের নিকট দিয়া গমন করিবার সময় তাহাদিগকে হাসি ও আমোদে মত্ত দেখিলেন। তখন তিনি বলিলেন, "এই যুবক দল নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ, তাই ইহারা এরূপ আমোদ-প্রমোদে মত্ত হইয়াছে, ইহা ভাবিয়া আমি অবাক হইয়া পড়িয়াছি।"

হযরত হাসান এক ব্যক্তিকে গোরস্তানে বসিয়া রুটি খাইতে দেখিলেন। তিনি বলিলেন, "লোকটি বোধ হয় মোনাফেক হইবে। লোকে তাঁহার এই মন্তব্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিলেন ঃ "যাহার নফ্‌স মৃত ব্যক্তির সম্মুখেও উত্তেজিত হয়, সে মৃত্যু ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। ইহাই মোনাফেকের চিহ্ন।"

নছীহত

❊ তিনি বলিয়াছেন, মানুষের জন্য আবশ্যক যে, তাহারা উপকারী এল্‌ম, পরিপূর্ণ এলম, এখলাছ, অল্পে তুষ্টি ও ধৈর্যশীলতা অর্জন করা, যখন এই জিনিসগুলি অর্জন হইয়া যাইবে তবে আখেরাতে তাহার মরতবা হইবে অফুরন্ত।

https://kitabbhubon.com

✽ ছাগল মানুষের চেয়ে বেশী সাবধান। কারণ, সে রাখালের ডাক শুনিয়া ঘাস খাওয়া বন্ধ করে ও তাহার দিকে দৌড়াইয়া আসে। পক্ষান্তরে মানুষ আল্লাহর আহ্বান শুনিয়াও তাঁহার দিকে দৌড়াইয়া যায় না এবং পাপ কার্য হইতে বিরত হয় না।

✽ অসৎ লোকের সংসর্গে থাকিলে অসৎলোক সৎলোকের প্রতি অসদ্ভাব জন্মাইয়া দেয়।

✽ যদি কেহ আমাকে মদ ও দুনিয়াদারির প্রতি আহ্বান করে, তবে আমি দুনিয়াদারিকে অধিকতর অপছন্দ করিব।

✽ যখন দেখিব, তোমার মনে বিন্দুমাত্রও আল্লাহ তাআলার বিরোধিতা বা দুশ্‌মনি নাই, তখনই আমি বুঝিব, তুমি প্রকৃত মা'রেফত লাভ করিয়াছ।

✽ অনন্ত সুখময় বেহেশ্‌ত কেবল কয়েকদিনে বাহ্য অনুষ্ঠান ক্রিয়াকর্ম দ্বারা লাভ করা যায় না। উহা আন্তরিকতা ও একাগ্র সাধনা দ্বারাই লাভ করিতে হয়।

✽ বেহেশ্‌তবাসীরা সর্বপ্রথম যখন বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবেন, তখন আল্লাহ্ তাআলার নূর দর্শন করিয়া তাঁহারা শত শত বৎসর বেহুঁশ ও বিভোর হইয়া থাকিবেন। তাঁহারা আল্লাহ্ তাআলার নূরের তাজাল্লী দেখিয়া ভয়ে ও আতঙ্কে অভিভূত হইয়া পড়িবেন এবং তাঁহার অপার সৌন্দর্য দেখিয়া তাঁহার তৌহীদে ডুবিয়া থাকিবেন।

✽ 'মোরাকাবা' [গভীর ধ্যান] একটি আয়নার মত কাজ করিয়া থাকে। তাহার মধ্যে–তোমার সৎ ও অসৎ কার্যাবলী প্রতিফলিত এবং সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। যখন সৎ চিন্তা মনে উদিত হইবে, তখন মনে করিবে, তুমি সৎপথে আছ। আর যখন অসৎ চিন্তা মনে জাগিবে, তখন মনে করিবে, তুমি অসৎ পথের পথিক হইয়াছ।

✽ যাহার কথা নির্বোধের ন্যায় যুক্তিহীন, সে ব্যক্তি বিপদ-সদৃশ_অর্থাৎ, তাহার কথা তোমাকে বিপদে চালিত করিতে পারে।

✽ নীরব চিন্তায় যাহার হৃদয় আল্লাহর গোপন ভেদ না জানে, সে দুনিয়াদার ও অলসতায় ডুবিয়া আছে এবং যাহার দৃষ্টিতে আল্লাহর গোপন ভেদের আভাস নাই, তাহার দৃষ্টি ধূলিতে আচ্ছন্ন অর্থাৎ, অন্তর্দৃষ্টি সে লাভ করে নাই।

✽ তাওরাত কিতাবে আছে, যে-ব্যক্তি মানুষের সংস্রব হইতে মুক্ত হইয়াছে, সে নিরাপদে রহিয়াছে। যাহার হিংসা নাই, লোক তাহাকে ভালবাসে ও তাহার বন্ধুত্ব কামনা করে। যে কিছুদিন (এই জীবনে) ধৈর্য ধারণ করিতে পারে, সে অনন্তকাল (আখেরাতে) সুখে থাকিবার যোগ্যতা লাভ করে।

https://kitabbhubon.com

❊ যে-পর্যন্ত হৃদয় কথা না বলে, সে পর্যন্ত জ্ঞানী লোক চুপ করিয়া থাকেন। যাঁহারা জ্ঞানী ও আল্লাহ্‌কে ভয় করেন, তাঁহারা হৃদয়ে আল্লাহ্‌র 'এল্‌হাম' লাভ করেন। আল্লাহ্‌র এল্‌হাম তাঁহাদের জিহ্বায় উচ্চারিত হয় মাত্র।

❊ আল্লাহ-ভক্তের তিনটি লক্ষণ আছে ঃ (ক) তিনি ক্রুদ্ধ অবস্থায় অথবা শান্ত অবস্থায়-সর্বক্ষণ সত্যকথা বলেন। (খ) যে যে বিষয়ে আল্লাহ্ তাআলার অসন্তষ্টি, সেই সেই বিষয় হইতে তিনি ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিয়া রাখেন। (গ) যাহাতে আল্লাহ সন্তষ্ট হন, তাহার চেষ্টায় তিনি সর্বদা রত থাকেন।

❊ এক মুহূর্তকাল দুনিয়ার প্রতি অমনোযোগী, সহস্র বৎসরের রোযা-নামাযের চেয়ে উত্তম।

❊ যখন মনে করিব যে, তোমার মধ্যে প্রবঞ্চনা নাই, তখন পৃথিবীর সকল জিনিসের চেয়ে নিজ প্রাণকে অধিক ভালবাসিব।

❊ বাহ্য ও আন্তরিক মতের পার্থক্যই প্রবঞ্চনার চিহ্ন।

❊ এমন কোন মহৎ ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন নাই এবং ভবিষ্যতেও করিবেন না যিনি মোনাফেক্‌দের বঞ্চনার ভয়ে ভীত ও কম্পিত নহেন।

❊ তিনিই প্রকৃত মু'মিন, যিনি আল্লাহর কসম করিয়া বলিতে পারেন যে, তিনি মু'মিন।

❊ ধীর, স্থির ও অচঞ্চল ব্যক্তিই প্রকৃত মু'মিন। যাহা মনে হয় তাহাই মু'মিন করেন না এবং মুখে যাহা আসে তাহাই তিনি বলেন না।

❊ তিন ব্যক্তির অসাক্ষাতে নিন্দা (গীবৎ) করিলে গীবত হয় না-

(১) যে লোভী ও ব্যভিচারীতে আসক্ত, (২) সর্বদা যে ফাসেক (অসৎকার্যে লিপ্ত) এবং (৩) অত্যাচারী নেতা।

❊ পরনিন্দার [গীবতের] জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা অবশ্য কর্তব্য। যাহার নিন্দা করা হয়, তাহার নিকট মা'ফ চাহিয়া পরে আল্লাহ্ পাকের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হইতে হইবে।

❊ দুনিয়াদার লোক তিনটি আক্ষেপ লইয়া দুনিয়া ত্যাগ করে ঃ

(১) ধনার্জন ও ধন সঞ্চয়ে তৃপ্তি না পাওয়ার দুঃখ,

(২) আশা অপূর্ব থাকার দরুন মনোকষ্ট,

(৩) পরকালের পাথেয় সঞ্চিত হয় নাই বলিয়া ভয়।

❊ যাহার বোঝা হাল্‌কা সেই মুক্তি পায়। আর যাহার বোঝা ভারী সে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

—৬

https://kitabbhubon.com

❊ যাঁহারা দুনিয়াকে একটি 'আমানত' [গচ্ছিত সম্পদ] বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদিগকে আল্লাহ্ মা'ফ করিবেন। তাঁহারা 'আমানতের মাল' মালিককে [আল্লাহ্‌কে] ফেরৎ দিয়া বোঝা হাল্কা করিয়া অনায়াসে পরকালের পথে যাত্রা করিবেন।

❊ যিনি দুনিয়ার গৃহকে ভাঙ্গিয়া উহার ভগ্ন স্তূপের উপর আখেরাতের বালাখানা নির্মাণ করেন এবং দুনিয়ার মোহে পড়িয়া আখেরাতের বালাখানা ধ্বংস না করেন এবং আখেরাতের গৃহকে ধ্বংস করিয়া তাহার ভগ্নাবশেষ দ্বারা দুনিয়ার গৃহ নির্মাণ করিতে ও সজ্জিত করিতে মত্ত না হয়, আমার মতে তিনিই বুদ্ধিমান।

❊ আল্লাহকে যিনি প্রকৃতভাবে চিনিয়াছেন, তিনিই তাঁহার সহিত ভালবাসা স্থাপন করিয়াছেন। যে ব্যক্তি শুধু দুনিয়াকেই চিনিয়াছে, সে আল্লাহ তাআলার সহিত শত্রুতা করিয়াছে।

❊ তোমার নফ্‌সকে যেরূপ কঠিন শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখা আবশ্যক, অন্য কোন পশুকেই তেমন কঠিন বন্ধনে বন্ধন করিবার প্রয়োজন হয় না।

❊ তোমার মৃতুর পর সংসার তোমার সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা করিবে, তাহা যদি তুমি জানিতে চাও, তবে অপরের মৃত্যুর পর তুমি মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ কর, তাহা ভাবিয়া দেখিবে।

❊ সংসারের প্রতি আসক্ত বশতঃই মানুষ মূর্তি পূজা করে।

❊ তোমাদের পূর্ব-পুরুষগণ এই পরওয়ানার (কোরআন শরীফের) মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা রাত্রিতে সেই সম্পর্কে গভীর চিন্তা করিতেন এবং দিনে সেই অনুসারে কার্য করিতেন। তোমরা কোর্‌আন শরীফ শুদ্ধরূপে পড় সত্য, কিন্তু আমল অর্থাৎ সেই অনুসারে কার্য করিতেছ না। শুধু উহার বর্ণ ও আ-কার ই-কার শুদ্ধ করিয়া দিয়াছ; এবং পুঁথি-পুস্তকের ন্যায় মনোযোগ দিয়াই পড়িতেছ। (কিন্তু উহার শিক্ষা নিজেদের জীবনে গ্রহণ করিতেছ না।)

❊ যাহাকে আল্লাহ্ হেয় ও ঘৃণিত করিয়াছেন, শুধু সে-ই দুনিয়ার ধনের প্রতি আসক্ত থাকে।

❊ যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে যে, লোকে তাহার অনুসরণ করুক, সে নির্বোধ; তাহার মন ঠিক নহে।

❊ অপরকে যে-কাজের আদেশ করিবে, আগে নিজে তাহার আমল করিবে।

❊ যে-ব্যক্তি অপরের দোষের কথা তোমার নিকট প্রকাশ করে, সে নিশ্চয়ই তোমার দোষের কথাও অপরের নিকট প্রকাশ করিয়া থাকে।

https://kitabbhubon.com

❊ আমার নিকট নিজের স্ত্রী-পুত্র-পরিজন অপেক্ষা ধর্মভাবই অধিকতর প্রিয়। কারণ, ধর্মভাবগুলি আমার ধর্মকার্যের সহায়। পক্ষান্তরে স্ত্রী-পুত্র-পরিজন দুনিয়ার বন্ধু ও ধর্মের শত্রু।

❊ পিতা-মাতাকে যে জীবিকা প্রদান করা হয়, পরকালে তাহার হিসাব-নিকাশ হইবে। কিন্তু বন্ধু-বান্ধব ও মুসলমানদিগকে যে খাদ্য প্রদান করিবে, পরকালে তাহার হিসাব দিতে হইবে না।

❊ যে নামায মনকে সংযত করে, তাহাতে আল্লাহ্ তাআলার মাগফেরাতের সম্ভাবনা খুব বেশী।

❊ তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল, "আল্লাহ্র ভয় কাহাকে বলে?" উত্তরে তিনি বলেন, "যে ভয় বদ্ধমূল হয় এবং অন্তর যাহাকে অপরিহার্য বলিয়া গ্রহণ করে, তাহাই খুশু বা ভয়।

মোনাজাত ঃ বর্ণিত আছে, হাসান বস্‌রী (রহঃ) মোনাজাতে বলিতেন, "হে আল্লাহ্, তুমি আমাকে নেয়ামত দান করিয়াছ, কিন্তু আমি উহার শুক্‌রিয়া (কৃতজ্ঞতা) আদায় করি নাই। তুমি বিপদ দিয়াছ,কিন্তু আমি ধৈর্য ধারণ করি নাই। শুক্‌রিয়া আদায় করি নাই বলিয়া তুমি আমার নিকট হইতে নেয়ামত কাড়িয়া লও নাই; ধৈর্যধারণ না করার দরুন তুমি আমার বিপদকে চিরস্থায়ী কর নাই। হে আল্লাহ, তোমার মধ্যে বদান্যতা ও রহ্‌মত ছাড়া আর কিছু নাই।

ইন্তেকাল ঃ হযরত হাসানকে কেহ কখনও হাসিতে দেখেন নাই। কিন্তু মৃত্যুর সময় তিনি হাসিয়া বলিলেন, কোন্ গুনাহ্ কোন্ গুনাহ্! এইরূপ বলিতে বলিতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। কোন এক বুযুর্গ তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি মৃত্যুর সময় কেন হাসিয়া বলিতেছিলেন কোন্ গুনাহ কোন্ গুনাহ? তিনি বলিলেন, মৃত্যুর সময় আমাকে শুনান হয়েছে, মালালকুল মওত! একটু কঠিনভাবে প্রাণ বাহির করিও। কেননা, একটা গুনাহ রহিয়া গিয়াছে। এজন্য আমি এরূপ বলিয়াছি।

হযরত মালেক দীনার (রহঃ)

পরিচয় ঃ হযরত মালেক দীনার (রহঃ) হযরত হাসান বস্‌রী (রহঃ)-এর যমানার লোক ছিলেন। তিনি দ্বীনের একজন রাহবর, ইমাম, বুযুর্গ, তরীকার একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। পিতার দাসত্বকালে তাঁহার জন্ম হয়।

https://kitabbhubon.com

একদা নদী ভ্রমণের জন্য মালেক খেয়া নৌকায় গিয়া চড়িলেন। নৌকা নদীর মাঝখানের কিছু অধিক পার হইলে, মাঝি তাঁহার নিকট খেয়ার পয়সা চাহিল। মালেকের হাতে একটি কপর্দকও ছিল না। অথচ মাঝি খেয়ার পয়সার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। তিনি বিনয় সহকারে উত্তর করিলেন, আমার নিকট কিছুই নাই।" ইহাতে মাঝি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে এমন মারধর করে যে, প্রহারের ফলে তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়েন। চেতনা ফিরিয়া আসিলে মাঝি পুনরায় তাঁহার নিকট খেয়ার পয়সা চাহিল। দ্বিতীয়বারও তিনি পূর্বের ন্যায় উত্তর দিলেন। তখন মাঝি বলিতে লাগিল, "খেয়ার পয়সা আদায় না করিলে তোমাকে হাত-পা বাঁধিয়া নদীতে ফেলিয়া দিব।" হঠাৎ সে দেখিতে পাইল, নদীর মাৎস্যসমূহ এক একটি দীনার মুখে করিয়া দলে দলে নৌকার নিকট আসিয়া ভাসিয়া উঠিল। হযরত মালেক হাত বাড়াইয়া একটি মাছের মুখ হইতে একটি দীনার লইয়া খেয়ার পয়সা পরিশোধ করিলেন। নৌকার লোকজন হযরত মালেকের এইরূপ কারামত (অলৌকিক কাজ) দেখিয়া বিস্মিত হইয়া তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িল। তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া হযরত মালেক নৌকা হইতে নামিয়া পানির উপর দিয়া চলিতে চলিতে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। সেদিন হইতে তাঁহার নামের সহিত 'দীনার' যুক্ত হইয়া যায়।

এখলাছের বরকত ঃ মালেক দীনার দামেশ্‌ক নগরীর একজন সুন্দর সুগঠন, ধনী অধিবাসী ছিলেন। তিনি হযরত মোয়াবিয়ার নির্মিত দামেশ্‌কের জামে মসজিদে এক বৎসর কাল এই উদ্দেশ্যে এ'তেকাফ করিয়াছিলেন যে, যদি তিনি সেখানে ইবাদতে মশ্‌গুল থাকেন, তবে সকলে বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে সেই মসজিদ-সংলগ্ন সম্পত্তির মোতাওয়াল্লী নিযুক্ত করিবেন। এই আশার বশীভূত হইয়া তিনি সর্বক্ষণ মসজিদে নামায ও ইবাদতে মশ্‌গুল থাকিতেন। অথচ মনে মনে নিজেকে কপট বলিয়াই জানিতেন। এইরূপে এক বৎসরকাল কাটিয়া যায়; কিন্তু কেহ তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই। একদা রাত্রে তিনি মসজিদ হইতে বাহির হইলে শুনিতে পাইলেন যেন কেহ বলিতেছে,"ওহে মালেক! তুমি কেন তওবা করিতেছ না?" মালেক ইহা শুনিয়া বিচলিত হইলেন ও ভাবিতে লাগিলেন, "এক বৎসরকাল কপটভাবে ইবাদত করিয়াছি, ভক্তি ও এখলাসের সহিত কিছুই করিলাম না।"এই অনুতাপ করিতে করিতে সেই রাত্রি হইতে পবিত্র ও সরল মনে আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশ্‌গুল হইলেন। পরদিন প্রাতে মুসল্লিগণ মসজিদে আসিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, "মসজিদে বড়ই বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে! একজন উপযুক্ত মোতাওয়াল্লী নিযুক্ত করা হইলে মসজিদের কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে। মালেককে ব্যতীত আমরা অন্য কাহাকেও এই কার্যের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া মনে করি না।" অতঃপর সকলে একমত হইয়া

https://kitabbhubon.com

হযরত মালেকের খেদমতে উপস্থিত হইল এবং মোতাওয়াল্লীর পদ গ্রহণ করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিল। হযরত মালেক মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "হে আল্লাহ তাআলা, এক বৎসরকাল মোনাফেকের মত তোমার ইবাদত করিয়াছি, কিন্তু কাহাকেও আমার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত পর্যন্ত করিতে দেখি নাই। আর একটি মাত্র রাত্রি সরল মনে ইবাদতে মশ্‌গুল ছিলাম বলিয়া তুমি মোতাওয়াল্লী পদ প্রদানের জন্য কতিপয় ব্যক্তিকে আমার নিকট পাঠাইয়াছ। আমি তোমার রহ্‌মতের কসম (শপথ) করিয়া বলিতেছি, এখন আমার সে আকাঙ্ক্ষা আর নাই।" এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি মসজিদ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং মোওয়াল্লীর পদ গ্রহণে অসম্মত হইয়া স্বীয় সৃষ্টিকর্তার ইবাদতে নিজেকে বিলাইয়া দিলেন।

দুনিয়ার হাকীকত ঃ বস্‌রার কোন এক আমীর বহু ধনসম্পত্তি রাখিয়া মারা যান। তাঁহার এক পরমা সুন্দরী কন্যা তাঁহার বিষয়-সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী হন। তিনি হযরত মালেকের সহধর্মিনী হইবার আকাঙ্ক্ষিনী হইয়া হযরত সাবেত বুনানীর নিকট আরয করিলেন ঃ "আমি আল্লাহর ইবাদতে সাহায্য পাইবার আশায় হযরত মালেককে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক। আপনি আমার এই আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে জানাইলে বড়ই সুখী হইব।" হযরত সাবেত যথাসময়ে হযরত মালেকের নিকট উক্ত দরখাস্ত পেশ করিলেন। মালেক উত্তরে বলিলেন, "আমি দুনিয়াকে তালাক দিয়াছি। স্ত্রী গ্রহণ দুনিয়ার কাজকর্মের অন্তর্ভুক্ত। যাহাকে তালাক দেওয়া হয়, তাহাকে পুনরায় বিবাহ করা যায় না।"

একদা হযরত মালেক এক গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করিতেছিল। একটি কাল সাপ নারগিস ফুলের ডাল মুখে করিয়া তাঁহার গায়ে বাতাস করিতেছিল।

কষ্টের পরিণাম শান্তি ঃ কথিত আছে যে, তিনি বহুদিন হইতে জেহাদ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। একবার তাঁহার এই সুযোগ ঘটে, কিন্তু হঠাৎ তিনি জ্বর রোগে আক্রান্ত হন। ফলে তিনি জেহাদে যোগদান করিতে পারিলেন না। ইহাতে তিনি দুঃখে একেবারে অস্থির হইয়া শুইয়া পড়েন এবং মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "হে হতভাগ্য শরীর! মাওলার দরবারে যদি তোমার একটু কদর ও সম্মান থাকিত, তবে এই শুভ মুহূর্তে কখনও তুমি জ্বর রোগে আক্রান্ত হইতে না!" সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাতেফ্ (গায়েবী আওয়ায) শুনিলেন ঃ "হে মালেক! যদি তুমি জেহাদে যোগদান করিতে, তবে বন্দী হইতে। বন্দী হইলে কাফেরগণ তোমাকে জোর করিয়া শূকরের গোশ্‌ত খাওয়াইত। শূকরের গোশ্‌ত খাইলে তুমি কাফের হইয়া পড়িতে। সুতরাং তোমার জ্বর আল্লাহ্ তাআলার তরফ হইতে এক বড় রহ্‌মত ব্যতীত আর কিছুই নহে।"

https://kitabbhubon.com

বুযুর্গী ঃ একদা এক দাহ্‌রিয়ার (যাহারা আল্লাহ্‌কে মানে না অর্থাৎ নাস্তিক) সহিত হযরত মালেকের বহছ হয়। উভয়ের প্রত্যেকে দাবি করিলেন, প্রত্যেকেই সত্য পথে আছেন। অবশেষে ঠিক হইল, তাঁহারা উভয়ে হাত একত্র করিয়া বাঁধিয়া আগুনের মধ্যে রাখিবেন। যাহার হাত আগুনে পুড়িয়া যাইবে সে মিথ্যুক বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। তাহাই করা হইল; ফলে কাহারও হাত পুড়িল না। লোকে হযরত মালেককে বলিতে লাগিল, 'উভয়ের ধর্মই সত্য।' ইহাতে তিনি বড়ই মর্মাহত হইলেন এবং সিজ্‌দায় যাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন ঃ "হে আল্লাহ্! সত্তর বৎসর যাবৎ তোমার ইবাদতে ও সুদৃঢ় ঈমানের উপর চলিয়া সামান্য এক দাহ্‌রিয়ার সমান হইলাম?" গায়েবী আওয়ায হইল ঃ "হে মালেক! তোমার হাতই দাহ্‌রিয়ার হাতকে বাঁচাইয়াছে। যদি এই দাহ্‌রিয়া হাত স্বতন্ত্রভাবে আগুনে রাখিত, তবে নিশ্চয়ই উহা জ্বলিয়া যাইত।"

একদা হযরত মালেক দীনার কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। একটু আরোগ্য লাভের পর বিশেষ একটি কাজে তিনি বাজারে যাইতে বাধ্য হন। সেই-সময় শহরের আমীর (মেয়র) বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রহরিগণ, "রাস্তা হইতে সরিয়া যাও; রাস্তা হইতে সরিয়া যাও" বলিয়া লোকদিগকে সরাইয়া দিতেছিল। শারীরিক দুর্বলতার জন্য রাস্তা হইতে সরিয়া যাইতে বিলম্ব হওয়ায় জনৈক প্রহরী হযরত মালেককে চাবুক মারে। তিনি বলিলেন, "আল্লাহ্! ইহার হাত কর্তিত হউক।" পরদিন দেখা গেল সেই প্রহরীর হাত সত্যই কাটা অবস্থায় রাস্তায় উপর পড়িয়া আছে।

হযরত মালেকের এক প্রতিবেশী বড় যালেম ও দুষ্ট প্রকৃতির ছিল। লোকে সেই যালেমের দুর্ব্যবহারে কষ্ট পাইতেছিল। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক তাহার অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া হযরত মালেকের নিকট আসিয়া ঐ যালেমের অত্যাচার হইতে নিস্তার পাওয়ার জন্য তাঁহার দোআপ্রার্থী হন। হযরত মালেক উক্ত যালেমের বাড়ী যাইয়া অত্যাচার হইতে বিরত থাকিতে তাহাকে অনুরোধ করিলেন। হযরত মালেকের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া সে কর্কশভাবে বলিল, "আমি বাদশাহের কর্মচারী, কাহারও সাধ্য নাই যে, আমাকে শাসন করে।" হযরত মালেক উত্তরে বলিলেন, "আমরা বাদশাহ্‌কে এই বিষয় জানাইব।" যুবক বলিল, "বাদশাহ্ আমার মন রক্ষা করিয়া চলেন এবং আমি যাহা বলি ও করি, তিনি তাহাতেই রাযী থাকেন।" হযরত মালেক বলিলেন ঃ যদি বাদশাহ্ কিছু না করেন, তবে আমি মাওলার নিকট নালিশ করিব।" যুবক হাস্য করিয়া বলিলেন, "তিনি তদপেক্ষাও করুণাময়।" ইহা শুনিয়া মালেক মনঃক্ষুন্ন হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। ইহার পর তাহার অত্যাচার চরমে পৌঁছিলে একদল লোক পুনরায় হযরত মালেকের খেদমতে উপস্থিত হইয়া যালেমকে শাসন করিতে ও তাহার যুলুম হইতে দেশবাসিগণকে রক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। হযরত মালেক

https://kitabbhubon.com

বিরক্ত ও মনঃক্ষুন্ন হইয়া তাহাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাহার গৃহের দিকে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে তিনি গায়েব হইতে এরূপ একটি আওয়ায শুনিতে পাইলেন যে, "আমার দোস্তের উপর ক্রুদ্ধ হইও না।" হযরত মালেক ইহা শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হন। যথাসময়ে তিনি অত্যাচারী লোকটির বাড়ী পৌঁছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সে বলিয়া উঠে, "আবার আগমন কিসের জন্য?" হযরত মালেক বলিলেন, "এবার তোমাকে একটি সুসংবাদ দিতে আসিয়াছি যে, তোমার সম্বন্ধে একটি গায়েবী আওয়ায শুনিয়াছি।" এই বলিয়া তিনি যুবককে গায়েবী আওয়াযের কথা বলিলেন। যুবক ইহা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া বলিল, "যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে আমারও মনের গতি পরিবর্তন হইয়াছে। আমার যাহা কিছু আছে সবই তাঁহার রাস্তায় বিলি-বন্টন করিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ ধনসম্পত্তি সমুদয় ত্যাগ করিয়া আল্লাহ্ তাআলার পথ গ্রহণ করে ও বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যায়। ইহার পর আর কেহ তাহাকে দেখিতে পায় নাই।

হযরত মালেক বলিয়াছেন, "অনেকদিন পর আমি একবার মক্কা শরীফে তাহার সাক্ষাৎ পাই। সে নূতন চাঁদের ন্যায় ক্ষীণ ও ওষ্ঠাগত প্রাণ হইয়া গিয়াছে, ও বলিতেছে "আল্লাহ্ তাআলা বলিয়াছেন, যে, তিনি আমার দোস্ত। আমি আমার দোস্তের নিকট যাইতেছি, যাহাতে আমার দোস্ত রাযী থাকেন তাহাই চাহিতেছি এবং আমি ইহাও জানি যে, দোস্তের সন্তুষ্টি একমাত্র তাঁহার তাবেদারিতেই পাওয়া যায়। আমি সরল অন্তঃকরণে তওবা করিয়াছি, আর কখনও গোনাহ্র কার্য করিয়া তাঁহার দরবারে গোনাহ্গার হিসাবে গন্য হইব না।" এই বলিয়াই সে ইন্তেকাল করিল।

কথিক আছে যে, এক সময় হযরত মালেক এক ইহুদীর বাড়ীতে ভাড়াটিয়া ছিলেন। হযরত মালেকের ঘরের সম্মুখেই তাহার ঘর ছিল। শত্রুতাবশত সেখানে সে নালা নির্মাণ করিয়াছিল ও মল-মূত্র, আবর্জনা তাঁহার ঘরের দরজায় আনিয়া ফেলিত। ইহাতে তাহার নামাযের জায়গাও ময়লা হইয়া যাইত। এইভাবে অনেকদিন চলিল। হযরত মালেক কাহারও নিকট এই অত্যাচারে কথা না বলিয়া নীরবে উহা সহ্য করিতে থাকেন। একদিন সেই ইহুদী মালেকের নিকট আসিয়া বলিল, "মালেক, আমার পায়খানা দ্বারা ত আপনার কোন কষ্ট হয় না?" হযরত মালেক বলিলেন, "হাঁ, হইয়া থাকে, কিন্তু একটি গামলা ও ঝাড়ু রাখিয়াছি। প্রত্যহ উহা দ্বারা ঘরের দরজা ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া থাকি।" ইহুদী বলিল, "আচ্ছা, আপনি এতদিন এত কষ্ট কেন সহ্য করিতেছেন ও কোন প্রকার রাগই বা করিতেছেন না কেন?" হযরত মালেক বলিলেন, 'ইহা আল্লাহ্র আদেশ। কেননা, তিনি বলেন ঃ তিনি ক্রোধ দমনকারিগণকে ভালবাসেন। ইহুদী বলিল, "আহা! ইসলাম কি উত্তম ধর্ম! আল্লাহর প্রেমিক এইরূপে শত্রুর

https://kitabbhubon.com

অত্যাচার ভোগ করেন এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নিকট উহা প্রকাশ করেন না, বরং সহ্য করিয়া থাকেন।" এই বলিয়া ইহুদী মুসলমান হইয়া যায়।

নফ্‌সকে দমন করা ঃ বহুকাল পর্যন্ত হযরত মালেক কোনও মিষ্ট বা অম্লবস্তু আহার করেন নাই। প্রত্যহ রাত্রে শুকনা রুটী দ্বারা ইফতার করিতেন। একদা তিনি পীড়িত হইয়া পড়েন এবং গোশ্‌ত খাইবার তাঁহার প্রবল ইচ্ছা হয়। তিনি বাজারে যাইয়া গোশ্‌ত ক্রয় করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন। সকলে জানিত হযরত মালেক গোশ্‌ত খান না। এক্ষণে গোশ্‌ত কিনিয়া কি করেন তাহা দেখিবার জন্য কসাই গোপনে তাহার এক চাকরকে হযরত মালেকের পিছনে পিছনে পাঠাইল। চাকরটি দেখিল যে, হযরত মালেক গোশ্‌ত লইয়া কিছুদূর যাওয়ার পর কাপড়ের ভিতর হইতে গোশ্‌ত বাহির করিয়া তিন বার উহার গন্ধ লইয়া নিজেকে সম্বোধন করিয়া বলিতে থাকেন, "হে আত্মা! গন্ধ লওয়ার অতিরিক্ত তোমার হিচ্ছা নাই। অতঃপর গোশ্‌ত একজন ভিক্ষুককে দান করিয়া আত্মার সান্ত্বনার জন্য বলিতে লাগিলেন, "হে আমার দুর্বল নহে; তুমি কিছুদিন সবর কর, এই কষ্টের শেষ হইবেই এবং তখন এমন নেয়ামত তোমার নসীবে জুটিতে পারে যাহার কোন অন্ত নাই।"

বর্ণিত আছে যে, হযরত মালেক চল্লিশ বৎসর বস্‌রা নগরীতে ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে একদিনও খোর্মা খান নাই; বরং খোর্মা ফলের মওসুম আরম্ভ হইলে তিনি বলিতেন, "হে বস্‌রাবাসিগণ! এই দেখ খোর্মা ফল না খাওয়ায় আমার উদরের কোন ক্ষতি হয় নাই। প্রতিদিন খোর্মা খাইয়া তোমাদের উদরের কোন উন্নতি হয় নাই।" এই ভাবে চল্লিশ বৎসর গত হইলে খোর্মা খাইবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনে খুব প্রবল হইয়া উঠে। তিনি মনকে বলিতেন, "হে মন! নিশ্চয়ই আমি তোমার এই বাসনা পূর্ণ করিব না।" একদা তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে, কেহ যেন তাঁহাকে বলিতেছেন, "খোর্মা খাও, আত্মাকে আর কষ্ট দিও না।" এই স্বপ্ন দেখিয়া তাঁহার মন খোর্মা খাইতে ব্যাকুল হইয়া পড়ে। হযরত মালেক তখন বলিলেন, "হে মন! এক সপ্তাহ রোযা রাখ এবং সারারাত ইবাদতে মশ্‌গুল থাক। তারপর তোমার বাসনা পূর্ণ করিব।" মন এই কথায় রাযী হইল এবং তিনি এক সপ্তাহ রোযা পালন করিলেন। তৎপর হযরত মালেক খোর্মা ক্রয় করিলেন এবং উহা খাইবার জন্য এক মসজিদে গমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া এক বালক তাহার পিতাকে ডাকিয়া বলিল, "বাবা, এখানে আসিয়া দেখ! এক ইহুদী মসজিদে বসিয়া খোর্মা খাওয়ার উদ্যোগ করিতেছে।" পিতা বলিল, "ইহুদীর মসজিদে কি প্রয়োজন?" এই বলিয়া সে একটি লাঠি হাতে লইয়া দৌড়িয়া মসজিদের দিকে গমন করিল এবং হযরত মালেককে দেখিয়া তাঁহার পায়ে পড়িয়া বলিতে লাগিল, "খাজা সাহেব! মা'ফ করুন, ইহুদী ব্যতীত আমাদের পল্লীতে দিনে কেহই খায় না, সকল মুসলমানই রোযা রাখে। এজন্য

https://kitabbhubon.com

বালক আপনাকে চিনিতে পারে নাই। জানে না বলিয়াই সে আপনাকে এরূপ বলিয়াছে।" ইহা শুনিয়া হযরত মালেক জয্বার সাথে বলিলেন, বালকটির কথার মধ্যে গায়েবী ইঙ্গিত রহিয়াছে। তখন তিনি বলিলেন, "হে আল্লাহ্! খোর্মা না খাইতেই একজন নির্দোষ শিশুর মুখ দিয়া আমার নাম ইহুদী রাখা হইল, আর যদি খোর্মা খাইতাম তাহা হইলে কাফেরের চেয়েও অধম হিসাবে আমি গণ্য হইতাম। আমি আর কখনও খোর্মা খাইব না।"

কথিত আছে, একরাত্রে বস্রা নগরীতে আগুন লাগে। হযরত মালেক নিজের লাঠি ও জুতা লইয়া ছাদের উপর উঠিয়া লোকদের দুরবস্থা দেখিতেছিলেন। কিছুসংখ্যক লোক পলায়ন করিতেছিল, আপন আপন দ্রব্য-সামগ্রী সামলাইতে ব্যস্ত ছিল, আর কিছুসংখ্যক লোক আগুনে পুড়িয়া মরিতেছিল। মালেক বলিলেন, "কিয়ামতের মাঠেও এইরূপ হইবে- হালকা ভারবাহী লোক মুক্তি পাইবে এবং গুরু ভারবাহী লোক ধ্বংস হইবে।"

একদা হযরত মালেক একজন রোগীকে দেখিতে যান। তিনি বলেন, "আমি যাইয়া দেখিলাম যে তাহার মৃত্যু নিকটবর্তী হইয়াছে। আমি তাহাকে কলেমার তালকীন করিতেছিলাম, কিন্তু সে কেবলই 'দশ এগার, দশ এগার' বলিতেছিল এবং কিছুতেই কলেমা উচ্চারণ করিতে পারিতেছিল না। অবশেষে আমাকে বলিল, "ওহে শেখ! আমার সম্মুখে এক আগুণের পাহাড় উপস্থিত। যখনই আমি কলেমা পড়িতে চাই, তখন উক্ত আগুন আমার দিকে অগ্রসর হয়। " হযরত মালেক বলেন, আমি এই অবস্থা দেখিয়া লোকদেরকে তাহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। লোকেরা উত্তর করিল, "সে একজন সূদখোর এবং ব্যবসায় মালের ওযনে কম দিত।

আল্লাহ্র ভীতি ঃ হযরত জা'ফর ইব্নে সোলায়মান বলেন, "একদা আমি হযরত মালেকের সঙ্গে মক্কা শরীফে ছিলাম। এহ্রাম বাঁধিয়া তিনি তালবিয়া اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ অর্থাৎ আমি তোমার সম্মুখে হাযির হইলাম, হে আল্লাহ্! বলার সঙ্গে সঙ্গে বেহুঁশ হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পর তাঁহার হুঁশ ফিরিয়া আসে। আমি তাঁহাকে বেহুঁশ হইয়া পড়িবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি উত্তরে বলিলেন, "ভয় হইল, যদি আল্লাহ্র নিকট হইতে উত্তর আসে لَا لَبَّيْكَ তুমি উপস্থিত নও, আমি তখন কি করিব?"

কথিত আছে, তিনি যখন নামাযে اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ (তোমারই ইবাদত করিতেছি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি) এই আয়াত পাঠ করিতেন, তখন কাঁদিতে কাঁদিতে অস্থির হইয়া পড়িতেন এবং বলিতেন, "যদি এই আয়াত পবিত্র কোর্আন শরীফে না থাকিত ও পড়িতে আদেশ না

https://kitabbhubon.com

থাকিত, তবে কখনও আমি ইহা উচ্চারণ করিতাম না।" অর্থাৎ মুখে বলি হে আল্লাহ! আমি তোমারই ইবাদত করিতেছি। কিন্তু কার্যতঃ নিজ নফ্‌সেরই ইবাদত করি। মুখে বলি, তোমারই নিকট সাহায্য চাহিতেছি, কিন্তু কার্যতঃ লোকের দ্বারা সাহায্য চাহিয়া থাকি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পরিবর্তে তাঁহার নিন্দা করিয়া থাকি।

ইহাও বলা হয় যে, হযরত মালেক সারারাত্রি জাগ্রত থাকিয়া ইবাদতে মশ্‌গুল থাকিতেন। তাঁহার এক কন্যা ছিল। সে এক রাতে বলিল, "বাবা! আজ কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর।" তিনি উত্তরে বলিলেন, "মা। আল্লাহ্‌র হুকুম যাহাতে না লঙ্ঘিত হয়, তোমার বাবা তজ্জন্য সজাগ থাকে। আমি ইহাও ভয় করি যে, আল্লাহ তাআলা না করুন, রাত্রে যখন তাঁহার খাস রহ্‌মত নাযেল হয়, তখন আমি যেন নিদ্রিত থাকিয়া উহা হইতে বঞ্চিত না হই। তাই সারাটা রাত্রি জাগিয়া কাটাই।"

এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছেন?" তিনি উত্তরে বলিলেন, "নেয়ামত আহার করি আর শয়তানের তাবেদারি করি।

যদি কেহ মসজিদের দরজা হইতে এই বলিয়া আহ্বান করে যে, তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি বাহির হইয়া আস, তবে মালেক ব্যতীত অন্য কেহ বাহির হইবে না।"

একদা একজন স্ত্রীলোক হযরত মালেককে ক্রোধভরে কপট বলিয়া ডাকিল। তিনি বলিলেন, "মা! বিশ বৎসরের মধ্যে কেহ আমাকে প্রকৃত নাম ধরিয়া সম্বোধন করে নাই। কিন্তু তুমিই প্রকৃত নামে আমাকে ডাকিয়াছ, কেননা আমি কিরূপ লোক তুমিই তাহা বুঝিতে পারিয়াছ।" তিনি আরও বলেন, "আমি দুনিয়ার লোককে ভাল করিয়া চিনিয়াছি তাহাদের সম্পর্কে আমার এই ইচ্ছা নাই যে, তাহারা আমাকে ভাল বা খারাপ বলুক। ভাল-খারাপ বলার মধ্যে মানুষকে অতিরিক্তকারী পাইয়াছি। সুতরাং আমাকে ভাল-খারাপ বলার জন্য মানুষের নিকট হইতে কোন বদলা নিব না।

তিনি আরও বলেন, "আমি বর্তমান সময়ের বন্ধুত্বের মধ্যে কপটতার মিলন দেখিতে পাইতেছি। বাহিরের খোলসটি যদিও সুন্দর এবং সুদৃঢ়, কিন্তু উহার ভিতরের অংশ কাল-খারাপ। এই দুনিয়ার মোহ হইতে তোমরা নিজেকে বাঁচাও ও সতর্ক হও; কারণ দুনিয়ার আলেমগণের অন্তঃকরণও কলুষিত হইয়া পড়িয়াছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকির ও মোনাজাত করা অপেক্ষা দুনিয়াদারির কথা অধিক পছন্দ করে, তাহার জ্ঞান অল্প, হৃদয় অন্ধ এবং জীবন বৃথা। আমার নিকট উত্তম কাজ "এখলাস ও সরলতা।"

https://kitabbhubon.com

তিনি আরও বলেন, "আল্লাহ্ তাআলা ওহীর মারফত হযরত মূসা (আঃ)-কে বলিয়াছিলেন, "সারা দুনিয়া শক্ত লাঠি লইয়া ভ্রমণ কর ও আমার এই মখ্লুক্ (সৃষ্ট জগৎ) হইতে শিক্ষা গ্রহণ কর। যে পর্যন্ত জুতা ক্ষয় না হয় এবং লাঠি ভাঙ্গিয়া না যায় সে পর্যন্ত আমার নেয়ামত ও হেকমত সম্বন্ধে গভীর চিন্তা ও ধ্যান করিতে থাক। এই কথার অর্থ এই যে, আল্লাহ-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ধৈর্য অবলম্বন করিয়া তাঁহার সন্তুষ্টির পথে চলিতে থাক। আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেনঃ

"আমি তোমাদিগকে আমার সহিত আন্তরিক প্রেম করিতে বলিলাম, কিন্তু তোমরা আমার প্রতি তাহা দেখাইলে না।

তিনি আরও বলেন, "আসমানী কিতাবে লিখিত আছে, "আমি (আল্লাহ্ তাআলা) মোহাম্মদ মোস্তফার উম্মতকে দুইটি বস্তু দান করিয়াছি যাহা জিবরাঈল বা মিকাঈল ফেরেশতাকেও দান করি নাই। প্রথমটি হইল فَاذْكُرُونِىْ اَذْكُرْكُمْ অর্থাৎ তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদিগকে স্মরণ করিব। দ্বিতীয়টি হইল اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ অর্থাৎ তোমরা আমার নিকট দো'আ কর, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের দোআ কবূল করিব। তাওরাত কিতাবে আল্লাহ্ তাআলা বলিয়াছেন, "হে সত্য নিষ্ঠগণ! দুনিয়াতে আমার গুণগান করিয়া সুখী হও। আমার প্রশংসা ও গুণগান করা দুনিয়ার একটি বিরাট নেয়া'মতস্বরূপ ও আখেরাতে মহান পুরস্কার।" অপর একটি আসমানী কিতাবে আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ "যে দুনিয়াকে ভালবাসে, সে দুনিয়ায় আমার ক্ষুদ্রতম বস্তু পাইবে। সে কোন যিকির বা গুণ কীর্তনে ও মোনাজাতে কোন মধুরতা পাইবে না। আমি তাঁহার অন্তর হইতে ইবাদতের স্বাদ উঠাইয়া লই।"

তিনি আরও বলেন, "যে ব্যক্তি দুনিয়াতে নফ্সের তাবেদারী করে, শয়তান তাহার তালাশ হইতে অবসর গ্রহণ করে।"

এক ব্যক্তি শেষ জীবনে হযরত মালেকের নিকট উপদেশ প্রার্থনা করে। তিনি বলিলেন, "যিনি তোমার খেদমত করিতেছেন তুমি তাঁহার কার্জে রাযী থাক; তাহা হইলে তুমি আখেরাতে মুক্তি পাইবে।"

ইন্তেকাল ঃ হযরত মালেকের ইন্তেকালের পর এক ব্যক্তি তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,"হে মালেক! ইন্তেকালের পর আল্লাহ তাআলা আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন? হযরত মালেক উত্তরে বলিলেন, "আমার গোনাহ্ থাকা সত্ত্বেও শুধু তাঁহার প্রতি দৃঢ় ঈমান থাকার জন্যই তিনি দয়া করিয়া আমাকে মা'ফ করিয়া দিয়াছেন।"

অন্য এক ব্যক্তি একদা স্বপ্নে দেখিলেন, হযরত মালেক ও হযরত মোহাম্মদ ওয়াসে' (রহঃ) বেহেশ্তের দিকে যাইতেছেন এবং হযরত মালেকই প্রথমে

https://kitabbhubon.com

বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিলেন। আমি অবাক হইয়া ভাবিলাম যে, হযরত ওয়াসে' (রহঃ) এত বিখ্যাত ওলী ও দরবেশ এবং বুযর্গ ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাকে কেন হযরত মালেকের পরে বেহেশ্‌তে নেওয়া হইল। হঠাৎ গায়েবী আওয়ায হইল, "ঠিকই বলিয়াছ। তবে ইহার কারণ এই যে, ওয়াসে' (রহঃ) দুনিয়াতে দুইটি জামা এবং মালেক (রঃ) মাত্র একটি জামা পরিধান করিতেন। ইহাই হইল সম্মানের তারতম্যের একমাত্র কারণ।"

হযরত মোহাম্মদ ওয়াসে' (রহঃ)

পরিচয় ঃ হযরত ওয়াসে (রহঃ) ছিলেন একজন আলেম ও খাঁটি মাওলার প্রেমিক। একজন বুযুর্গ হিসাবে সেই সময়কার আওলীয়াগণের মধ্যে তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিল। তিনি বহু তাবেয়ীর* ছোহবত পাইয়াছিলেন এবং তরীকতের বহু বুযুর্গের সংসর্গ লাভ করিয়াছেন। তিনি শরীয়ত ও তরীকতে অগাধ জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। তিনি শুক্‌না রুটী পানিতে ভিজাইয়া আহার করিতেন এবং বলিতেন, "যে এইভাবে আহারে সন্তুষ্ট থাকে তাহাকে অন্য লোকের নিকট হাত পাতিতে হয় না।" তিনি মোনাজাতে বলিতেন, "হে আল্লাহ্! তুমি তোমার বন্ধুদিগের ন্যায় আমাকে অল্প লেবাছ পরাইয়া রাখিয়াছ। আমি বুঝিতে পারি না, কেন যে তোমার বন্ধুদিগের সমান আসন আমার ভাগ্যে ঘটিল।" কখনও কখনও ওয়াসে' (রহঃ) ক্ষুধার্ত হইয়া হাসান বস্‌রীর গৃহে গমন করিতেন এবং যাহা পাইতেন তাহাই আহার করিয়া ক্ষুধা মিটাইতেন। হাসান বস্‌রী ঘরে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে দেখিলে অত্যন্ত আনন্দিত হইতেন। তিনি বলিতেন, "তিনিই ভাগ্যবান ব্যক্তি যিনি প্রাতে ক্ষুধার্ত হইয়া বিছানা হইতে উঠেন এবং ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাত্রি কাটান। কারণ, এত কষ্ট সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাআলাকে তিনি কখনও ভুলিয়া যান না।"

উপদেশ ঃ এক ব্যক্তি ওয়াসের নিকট আসিয়া তাঁহার নসীহত শুনিতে চাহিলেন। উত্তরে তিনি বলিলেন, "আমি তোমাকে এমন নসীহত প্রদান করিব, যাহা আমল করিলে তুমি দুনিয়া ও আখেরাতের বাদশাহ্ হইতে পারিবে। যদি তুমি ওলী হইতে চাও এবং কাহারও নিকট কোন বস্তু পাইবার আশা না কর, তবেই তোমাকে অন্য কাহারও উপর নির্ভর করিতে হইবে না। ইহাই বাদশাহী।"

একদা হযরত ওয়াসে (রহঃ) হযরত মালেককে বলিলেন, "দুনিয়াতে টাকা-পয়সা রক্ষা করার চেয়ে আপন জবানকে সংযত করাই হইল অধিকতর কষ্টকর।" হযরত ওয়াসে' একদা সুন্দর পোশাক পরিয়া কাতীবা নামক

---

* যাঁহারা ঈমান আনিয়াছে এবং ছাহাবাগণের দর্শন লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদেরকে তাবেয়ী বলে।

https://kitabbhubon.com

দরবেশের খেদমতে উপস্থিত হন। কাতীবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কেন এই প্রকার মূল্যবান জামা পরিলেন?" হযরত ওয়াসে' চুপ হইয়া রহিলেন এবং কোন জবাবই দিলেন না। কাতীবা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কেন তিনি কোন উত্তর দিলেন না। তিনি বলিলেন, "যদি আমি বলি যে, দরবেশিবশতঃ এই জাঁকজমকের পোশাক পরিধান করিয়াছি, তবে আমারই প্রশংসা করা হয়। আর যদি বলি গরীবি ও হীনতার জন্য, তবে আল্লাহ্ তাআলার নিন্দা করা হয়। তাই আমি কিছুই বলিতেছি না। "

একদা ওয়াসে' (রহঃ) নিজ পুত্রকে বুক ফুলাইয়া রাস্তায় চলিতে দেখিলেন। পুত্রকে ডাকিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে তাহা জান কি? তোমার মাতাকে আমি দুই শত দির্হাম মূল্যে খরিদ করিয়াছি। আমি তোমার পিতা, সকল মুসলমান হইতে নিকৃষ্টতম গোলাম অর্থাৎ, আমি দাস ও তোমার মা দাসী-ইহাই হইতেছে তোমার আসল পরিচয়। তবে কেন গর্বিত ও বিলাসী হইতে চাও?"

এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হযরত! আপনি কেমন আছেন?" তিনি জওয়াব দিলেন, "যাহার জীবন ক্ষয় হইতেছে ও গোনাহ্ মিনিটে মিনিটে বাড়িয়া চলিয়াছে,তাহার অবস্থা কেমন হইবে তাহা অনায়াসে ধারণা করা যাইতে পারে।"

তিনি প্রায়ই বলিতেন, "আমি প্রত্যেক জিনিসের মধ্যে আল্লাহ তাআলাকে দেখিতেছি।" লোকে তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, "তিনি কি আল্লাহ তাআলাকে চিনিয়াছেন?" কিছুক্ষণ মাথা হেঁট করিয়া বলিলেন, "যিনি আল্লাহ্ তাআলাকে চিনিয়াছেন, তাঁহারই কথা কম হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ যে আল্লাহ্কে জানিয়াছে সে-ই কম কথা বলিতে বাধ্য।"

হযরত ওয়াসে' আরও বলিয়াছেন, "আল্লাহ তাআলার মা'রেফত লাভে তিনিই উপযুক্ত যিনি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও দিকে চান না। তিনি ইহাও বলেন, "যে পর্যন্ত আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল (নির্ভরশীলতা) ও অন্তরে তাঁহার ভয় না জন্মে সে পর্যন্ত কেহ কখনও প্রকৃত মু'মিন ও সাধক হইতে পারিবে না।"

হযরত হাবীব আযমী (রহঃ)

পরিচয় ও আমলের অবস্থা ঃ হযরত হাবীব আজমী (রহঃ) একজন সত্যবাদী, আত্মশুদ্ধির উপর মোকাম্মাল দরজার লোক ছিলেন। তিনি নির্জন-ইবাদত গুজার বুযুর্গ ছিলেন। তাঁহার রিয়াযত ও কারামত কল্পনাতীত ছিল।

https://kitabbhubon.com

তিনি জীবনের প্রথম হইতেই বস্‌রা নগরীতে বসবাস করিতে থাকেন। তিনি একজন বড় ধনী সুদখোর ব্যবসায়ী ছিলেন। প্রত্যহ তিনি করজদরের বাড়ীতে যাইতেন এবং যে করজাদারের বাড়ী যাইতেন, তাহার নিকট হইতে কিছু সুদ না আদায় করিয়া বাড়ী ফিরিতেন না। এমন কি, করজাদারের নিকট হইতে তাঁহার যাতায়াতের পারিশ্রমিক পর্যন্ত আদায় করিয়া বাড়ী ফিরিতেন। সুদই ছিল তাঁহার দৈনন্দিন জীবিকা।

একদা তিনি সুদ আদায় করিবার জন্য এক ঋনীর বাড়ী যান। কিন্তু সে ঋনী ব্যক্তি বাড়ী ছিল না। তাঁহার স্ত্রী বলিল, "আমার স্বামী বাড়ী নাই। আমার ঘরে একটি ছাগলের মাথা ছাড়া আর কিছুই নাই। যদি আপনি পছন্দ করেন তবে আমি ঋণের টাকার সুদের পরিবর্তে উহা দিতে পারি।" হাবীব উত্তরে বলিলেন, "আচছা, উহাই দাও।" তৎপর তিনি ছাগলের মাথা লইয়া বাড়ী ফিরিলেন এবং স্ত্রীকে বলিলেন, "সুদের বাবদ প্রাপ্ত মাথাটি ভালরূপে রান্না কর।" তাহার স্ত্রী বলিল, "ঘরে ত রুটি ও লাকড়ি মোটেই নাই।" ইহা শুনিয়া তিনি অন্য এক ঋনীর বাড়ী যাইয়া সুদের পরিবর্তে লাকড়ি ও রুটি আনয়ন করিলে তাঁহার স্ত্রী ছাগলের মাথাটি রান্না করিল। তিনি খাইতে বসিলেন, এমন সময় একজন ভিক্ষুক দ্বারে উপস্থিত হইয়া কিছু খাবার চাহিল। হাবীব বলিলেন, "চলিয়া যাও, এখানে কিছুই পাইবে না। যাহা কিছু আছে তোমাকে দিলে তোমারও পেট ভরিবে না, পক্ষান্তরে আমিও গরীব হইয়া পড়িব।" ভিক্ষুক নিরাশ হইয়া চলিয়া গেল। তাঁহার স্ত্রী গোশ্‌ত পাত্রে ঢালিয়া দেখিলেন, সমস্ত গোশ্‌ত রক্তে পরিণত হইয়া গিয়াছে। তখন স্ত্রী হাবীবকে ডাকিয়া বলিল, "ওগো আসিয়া দেখ তোমার দুর্ভাগ্য বশতঃ কি ঘটিয়াছে।" ইহা দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে দুঃখের আগুন জ্বলিয়া উঠিল এবং সুবুদ্ধির উদয় হইল। স্ত্রীকে তিনি বলিলেন, "প্রিয়া, আমি অদ্য হইতে স্বীয় দুষ্কার্যসমূহ অর্থাৎ সুদের কারবার আর কখনও করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া তওবা করিতেছি। জীবনে আর কখনও এই সুদের জঘন্য হারাম ব্যবসায় আমি লিপ্ত হইব না।"

পরদিন তিনি করজদারদের নিকট হইতে আসল টাকা আদায়ের জন্য বাহির হইলেন। পথে কয়েকটি বালক খেলিতেছিল। তাহারা হাবীবকে দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, "ভাইগণ! সুদখোর হাবীব আসিতেছে। দূরে সরিয়া যাও, কেননা তাহার পায়ের ধূলিতে আমরাও তাঁহার ন্যায় ঘৃণিত প্রাণী হইয়া যাইব।" ইহা শুনিয়া হাবীবের মনে ধিক্কার ও আত্মগ্লানির উদ্রেক হইল। তখনই তিনি করজদারের বাড়ীর পথ ত্যাগ করিয়া হযরত হাসান বস্‌রীর মজলিসের দিকে রওয়ানা হইলেন। হযরত হাসান বস্‌রীর কয়েকটি উপদেশে তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল এবং তিনি তওবা করিলেন। তৎপর হযরত হাসান বস্‌রীর মজলিস

https://kitabbhubon.com

ত্যাগ করিয়া বাড়ী ফিরিবার সময় এক করজদার দেখিতে পাইলেন। সেই করজদার হাবীবকে দেখিয়া তিনি টাকার জন্য আসিতেছেন ভাবিয়া পলাইতেছিল। হাবীব তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি পলাইও না; বরং এখন আমারই তোমার নিকট হইতে পলায়ন করা কর্তব্য।" আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তিনি পথিমধ্যে কয়েকটি বালককে খেলায় নিযুক্ত দেখিলেন। তাহারা হাবীবকে দেখিয়াই পরস্পর বলিতে লাগিল, "চল, পথ হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াও! তওবাকারী হযরত হাবীব আসিতেছেন। সাবধান, যেন তাঁহার গায়ে আমাদের ধূলাবালি না পড়ে, অন্যথায় আমরা বড় গোনাহ্গার হইব।" ইহা শুনিয়া হযরত হাবীব বলিলেন, "হে আল্লাহ! তোমার কি কুদরত! একদিন মাত্র তোমার সহিত মহব্বত ও ভালবাসা স্থাপন করিয়াছি। ইহার ফলে তুমি এই বালক-বন্ধুগণের অন্তঃকরণে আমার প্রতি শ্রদ্ধার ভাব জাগাইয়া দিয়াছ এবং আমার নাম একজন নেককাররূপে বিখ্যাত করিয়াছ।" অতঃপর তিনি নগরের সর্বত্র ঘোষণা করিয়া দিলেন, "হাবীবের নিকট যাহারা ঋণী আছেন, তাহারা আসিয়া নিজ গহনা ও দলীলপত্র ফেরত লইয়া যান। ঋনীগণ সেই অনুসারে দলীল ও বন্ধকীয় জিনিস পত্রাদি ফেরত নিয়া গেল। হাবীব ইহার পর আপন ধনসম্পত্তিও দান করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার হাতে আর কিছুই বাকী রহিল না। এমন সময় একজন ভিক্ষুক আসিয়া কিছু প্রার্থনা করিল। হাবীব নিজের জামাটি খুলিয়া তাহাকে দান করিলেন। অপর একজনও কিছু চাহিল। হাবীব আপন স্ত্রীর শীতের চাদরটী তাহাকে দান করিলেন এবং স্বামী ও স্ত্রী শীতের মধ্যে রাত কাটাইতে লাগিলেন।

অবশেষে হযরত হাবীব ফোরাত নদীর কূলে যাইয়া এক ইবাদতখানা প্রস্তুত করতঃ আল্লাহ তাআলার ইবাদতে মশ্গুল হইলেন। দিনের বেলায় তিনি হাসান বস্রীর নিকট এল্ম শিক্ষা করিতেন ও রাত্রিতে উক্ত ইবাদতখানায় ইবাদতে মশ্গুল থাকিতেন। এইভাবে কিছুদিন গত হইলে তাঁহার স্ত্রী একদিন উপবাসে কাতর হইয়া তাঁহার নিকট খাবার চাহিলেন। হযরত হাবীব উত্তর দিলেন, "আচ্ছা, আমি মজদুর খাটিতে চলিলাম।" এই বলিয়া স্ত্রীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া নিজ ইবাদতখানায় সারাদিন ইবাদত করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যায় সময় বাড়ী ফিরিলে স্ত্রী বলিলেন, "কিছু আনিয়াছেন কি? তিনি বলিলেন, "আমি যে মহাজনের চাকুরি করিতেছি তিনি রাহ্মানুর রাহীম (দয়ালু ও কৃপানিধান); সুতরাং ২/১ দিন চাকরি করিয়া এত বড় দাতার নিকট কিছু চাহিতে লজ্জা হয়। ঠিক সময়েই তিনি মজুরী দিবেন।" হাবীব এইরূপে যথারীতি প্রতিদিন ইবাদতখানায় যাইয়া ইবাদতে মশ্গুল থাকিতেন। নয়দিন অতীত হইলে দশম দিনে তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "আজ সন্ধ্যায় কি লইয়া বাড়ীতে যাইব এবং

https://kitabbhubon.com

স্ত্রীকেই বা কি উত্তর দিব?" এই চিন্তায় তিনি বিভোর হইয়া পড়িলেন। এমন সময় আল্লাহ্ তাআলা একজন যুবক দ্বারা এক বস্তা আটা এবং দ্বিতীয় যুবক দ্বারা জবেহ-করা ছাগল ও তৃতীয় যুবক দ্বারা এক ভার মধু ও ঘি এবং চতুর্থ যুবক দ্বারা তিনশত দির্হাম ভরা একটি থলিয়া হযরত হাবীবের বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা হযরত হাবীবের দরজায় আঘাত করিয়া তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, "বাদশাহ্ আপনার স্বামীর মজুরী পাঠাইয়াছেন। আপনার স্বামী সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে বলিবেন যে, তিনি কাজে যতই উন্নতি করিবেন, পারিশ্রমিকও ততই বাড়াইয়া দেওয়া হইবে।" এই কথা বলিয়া যুবকগণ চলিয়া গেলেন। হযরত হাবীব সঙ্কুচিত মনে সন্ধ্যায় গৃহে পৌঁছিলেন। নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য রান্নার সুগন্ধে তিনি মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহার স্ত্রী হাসিমুখে বলিলেন, "আপনি যাঁহার চাকরি করিতেছেন তিনি বড়ই মেহেরবান। তিনি মেহেরবানী করিয়া এই সকল খাদ্যদ্রব্য পাঠাইয়াছেন। সেই সঙ্গে এক সংবাদও দিয়াছেন।" হযরত হাবীব বলিলেন, "সুবহানাল্লাহ! দশদিন চাকরি করিয়াছি মাত্র, তাহাতেই তিনি আমার প্রতি এতদূর মেহেরবানী দেখাইয়াছেন। আরও অধিক কাজ করিলে না জানি তিনি কতই দান করিবেন!"

কারামত ঃ সেই সময়কার বহু লোক তাঁহার দোআ দ্বারা উপকৃত হইয়াছিল। একদা একজন স্ত্রীলোক কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার খেদমতে হাযির হইয়া আরয করিল, "হুযূর! আমার সন্তান হারাইয়া গিয়াছে। আজ কয় দিন যাবৎ তাহার চিন্তায় পাগলের মত হইয়া পড়িয়াছি। আল্লাহর দরবারে দোআ করুন যেন, তিনি এই দুঃখিনীর সন্তানটি ফিরাইয়া দেন।" তিনি বলিলেন, "তোমার নিকট কিছু রৌপ্য আছে কি?" সে বলিল, 'দুইটি দির্হাম মাত্র আছে" এই বলিয়া মুদ্রা দুইটি তাঁহার হাতে দিল। হযরত হাবীব তখনই উহা দরিদ্রদিগকে দান করিলেন এবং দোআয় মশ্গুল হইলেন। কিছুক্ষণ পর বলিলেন,"যাও তোমার পুত্র আসিয়াছে।" সে দৌড়াইয়া বাড়ী পৌঁছিবার পূর্বেই পথে পুত্রকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "আমার স্নেহের পুত্রকে পাইয়াছি।" তৎপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা! তোমার অবস্থা কি ও তুমি কোথায় ছিলে?" সে বলিল, "মা আমি পথ হারাইয়া কেরমান নগরে গিয়াছিলাম এবং সেখানে একজন ওস্তাদের নিকট পড়িতাম। তিনি আমাকে বাজারে গোশ্ত কিনিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। আমি গোশ্ত কিনিয়া বাড়ী যাইবার সময় এক প্রবল বাতাস আসিয়া আমাকে উঠাইয়া লইয়া আসিয়াছে। পূর্বক্ষণে আমি একটি আওয়ায শুনিলাম, কে যেন বলিতেছে, "হে বাতাস, হযরত হাবীবের দোআ ও সদ্কার বরকতে ইহাকে নিজগৃহে পৌঁছাইয়া দাও।"

https://kitabbhubon.com

যদি কেহ প্রশ্ন করে যে, ইহা কিরূপে সম্ভব হইল, তবে ইহার উত্তর বলিতে পারা যায়, "সোলায়মান (আঃ)-কে মাসের পথ এক দিনে এবং বিল্‌কিসের সিংহাসনকে চক্ষুর নিমিষে হযরত সোলায়মান পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেওয়া যেরূপে সম্ভব হইয়াছিল, ইহাও সেইরূপেই সম্ভব হইয়াছে।"

কথিত আছে, যিল্‌হজ্জ মাসের ৮ই তারিখে লোকে তাঁহাকে বস্‌রায় দেখিয়াছে এবং বস্‌রার হাজীগণ তাঁহাকে আরাফাতের দিন ৯ই তারিখে আরাফাতে দেখিয়াছেন। একদা বস্‌রা নগরে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। হাবীব বহু টাকার খাদ্য বাকিতে ক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে দান করিতেন ও নিজ মুদ্রার থলেটি শিয়রের নীচে রাখিয়া দিতেন। খাদ্যের মালিকেরা যখনই বাকী টাকা চাহিত, তখনই থলেটি বাহির করিয়া আনিতেন। প্রত্যেকবারই তিনি থলেটি মুদ্রাপূর্ণ পাইতেন এবং পাওনাদারদিগকে তাহাদের প্রাপ্য দিয়া বিদায় করিতেন।

তাওয়াক্কুল ঃ বস্‌রার কোনও চৌরাস্তার পার্শ্বে হাবীবের গৃহ ছিল। তিনি সর্বদা একটি চামড়ার জামা পরিধান করিতেন। একদা তিনি উক্ত জামাটি পথের ধারে রাখিয়া নিকটেই ওযু করিতে গেলেন। হযরত হাসান বস্‌রী (রহঃ) ঘটনাক্রমে সেখানে উপস্থিত হইয়া জামাটি দেখিলেন। পাছে কেহ উহা উঠাইয়া লইয়া যায় নাকি সেই ভয়ে তিনি সেখানে দাঁড়াইয়া জামাটি পাহারা দিতে লাগিলেন। হাবীব ফিরিয়া আসিয়া দেখেন যে, হাসান বস্‌রী দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি হাসানকে সালাম করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, "হে ইমামুল মু'মিনীন! আপনি এখানে কেন দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন?" হাসান বলিলেন, "তুমি যে এখানে তোমার জামা ফেলিয়া গিয়াছ, কাহার উপর নির্ভর করিয়া তুমি জামাটি রাখিয়া গিয়াছ, তাহা কি জান?" হাবীব বলিলেন, "যিনি আপনাকে ইহার রক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহারই উপর নির্ভর করিয়া গিয়াছি।"

একদা হযরত হাসান বস্‌রী হাবীবের নিকট গমন করেন। হাবীবের নিকট মাত্র একখানা যবের রুটি ও কিঞ্চিৎ লবণ ছিল। তিনি উহাই হাসানকে খাইতে দিলেন। হাসান খাইতে আরম্ভ করিয়াছেন মাত্র, এমন সময় একজন ভিক্ষুক আসিল। হাবীব হযরত হাসানের সম্মুখ হইতে উক্ত রুটি এবং লবণ উঠাইয়া লইয়া ভিক্ষুককে দান করিলেন। ইহাতে হযরত হাসান বলিলেন, "হাবীব! তোমাকে বড় উপযুক্ত লোক বলিয়াই জানি, তবে ইহার সহিত যদি কিছু জ্ঞানও থাকিত তবে ভাল হইত। কেননা মেহ্‌মানের সম্মুখ হইতে সমস্ত রুটি উঠাইয়া লওয়া কখনও উচিত হয় নাই। বরং ভিক্ষুককে উহা হইতে এক টুকরা মাত্র দিলেই হইত।" হাবীব এই কথার কোন উত্তরই প্রদান করিলেন না। কিছুক্ষণ

https://kitabbhubon.com

পরে সেখানে এক গোলাম এক খাঞ্চা-ভরা কোরমা ও মিষ্টান্ন এবং অন্য খাঞ্চা-ভরা উৎকৃষ্ট রুটি লইয়া তথায় উপস্থিত হয়। ঐ খাঞ্চাতে পাঁচশত দিরহামও ছিল। হাবীব মুদ্রাগুলি তখনই দরিদ্রদিগকে দান করিয়া ফেলিলেন এবং হযরত হাসান বস্‌রীসহ রুটি ও মিষ্টান্ন আহার করিলেন। খাওয়ার পর হযরত হাসানকে সম্বোধন করিয়া হাবীব বলিলেন,"হযরত! আপনি বিখ্যাত ওলী সন্দেহ নাই। তবে আপনার (আল্লাহ্‌র প্রতি) পূর্ণ ইয়াকীন কবুল থাকিলে ভাল হইত। এল্‌মের সহিত ইয়াকীনের যোগ থাকা আবশ্যক।"

আশ্চর্য ঘটনা ঃ হাজ্জাজের* অত্যাচারের ভয়ে হাসান একদা হাবীবের ইবাদতখানায় প্রবেশ করেন। হাজ্জাজের লোকগণ তাঁহার অনুসরণ করে বটে, কিন্তু হাসানকে তাহারা দেখিতে পাইল না। হাসান বলেন, "হাজ্জাজের লোকেরা আসিয়া আমার গায়ে হাত দিয়াছিল। কিন্তু আশ্চার্যের বিষয় এই যে, তাহারা আমাকে চিনিতে পারে নাই।" অবশেষে তাহারা হাবীবকে বলিল, "জনাব, হাজ্জাজ আপনাদের সহিত যে দুর্ব্যবহার করিতেছেন।" আপনারা তাহার উপযুক্তই বটে। কেননা আপনারা মিথ্যা বলিতেছেন।" হাবীব বলিলেন, "হাসান ত বরাবরই এই মসজিদে আমার সহিত নামায পড়িতেছেন। যদি তোমরা তাহাকে না দেখ, তবে ইহাতে আমার কি অপরাধ হইল?" ইহাতে তাহারা তখনই আবার মসজিদে যাইয়া হাসানকে তালাশ করিল, কিন্তু পাইল না। অবশেষে তাহারা চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়। কিছুক্ষণ পর হাসান মসজিদ হইতে বাহির হইয়া বলিলেন, "হে হাবীব, আমি তোমার ওস্তাদ। কিন্তু তুমি ওস্তাদের মর্যাদা রক্ষা না করিয়া হাজ্জাজের লোককে আমার সংবাদ বলিয়া দিলে।" হাবীব উত্তরে বলিলেন, "ওস্তাদজী, প্রকৃতপক্ষে আমার সত্য কথা বলার দরুন আপনি মুক্তি পাইয়াছেন। যদি আমি মিথ্যা বলিতাম, আমরা উভয়েই গ্রেফ্‌তার হইতাম।" হাসান বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি কি পড়িয়াছিলে, যে-জন্য তাহারা আমাকে দেখিতে পাইল না?" হাবীব বলিলেন, "হুযুর দুইবার আয়াতুল কুর্‌ছি এবং দশবার কুল্‌হুয়াল্লাহু ও দশবার সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পড়িয়া দোআ করিয়াছি যে, হে আল্লাহ। আমি ওস্তাদজী হাসানকে তোমার নিকট সোপর্দ করিলাম, তুমি তাহাকে রক্ষা কর।"

একদা হাসান ফোরাত নদীর তীরে যাইয়া নদী পার হইবার জন্য নৌকার অপেক্ষায় রহিয়াছেন। এমন সময় হাবীব সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "ইমাম সাহেব, এখানে দাঁড়াইয়া আছেন? ইমাম হাসান বস্‌রী বলিলেন,

---

হাজ্জাজ ইব্‌নে ইউসুফ তৎকালীন ইরাক ও ইরাণের গভর্ণর ছিলেন।

https://kitabbhubon.com

"নৌকার অপেক্ষায় আছি।" ইহা শুনিয়া হাবীব বলিলেন, "ওস্তাদজী! আমি আপনার নিকট হইতে জ্ঞান শিক্ষা করিয়াছি। আপনি (১) অন্তঃকরণ হইতে হিংসা দূর করুন; (২) মন হইতে দুনিয়ার মহব্বত দূর করুন; (৩) বিপদ সমূহকে সম্পদ মনে করুন; (৪) সমস্ত বিপদ-আপদকেই আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ হইতে বলিয়া বিশ্বাস করুন; তৎপর পানির উপর পা রাখিয়া চলিয়া যান।" এই কথা বলিয়াই হাবীব পানিতে পা রাখিয়া চলিয়া গেল। ইহা দেখিয়া হাসান বেহুঁশ হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন। যখন হুঁশ হইল, লোকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কি হইয়াছিল।" তিনি বলিলেন, "হাবীব আমার নিকট এল্‌ম শিক্ষা করিয়া এখন আমাকে তিরস্কার করিল এবং পানিতে পা রাখিয়া অনায়াসে চলিয়া গেলেন। যদি আগামীকল্য কেয়ামতের মাঠে আল্লাহ্ তাআলা হুকুম করেন, "পোলসিরাতের উপর দিয়া গমন কর; আমি যদি সেই সময়ও অক্ষম হই, তবে কি করিতে পারিব?"

একদা হযরত হাবীব হযরত হাসানকে বলিলেন, "আপনি এত ইয্‌যত কিরূপে লাভ করিলেন?" হাসান বলিলেন, "আমি মনকে সাফ করিতেছি, আর তুমি কাগজকে কালো করিতেছ।" হাবীব বলিলেন, "আমার জ্ঞান অন্যের উপকার করিয়াছে।"

হাবীব কোথায় কি প্রকারে ইন্তেকাল করেন, তাহা অজ্ঞাত।

হাসান বস্‌রী ও হাবীব সম্বন্ধে শেখ ফরিদউদ্দিনের বাণী

[হয়ত উপরিউক্ত জীবন-কাহিনী পাঠে কাহারও মনে সন্দেহের উদ্রেক হইতে পারে যে, পীর হাসান বস্‌রী অপেক্ষা তাঁহার মুরীদ হাবীবের শ্রেষ্ঠত্ব অধিক ছিল। বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে। দ্বীনের এল্‌ম বা জ্ঞানলাভ হইতে উত্তম আর কিছু নাই। এইজন্যই হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-কে وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا (বলুন হে আমার আল্লাহ! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর) বলিয়া দোআ করিবার জন্য আল্লাহ তাআলা আদেশ করিয়াছেন। এই কারণেই আল্লাহ্ তত্ত্ববিদ্‌গণের মতে তরীকতের কারামত চতুর্দশ শ্রেণীভুক্ত। আর আল্লাহ্ তত্ত্ব জ্ঞানকে অষ্টাদশ শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, অতিরিক্ত ইবাদত বশতঃই কারামত বা অলৌকিক ক্ষমতা লাভ হয়। পক্ষান্তরে বহু যিকির ও ইবাদতের পর আল্লাহ্‌র মা'রেফাত সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয়। সুতরাং মা'রেফতে হাসান বাস্‌রী অধিক শ্রেষ্ঠ ছিলেন। হযরত সোলায়মান (আঃ) বাহ্য জগতের বাদশাহ্ ছিলেন। বাতাস, দৈত্য, পশু- পক্ষী, আগুন, পানি ইত্যাদি তাঁহার হুকুমের অপেক্ষায় থাকিত। তিনি পশু-পক্ষীর ভাষা বুঝিতেন। তবুও মা'রেফতে হযরত মূসা (আঃ)

https://kitabbhubon.com

পরিপূর্ণ ছিলেন বলিয়া তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং বাহ্য দৃষ্টিতে হাবীবের কারামতে দৃষ্ট হইলেও মা'রেফতে হাসান বাস্‌রীই শ্রেষ্ঠ ছিলেন।]

একদা ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহ্‌মদ এব্‌নে হাম্বল এক মসজিদে বসিয়া আছেন, এমন সময় হাবীব 'আযমী সেখানে উপস্থিত হন ইমাম হাম্বল বলিলেন, "আমি হাবীবকে কিছু জিজ্ঞাসা করিব।" ইমাম শাফেয়ী নিষেধ করিয়া বলিলেন, "ইনি ভিন্ন ধরনের লোক, প্রশ্ন না করাই শ্রেয়।" হাবীব নিকটবর্তী হইলে ইমাম হাম্বল বলিলেন, "শেখ সাহেব! যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মধ্যে এক ওয়াক্ত নামায পড়ে নাই,কোন্ ওয়াক্ত ত্যাগ করিয়াছে বর্তমানে তাহার স্মরণও নাই, এমতাবস্থায় তাহার কি করিতে হইবে?" হাবীব বলিলেন, "সম্ভবতঃ এই ব্যক্তি বড়ই গাফেল, তাহাকে শিক্ষা দেওয়া উচিত।" অতএব তাহাকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পুনরায় পড়িতে বলা কর্তব্য।" ইমাম হাম্বল শুনিয়া অবাক হইয়া রহিলেন।

কথিত আছে, একদা অন্ধকার ঘরে তাঁহার হাত হইতে একটি সূঁচ পড়িয়া যায়। তৎক্ষণাৎ হঠাৎ ঘর আলোকিত হইয়া গেল। উভয় হাত চক্ষে রাখিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "না, না, আমি বাতি ছাড়াই সূঁচ তালাশ করিব।"

কথিত আছে, ত্রিশ বৎসর যাবৎ একটি বাঁদী হাবীবের বাড়ীতে থাকিয়া তাঁহার খেদমত করিত। কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি তাহার মুখের প্রতি একবারও নযর করেন নাই। একদা ভুলক্রমে সেই বাঁদীকে বলিলেন, "ওগো পরদানশিনা, আমার বাঁদীকে ডাকিয়া দাও ত।" বাঁদী বলিল, "হুযূর! আমিই ত আপনার সেই বাঁদী।" হাবীব বলিলেন, "এই ত্রিশ বৎসরের মধ্যে আল্লাহ্ তাআলা ব্যতীত অন্য কাহারও প্রতি নযর করিতে আমার ক্ষমতা হয় নাই, তাই আমি তোমার মুখের প্রতি নযর করি নাই। বলিয়াই তোমাকে চিনিতে পারি নাই।"

একদা হাবীব ঘরের কোণে বসিয়া বলিতেছিলেন, "হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি তোমাকে পাইয়া খুশী না হয়, সে যেন অন্য বস্তুতেও খুশী না হয়। তোমার প্রতি যাহার এশ্‌ক ও মহব্বত নাই, কাহারও প্রতি যেন তাহার মহব্বত না হয়।"

এক ব্যক্তি হাবীবকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাবীব,আপনি ত সাংসারিক কাজকর্ম হইতে বিরত। আচ্ছা বলুন ত আল্লাহ্ তাআলা কিসে সন্তুষ্ট হন?" তিনি উত্তরে বলিলেন, "যে হৃদয়ে মোনাফিকির ধূলিকণা নাই।" কেহ হাবীবের নিকট কোর্‌আন শরীফ পাঠ করিলে তিনি অত্যন্ত ক্রন্দন করিতেন। তখন লোকে বলিত, "আপনি ত 'আযম দেশীয় লোক; কোর্‌আন পাঠও উহার অর্থ জানেন না। তবু কেন ক্রন্দন করিতেছেন?" তিনি উত্তরে বলিতেন, "আমার জিহ্বা,

https://kitabbhubon.com

'আযমী,কিন্তু হৃদয় আরবী।" জনৈক দরবেশ বলেন, "একদা আমি হাবীব 'আযমীর মর্যাদা দর্শনে বলিয়াছিলাম, 'এই 'আযমী এত মরতবা কোথায় পাইল?" গায়েবী আওয়ায শুনিলাম, "সে একজন 'আযমী বটে, কিন্তু সে হাবীব; অর্থাৎ, আমার বন্ধু।'

বর্ণিত আছে, কোন এক হত্যাকারীকে শূলে চড়াইয়া প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। সেই রাত্রেই লোকে উক্ত হত্যাকারীকে স্বপ্নে দেখে যে, সে সবুজ পোশাক পরিয়া বেহেশ্‌তে ভ্রমণ করিতেছে। লোকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি একজন হত্যাকারী, তবুও এরূপ মর্যাদা কিরূপে পাইলে?" সে উত্তরে বলিল, "যখন আমাকে শূলদণ্ডে চড়াইতেছিল, তখন হাবীব 'আযমী আমার নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি আমাকে দেখিয়া দোআ করিয়াছিলেন। তাঁহার দোআর বরকতেরই আমার এই মর্যাদা লাভ হইয়াছে।'

হযরত আবূ হাযেম মক্কী (রহঃ)

পরিচয় ঃ হযরত আবূ হাযেম মক্কী (রহঃ) একজন মোখলেছ ও মুত্তাকী মোকাম্মাল বুযুর্গ এবং পূর্ববর্তী ওলীগণের মধ্যে একজন খাঁটি পথ-প্রদর্শক, আল্লাহ্‌র পথের পথিক, কঠোর পরিশ্রমী, বহু দরবেশের নেতা ছিলেন। তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন। আবূ ওস্‌মান মক্কী তাঁহার সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার উক্তিসমূহ সর্বান্তঃকরণে গ্রহণযোগ্য এবং কঠিন সমস্যাসমূহের চাবি স্বরূপ। বহু কিতাবে তাঁহার সম্বন্ধে যথেষ্ট বর্ণনা আছে। তিনি হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নত তরীকার দরবেশগণের অন্যতম। বহু ছাহাবার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ ঘটিয়াছিল। আনাস বিন্ মালেক (রাঃ) ও আবূ হোরায়রা (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবাদের সঙ্গেও তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ ঘটিয়াছিল।

একদা হেশাম বিন্ আবদুল মালেক, আবূ হাযেম মক্কীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি প্রজা-পালন কার্যে নিযুক্ত আছি, এইকার্যে রত থাকিয়া মুক্তি লাভের কোন উপায় আছে কি?" তিনি বলিলেন, তুমি প্রত্যেকটি দির্‌হাম হালাল স্থান হইতে লইবে ও হালাল জায়গায় খরচ করিবে।" হেযাম বলিলেন, "কেহ কি এরূপ করিতে পারে?" আবূ হাযেম বলিলেন, "যে ব্যক্তি দোযখের ভয়ে ভীত থাকেন এবং বেহেশ্‌তের তালাশ করেন এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির প্রার্থী, তিনি অবশ্য ইহা করিতে সক্ষম। "

বাণী ঃ তিনি বলিয়াছেন, "হে মানবগণ! তোমরা দুনিয়াদারীর কামনা হইতে বিরত থাক। কেননা, আমি অবগত আছি যে, কিয়ামতের দিন দুনিয়ার

https://kitabbhubon.com

প্রতি আসক্ত লোকদিগকে হাশর ময়দানে দণ্ডায়মান করাইয়া বলা হইবে, “দেখ, আল্লাহ তাআলা যাহা তুচ্ছ করিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন, ইহারা আনন্দে তাহা গ্রহণ করিয়াছে। আজ তাহাদের সাধনা চেষ্টা সকলের সম্মুখে পদদলিত হইল।” তিনি আরও বলিয়াছেন, “দুনিয়ায় এমন কোন বস্তু নাই যে, তুমি শেষ পর্যন্ত তাহাতে আনন্দ লাভ করিবে এবং যাহার জন্য চিন্তা ও পেরেশানী ভোগ করিতে হইবে না। দুনিয়ায় পবিত্র আনন্দ সৃষ্টিই হয় নাই।” তিনি আরও বলিয়াছেন, “দুনিয়ার ক্ষুদ্রতম বস্তুর প্রতি আসক্তি আখেরাতের বৃহত্তম বস্তুসমূহ হইতে বিরত রাখিবে।” তিনি ইহাও বলেন, দুইটি বস্তুতে আমি সব কিছু লাভ করিয়াছি- (১) যাহা আল্লাহ তাআলা আমার জন্য রাখিয়াছেন, আমি যদিও তাহা হইতে পলায়ন করিয়াছি, তবুও উহা আমার হস্তগত হইয়াছে। (২) যাহা আল্লাহ পাক পরের জন্য রাখিয়াছেন, শত চেষ্টায়ও উহা আমার হস্তগত হয় নাই।” তিনি আরও বলেন, “যদি আমি দোআ করা হইতে বিরত থাকি তবে দোআ কবুল না হইলে যে বিপদ হয় তাহার চেয়েও অধিক বিপদে পড়ি। কাজেই প্রত্যেক ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার দরবারে দোআ করা কর্তব্য। তোমরা এমন এক সময় দুনিয়ায় আসিয়াছ যে সময় লোকে কাজ অপেক্ষা কথায় সন্তুষ্ট এবং আমল অপেক্ষা এল্‌মের (বিদ্যার) উপর সন্তুষ্ট। সুতরাং তোমার উৎকৃষ্টতম সময়ে নিকৃষ্টতম লোকের মধ্যে আগমন করিয়াছ।”

তিনি প্রায়ই বলিতেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার প্রতি সন্তুষ্ট, সে লোকের নিকট কোন আশা আকাঙ্ক্ষা রাখে না। ইহা চির সত্য যে,যে-ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবে, সে লোকের নিকট কখনও কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা রাখিবে না। ”

একদা তিনি একটি কসাই খানার নিকট দিয়া যাইবার সময় কসাই বলিল, “খুব ভাল গোশ্‌ত নিবেন কি? তিনি বলিলেন, “আমার নিকট পয়সা নাই।” কসাই বলিল, “বাকী দিব। যখন আপনার হাতে পয়সা হয় দিয়া দিবেন।” আবূ হাযেম বলিলেন, আমিও আমার নফ্‌সকে সময় দিয়া দিব।” কসাই বলিল, “এজন্যই ত আপনার পাঁজরের হাড়সমূহ দেখা যাইতেছে।” তিনি বললেন,“দেহে যে-পরিমাণ গোশ্‌ত এখনও আছে, কবরের কীটসমূহের জন্য তাহাই যথেষ্ট। ”

কোন এক বুযর্গ ব্যক্তি বলেন, “আমি হজ্জ করিবার ইচ্ছায় বাড়ী হইতে বিদায় হইয়া বাগদাদে আসিয়া জানিলাম যে, আবু হাযেম (রহঃ) তথায় আছেন। তাঁহার দর্শনলাভের জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম তিনি

https://kitabbhubon.com

ঘুমাইয়া আছেন। একটু অপেক্ষা করার পর তিনি জাগ্রত হইলেন, এবং বলিলেন, "আমি এই মাত্র হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে স্বপ্নে দেখিলাম। তিনি তোমার সম্বন্ধে আমাকে একটি সংবাদ বলিয়াছেন, 'তুমি মায়ের হক রক্ষা কর; হজ্জ করা অপেক্ষা উহাই তোমার পক্ষে উত্তম। অতএব, প্রত্যাবর্তন কর এবং তাঁহার আন্তরিকতা ও সন্তুষ্টি অন্বেষণ কর।' ইহা শুনিয়া আমি মক্কা শরীফ না যাইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসি।"

হযরত উৎবা ইবনে গোলাম (রহঃ)

পরিচয় ঃ হযরত উৎবা ইবনে গোলাম (রহঃ) অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন বড় বুযুর্গ লোক ছিলেন। একদা তিনি নদীর তীর দিয়া গমনকালে পানির উপর দিয়া হাঁটিয়া যান। হযরত হাসান ইহা দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "উৎবা! এরূপ মর্যাদা তুমি কোথা হইতে লাভ করিয়াছ?" তিনি উত্তরে বলিলেন, "ত্রিশ বৎসর পুর্বে ত আপনিও উহা করিতেন। বর্তমানে আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছায় আমিও তাহাই করি।"

তওবার কারণ ঃ উৎবা (রহঃ)-এর মনের গতির পরিবর্তন ও তওবার কারণ সম্পর্কে কথিত আছে- এক সাধ্বী স্ত্রীলোকের প্রতি তিনি একদা কুভাবে নযর করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার অন্তর কলুষিত ও অন্ধকারাছন্ন হয়। কেহ ব্যাপারটি সেই স্ত্রীলোকটিকে জানায়। স্ত্রীলোকটি এক গোলামকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়া জানিতে চাহেন যে, উৎবা তাঁহারা কোন্ অঙ্গটি দেখিয়াছেন? তিনি উত্তরে জানান যে, তাহার সুন্দর চক্ষু দুইটি দেখিয়াছেন। সতী সাধ্বী পর্দানশীল মহিলা ইহা শুনিয়া নিজ চক্ষু দুইটি উৎপাটন করিলেন এবং একটি পাত্রে রাখিয়া উহা সযত্নে উৎবার নিকট প্রেরণ করেন ও সেই সঙ্গে ইহাও বলিয়া পাঠাইলেন, "তুমি যাহা দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলে, তাহা এখন দর্শন করিতে থাক।" এই ঘটনায় উৎবার হুঁশ হয়। তিনি তওবা করিলেন এবং হযরত হাসানের খেদমতে উপস্থিত হইয়া কঠোর ইবাদতে মশ্গুল হইলেন। তিনি নিজ খাদ্য-শস্য নিজ হস্তে বপন করিতেন, নিজ পরিশ্রমজাত শস্য চূর্ণ করিয়া উহা পানিতে ভিজাইয়া রুটি আহার করিতেন। অতঃপর সূর্যের তাপে শুকাইয়া সপ্তাহ পর এক খণ্ড রুটি আহার করিয়া ইবাদতে মশ্গুল হইয়া পড়িতেন। তিনি বলিতেন, "কেরামান কাতেবিনের (উভয় স্কন্ধের পাপপুন্য লেখক ফেরশ্তাদ্বয়) কথা স্মরণ হইলে আমাকে অতিশয় লজ্জিত হইতে হয়।"

https://kitabbhubon.com

একদিন তীব্র শীতের মধ্যে একটি জামা পরিয়া ঘর্মাক্ত শরীরে উৎবা (রহঃ) একস্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁহার ব্যস্ততা দর্শনে লোকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "অবস্থা কি? তিনি বলিলেন, আমার কয়েকজন মেহমান আসিয়াছিল। পরে তাহারা আমার জনৈক প্রতিবেশীর বিনা অনুমতিতে তাহার ঘরের দেওয়াল হইতে কিছু মাটি লইয়া গিয়াছে। ইহার পর হইতে আমি যখনই এস্থানে আগমন করি, তখনই অতিথিদিগের উক্ত অন্যায় কার্যের জন্য অত্যন্ত আন্তরিক ক্লেশ ও লজ্জায় আমার শরীর হইতে ঘাম নির্গত হয়। আমি যদিও আমার প্রতিবেশীর নিকট হইতে এই দুষ্কার্যের জন্য মা'ফ লইয়াছি, তথাপি মুসলমানের এই দুষ্কার্য আমার অসহ্য।"

লোকে আবদুল ওয়াহেদ ইব্‌নে যায়েদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আপনি এরূপ কোন লোককে জানেন কি, যিনি ভাবে মত্ত হইয়া লোকের সহিত মিশেন না?" তিনি বলিলেন, "হাঁ, আমি যে ব্যক্তিকে জানি তিনি এখনই এখানে আসিতেছেন।" এমন সময় উৎবা তথায় উপস্থিত হইলেন। লোকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা হুযূর, এস্থানে আসিবার সময় পথে কাহাকেও দেখিয়াছেন কি?" উৎবা বলিলেন, "না কাহাকেও দেখিতে পাই নাই।" অথচ তিনি লোকজনপূর্ণ বাজারের উপর দিয়াই আসিয়াছিলেন।

হযরত উৎবা কখনও সুস্বাদু খাদ্য ও পানীয় আহার করিতেন না। একদা তাঁহার আম্মা বলিলেন, "বাবা, একটু ভাল খাদ্য খাইয়া নিজ শরীরের প্রতি সদয় ব্যবহার কর।" তিনি বলিলেন, "আম্মা, আমি নিজ শরীরের প্রতি সদয় ব্যবহারই করিতেছি। কিন্তু কিছুদিন এ সংসারে আল্লাহ্‌র জন্য কষ্ট স্বীকার করিয়া পরকালে স্থায়ী ও অনন্ত সুখ ভোগ করিতে চাই।"

একদা উৎবা সারারাত্রি জাগ্রত থাকিয়া প্রার্থনা করিতেছিলেন ঃ "প্রভু যদি তুমি ক্ষমা না কর, তবুও তোমাকে ভালবাসিব। যদি শাস্তি দাও, তথাপি তোমাকে ভালবাসিব করিব।"

বর্ণিত আছে যে, এক রাত্রে উৎবা স্বপ্নে দেখিলেন যে, এক হূর তাঁহাকে বলিতেছেন, "উৎবা, আমি তোমার প্রতি আসক্ত, সাবধান! তুমি কখনও এমন কার্য করিও না যেজন্য আমার ও তোমার মধ্যে বিচ্ছেদ হইতে পারে।" তিনি উত্তর করিলেন, "আমি দুনিয়াকে বর্জন করিয়াছি, কখনও তাহার কাছে ফিরিয়া যাইব না। এমন অবস্থায় তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিব? কখনই নয়।"

https://kitabbhubon.com

কারামত ঃ একদা এক ব্যক্তি উৎবার নিকট গমন করেন। তিনি সেই সময় এক গর্তে অবস্থান করিতেছিলেন। আগন্তুক বলিলেন, "উৎবা! লোকে তোমার সম্বন্ধে আমার নিকট জিজ্ঞাসা করে। আচ্ছা, আমাকে কিছু কারামত (আলৌকিক ঘটনা) দেখাও ত।" উৎবা উত্তরে বলিলেন, "কি চাও বল।" সে বলিল, "খুরমা চাই।" তিনি বলিলেন, "লও"। এই বলিয়া তাজা খুরমা ভরা একটি থলিয়া তাহাকে দান করিলেন।

ইন্তেকাল ঃ কথিত আছে, একদা মোহাম্মদ সাম্মাক ও যুন্নুন মিস্‌রী যখন বিখ্যাত ওলী হযরত রাবেয়া বস্‌রীর নিকট ছিলেন, তখন উৎবা নূতন পোশাক পরিয়া আমীরের মত ধীরে গতিতে সেখানে উপস্থিত হন। মোহাম্মদ সাম্মাক বলিলেন, "ইহা কিরূপ গতি?" উৎবা বলিলেন, "এরূপ গতিতে কেন চলা হইবে না? আমার নামই যে গোলামুজ্জাব্বার (অতিশয় শক্তিপ্রয়োগকারী আল্লাহ তাআলার দাস)" বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাটিতে পড়িয়া গিয়া ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)

হযরত রাবেয়া বস্‌রী (রহঃ)

পরিচয় ঃ মহিলা ওলীদের মধ্যে হযরত রাবেয়া বাস্‌রী (রহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহা) ছিলেন অন্যতম এবং তিনি অত্যধিক পদানশীন ও আল্লাহ্‌র খাছবান্দি ছিলেন। আল্লাহ্‌র প্রেমে ডুবিয়া থাকিতেন। যাহেরী-বাতেনী পবিত্রতায় তাহাকে মরিয়মে ছানী বলা হইত। তিনি তরকে-দুনিয়া ও আল্লাহ্‌র দীদার লাভ করিয়াছিলেন। যদি কেহ প্রশ্ন করেন যে, পুরুষ আওলীয়া শ্রেণীতে কেন এই মহিলাকে স্থান দান করা হইল? তাহার উত্তরে আমি এই বলিব, হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন,

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ إِلٰى صُوَرِكُمْ وَلٰكِنْ إِلٰى نِيَّاتِكُمْ

আল্লাহ তাআলা তোমাদের বাহিরের আকৃতির প্রতি নযর করেন না; বরং তিনি অন্তর ও নিয়াতের প্রতি নযর করেন। প্রত্যেক কাজের ফল নিয়ত ও সঙ্কল্প অনুসারে হইয়া থাকে। পয়গম্বর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলিয়াছেন, 'কিয়ামতের দিন লোকের নিয়তের উপরই বিচার করা হইবে।'

যদি স্ত্রীলোক ইবাদত করিয়া প্রকৃত ধার্মিক হন, তবে তাঁহার স্থান শুধু পুরুষের সমান তাহা নহে; বরং উপরেও হইতে পারে। যখন উম্মুল মু'মিনীন

https://kitabbhubon.com

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাযিয়াল্লাহু আনহা হইতে অর্ধেক ধর্মীয় বিধান গ্রহণ বৈধ, তখন তাঁহার বাঁদীদের নিকট হইতেও ধর্মীয় বিষয় শিক্ষা করা কেন জায়েয হইবে না? হযরত আব্বাছ বলিয়াছেন, "কিয়ামতের ময়দানে যখন পুরুষদিগকে আহ্বান করা হইবে, তখন সর্বপ্রথমে হযরত ঈসার মাতা হযরত মরিয়ম পুরুষের শ্রেণীতে দণ্ডায়মান হইবেন।"

হযরত হাসান বস্‌রীর মজলিশে যদি হযরত রাবেয়া বস্‌রী শরীক না থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহার আলোচনার প্রয়োজন হইত না, আসল কথা এই যে, এক আল্লাহ্‌র সহিত আওলীয়াদের সম্পর্ক প্রাণের ও প্রেমের, পুরুষ হউক কি স্ত্রীলোক হউক তাহাতে কিছু আসে যায় না। রাবেয়ার সময়ে আল্লাহ্‌র মারেফাতে তাঁহার চেয়ে উচ্চ ধর্মপরায়ণ কেহ ছিল না। তিনি আওলীয়াগণের একজন ও শরীয়তের অনুসরণকারীদের আদর্শ স্বরূপা ছিলেন।

নামকরণ ঃ কথিত আছে যে, তাঁহার পিতা এতই দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, রাত্রে যখন রাবেয়া জন্মগ্রহণ করেন, তখন ঘরে বাতি জ্বালাইবার তৈল এবং প্রসূতি ও সন্তানের পেটে মালিশ করিবার তৈল পর্যন্তও ছিল না। ইঁহার পূর্বে তাঁহার পিতার আরও তিনটি কন্যা হইয়াছিল। ইনি চতুর্থনম্বর বলিয়া ইহার নাম রাবেয়া রাখা হয়। আরবী ভাষায় 'রাবেয়া' অর্থ, চতুর্থা।

রাবেয়ার জন্মের রাত্রে এই প্রকার বিপদগ্রস্তা হইয়া তাঁহার মাতা স্বামীকে বলিলেন, "অমুক পড়শী হইতে বাতি জ্বালাইবার কিছু তৈল নিয়া আসুন।" স্বামী ইহার পূর্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, কাহারও নিকট কিছু হাওলাত করিবেন না। তবুও স্ত্রীর একান্ত অনুরোধে জনৈক পড়শীর ঘরে গেলেন, কিন্তু নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তারপর স্ত্রীকে বলেন, "সে পড়শী ঘরের দরজা পর্যন্ত খুলিল না।" এই দুঃখে ও ক্ষোভে তিনি নিদ্রিত হইয়া পড়েন এবং সেই অবস্থায় হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে স্বপ্নে দেখিলেন-রাসূলুল্লাহ্ যেন বলিতেছেন, 'চিন্তা করিও না, মনে রাখিও তোমার এই কন্যা কালে অতি মহান ও বেহেশ্‌তের অগ্রবর্তিণিগণের মধ্যে অন্যতমা হইবেন। হাশরের দিন আমার ৭০ হাযার উম্মত তাঁহার সুপারিশে মুক্তি পাইবে। এখন তুমি বস্‌রার আমীর ঈসার নিকট যাও এবং এক টুকরা কাগজে এই কথা লিখিয়া দরূদ পাঠ করিও আর জুমআর রাত্রে ৪০০ বার পড়িও। গত বৃহস্পতিবার রাত্রে দরূদ পড় নাই, সেজন্য উহার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ৪০০ দীনার এই রাত্রিতে দান করিবে।"

রাবেয়ার পিতা ইহার পর জাগ্রত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং উক্ত স্বপ্নের বাণীসমূহ এক খণ্ড কাগজে লিখিয়া পরদিন একজন লোক-মারফত উহা আমীরের নিকট প্রেরণ করেন। আমীর পরদিন একজন লোক-মারফত এই পত্র দেখিয়া অবাক্ হইলেন এবং তখনই ৭০ হাযার দিরহাম দরিদ্রদিগকে দান

https://kitabbhubon.com

করিলেন। হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে তাহাকে স্মরণ করিয়াছেন, তাহার শোকরিয়া (কৃতজ্ঞতা) প্রকাশই এই দানের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি রাবেয়ার পিতাকে চারিশত দীনার প্রদানের জন্য আদেশ করিলেন। তিনি ইহাও বলিয়া পাঠাইলেন ঃ "আপনার দর্শন লাভের জন্য আমার বড়ই আকাঙ্ক্ষা। তবে যিনি আমার প্রাণাধিক প্রিয় নবীর বাহক, আমার নিকট তাঁহার আগমন কখনও উচিত নহে। বরং এ অধমই আপনার গৃহে গমন করিয়া স্বীয় দাড়ি দ্বারা আপনার ঘরের দরজা ঝাঁড়ু দিয়া আসিবে। আপনার কোন অভাব ও আবশ্যক হইলে আমাকে তখনই জানাইবেন। আল্লাহ কসম করিয়া বলিতেছি যে, ইহার ব্যতিক্রম কখনও করিব না।" রাবেয়ার পিতা উক্ত মুদ্রা গ্রহণ করিয়া উহা দ্বারা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করেন।

জীবনের কঠিন অবস্থাঃ রাবেয়া বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে তাঁহার মাতাপিতা ইন্তেকাল করেন। তাঁহাদের ইন্তেকালের অল্প পরেই বস্‌রায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। রাবেয়ার ভগ্নীগণও তাঁহার নিকট হইতে পৃথক হইয়া পড়েন। সে সময় এক যালেম তাঁহাকে পাইয়া সামান্য কয়েকটি মুদ্রার পরিবর্তে এক ধনবান ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করে। সে লোকটি রাবেয়াকে সামান্য বাঁদীরূপে কঠোর পরিশ্রমের কার্যে নিযুক্ত করে। রাবেয়ার এই মনিব অতিশয় নিষ্ঠুর-প্রকৃতির লোক ছিল। রাবেয়াকে সে এত কঠোর কার্যে নিযুক্ত করিত যে, তিনি তাহা সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারিতেন না। তজ্জন্য অনেক সময় তাঁহাকে ভীষণ প্রহার সহ্য করিতে হইত।

অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন তিনি নিজ মনিবের বাড়ী হইতে অন্যত্র পলাইতে গিয়া পথে আছাড় খাইয়া একখানা হাত ভাঙ্গিয়া ফেলেন। তখন অন্য উপায় না দেখিয়া তিনি মাটিতে বসিয়া পড়িলেন এবং সিজদায় যাইয়া আল্লাহ্‌র নিকট এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ঃ "হে আল্লাহ্, আমি এতীম ও নিরাশ্রয়া বান্দিনী, ইহার উপর হাতখানাও ভাঙ্গিয়া গেল। ইহাতেও আমার দুঃখ নাই। আমি কেবল তোমারই সন্তুষ্টি কামনা করি। আমার প্রতি করুণা কর। তোমার অফুরন্ত দান আমার প্রতি বর্ষণ কর। হে আল্লাহ! তুমি এ অধমের উপর সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট জানাইবে কি?" তখনই রাবেয়া এই গায়েবী আওয়ায শুনিতে পাইলেন ঃ "রাবেয়া, চিন্তা করিও না। শীঘ্রই কিয়ামতের মাঠে তোমার গৌরব এতদূর বর্ধিত হইবে যে, ফেরেশ্‌তাগণও তোমাকে মোবারকবাদ দিবেন।"এই সান্ত্বনার বাণী শুনিয়া রাবেয়া নিজ মনিবের গৃহে ফিরিয়া যান। তখন হইতে সারাদিন মনিবের খেদমতেও সারারাত দরূদ শরীফ পাঠে ও নামাযে মশ্‌গুল থাকেন।

https://kitabbhubon.com

একদিন দুপুর রাত্রে মালিক ঘুম হইতে জাগিয়া উঠে। তিনি রাবেয়ার গৃহে গুন্‌গুন্‌ শব্দ শুনিয়া শয্যা হইতে উঠিলেন ও নীরবে অন্ধকারের মধ্যে তাঁহার কোঠার দিকে গমন করেন। তাঁহার অন্ধকার গৃহখানি বেহেশ্‌তী নূরে রৌশন (আলোকিত) দেখিয়া তিনি অবাক হইয়া গেলেন। শুনিতে পাইলেন, রাবেয়া নির্জন কুটীরে করুণকণ্ঠে প্রার্থনা করিতেছেন ঃ "হে আল্লাহ! হে রাহ্‌মান! তুমি জান, সর্বক্ষণ তোমার আদেশ পালনে ও ইবাদতে রত থাকি, ইহাই আমার আন্তরিক অভিলাষ। তোমার খেদমতই আমার চক্ষের জ্যোতিঃ বর্ধিত করিবে। যদি আমার শক্তি থাকিত. এক মুহূর্তও তোমার ইবাদত হইতে বিরত থাকিতাম না। কিন্তু কি করি, তুমি আমাকে পরাধীনা দাসী করিয়া রাখিয়াছ। এই কারণে যথাসময়ে তোমার বন্দেগীতে হাযির হইতে পারি না, বিলম্বে পৌঁছিতে হয়।" গৃহস্বামী এই আবেগময়ী প্রার্থনা শুনিয়া বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং মনে মনে স্থির করিল "এইরূপ পবিত্র আত্মাকে আর আমার সেবাকার্জে নিযুক্ত রাখা মোটেই উচিত হইবে না, বরং তাঁহারই সেবায় আমার নিযুক্ত হওয়া কর্তব্য।"

পরদিন সকালে মালিক রাবেয়াকে ডাকিয়া তাঁহাকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া বিনীতভাবে বলিল, "রাবেয়া। যদি তুমি এখানে থাকিতে ইচ্ছা কর, আমি দাস হইয়া তোমার সেবায় নিজেকে বিলাইয়া দিব। অন্যথায় তুমি যেখানে ইচ্ছা সেখানেই যাইতে পার।" হযরত রাবেয়া, মনিবের অনুমতি লইয়া গৃহ হইতে বহির হইলেন এবং আল্লাহ তাআলার ইবাদতে ও কঠোর সাধনায় মশগুল হইলেন। তিনি দিবা-রাত্রের মধ্যে হাযার রাকআত নামায আদায় করিতেন এবং কখনও কখনও খাজা হাসান বস্‌রী (রহ)-এর মজলিশে যোগদান করিতেন। হাসানও তাঁহাকে খুব স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। রাবেয়া তাঁহার নসীহত মনোযোগ দিয়া শুনিতেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি প্রথম জীবনে আল্লাহর গুণাবলী গজল গাহিতে ভালবাসিতেন। পরে তওবা করিয়া এক নির্জন স্থানে আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশ্‌গুল হন। ইহার পর একটি ইবাদতখানা নির্মাণ করিয়া দিবারাত্রি তথায় ইবাদতে মশ্‌গুল হইলেন। মক্কা শরীফেই তাঁহার বাকী জীবনের অবসান হয়।

একদা মক্কা শরীফ যাইবার পথে তিনি এক জঙ্গলে প্রবেশ করেন। তাঁহার একটি দুর্বল গাধা ছিল। তিনি আবশ্যকীয় সমস্ত দ্রব্য উক্ত গাধার পিঠে বোঝাই করিয়া জঙ্গলের মধ্য দিয়া যাইতেছেন, এমন সময় হঠাৎ গাধাটি মরিয়া যায়। লোকে বলিল, আমরাই আপনার সমস্ত মাল-আসবাব বহন করিয়া যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিব।" কিন্তু রাবেয়া অস্বীকার করিয়া বলিলেন, "তোমরা নিজ নিজ কাজে চলিয়া যাও, আমি তোমাদের উপর নির্ভর করিয়া গৃহত্যাগ করি নাই।" লোকগণ চলিয়া গেল। রাবেয়া একাকী রহিয়া গেলেন এবং আকাশের দিকে মুখ

https://kitabbhubon.com

করিয়া বলিতে লাগিলেন। "হে রহ্‌মানুর রাহীম! হে বাদশাহ্‌! একজন দরিদ্র দুর্বল অবলার প্রতি এই প্রকার ব্যবহার কেন করিলে? তুমি আমাকে তোমার গৃহের দিকে আহ্বান করিয়া পথে আমার গাধাটি মারিয়া ফেলিলে এবং আমাকে নিঃসহায় অবস্থায় এই অরণ্যে একাকী রাখিয়া দিলে? ইহা কি তোমার পক্ষে শোভা পায়?"* রাবেয়ার মোনাজাত শেষ না হইতেই মৃত গাধা বাঁচিয়া উঠিল। রাবেয়া তাঁহার সমস্ত মাল গাধার পিঠে বোঝাই করিয়া মক্কার দিকে রওয়ানা হইলেন।

এই ঘটনার বর্ণনাকারী বলেন, বহুদিন পরও আমি রাবেয়ার গাধাটিকে জীবিত দেখিয়াছি। যখন তিনি মক্কা শরীফের নিকটবর্তী হইলেন তখন এক নির্জন স্থানে বসিয়া পড়িলেন এবং মনে প্রাণে ডাকিতে লাগিলেন, "হে আল্লাহ্‌, আমি কোথায় যাইতেছি এই ভাবিয়া বড়ই চিন্তিতা; কেননা আমার অস্তিত্ব কতকগুলি মাটির সমষ্টি মাত্র এবং মক্কা শরীফের পবিত্র ঘর কতকগুলি পাথরে নির্মিত। আমার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা একমাত্র তুমি, আমি একমাত্র তোমাকেই চাই।" আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁহার অন্তরে বাণী প্রেরণ করিলেন, "হে রাবেয়া! তুমি কি ইহাই আশা কর যে, সারা দুনিয়াকে বধ করার দায়িত্ব তোমার উপর পতিত হউক? তুমি জান না যে, হযরত মূসা (আঃ) আমার দর্শনাকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন এবং আমার নূরের সামান্য কণা মাত্র যাহির হওয়ায় তূর পর্বত জ্বালিয়া ভস্ম হইয়া গিয়াছিল?"

বর্ণিত আছে, রাবেয়া বস্‌রী দ্বিতীয়বার হজ্জে গমন করিবার সময় কা'বার নিকটবর্তী হইয়া কোন এক বনে নীরবে ইবাদতে মশ্‌গুল আছেন, এমন সময় দেখিতে পান, কা'বাঘর তাঁহাকে তা'যীম করিবার জন্য তাঁহার দিকে আগমন করিতেছেন। ইহা দেখিয়া তিনি বলিলেন, "ঘর দিয়া আমি কি করিব? আমি ঘরের মালিকের আকাঙ্ক্ষী। সেই মালিকই বলিয়াছেন ঃ "যে ব্যক্তি আমার দিকে অর্ধহাত অগ্রসর হইবে, আমি তাহার দিকে এক হাত অগ্রসর হইব। আমি কা'বা শরীফ ও তাহার সৌন্দর্য দর্শনে কিরূপে খুশী হইতে পারি, আমি মাওলার সৌন্দর্য দশর্নে আকাঙ্ক্ষী।"

কথিত আছে, হযরত ইব্‌রাহীম আদহাম প্রত্যেক পদক্ষেপে দুই রাকআত নামায পড়িতে পড়িতে ১৪ বৎসরে মক্কা-শরীফ পৌঁছেন। কা'বা গৃহের নিকটবর্তী হইয়া দেখিলেন, কা'বা-গৃহ নির্দিষ্ট স্থানে নাই। তখন তিনি দুঃখ করিয়া বলিলেন ঃ "হায়, সম্ভবতঃ আমার চক্ষে দোষ পড়িয়াছে। জনৈক হাতেফ

টীকা ঃ আল্লাহ্‌র নিকট প্রশ্ন করিয়া দোআ করা সকল ধরনের লোকের জন্য শোভা পায় না। এইরূপ দোআ তাহার খাছ বান্দা বান্দিরা করিতে পারে।

https://kitabbhubon.com

(অদৃশ্য ফেরেশ্‌তা) ডাকিয়া বলিলেন, "হে ইব্‌রাহীম! তোমার চক্ষে কোন দোষ পড়ে নাই। কিন্তু কা'বা-শরীফ এক দুর্বল বৃদ্ধার সম্মানের জন্য গমন করিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া ইব্‌রাহীম আদহাম মনের আবেগে চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "সে কে?" এই বলিতে না বলিতেই রাবেয়া লাঠিতে ভর করিয়া সেখানে উপস্থিত হন এবং কা'বাও যথাস্থানে গমন করেন। ইব্‌রাহীম আদহাম বলিলেন, "রাবেয়া, এই কলরব কিসের এবং তুমি দুনিয়ায় কি হুলস্থুল কাণ্ড ঘটাইয়াছ? রাবেয়া বলিলেন, "তুমি ১৪ বৎসরে কা'বা পর্যন্ত পৌঁছিয়া এই ঘটনাটি ঘটাইয়াছ। তুমি ১৪ বৎসর বনজঙ্গলে নামায পড়িতে পড়িতে পথ অতিক্রম করিয়াছ, আর আমি আনন্দ ও আহ্লাদে মক্কা শরীফে পৌঁছিয়াছি।"

অতঃপর রাবেয়া হজ্জ ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন এবং রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন ঃ "হে আল্লাহ! তুমি হজ্জের পরিবর্তে সওয়াব দিবার অঙ্গীকার করিয়াছ এবং বিপদেও সওয়াবের অঙ্গীকার করিয়াছ। বর্তমানে যদি আমার হজ্জ কবুল না হয়, তবে উহা আমার পক্ষে বড়ই বিপদের কারণ হইবে। অন্ততঃ এই বিপদের সওয়াব আমাকে প্রদান কর।" ইহা বলিয়া তিনি বস্‌রার দিকে রওয়ানা হইয়া যান। এক বৎসর কাল সেখানে ইবাদতে মশ্‌গুল থাকিয়া বলেন ঃ "গত বৎসর কা'বা শরীফ আমাকে তা'যীম করিয়াছেন, এবার আমি কা'বার তা'যীম (সম্মান) করিব।" তারপর পুনরায় অরণ্যের দিকে চলিয়া গেলেন। এক বৎসর কাল পায়ে চলার পর তিনি আরাফাতে পৌঁছেন। এক ফেরেশ্‌তা তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "হে প্রার্থীনী, আমাকে এখন দেখিতে চাহিলে, প্রার্থনা কর, এখনই এক নূর যাহির করিব।" রাবেয়া বলিলেন, "হে প্রভু! আমি সেই নূর দেখিবার উপযুক্ত নই, আমি কেবল দরিদ্রতার প্রার্থী।" উত্তর আসিল, "রাবেয়া, ফকিরী আমার ক্রোধ ও দুর্ভিক্ষ সদৃশ। তবে যদি সেই প্রেমিক ও আমার মধ্যে একটি পশম পরিমাণ ও বিভিন্নতা না থাকে, তখন ঘটনা অন্যরূপ হইয়া থাকে।"

সঠিক বিশ্বাসে ভাগ্য খোলে ঃ একদা দুইজন দরবেশ হযরত রাবেয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা ক্ষুধার্ত হইয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন ঃ "এখন কিছু খাবার পাইলে আহার করিতাম।" সে সময় রাবেয়ার নিকট মাত্র দুইখানা রুটি ছিল। তিনি তাহাই মেহমানদের জন্য উপস্থিত করিলেন। এমন সময় একজন ভিক্ষুক আসিয়া খাবার চাহিল। রাবেয়া মেহমানদের সম্মুখস্থ রুটি উঠাইয়া সেই ভিক্ষুককে দান করিলেন। ইহাতে মেহমানগণ রাগ হইয়া পড়েন। কিছুক্ষণ পরে একজন বাঁদী কতকগুলি রুটি লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল এবং বলিল, "আমার বেগম সাহেবা ইহা আপনাকে উপহার দিয়াছেন।" রাবেয়া গণনা করিয়া দেখেন ১৮খানি রুটি

https://kitabbhubon.com

রহিয়াছে। বাঁদীকে বলিলেন, "ইহা ফিরাইয়া লইয়া যাও, কেননা তোমার ভুল হইয়াছে। হয়ত বেগম সাহেবা ইহা অন্য কাহারও জন্য প্রেরণ করিয়া থাকিবেন।" বাঁদী বারংবার বলিল, "না, ইহা আপনার জন্যই প্রেরণ করিয়াছেন, রাবেয়াও উত্তরে বলিলেন, না, তোমার ভুল হইয়াছে, বেগম সাহেবার নিকট ফিরাইয়া লইয়া যাও।" অগত্যা বাঁদী উহা ফিরাইয়া লইয়া গেল এবং বেগম সাহেবাকে সমস্ত ঘটনা জানাইল। বেগম সাহেবা আরও দুইখানি রুটি তাহার সহিত যোগ করিয়া আবার পাঠাইয়া দিলেন। রাবেয়া বিশখানি রুটি গণনা করিয়া লইয়া মেহমানদের সম্মুখে হাযির করিলেন। তাঁহারা উহা খাইতে লাগিলেন এবং আশ্চর্যান্বিত হইয়া এই ব্যাপারের গূঢ়তত্ত্ব জানিতে চাহিলেন। রাবেয়া বলিলেন, "আপনারা ক্ষুধার্ত, আমি একথা জানিতে পারিয়াছিলাম এবং ভাবিয়াছিলাম মাত্র দুই খানি রুটি দ্বারা কিরূপে দুইজন মেহমানকে খাওয়াইব। যখন ভিক্ষুক আসিল, উহা তাহাকে দিয়া এই বলিয়া মোনাজাত করিয়াছিলাম ঃ "হে আল্লাহ্ তুমি বলিয়াছ যে, একটি দানের পরিবর্তে তুমি তাঁহার দশগুণ পুরস্কার দিবে এবং উহার উপর আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তোমার সন্তুষ্টির জন্যই আমি দুই খানি রুটিই দান করিলাম।" তৎপর যখন বাঁদী আঠার খানি রুটি লইয়া উপস্থিত হইল, তখন আমি মনে করিলাম নিশ্চয়ই ভুল হইয়াছে। তাই ফিরাইয়া দিলাম এবং পরে উক্ত দুই খানি রুটির দশগুণ বিশখানি রুটি পাইলাম।"

একদা রাত্রিতে রাবেয়া নিজ ইবাদতখানায় নামায পড়িতে পড়িতে একটু ঘুমাইয়া পড়েন। এমন সময় এক চোর তাঁহার গৃহে প্রবেশ করে। চোর রাবেয়ার চাদরখানা উঠাইয়া লইয়া বাহির হইতে চাহিল, কিন্তু পথ পাইল না। কয়েকবার এইরূপে অকৃতকার্য হইল। ঘরের কোণ হইতে তখন আওয়ায হইল, "ওরে হতভাগ্য। বৃথা কষ্ট করিস না। কয়েক বৎসর হইতেই রাবেয়ার মালিক আমাকে প্রহরীর কার্যে নিযুক্ত রাখিয়াছেন। তুই ত দূরের কথা, ইব্‌লিস পর্যন্তও তাঁহার নিকবর্তী হইতে অক্ষম। সুতরাং বৃথা কষ্ট হইতে বিরত থাক্। মনে রাখিস্ এক বন্ধু শায়িত বটে, কিন্তু দ্বিতীয় বন্ধু জাগ্রত!" ইহা শুনিয়া চোর নীরবে চলিয়া গেল।

একদা রাবেয়ার একজন পরিচারিকা চর্বি দিয়া পেঁয়াজ পাক করিতেছিল। আরও খিছু পেঁয়াজ আবশ্যক বিবেচনা করিয়া সে একজন পড়শী হইতে পেঁয়াজ আনিতে চাহিল। রাবেয়া বলিলেন, "৪০ বৎসর পূর্বে আমি আল্লাহ-পাকের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি যে, তাঁহার নিকট ব্যতীত অন্যের নিকট কিছু চাহিব না।" এমন সময় একটি কাক উড়িয়া আসিয়া কতকগুলি পরিষ্কৃত পেঁয়াজ সেই পাতিলে ফেলিয়া দেয়। পরিচারিকা উহা দ্বারাই রন্ধন করিল। কিন্তু রাবেয়া

https://kitabbhubon.com

বলিলেন, "আমি শয়তানের প্ররোচনা হইতে নিশ্চিন্ত নহি। সুতরাং তিনি তরকারি ছাড়া শুকনা রুটিই খাইলেন।

একদা রাবেয়া কোন এক পাহাড়ে গমন করেন। পাহাড়ে হরিণ, বাঘ ইত্যাদি বন্যজন্তু তাঁহার চতুর্দিকে একত্রিত হইয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া হাসান অবাক হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা রাবেয়া, বলত, আমাকে দেখিয়াই কেন পশুগুলি পলাইল এবং তোমাকে দেখিয়া কেন একত্রিত হইয়াছিল?" রাবেয়া উত্তরে বলিলেন, "আজ আপনি কি খাইয়াছেন?" হাসান বলিলেন, "কিছু চর্বি ভক্ষণ করিয়াছি মাত্র।" রাবেয়া বলিলেন, "আপনি যখন তাহাদের চর্বি ভক্ষণ করিয়াছেন, তখন তাহারা কেন আপনার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইবে না?"

একদা রাবেয়া হাসান বস্‌রীর গৃহে গমন করেন। ইহার অল্প পূর্বেই হাসান নিজ গৃহে এত রোদন করিয়াছিলেন যে, ঘরের দরজা দিয়া পানি প্রবাহিত হইয়া যাইতেছিল। ইহা কিসের পানি প্রবাহিত হইতেছে তাহা ভাবিয়া রাবেয়া প্রথমে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। পরে যখন প্রকৃত ঘটনা জানিতে পারিলেন, তখন হাসানকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ঃ "যদি অহংকারের দরুন এই অশ্রু প্রবাহিত হইয়া থাকে, তবে ইহা রক্ষা করিও, তুমি দেখিতে পাইবে, তোমার মধ্যে এমন এক দুঃখ-সমুদ্র সৃষ্টি হইবে যে, তাহাতে স্বীয় অন্তঃকরণ অর্থাৎ শান্তিকে খুঁজিয়া পাইবে না।" কথাগুলি হাসানের নিকট বড়ই অপ্রীতিকর বলিয়া বোধ হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি তিনি কিছুই বলিলেন না।

হাসান একদা রাবেয়াকে ফোরাত নদীর তীরে বসিয়া আছেন দেখিতে পান। হাসান আপন জায়নামাযখানি নদীর পানির উপর রাখিয়া রাবেয়াকে বলিলেন, "আইস, এখানে দুই রাকাআত নামায আদায় করি।" রাবেয়া বলিলেন, "ওস্তাদজী! যখন আখেরাত প্রার্থীর সম্মুখে দুনিয়ার বাজার উপস্থিত করিবেন, তখন এরূপ কারামত প্রদর্শন করিবেন, যাহাতে আপনার সমকক্ষগণ তাহা করিতে না পারেন।" পরক্ষণেই আপন জায়নামায বাতাসে উড়াইয়া দিয়া রাবেয়া বলিলেন ঃ "আসুন ওস্তাদজী! আকাশে ভ্রমণ করিব।" তৎপর হাসানকে সন্তুষ্ট করার জন্য বলিলেন, "মাননীয় ওস্তাদজী! আপনি যাহা প্রদর্শন করিলেন, তাহা ছিপ্‌কলি বা টিক্‌টিকিও করিয়া থাকে, পক্ষান্তরে আমি যাহা প্রদর্শন করিলাম তাহা সাধারণতঃ মাছিও করিয়া থাকে। প্রকৃত কর্ম এই দুইটিরও বহু ঊর্ধ্বে।"

হাসান বস্‌রী বলেন, রাবেয়ার নিকট থাকিয়া একদা ধর্মবিষয় আলোচনায় রত ছিলাম। ইতিমধ্যে এক মুহূর্তের জন্যও মনে হয় নাই যে, আমি পুরুষ, রাবেয়াও মনে করেন নাই যে, তিনি স্ত্রীলোক। বিদায় হওয়ার পর নিজেকে দরিদ্র এবং তাঁহাকে খাঁটি তাপস বলিয়া বুঝিতে পারিলাম। (বৃদ্ধ বয়সে পর্দার হুকুমে কিছু শিথীলতা আসে)

https://kitabbhubon.com

আর একদিন হাসান বস্‌রী কয়েকজন বন্ধুসহ রাত্রে রাবেয়ার গৃহে গমন করেন। ঘটনাক্রমে তখন তাঁহার গৃহে কোন বাতি ছিল না। হাসানের আলোর অত্যন্ত প্রয়োজন জানিয়া রাবেয়া নিজ হাতের আঙ্গুলে ফুঁ দিলেন। অমনি বাতির ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উহা সারারাত্রি জ্বলিল। সকলে উহা দেখিয়া অবাক হইয়া যায়। কেহ প্রশ্ন করে, "ইহা কিরূপে সম্ভব হইয়াছিল?" উত্তরে আমি বলিব, যিনি "নবীর প্রকৃত তাবেদারী করেন, তাঁহার কারামত যাহির হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নহে। যদি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মো'জেযা সত্য হয়, তবে আওলীয়াগণের কারামত কেন সত্য হইবে না?"

রাবেয়া একদিন হযরত হাসান বস্‌রীর নিকট তিনটি জিনিস প্রেরণ করিলেন- (১) এক টুক্‌রা মোম, (২) একটি সূচ ও (৩) একটি কেশ। তিনি সেই সঙ্গে বলিয়া পাঠাইলেন, "মোমবাতির আলোর ন্যায় নিজ গুনে দুনিয়া আলোকিত করিবেন এবং নিজেকে মাওলার প্রেমে জ্বালাইবেন; সুচের মত সর্বদা সৎ ও মানুষের মঙ্গলজনক কার্যে রত থাকিবেন। এইরূপ করিতে করিতে যদি চুলের মত ক্ষীণ হইতে পারেন, তবেই আপনার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।"

রাবেয়াকে একদা হাসান জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিবাহ করিবার অভিলাষ আছে কি? তিনি উত্তরে বলিলেন, "যাহার শরীর আছে তাঁহারই বিবাহ হইতে পারে, আমার শরীরই নাই। আমি ত নিজ শরীরের মালিক নহি; সমস্তই তাঁহাতে ফানাহ্ (বিলীন) করিয়া ফেলিয়াছি। আমি যাঁহার কর্তৃত্বের ছায়াতলে আছি, তাঁহাকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।"

মা'রেফত ঃ হাসান রাবেয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই উচ্চ পদ কিরূপে পাইয়াছ?" তিনি বলিলেন, "আমার সব কিছু তাঁহার মধ্যে বিলাইয়া দিয়া।" জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি তাঁহাকে কিরূপে জানিলে?" উত্তরে বলিলেন, আমি বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহাকে জানিয়াছি ও চিনিয়াছি।"

একদা হাসান রাবেয়ার ইবাদতখানায় যাইয়া বলিলেন, "রাবেয়া তুমি মানুষের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ না করিয়া ও না শুনিয়া মা'রেফাতের যে জ্ঞান লাভ করিয়াছ, তাহার কিছু আমার নিকট বর্ণনা কর।" তিনি বলিলেন, "আমি কয়েকটি টুপী তৈয়ার করিয়া উহা দুই দির্‌হাম মূল্যে বিক্রয় করি। সেই অর্থ দিয়া খাদ্য-বস্তু ক্রয় করি। একটি দির্‌হাম দক্ষিণ হস্তে ও অপরটি বাম হস্তে ধারণ করি। কেননা, ভাবিলাম, যদি দুইটি একই হস্তে রাখি, উহাদের প্রতি আমার আসক্তি বৃদ্ধি হইবে এবং সেই আসক্তি হয়ত আমাকে পথভ্রষ্ট করিবে। ইহাই আমার কামিয়াবীর মূল কারণ।"-

https://kitabbhubon.com

একদা হাসান বাস্‌রী বলিলেন, "যদি কিয়ামতের ময়দানে আমি এক মুহূর্তকালও আমার প্রভুর দীদার হইতে বিরত থাকি, তবে আমি আখেরাতে এত ক্রন্দন করিব যে, আমার ক্রন্দনে বেহেশ্‌তবাসিগণের মনেও আমার প্রতি দয়ার উদ্রেক হইবে।" রাবেয়া বলিলেন, "ভাল কথা বটে। কিন্তু যে ব্যক্তি এই দুনিয়ায় এক মুহূর্তকাল আল্লাহ্ তাআলার দর্শন হইতে বঞ্চিত হইলে বিলাপ করিতে থাকে এবং অস্থির ও চঞ্চল হইয়া পড়ে, কিয়ামতেও সে-ব্যক্তি অস্থির হইবে, ইহা তাহারই প্রমাণ। অন্যথায় কিয়ামতে মাওলার দর্শন হইতে বঞ্চিত হইলে সে কখনই সেই জন্য ক্রন্দন করিবে না। "

লোক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা! আপনি কেন স্বামী গ্রহণ করিতেছেন না?" তিনি বলিলেন, "আমি তিনটি চিন্তায় মশ্‌গুল। যদি এই তিন চিন্তা কেহ দূর করিতে পারে, তবেই আমি স্বামী গ্রহণ করিব। প্রথমতঃ মৃত্যুকালে আমি ঈমান লইয়া মরিতে পারিব কি না? তাহারা উত্তর করিল, 'আমরা তাহা কিরূপে বলিব?' দ্বিতীয়তঃ কিয়ামতের মাঠে আমার আমলনামা দক্ষিণ হস্তে পাইব কি না?" তাহারা বলিল, 'ইহাও আল্লাহ্ তাআলা জানেন।' তৃতীয়তঃ ঐ সময় যখন এক সম্প্রদায়কে বেহেশ্‌তের দিকে ও অন্য সম্প্রদায়কে দোযখের দিকে টানিয়া লইয়া যাওয়া হইবে, তখন আমি কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত থাকিব?" লোকজন বলিল, 'আমরা জানি না।' রাবেয়া উত্তরে বলিলেন, 'যখন এত সব দুঃখ ও চিন্তা আমার সম্মুখে উপস্থিত, তখন আমি কিরূপে স্বামী গ্রহণ করিয়া অন্য আর একটা চিন্তা করিতে পারি?"

লোকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন ?" উত্তর করিলেন, "এই মাটি হইতে।" জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইবেন ?" উত্তর করিলেন, "এই মাটির নীচে।" তাহারা আবার জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি করিতেছেন ?" উত্তর হইল, "অনুতাপ করিতেছি।" তাহারা বলিল, "উহা কেমন ? তিনি বলিলেন, 'আমি এই দুনিয়ার রুটি খাই এবং এই দুনিয়ারই কাজ করি।" লোকে বলিল, "আপনি খুব মিষ্ট-ভাষিণী এবং মোছাফেরখানার রক্ষকের পদের উপযুক্তা বটেন।" তিনি বলিলেন, "আমি নিজেই হোটেলওয়ালী। যাহা আমার ভিতরে আছে তাহা বাহির করিয়া দেই এবং যাহা বাহিরে আছে, তাহা ভিতরে প্রবেশ করিতে দেই না। কেহ আসুক বা যাউক তাহাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি শুধু নিজ অন্তঃকরণ রক্ষায় লিপ্ত, মাটিকে (শরীরকে) নহে।" লোকে বলিল, "শয়তানকে কিরূপ শত্রু বলিয়া মনে করেন ?" উত্তর করিলেন, "আমি রাহ্‌মানুর রাহীমের বন্ধুত্বের কারণে শয়তানের শত্রুতার প্রতি লিপ্ত হই না।"

রাবেয়া বলেন, "আমি একদা স্বপ্নে হযরত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখিলাম। তিনি বলিলেন, "রাবেয়া! তুমি কি আমাকে ভক্তি

https://kitabbhubon.com

কর?" আমি বলিলাম, "হযরত, দুনিয়ায় এমন কে আছে, যে আপনাকে ভক্তি না করে ? তবে আল্লাহর প্রেম আমাকে এমনই মুগ্ধ ও মত্ত করিয়াছে যে, তিনি ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত বন্ধুত্ব করিবার স্থান আমার অন্তঃকরণে নাই।"

মাওলার প্রেম সম্বন্ধে লোকে তাঁহাকে প্রশ্ন করিলে, তিনি বলেন-"সৃষ্টির আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত উহা থাকিবে এবং আঠার হাযার সৃষ্টির মধ্যে যে-কেহ উহার এক ফোঁটা পান করিয়াছে, সে-ই আল্লাহর সহিত মিলিত হইয়া নিজেকে হারাইয়াছে এবং সে-ই প্রেমাস্পদ হইতে সঙ্গে সঙ্গে এই আদেশ পাইয়াছে, "যে আল্লাহ্ তাআলাকে প্রেম করে,আল্লাহ্ তাআলাও তাহাকে প্রেম করেন।" লোকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, আপনি যাঁহার উপাসনা করেন, তাঁহাকে দেখেন কি? তিনি উত্তর করিলেন, 'যদি তাঁহাকে না দেখিতাম তবে তাঁহার ইবাদত করিতাম না।"

রাবেয়া সর্বদা ক্রন্দনে রত থাকিতেন। একবার তাঁহাকে লোকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি সর্বদা কেন ক্রন্দন করিয়া থাকেন?" উত্তর করিলেন, "আল্লাহর প্রেম হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার ভয়ে। কেননা, তাঁহাতে আমি অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি। আল্লাহ না করুন, যদি মৃত্যুকালে সেই প্রেমাস্পদ হইতে হুকুম হয় যে, তুমি আমার এই দরবারের উপযুক্তা নও, তখন আমি কি করিব ? ইহাই আমার ক্রন্দনের কারণ।" লোকে জিজ্ঞাসা করিল, "গোনাহ্গার তওবা করিলে আল্লাহ্ তাহা কবূল করেন কিনা?" উত্তরে রাবেয়া বলিলেন, "গোনাহ্গার তওবা করিলে আল্লাহ তাআলা তাহাকে তওবার তওফীক (ক্ষমতা) দান করেন, অন্যথায় কিরূপে সে তওবা করিবে? তিনি তওবার তৌফীক না দিলে কেহ কখনও তওবা করিতে সক্ষম হইবে না।"

তিনি ইহাও বলিতেন, "ওহে মানবগণ! শুধু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায় না। হাত-পা, জিহ্বা এবং কর্ণ দ্বারাও তাহা সম্ভবপর নহে। কারণ কর্ণ শ্রোতা ও পদদ্বয় চালক মাত্র। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধ শুধু কলবের সহিত। কলবকে জাগ্রত রাখিতে চেষ্টা কর। যাঁহার কলব জাগ্রত, তাঁহার, বন্ধুর প্রয়োজন নাই। যে ফানাফিল্লাহ্ (আল্লাহর প্রেমে বিলীন) হইয়া গিয়াছে সে-ই জাগ্রত। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রেমে ডুবিয়া গিয়াছে, তাঁহার আবার অন্য বন্ধুর প্রয়োজন কি? ইহাকেই প্রভুর সত্ত্বায় নিজেকে বিলাইয়া দেওয়া বলে।"

সঠিক তওবা ঃ তিনি ইহাও বলিয়াছেন, "শুধু মুখে ক্ষমা প্রার্থনা করা মিথ্যাবাদীর কাজ, নিজে নিজে তওবা করাই যথেষ্ট; অন্যের দ্বারা তওবার প্রয়োজন নাই।" তিনি আরও বলেন, "যদি ধৈর্যশীল হইতে, তবে দাতা হইতে।" তিনি বলেন, "মা'রেফতের ফল হইল আল্লাহর দিকে মুখ করা। তিনি

https://kitabbhubon.com

প্রকৃত 'আরেফ (তত্ত্বজ্ঞানী) যিনি মাওলার নিকট অন্তঃকরণ চাহেন এবং যখন তিনি তাঁহাকে অন্তঃকরণ প্রদান করেন, তখন তিনি মাওলার-পাককে উক্ত অন্তঃকরণ ফিরাইয়া দেন, যেন লোক চক্ষুর আড়ালে তাঁহার নিকট উহা সুরক্ষিত থাকে।"

বুদ্ধিমত্তা ঃ সালেহ্ (রহঃ) বলিতেন, "যে-ব্যক্তি সর্বদা দরজায় আঘাত করিতে থাকে, শেষ পর্যন্ত উক্ত দরজা একদিন না একদিন তাহার জন্য খুলিয়া যায়।" একদা রাবেয়া এক ব্যক্তিকে দেখিলেন যে, সে বিলাপ করি বলিতেছে, "হায় দুঃখ! হায় অনুতাপ!" রাবেয়া বলিলেন, "ইহা বলিও না, বরং বল, 'হায় নিশ্চিন্ততা! কেননা, যদি তুমি বাস্তবিকই দুঃখিত হইতে, তবে নিঃশ্বাস ফেলিবার সময়ও পাইতে না।"

একদা এক ব্যক্তি মাথায় পট্টি বাঁধিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। রাবেয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি মাথায় এইরূপ পট্টি বাঁধিয়াছ কেন?" সে বলিল, "মাথায় ব্যথা হইয়াছে।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার বয়স কত?" সে বলিল, "ত্রিশ বৎসর। আবার তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এতকাল সুস্থ ছিলে, না অসুস্থ ছিলে?" সে বলিল, সুস্থই ছিলাম।" রাবেয়া বলিলেন, "এই দীর্ঘকাল শোকরিয়ার চিহ্ন মস্তকে বাঁধিলে না, আর আজ যেই মাত্র অসুস্থ হইলে, তখনই দুঃখের চিহ্ন মাথায় বাঁধিলে?"

একদা বসন্তকালে তিনি ঘরে ঢুকিয়া ধীর-স্থীরভাবে ধ্যানে বসিয়া রহিলেন। খাদেমা তাঁহাকে ডাকিয়া বলিল, "সাইয়্যেদাহ্, বাহিরে আসুন এবং আল্লাহর তাআলার সৌন্দর্য দেখিয়া যান?" তিনি বলিলেন, তুমি ভিতরে আসিয়া একবার মাওলার সৃষ্টির নৈপুণ্য দেখিয়া যাও।" সৃষ্টিকর্তার দর্শন আমার উদ্দেশ্য, সৃষ্টি দেখিয়া ফল কি? কিছুসংখ্যক লোক তাঁহার নিকট আসিয়া দেখে যে, তিনি দাঁত দিয়া গোশ্ত কাটিতেছেন। তাহারা বলিল, "আপনার নিকট কি কোন ছুরি নাই।" তিনি বলিলেন, আল্লাহর নিকট হইতে জুদায়ির (বিরহের) ভয়ে আমি ছুরি রাখি নাই।"

হৃদয়ের ব্যথা ঃ এক সময় তিনি ৭ দিন পর্যন্ত রোযা রাখিয়াছিলেন ও রাত্রে ইবাদতে মশ্গুল থাকিতেন। রাতে কখনও বিশ্রাম করিতেন না। অষ্টম রাত্রে প্রবল ক্ষুধার তাড়নায় তিনি অস্থির হইয়া পড়েন। নফ্স চীৎকার আরম্ভ করিল, "আমাকে আর কত কষ্ট দিবে?" ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি দরজায় আঘাত করিল এবং এক পোয়ালা খাদ্য হাতে লইয়া উপস্থিত হইল। রাবেয়া বাতি জ্বালাইবার সময় পর্যন্ত উহা নিকটে রাখিয়াছিলেন। এই অবসরে একটি বিড়াল আসিয়া উক্ত খাদ্য ফেলিয়া দেয়। তিনি লোকটিকে বলিলেন, আমার জন্য এক পেয়ালা পানি আন, আমি ইফ্তার করিব।" লোকটি যেইমাত্র পানি আনিল, অমনি বাতিটি

https://kitabbhubon.com

নিবিয়া গেল। তিনি আবার পানি পান করিতে চাহিলেন, কিন্তু পেয়ালাটি হাত হইতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি "আহা" করিয়া এমন জোরে চীৎকার করিলেন যে, ঘর কাঁপিয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। ইহার পর বলিলেন, "হে আল্লাহ্! তুমি এই অভাগিনীর সহিত কি ব্যবহার শুরু করিয়াছ?" তিনি যখন শুনিতে পাইলেন, "রাবেয়া! তুমি যদি চাও অগাধ পার্থিব নেয়ামত তোমাকে দান করিব। কিন্তু সেই অবস্থায় তোমার নিকট হইতে আমার প্রেমব্যথা কাড়িয়া লইব। কারণ, আমার প্রেমের ব্যথা ও পার্থিব নেয়ামত কখনও এক প্রাণে সমবেত হইতে পারে না। মনে রাখিও তোমার যেমন এক উদ্দেশ্য, আমারও তেমনি অন্য এক উদ্দেশ্য আছে। তোমার ও আমার উদ্দেশ্য এক স্থানে সমবেত হইতে পারে না।" ইহা শ্রবণে রাবেয়া পার্থিব সংস্রব পরিত্যাগ ও আকাঙ্ক্ষা ম্লান করিলেন। তখন হইতে প্রত্যেক নামাযকেই তিনি নিজের শেষ নামায বলিয়া মনে করিতেন। পার্থিব বস্তুর সংস্রবের দরুন আল্লাহর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবেন এই ভয়ে দোআ করিতেন ঃ "হে আল্লাহ্! তোমার মধ্যে আমাকে এরূপ মশ্‌গুল রাখিও, যে কোন পার্থিব বস্তু তোমার নিকট হইতে আমাকে বিচ্ছিন্ন করিতে না পারে।"

রাবেয়া সর্বদা ক্রন্দন করিতেন। একদা লোকগণ বলিল, "আমরা ত প্রকাশ্যে তোমার কোন রোগ দেখি না। তথাপি তুমি কেন দিবারাত্র ক্রন্দনে রত থাক?" রাবেয়া উত্তরে বলিলেন ঃ "হাঁ আমার প্রকাশ্যে কোন রোগ নাই বটে, কিন্তু অন্তরে এমন একটি রোগ রহিয়াছে যে, জগতের কোন চিকিৎসকই উহার চিকিৎসা করিতে সমর্থ হইবে না। আমার রোগের একমাত্র ঔষধ, মাওলার মিলন।"

অমুখাপেক্ষিতা ঃ একদা একদল আল্লাহ্‌র-ওলী রাবেয়ার নিকট হাযির হন। তন্মধ্যে একজনকে রাবেয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "আচ্ছা, আপনি আল্লাহ্‌র ইবাদত কেন করেন?" তিনি বলিলেন, "দোযখের সপ্তস্তর বড়ই ভীষণ এবং সকলেই একদিন উহার উপর দিয়া গমন করিতে হইবে। সেই দোযখের শাস্তির ভয়েই আমি ইবাদত করি।" অপর এজন বলিলেন, "বেহেশ্‌তের সৌন্দর্যময় অট্টালিকা-রাজি এবং নানাবিধ আরামের ও নেয়ামতের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত ওয়াদা বিদ্যমান আছে, তজ্জন্যই আমি এই ইবাদত করিতেছি।" ইহা শুনিয়া রাবেয়া বলিলেন ঃ "যে ব্যক্তি দোযখের শাস্তির ভয়ে ও বেহেশ্‌তের লোভে স্বীয় প্রভুর উপাসনা করে, সে বড়ই হেয় ও হতভাগ্য।" তাহারা বলিল, "আচ্ছা! বলুন ত, আপনি কেন তাঁহার ইবাদত করিতেছেন ? আপনার কি কোন বাসনা নাই ?" তিনি বলিলেন, "আমার পক্ষে বেহেশ্‌ত-দোযখ ত উভয়ই সমান। তিনি ইবাদত করার জন্য আদেশ করিয়াছেন, আমার জন্য কি ইহাই যথেষ্ট নহে?

https://kitabbhubon.com

বেহেশ্‌ত না থাকিলে কি তাঁহার উপাসনা করা কর্তব্য হইত না? কোনও শাস্তির ভয় বা লোভনীয় কিছু না থাকিলেও তাঁহার ইবাদত করা মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য নয় কি?"

এক বুযুর্গ রাবেয়ার পরিধানে জীর্ণ বস্ত্র দেখিয়া বলিলেন, "রাবেয়া, যদি তুমি ইঙ্গিত কর, এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা তোমার এই দরিদ্রতা দূর করিতে আগ্রহান্বিত হইবেন।" রাবেয়া বলিলেন, "সাংসারিক অভাব সম্বন্ধে কাহারও নিকট যাত্রা করিতে আমার বড়ই লজ্জা হয়। এই সংসার আল্লাহর রাজ্য, তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্যের নিকট আমি কিরূপে ভিক্ষা চাহিব? যাহা কিছু চাহিতে হয়, একমাত্র তাঁহারই নিকট চাহিব।" এই কথা শুনিয়া উপস্থিত জনৈক বুযুর্গ বলিলেন, "এই দুর্বলা অবলাটির সাহসের প্রতি লক্ষ্য কর! দেখ, তাঁহাকে আল্লাহ তাআলা কেমন উচ্চ পদ দান করিয়াছেন, যাহার প্রভাবে সে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নিকট প্রার্থনা করিয়া সময় নষ্ট করাকে লজ্জা বলিয়া মনে করে।"

পরীক্ষা ঃ একদা কিছু লোক তাঁহাকে পরীক্ষা করার জন্য তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিল, "আচ্ছা! আল্লাহ তাআলা সমস্ত শ্রেষ্ঠত্ব পুরুষ জাতিকেই দান করিয়াছেন। সমস্ত কারামত পুরুষগণকে এবং নবুয়তও পুরুষগণকেই দিয়াছেন। অদ্যাবধি কোন স্ত্রীলোকই এই সকল মর্যাদা পান নাই। সুতরাং তুমি কেন এই পদের গর্ব করিতেছ?" তিনি উত্তর করিলেন, "যাহা বলিতেছ সত্য বটে, কিন্তু أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى অর্থাৎ 'আমি তোমাদের শ্রেষ্ঠতম প্রভু' ইহা ফেরআউনের বাণী। এ পর্যন্ত কোন স্ত্রীলোকই এমন কথা জগতে বলে নাই। অদ্যাবধি কোন নারী কাপুরুষ নামে অভিহিতা হয় নাই। পুরুষই উক্ত নামে অভিহিত হইয়াছে।"

একদা তিনি রোগাক্রান্তা হইয়া পড়েন। লোকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার এই রোগের কারণ কি?" তিনি উত্তরে বলিলেন, "সকালবেলা আমার মন বেহেশ্‌তের প্রতি আসক্ত ও ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাতে আমার পরম বন্ধু আমাকে তিরস্কার করেন এবং এই তিরস্কারই আমার রোগের একমাত্র কারণ।"

হাসান বস্‌রী একদা রাবেয়ার কুটির দ্বারে আসিয়া দেখেন যে, বস্‌রার জনৈক ধনী মুদ্রাপূর্ণ একটি থলিয়া হাতে করিয়া বিষণ্নভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তিনি বিষণ্নতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ধনী লোকটি বলিল, "এই ধার্মিকা মহামান্যা মহিলার জন্য আমি কিছু উপহার আনয়ন করিয়াছি। কিন্তু তিনি ইহা গ্রহণ করেন কিনা সন্দেহ করিয়াই বিষণ্ন বদনে এখানে দাঁড়াইয়া আছি। যদি আপনি দয়া করিয়া এই মুদ্রা গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন, তবে হয়ত তিনি ইহা গ্রহণ করিতে পারেন।"

https://kitabbhubon.com

হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, "অতঃপর আমি গৃহে প্রবেশ করিয়া এই বিষয়ে রাবেয়াকে জানাইলে রাবেয়া আমার প্রতি বক্র দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নিন্দা করে, তিনি তাহারও জীবিকা বন্ধ করেন না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তাঁহার প্রেমে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত, তাহাকেও জীবিকা ব্যতীত তিনি জীবিত রাখেন। যে দিন হইতে আমি সেই মাশুককে জানিয়াছি ও চিনিয়াছি, সেইদিন হইতে লোকের মুখাপেক্ষী হওয়া হইতে আমি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছি। যে-ব্যক্তির ধন হালাল কি হারাম, কিছুই জানি না, বলুন ত তাহার মুদ্রা আমি কিরূপে গ্রহণ করিতে পারি?"

আবদুল ওয়াহেদ আমের বলেন, "একদা আমি ও সুফীয়ান রোগগ্রস্তা রাবেয়াকে দেখিতে গমন করি। কিন্তু রাবেয়ার প্রভাব ও ক্ষমতা স্মরণ করিয়া কোন কথা বলিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলাম। রাবেয়া সুফীয়ানকে বলিলেন, 'আপনার কিছু বক্তব্য থাকিলে বলুন।' সুফীয়ান! বলিলেন, 'দোআ করি, আল্লাহ্ তাআলা আপনার রোগ দূর করুন।' ইহা শুনিয়া সুফীয়ানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "সুফীয়ান আপনি কি জানেন না যে, কাহার আদেশে আমার এই রোগ হইয়াছে?" তিনি বলিলেন, 'হাঁ জানি, আল্লাহর ইচ্ছায়ই হইয়াছে।" রাবেয়া বলিলেন, 'যদি জানেন তাহা হইলে আবার কেন তাঁহার সমীপে রোগ দূর করিবার জন্য নিজেও দোআ করেন এবং আমাকে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দোআ করার জন্য বলিতেছেন? তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য করা অন্যায়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।' সুফীয়ান অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার কি খাইতে ইচ্ছা হয়?' রাবেয়া বলিলেন, 'সুফীয়ান আপনি জ্ঞানবান ব্যক্তি; কেন এরূপ কথা বলিতেছেন? বার বৎসর যাবৎ তাজা খোর্মা-ফল খাইতে মনে আকাঙ্ক্ষা। আপনি ইহাও জানেন বস্‌রায় খোর্মা কত সস্তা। ইহা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত আমি উহা খাই নাই। কেননা, আমি হইলাম একজন দাসী। দাসীর আবার নিজের ইচ্ছা কি? যাহা আমি ইচ্ছা করি তাহা যদি আমার মাশুকের ইচ্ছার বিপরীত হয়, তবে তাহা করা আমার পক্ষে কুফ্‌রী।" সুফীয়ান বলিলেন, 'আমি আর আপনার কোন কাজে হস্তক্ষেপ করিব না। এখন আমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করুন।' রাবেয়া বলিলেন, 'যদি তোমাদের মধ্যে দুনিয়া না হইত, তবে ধার্মিক ও নেক্‌কার হইতে পারিতে।' সুফীয়ান বলিলেন, 'ইহা কি বলিতেছেন ? তিনি বলিলেন, আমি সত্যকথা বলিতেছি। কেননা, উহা না হইত তাহা হইলে তোমরা নির্বুদ্ধিতার কথা বলিতে না যে, তোমার কি খাইতে ইচ্ছা করে? সুফীয়ান বলেনঃ 'ইহা শুনিয়া আমি অস্থির ও হয়রান হইয়া বলিলাম, 'হে আল্লাহ! তুমি আমার

https://kitabbhubon.com

প্রতি প্রসন্ন থাক।' রাবেয়া বলিলেন, 'তোমার কি লজ্জা হয় না? তুমি নিজে তাঁহার ইচ্ছায় সন্তুষ্ট নও, অথচ তাঁহার সন্তুষ্টিও চাও?'

মাশুক যেভাবে খুশী ঃ মালেক দীনার বলেন, "একদা আমি রাবেয়ার নিকট গমন করতঃ দেখিতে পাইলাম, তাঁহার নিকট একটি ভাঙ্গা পেয়ালা রহিয়াছে। উহা দ্বারাই তিনি পানি পান ও ওযূ করেন। তিনি একখানা ইটের উপর মস্তক রাখিয়া একটি পুরাতন ও ছেঁড়া চাটাইয়ের উপর শয়ন করেন। ইহা দেখিয়া আমার মনে কষ্ট হইল। আমি তাঁহাকে বলিলাম, 'জনাবা! আমার অনেক ধনী বন্ধু আছেন। আপনি আদেশ করিলে আমি তাহাদের নিকট হইতে আপনার ব্যবহারের জন্য কিছু জিনিস চাহিয়া আনিতে পারি। রাবেয়া বলিলেন, "মালেক! তুমি অত্যন্ত ভুল করিতেছ। আমার এবং তাহাদের (ধনীদের) জীবিকাদাতা কি একজন নহেন?" মালেক বলিলেন, "হাঁ, হযরত, একই জন বটে।" রাবেয়া বলিলেন, "তিনি কি দরিদ্রতার জন্য দরবেশগণকে ভুলিয়া গিয়াছেন, আর ধনাঢ্যতার জন্য আমীর ও ধনীগণকে স্মরণ করেন?" মালেক বলিলেন, "না।" রাবেয়া বলিলেন, "আচ্ছা, যখন তিনি ধনী-দরিদ্র সকলের অবস্থা জ্ঞাত আছেন, তখন তাঁহাকে আবার স্মরণ করাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন কি? তিনি যে ভাবে আমাকে রাখিতে পছন্দ করেন, আমি সেই ভাবেই থাকিতে পছন্দ করি।"

সত্যবাদীতার সংগা ঃ একদা হাসান বাস্‌রী, মালেকদীনার ও শাকীক বল্‌খী তাঁহার সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় সত্যতা ও খাঁটিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছিল। হাসান বলিলেন, "যে ব্যক্তি স্বীয় প্রভুর আঘাতে ধৈর্য ধারণ করিতে অক্ষম, সে ব্যক্তির বন্ধুত্বের দাবী সত্য নহে।" রাবেয়া বলিলেন, "ইহাতেও অহংকারের গন্ধ আসে।" শাকীক বলিলেন, "যে ব্যক্তি স্বীয় প্রভুর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে স্বীয় দাবীতে সত্য নহে।" রাবেয়া বলিলেন, "আরও উত্তম হওয়া বাঞ্ছনীয়।" হযরত মালেক দীনার বলিলেন, "যে ব্যক্তি স্বীয় বন্ধুর মনঃকষ্টে লজ্জিত না হয়, সে স্বীয় বন্ধুত্বের দাবীতে সত্য নহে।" রাবেয়া বলিলেন, "ইহা অপেক্ষাও উত্তম হওয়া চাই।" তখন সকলে বলিয়া উঠেন ঃ "আচ্ছা এখন আপনিই বলুন।" রাবেয়া বলিলেন, 'যে ব্যক্তি স্বীয় মাশুকের-দর্শনে ক্ষতের ব্যথা ভুলিয়া যায়, সে ব্যক্তি প্রকৃত বন্ধুত্বের দাবীতে সত্য নহে। লেখক বলেন, এই গুণবিশিষ্ট হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নহে। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সৌন্দর্য দর্শনে মিশরের স্ত্রীলোকগণ স্ব-স্ব হস্ত-কর্তনজনিত ব্যথা পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিল। স্বীয় সৃষ্টিকর্তার দর্শনে আত্মযখম ভুলিয়া যাওয়া মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নহে।"

মহব্বতের আলামত ঃ একদা বস্‌রার কোন এক দরবেশ তাঁহার কাছে বসিয়া সংসারের দুর্নাম ও অপবাদ করিতেছিলেন। রাবেয়া বলিলেন, "নিশ্চয়ই

https://kitabbhubon.com

তুমি সংসার-প্রেমিক। তাহা না হইলে, আল্লাহ্ যিকির ছাড়িয়া সংসারের আলোচনায় রত হইতে না। সংসার বিরাগী মানুষ সংসারের ভাল-মন্দ লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় না। মনে রাখিও, যে যাহাকে অধিক ভালবাসে সে তাহার সম্বন্ধে আলোচনাও বেশী করিয়া থাকে।"

তাওয়াক্কুল ঃ হাসান বস্‌রী (রহঃ) বলেন, "আমি একদা যোহ্‌রের নামাযের সময় রাবেয়ার গৃহে পৌঁছি। তিনি কিছু গোশত তরকারী রান্না করিতেছিলেন। আমরা ধর্মালোচনা শুরু করিলাম। 'পাক করা অপেক্ষা এই কথাই শ্রেষ্ঠ' এই বলিয়া তিনি পাতিল ও গোশ্‌ত যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া ধর্মালোচনায় মশগুল হইলেন। তরকারী আপনা আপনি তৈয়ার হইয়াছিল, উহা পুড়িয়া যায় নাই। মাগরিবের নামায পড়িয়া সন্ধ্যার পর আমরা উভয়েই উক্ত গোশ্‌ত ভক্ষণ করিলাম। হাসান বস্‌রী বলেন, উহা এত সুস্বাদু হইয়াছিল যে, জীবনে কখনও এত সুস্বাদু খাদ্য আমি ভক্ষণ করি নাই!"

ইবাদতের উদ্দেশ্য ঃ সুফীয়ান বলেন, "এক রাত্রিতে আমি রাবেয়ার গৃহে ছিলাম। দেখিলাম, তিনি সারারাত নামায পড়িলেন। আমিও অন্য ঘরে থাকিয়া নামায পড়িলাম। প্রাতঃকালে রাবেয়া বলিলেন, 'যে আল্লাহ পাক আমাকে গত রাত্রে নামায পড়িবার ক্ষমতা দিয়াছেন, "তাঁহার কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব?" পরে বলিলেন, আগামী কল্য ইহার কৃতজ্ঞতার জন্য রোযা রাখিব।"

অধিকাংশ সময় রাবেয়া মোনাজাত করিতেন- "হে আল্লাহ্ ! যদি তুমি আমাকে দোযখে প্রেরণ কর, তবে আমি এমন গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করিব, যাহার কারণে দোযখ আমার নিকট হইতে হাযার বৎসরের পথ দূরে পলায়ন করিবে। হে আল্লাহ্ ! এই জগতে তুমি যাহা আমার জন্য বণ্টন করিয়া রাখিয়াছ, উহা তোমার দোস্তদিগকে দান কর। আমার জন্য ত তুমিই যথেষ্ট। হে আল্লাহ ! যদি আমি দোযখের ভয়ে তোমার উপাসনা করি, তবে তুমি আমাকে দোযখে নিক্ষেপ করিও। আর যদি বেহেশ্‌তের আশায় তোমার ইবাদত করি, তবে বেহেশ্‌ত হইতে আমাকে বঞ্চিত করিও। আর যদি কেবল তোমার সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই তোমার উপাসনা করি, তবে তোমার স্থায়ী সৌন্দর্য দর্শন হইতে আমাকে বঞ্চিত করিও না।"

"হে আল্লাহ্! যদি তুমি আমাকে দোযখে নিক্ষেপ কর, তবে আমি এই বলিব যে, দোস্তের সহিত দোস্তের ব্যবহার দোস্তের মতই হওয়া উচিত" এই পর্যন্ত বলা হইলে পর রাবেয়া অদৃশ্যবাণী শুনিলেন; 'রাবেয়া, আমার প্রতি এরূপ ভুল ধারণা পোষণ করিও না। আমি তোমাকে আমার তেমন বন্ধুদিগেরই মধ্যে গণ্য করিব, যাহারা পরকালে আমার সহিত কথা বলিবে।'

—১১

https://kitabbhubon.com

তিনি আরও বলেন, "হে আল্লাহ্! এই সংসারে আমার কার্য এবং আমার আকাঙ্ক্ষা কেবল তোমার স্মরণ করা এবং পরকালে তোমার পবিত্র দর্শন লাভ। একমাত্র তুমি আমার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্য। এক রাতে ইবাদতের অবস্থায় বলিতেছিলেন। হে মাওলা! তুমি আমাকে একনিষ্ট অন্তঃকরণ দান করিয়াছ এবং আমার অসম্পূর্ণ নামায তুমি কবুল কর।"

ইন্তেকাল ঃ যখন তাঁহার জীবন-সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে, বহু মহৎ ও বুযুর্গলোক তাঁহার শিয়রে তখন উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বলিলেন, "আপনারা অনুগ্রহ করিয়া উঠিয়া যান এবং মাওলার দূতগণের জন্য স্থান খালি করিয়া দিন।" সকলেই ইহা শুনিয়া বাহিরে গমন করিলেন এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। অতঃপর সকলেই শুনিতে পাইলেন- يَا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِىْ اِلٰى رَبِّكِ অর্থাৎ "হে পবিত্রাত্মা, তোমার প্রভুর দিকে সন্তুষ্টচিত্তে প্রত্যাবর্তন কর।" ইহার পর কতক্ষণ পর্যন্ত আর কোন শব্দই শ্রুত হইল না দেখিয়া সকলে আবার ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাহারা দেখিলেন রাবেয়া ইহধাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

তাপসগণ বলিয়াছেন, "রাবেয়া সংসারে আসিয়া পরলোক গমন পর্যন্ত সারা জীবনে কখনও মাওলার অবাধ্য হন নাই এবং তাঁহাকে ব্যতীত কাহারও আকাঙ্ক্ষা করেন নাই। মানুষের নিকট কিছু প্রার্থনা করা দূরে থাকুক, মাওলার দরবারেও এমন প্রার্থনা করেন নাই যে, "আমাকে এমন বা তেমন রাখ।" তাঁহার মৃত্যুর পর কোন এক ব্যক্তি তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করে, "আচ্ছা, মোনকির ও নকীর নামক ফেরেশ্‌তাদ্বয় আপনাকে কি কি প্রশ্ন করিয়াছিল?" উত্তরে তিনি বলিলেন, তাঁহারা যখন প্রশ্ন করিল, 'তোমার প্রভু কে?' আমি বলিলাম, 'অনুগ্রহ পূর্বক ফিরিয়া যান এবং আল্লাহ্ তাআলাকে বলুন ঃ 'সংসারে অসংখ্য লোক থাকা সত্ত্বেও তুমি এ দুর্বলা অবলাকে ভুলিলে না। আমি তোমাকে ছাড়া কাহাকেও বন্ধু বলিয়া জানি না। এতদসত্ত্বেও তুমি কিরূপে অন্যকে পাঠাইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা কর যে, আমার প্রভু কে?"

মোহাম্মদ আসলাম ও নেযামী তুসী নামাক তাপসদ্বয় তাঁহার কবরের শিয়রে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "তুমি যে গর্ব করিতে, ইহকাল এবং পরকাল হইতে মুক্ত হইয়াছ। এখন কি অবস্থায় আছ?" কবর হইতে শব্দ হইল, "আমি ইহকালে যাহা দেখিয়াছি এবং এখনও তাহা দেখিতেছি, তোমাদের ভাগ্যেও তাহাই হউক।"

ফাযায়েল ইবনে আয়ায (রহঃ)

পরিচিতি ঃ হযরত ফোযায়েল ইব্‌নে আয়ায (রহঃ) শুধু মোত্তাকী ও পরহেযগার হিসাবে পরিচিত; বরং তিনি শায়খদের ইমাম, তরীকতের হাদী,

https://kitabbhubon.com

বেলায়ত ও হেদায়ত এবং কারামত ও রিয়ায়তের দিক দিয়া নিজের যমানায় মোকাম্মাল শায়েখ ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি মরু প্রান্তের তাঁবু খাটাইয়া চট্ বা টাট বস্ত্র পরিধান ও পশমী টুপী ব্যবহার করিতেন এবং গলায় দীর্ঘ তস্‌বীহ ঝুলাইয়া ফকীরের বেশে থাকিতেন। তাঁহার বহু বন্ধু ছিল, সকলেই দস্যু। সেই দস্যুদল ডাকাতি করিয়া লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি তাঁহার নিকট রাখিত। ফোযায়েল তাহা সকলকে বন্টন করিয়া দিতেন এবং দলপতি হিসাবে নিজের পছন্দ মত এক অংশ রাখিতেন। কিন্তু কখনও জামায়াত ব্যতীত নামায পড়িতেন না এবং তাঁহার দলের কেহ জামায়াতে নামায না পড়িলে, তাহাকে দল হইতে বাহির করিয়া দিতেন।

আশ্চর্য ঘটনা ঃ একদা একদল বণিক সেই মরুভূমির মধ্য দিয়া গমনকালে দস্যুদিগের শব্দ শুনিতে পায়। বণিকদলের একজনের নিকট অনেক নগদ টাকা ছিল। টাকাগুলি কোন স্থানে লুকাইবার জন্য সে ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে মাঠের এক প্রান্তে একটি তাঁবু ও তাহাতে টাট পরিহিত তস্‌বীহ হস্তে জায়নামাযে বসা ফকীরকে দেখিয়া সে মনে মনে ভাবিল, খুব ভালই হইয়াছে। তাঁহাকে বিশ্বাসী লোক ভাবিয়া বণিক টাকাগুলি তাঁহার নিকট আমানত রাখিতে চাহিল। তাঁবুতে এক নির্দিষ্ট স্থানে টাকাগুলি রাখিতে ফোযায়েল তাহাকে ইঙ্গিত করিলেন। বণিক টাকাগুলি যথাস্থানে রাখিয়া স্বীয় দলে প্রত্যাবর্তন করে। দস্যুদল কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া বণিকদল খালিহাত হইয়া পড়ে। দস্যুদল চলিয়া যাওয়ায় কিয়ৎক্ষণ পর উক্ত বণিক স্বীয় গচ্ছিত মুদ্রা আনয়ন করিবার জন্য পুনরায় তাঁবুতে গমন করিল এবং দস্যুদিগকে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি বন্টন করিতে দেখিয়া আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল, "হায়! স্বহস্তে টাকাগুলি দস্যুর হাতে তুলিয়া দিলাম।" ফোযায়েল দূর হইতে বণিককে দেখিয়া তাহাকে নিকটে ডাকিলেন। বণিক কাঁপিতে কাঁপিতে সেখানে গেল। ফোযায়েল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি জন্য আসিয়াছ?" বণিক বলিল, "আমায় গচ্ছিত টাকাগুলির জন্য আসিয়াছি।" ফোযায়েল বলিলেন, যেখানে উহা রাখিয়াছিলে সেস্থান হইতে নিয়া যাও।" তদানুসারে বণিক নির্দিষ্ট স্থান হইতে টাকাগুলি লইয়া দলের মধ্যে চলিয়া যায়। ফোযায়েলের সহচরেরা বলিল, "বণিকদলের মধ্যে কাহারও নিকট নগদ টাকা পাওয়া যায় নাই। তুমি টাকাগুলি কেন তাহাকে ফিরাইয়া দিতেছ?" ফোযায়েল বলিলেন, "এই লোকটি আমার প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করিয়াছিল এবং আমিও আল্লাহ তাআলার প্রতি সর্বদা ভাল ধারণা পোষণ করি। আমি তাহার ভাল ধারণাকে সত্যে পরিণত করিলাম। আশা করি, আল্লাহ তাআলাও দয়া করিয়া আমার ভাল ধারণা সত্যে পরিণত করিবেন।"

ইহার পর সেই দস্যুদল আর একদিন অন্য এক বণিকদলকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের সর্বস্ব লুটিয়া আনে। সেই দলের এক বণিক একজন দস্যুকে

https://kitabbhubon.com

জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের কি দলপতি নাই?" সে বলিল, "আছে।" বণিক প্রশ্ন করিল, "তিনি কোথায়?" দস্যু বলিল, "তিনি নদীতীরে নামায পড়িতেছেন।" বণিক বলিল, "এখন তো নামাযের সময় নয়? দস্যু বলিল, "তিনি নফল নামায পড়িতেছেন।" বণিক বলিল, "তিনি কখন আহার করেন।" দস্যু বলিল, "তিনি দিনে রোযা রাখেন।" বণিক বলিল, "এখন ত রোযার মাস নয়?" দস্যু বলিল, "তিনি নফল রোযা রাখিয়া থাকেন।" এই সকল কথা শুনিয়া বণিক আশ্চর্য হইয়া পড়ে। সে ফোযায়েলের নিকটে আসিয়া বলিল, "রোযা-নামায ও দস্যুবৃত্তির সহিত কি সম্বন্ধ আছে, তাহা আমি বুঝিলাম না?" ফোযায়েল বলিলেন, "তুমি কি পবিত্র কোরআন পড়িয়াছ?"সে বলিল,"হাঁ পড়িয়াছি।"ফোয়ায়েল বলিলেন,"তুমি কি এই পবিত্র আয়াত পড় নাই-

وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا

'দ্বিতীয়দল স্বীয় পাপরাশিকে স্বীকার করিল এবং পুণ্য কার্যসমূহ উহার সহিত মিশ্রিত করিল?" ইহা শুনিয়া বণিক অবাক হইয়া যায়।

ফোযায়েল বড়ই সাহসী ও ভদ্র ছিলেন। কোন যাত্রীদের স্ত্রীলোক থাকিলে তাহাদিগকে তিনি কিছুই বলিতেন না। যাহার নিকট সামান্য ধন পাইতেন তাহাকে ছাড়িয়া দিতেন এবং বিদায়কালে লুণ্ঠিত প্রত্যেক বণিককেই কিছু কিছু টাকাকড়ি দিয়া বিদায় করিতেন। প্রথম জীবনে তিনি জনৈক স্ত্রীলোকের প্রতি আশেক ছিলেন। উপার্জন করিয়া যাহা পাইতেন সমস্তই তাহার নিকট প্রেরণ করিতেন, কখন কখন তাহার মহব্বতে ক্রন্দন করিতেন।

নছীহতপূর্ণ ঘটনা ঃ কোন এক রাত্রে একদল বণিক নিকটবর্তী একটি রাস্তা দিয়া গমন করিতেছিল। তন্মধ্যে একজন এই আয়াতটি পড়িতেছিল-

اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ الخ

অর্থাৎ "এখনও কি আল্লাহ্র যিকির দ্বারা ইমানদারগণের অন্তঃকরণ সমূহকে ভীত ও জাগ্রত করিবার সময় আসে নাই?" এই আয়াত শ্রবণে তাঁহার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠে। তাঁহার অন্তরে যেন তীর বিদ্ধ হইল। মনে মনে তিনি বলিতে লাগিলেন, "হে মন! আর কতকাল ডাকাতি করিবে?"

অতঃপর এই বলিয়া তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "এখন তওবার সময় আসিয়াছে, তোমার পাপ সীমা অতিক্রম করিয়াছে।" তৎক্ষণাৎ তিনি তওবা করিলেন। সেই সময় আর একদল বণিক সে স্থান দিয়া যাইতেছিল। তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতেছিল, "এই পথে ফোযায়েল আছে, এই স্থান দিয়া যাইতে পারিবে না।" এই কথা শুনিয়া ফোযায়েল বলিলেন, "ওহে পথিকগণ, তোমাদিগকে সুসংবাদ প্রদান করিতেছি। ফোযায়েল তওবা করিয়াছে। তাহার জীবনের পরিবর্তন হইয়াছে। এখন সে তোমাদের সংসর্গ হইতে পলায়ন

https://kitabbhubon.com

করিতেছে।' তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে দৌড়াইতে লাগিলেন। পথে এক ব্যক্তিকে দেখিয়া বলিলেন, "ভাই! তোমার আল্লাহর কসম, আমাকে বাদশাহের নিকট লইয়া চল, আমার প্রতি তাঁহার ক্রোধ আছে। আমাকে পাইলেই তিনি উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিবেন। আমি তাঁহার নিকট শাস্তিপ্রার্থী। ফোযায়েলের অনুরোধে লোকটি তাঁহাকে বাদশাহের নিকট উপস্থিত করিল। বাদশাহ্ তাঁহার দিকে নযর করিয়াই তাঁহার জীবনে মহাপরিবর্তন সাধিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারেন এবং সম্মানের সহিত তাঁহাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। গৃহের দরজায় আসিয়া ফোযায়েল পরিবারের লোকগণকে ডাকিলেন। তাহারা ফোযায়েলের গলার আওয়ায শুনিয়াই বলিল, "হায়! স্বরভগ্ন হইয়াছে! নিশ্চয়ই তিনি কোন কঠিন আঘাত পাইয়াছেন।" ফোযায়েল বলিলেন, "হাঁ, শক্ত আঘাতই পাইয়াছি।" তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় আঘাত পাইয়াছেন?" তিনি বলিলেন, "প্রাণের ভিতর।" তারপর ঘরে যাইয়া স্ত্রীকে বলিলেন, "আমি মক্কা শরীফ যাইতে ইচ্ছুক, তোমার মত কি?" স্ত্রী বলিল, "আমি কখনও তোমার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইব না। তুমি যেখানে যাও, আমিও সেখানে থাকিয়া তোমার খেদমত করিব।" ফোযায়েল স্ত্রীকে লইয়া মক্কা শরীফে চলিয়া গেলেন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁহাকে সৎপথ প্রদর্শন করিলেন। তিনি মক্কা শরীফের অধিবাসী হইয়া অনেক দরবেশ ও আওলীয়ার খেদমত করিলেন। অবশেষে ইমাম আবূ হানীফার ছোহ্বতে থাকিয়া ধর্মজ্ঞান লাভ করতঃ আলেম হন এবং ইবাদতে মশ্গুল হন। কালক্রমে তিনি স্বয়ং উপদেষ্টার স্থান গ্রহণ করেন। প্রত্যহ মক্কার শত শত লোক তাঁহার উপদেশ ও ওয়ায শুনিবার জন্য উপস্থিত হইত। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার আত্মীয়-স্বজনগণও বাগদাদ হইতে এখানে আগমন করেন। কিন্তু ফোযায়েল তাহাদিগকে সাক্ষাতের অনুমতি প্রদান করিলেন না। তাহারাও ফিরিয়া গেলেন না। অতঃপর তিনি গৃহের ছাদের উপরে উঠিয়া তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ "আল্লাহ তাআলা তোমাদিগকে সঠিক জ্ঞান দান করুন, যাহাতে তোমরা কোন নেক আমলে লাগিয়া যাইতে পার।" ইহা শুনিয়া তাঁহারা বিষন্ন হইয়া পড়েন এবং ফোযায়েলের সংসর্গে নিরাশ হইয়া বাগদাদের দিকে চলিয়া যান।

অমুখাপেক্ষিতা ঃ খলীফা হারুনুর রশীদ এক রাত্রে ফযল বর্মক্কীকে বলিলেন, "দুনিয়ার কোলাহলে আমার মন বড় ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। আমার কিছুই ভাল লাগে না। আমাকে এমন এক ওলীর নিকট লইয়া চল যাঁহার দ্বারা আমার অন্তর শান্তিলাভ করিতে পারে।" ফযল বর্মক্কী তাঁহাকে দরবেশ সুফীয়ানের নিকট উপস্থিত করিলেন। দরজায় আঘাত করিলে সুফীয়ান বলিলেন, "কে?" তিনি বলিলেন, "আমীরুল মু'মিনীন।" সুফীয়ান বলিলেন, "তুমি তাঁহার আগমনের কথা কেন আমাকে পূর্বে জানাইলে না? আমি স্বয়ং তাঁহার দরবারে

https://kitabbhubon.com

উপস্থিত হইতাম।" ইহা শুনিয়া খলীফা বলিলেন, "আমি যাঁহাকে চাই, এ ব্যক্তি তিনি নন।" সুফীয়ান বলিলেন, "ফোযায়েল আয়াযই সম্ভবতঃ আপনার প্রত্যাশিত ব্যক্তি।" তৎপর তাঁহারা ফোযায়েল আয়াযের দরজায় উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, তিনি কোরআন শরীফের এই আয়াতটি পড়িতেছেন, –

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الخ

অর্থাৎ, অসৎ লোকগণ কি মনে করে যে, আমি তাহাদিগকে ঈমানদার ও পুণ্যাত্মাগণের শ্রেণীতে গণ্য করিব ?" খলীফা বলিলেন, "আমি যখন উপদেশপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছি, এই আয়াতই আমার জন্য যথেষ্ট।" তৎপর তিনি দরজায় আঘাত করিলেন। ফোযায়েল ইবনে আয়ায বলিলেন, "বাহিরে কে?' উত্তর হইল, "আমীরুল মু'মিনীন।" ফোয়ায়েল বলিলেন, "আমার নিকট তাঁহার কি প্রয়োজন ? আমারই বা তাঁহার নিকট কি প্রয়োজন? আমাকে সংসারসক্ত করিও না।" খলীফার সহচর বলিলেন, "রাজ্যের বাদশাহের সম্মান করা কর্তব্য।" ফোযায়েল বলিলেন, "আমাকে বিরক্ত করিও না।" ইহার পর তাঁহারা ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন। ফোযায়েল বলিলেন, "অনুমতি দিতে পারি না,তবে আসিতে চাহিলে আপনার ইচ্ছা।" খলীফাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ফোযায়েল তাড়াতাড়ি জ্বালান বাতিটি নিবাইয়া ফেলিলেন, যাহাতে তাঁহার মুখ দর্শন করিতে না পারেন। এই অবসরে খলীফা অন্ধকারের মধ্যে ফোযায়েলের হাতের সহিত নিজ হাত মিলাইলেন। ফোযায়েল বলিলেন "হায়! কি সুকোমল হাত! ইহা দোযখের অগ্নি হইতে রক্ষা পাইলেই হয়।" ইহা বলিয়াই তিনি নামাযে দণ্ডায়মান হইলেন। হারুনুর রশীদ কাঁদিতে লাগিলেন ও বলিলেন, "আরও কিছু বলুন।" ফোয়ায়েল সালাম ফিরাইয়া বলিলেন, "হারুন! তোমার পিতা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা ছিলেন। তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কোন এক মযহাবের সর্দারের পদপ্রার্থী হইয়াছিলেন। হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছিলেন, 'চাচা, আপনাকে নিজের নফসের উপর আমীর নিযুক্ত করিলাম। কারণ, হাজার বৎসর খলীফারূপে লোকের খেদমত করা অপেক্ষা আপন জীবন আল্লাহর ইবাদতে মশ্গুল রাখা অধিক উত্তম। শেষ বিচারের দিন হুকুমত (সর্দারী) নাদামতের (লজ্জার) কারণ হইবে।" হারুনুর রশীদ বলিলেন, "আরও কিছু বলুন।" ফোযায়েল বলিলেন, "ওমর ইব্নে আবদুল আযীয খলীফার আসনে বসিয়াই বুদ্ধিমান লোকদেরকে ডাকিলেন এবং বলিলেন, "আমি খলীফাপদে নিযুক্ত হইয়াছি। আমার কি কি করা কর্তব্য এখন আপনারা ঠিক করিয়া দিন।" একজন বলিলেন, "যদি কিয়ামতের দিন আল্লাহর শাস্তি হইতে মুক্তি পাইতে চাও, তবে মুসলিম বৃদ্ধ পুরুষদিগকে আপন পিতার ন্যায়, যুবকদিগকে ভ্রাতার ন্যায়,

https://kitabbhubon.com

বালক- বালিকাদিগকে সন্তানের ন্যায় ও স্ত্রীলোকদিগকে ভগিনী বা জননীর ন্যায় মনে করিবে এবং সেভাবেই ব্যবহার করিবে।" খলীফা বলিলেন, আরও বলুন।' তিনি বলিলেন, "এই মুসলিম রাজ্যকে তোমার গৃহ, প্রজা-মণ্ডলীকে তোমার পরিজন মনে করিবে। পিতৃ-পুরুষদিগের সহিত নম্র ব্যবহার কর, ভ্রাতাদের প্রতি সদয় হও এবং সন্তানবর্গের কল্যাণ সাধন কর।" অতঃপর তিনি বলেন ঃ "আমি আশঙ্কা করিতেছি যে, তোমার এই সুন্দর মুখমণ্ডল দোযখের আগুনে জ্বলিয়া কদাকার হইয়া যাইবে। কেননা, বহু আমীর ও হাকীম সেখানে জ্বলিবে।" ইহা শুনিয়া খলীফা কাঁদিয়া অস্থির হইয়া পড়েন। ফোযায়েল বলিলেন, "আল্লাহকে ভয় কর। আখেরাতে জওয়াবদেহীর জন্য প্রস্তুত হও। আল্লাহ তাআলা শেষ বিচারের দিন তোমাকে প্রত্যেক ব্যক্তির সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করিবেন, তজ্জন্য নিজেকে তৈয়ার রাখিবে। যদি কোন রাত্রে একটি বৃদ্ধাও অনাহারে ও অনিদ্রায় রাত কাটায় পরদিন সে তোমার বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে নালিশ করিবে এবং তোমার পোশাকের আঁচল টানিয়া ধরিবে।" এই কথা শুনিয়া হারুনুর রশীদ রোদন করিতে থাকেন। ফযল বরমক্কী বলিলেন, "হে ফোযায়েল! তুমি আমীরুল মু'মিনীনকে মারিয়া ফেলিয়াছ। এখন ক্ষান্ত কর।" ফোযায়েল বলিলেন, "রে হামান, চুপ হও।" তুমি ও তোমার দলের লোকেরাই তাঁহাকে বধ করিয়াছ, আমি নহি।" ইহাতে খলীফা হারুনের রোদনের মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল এবং বন্ধুকে বলিলেন, 'ইনি তোমাকে হামান এইজন্যই বলিলেন যে, ইনি আমাকে ফেরআউন বলিয়া জানেন।" তৎপর খলীফা হারুনুর রশীদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কোন ঋণ আছে কি?" ফোযায়েল বলিলেন, "হাঁ, আমি আল্লাহ তাআলার নিকট ঋণী। তাঁহার ইবাদত ও হুকুম পালনই আমার ঋণ। যদি তিনি তজ্জন্য আমাকে মা'ফ না করেন, তবে বড়ই বিপদের কারণ হইবে।" হারুনুর রশীদ বলিলেন, "লোকের নিকট কোন ঋণ আছে কিনা তাহাই আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি।" ফোযায়েল বলিলেন, "আল্লাহ্‌র শোকর, আমি তাঁহার বহু নেয়ামত ভোগ করিতেছি। আর কিছু বলিবার নাই।" ইহার পর খলীফা এক হাজার দীনারের একটি থলিয়া হাদিয়াস্বরূপ তাঁহার পায়ের কাছে রাখিয়া বলিলেন, "এই মাল হালাল ইহা আমার মায়ের সম্পত্তি হইতে আমি লাভ করিয়াছি, আপনি ইহা গ্রহণ করুন।" ফোযায়েল আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "আহা! আমার সমস্ত উপদেশই বৃথা গেল। উহা দ্বারা তোমার কোনই ফল হইল না। এখনই তুমি অবিচার আরম্ভ করিয়াছ। আমি তোমার ভার হাল্‌কা করিতে চাহিতেছি এবং তোমাকে মুক্তির দিকে আহ্বান করিতেছি। পক্ষান্তরে তুমি আমার বোঝা ভারী করিয়া হালাক (ধ্বংস) করিতে চহিতেছ। আমি বলি, তোমার যাহা আছে তাহা উপযুক্ত পাত্রে দান কর। অথচ যাহাকে দেওয়া উচিত নহে; তুমি তাহাকেই দান

https://kitabbhubon.com

করিতেছ। আমার উপদেশে তোমার কোন উপকারই হইল না।" ইহা বলিয়া তিনি হারুনের নিকট হইতে উঠিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।" হারুন বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "ইনি বাস্তবিক মানুষ বটে।"

ওলীর সন্তান ঃ একদা ফোযায়েল আপন পুত্রকে কোলে করিয়া স্বাভাবিক স্নেহবশতঃ চুম্বন করিতেছিলেন। বালক বলিল, আব্বা, আপনি কি আমাকে ভালবাসেন? তিনি বলিলেন, "হাঁ!" বালক বলিল, "আপনি কি আল্লাহ্ পাক্‌কেও ভালবাসেন?" তিনি বলিলেন, "হাঁ, ভালবাসি।" বালক বলিল, "আব্বা, একটি অন্তঃকরণে কি করিয়া দুইটি ভালবাসা স্থান পাইতে পারে?" ফোযায়েল বুঝিতে পারিলেন, ইহা প্রকৃতপক্ষে বালকের বাণী নহে, বন্ধুরই বাণী বটে তখনই বালকটিকে কোল হইতে নামাইয়া মাটিতে রাখিয়া দিলেন এবং আল্লাহ তাআলার গভীর প্রেমে মশ্‌গুল হইলেন।

কথিত আছে, একদা ফোযায়েল আরাফাতের ময়দানে দাঁড়াইয়া লোকের অবস্থা দেখিতেছিলেন এবং তাহাদের কান্নাকাটি শুনিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, "সুব্‌হানাল্লাহ্! যদি এত অধিক সংখ্যক লোক কোন কৃপনের নিকট যাইয়া এরূপ কান্নাকাটি করিয়া ধন প্রার্থনা করিত, তবে সে কখনও প্রার্থিগণকে নিরাশ করিত না। হে আল্লাহ ! তুমি যখন করীম ও দাতা, তখন তোমার পক্ষে তাহাদিগকে দান করা অতি সহজ। তুমি দাতাগণের দাতা। আশা করি তুমি সকলকেই মা'ফ করিবে।"

আরাফাতের রাত্রে লোকেরা ফোযায়েলকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি আরাফার লোকদের সম্পর্কে কি অভিমত পোষণ করেন। আল্লাহ্ তাআলা সকলকেই ক্ষমা করিবেন কি ?" তিনি বলিলেন, ফোযায়েল যদি সেই লোকগণের অন্তর্ভুক্ত না হইত, তবে সকলেই ক্ষমা প্রাপ্ত হইত।"

গোপন তথ্যের আলোচনা ঃ হযরত ফোয়ায়েলের নিকট কেহ জিজ্ঞাসা করিল, মাওলার মহব্বত মাওলার পরিপূর্ণ দীদার পর্যন্ত কোন সময় পৌঁছিয়া থাকে ? বলিলেন, যখন বান্দার জন্য দুনিয়া এবং দ্বীন সমান হইবে।

লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, "কোনও ব্যক্তি যদি ('লোব্বায়েক') উপস্থিত আছি এই ভয়ে না বলে যে, ইহার উত্তরে لَا لَبَّيْكَ (লা লাব্বায়েক) 'উপস্থিত নয়' শুনিতে হয়, তবে তাহার সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?" উত্তরে তিনি বলিলেন, 'আমি আশা করি এরূপ ব্যক্তির ন্যায় মর্যাদা আল্লাহ তাআলার নিকট কোন লাব্বায়েক উচ্চারণকারীই পাইবে না।" তবে ঐ পর্যায়ের লোক হইতে হইবে।

লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, "হুযূর ধর্মের মূল কি? উত্তর করিলেন, "আকল (বুদ্ধি)।" লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, "আকলের মূল কি?" উত্তর করিলেন,

https://kitabbhubon.com

"এলেম।" লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, "এলেমের মূল কি?" উত্তর করিলেন, "সবর বা ধৈর্যধারণ করা।"

ইমাম আহ্‌মদ ইব্‌নে হাম্বল বলেন, "আমি ফোযায়েলকে বলিতে শুনিয়াছি,"যে ব্যক্তি প্রকৃত ধর্মীয় উন্নতির অন্বেষণকারী হয় সে (লোকচক্ষে) হেয় হয়।" তিনি আরও বলেন, "আমি ফোযায়েলকে বলিলাম, 'আমাকে উপদেশ দান করুন।' তিনি বলিলেন, تَابِع (তাবে') অর্থাৎ অনুসরণকারী হইও। مَتْبُوْع (মাত্‌বু') অনুসরণীয় হইও না।"

হযরত বিশ্‌রে হাফী বলেন, "আমি ফোযায়েলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ধর্ম-ভীরুতা উত্তম, না রেযা (সন্তুষ্টি) উত্তম?" তিনি বলিলেন, "রেযাই উত্তম। কেননা, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকে, সে প্রাপ্ত মর্যাদা হইতে অধিক চায় না।"

সুফীয়ান সাওরী একবার ফোযায়েলের নিকট উপস্থিত হইয়া সারা রাত্রি ধর্ম বিষয়ে নানারূপ আলোচনা করেন। পরে তিনি বলেন, "আজিকার রাত্রের সভা বড়ই মোবারক ও শুভ হইয়াছে।" ফোযায়েল বলিলেন, "না, অদ্য রাত্রির সভা বড়ই অশুভ এবং সর্বনাশী।" সুফীয়ান জানিতে চাহিলেন, "কেন ?" ফোযায়েল বলিলেন, "কারণ, তুমি সারা রাত্রি এইরূপ আলাপে রত ছিলে, যাহাতে আমার মন সন্তুষ্ট হয় এবং আমিও এই চেষ্টায় ছিলাম যাহাতে তোমার কথার ঠিক উত্তর দিয়া তোমার মন সন্তুষ্ট করিতে পারি। আমরা উভয়েই কথাবার্তায় রত থাকিয়া আল্লাহ তাআলার নিকট মোনাজাতে ও তাঁহার ধ্যানে নিমগ্ন হইতে পারি নাই। সুতরাং আমরা তাঁহার সন্তুষ্টি হারাইয়া ফেলিয়াছি। এরূপ মজলিস অপেক্ষা নির্জনে আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশগুল থাকা শতগুণে ভাল।"

নছীহত

❊ এক ব্যক্তি হযরত ফোযায়েলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, ফোযায়েল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন আসিয়াছ ?" সে বলিল, "আপনার সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপে শান্তি লাভ করিবার জন্য।" তিনি বলিলেন,আল্লাহর কসম, ইহা পশুত্বের নিকটবর্তী। প্রকৃতপক্ষে তুমি মিথ্যা দ্বারা আমাকে প্রতারণা করিবে এবং আমিও মিথ্যা দ্বারা তোমাকে প্রতারিত করিব। এই উদ্দেশ্যেই তুমি আসিয়াছ। দয়া করিয়া এখান হইতে চলিয়া যাও। নির্জনে থাকিয়া ইবাদত কর।"

❊ বন্দেগী এমন নির্জন স্থানে থাকিয়া কর যেখানে কেহ তোমাকে দেখিতে না পায় এবং তুমিও কাহাকেও দেখিতে না পাও। ইহাই উত্তম।*

আল্লাহ ভক্ত লোক নির্জনে থাকিলে উপকার হয়। নফসের পূজারী লোক নির্জনে থাকিলে ক্ষতি হয়।

https://kitabbhubon.com

❊ যে ব্যক্তি আমার পার্শ্ব দিয়া গমন করে অথচ আমাকে সালাম করে না এবং আমি যখন রোগগ্রস্ত হই, আমাকে দেখিতে আসে না, সে আমার প্রতি বড়ই সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া থাকে।

❊ যখন রাত্রি হয়, তখন আমি বড়ই আনন্দ অনুভব করি; কারণ তখন নীরবে আল্লাহর ধ্যান করিতে পারি। কিন্তু যখন সকাল হয়, তখন বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়ি, কেননা, তখন লোকজন জমা হয় ও আমাকে অনর্থক পেরেশান করে।"

❊ যে ব্যক্তি নির্জনতাকে ভয় করে ও লোকের সহিত মেলামেশা করিয়া শান্তি লাভ করে, সে শান্তি হইতে বহু দূরে থাকে।

❊ যে ব্যক্তি স্বীয় আখেরাতের মঙ্গলজনক আমল সম্বন্ধেই কেবল কথোপকথন করে, তাহার অন্যান্য বাক্যালাপ খুবই কম হয়।

❊ যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহকেই ভয় করে, তাহার বাক্‌শক্তি রহিত হয়।

❊ যখন আল্লাহ্ তাআলা কাহাকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন, তখন তাঁহাকে বহু বিপদে ফেলিয়া থাকেন এবং যখন কাহাকেও শত্রুরূপে গ্রহণ করেন, তখন তিনি তাহার দুনিয়ার ধন ও সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া দেন।

❊ প্রত্যেক বস্তুরই যাকাত আছে। আকলের (জ্ঞানের) যাকাত হইতেছে গভীর চিন্তা। এই কারণেই হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা চিন্তিত ও ধ্যানে মশ্‌গুল থাকিতেন।

❊ বেহেশ্‌তে কাহারও রোদন করা যেমন আশ্চর্যজনক, দুনিয়ায় হাস্য করাও তেমনই আশ্চর্যজনক।

❊ যাহার অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় স্থান লাভ করে, অযথা কথা তাহার মুখ হইতে বাহির হয় না। আল্লাহ ভীতি তাহার কামভাব ও দুনিয়ার প্রতি আসক্তিকে জ্বালাইয়া দেয় এবং দুনিয়ার গীবত (কুৎসা রটনা) তাহার মন হইতে বাহির করিয়া দেয়।

❊ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলাকে ভয় করে, সকলেই তাহাকে ভয় করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাককে ভয় করে না, কেহই তাহাকে ভয় করে না।

❊ সাধকের যোহ্‌দ বা ত্যাগ পরকালের অনুরাগ অনুসারে হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে মাওলার গোপনতত্ত্বে যত অধিক জ্ঞানী হয়, সে মাওলার ভয়ে সেই অনুপাতে ভীত থাকে এবং যে আখেরাতের নেয়ামতের যত বেশী আকাঙ্ক্ষী হয়, সে দুনিয়াতে সেইরূপ সংসার বিরাগী হয়।

❊ উম্মতে মোহাম্মদীর মধ্যে আমি কাহাকেও ইব্‌নে সীরীন হইতে অধিক আল্লাহভীতি সম্পন্ন দেখি না।

❊ যদি দুনিয়ার সমস্ত বস্তু আমার জন্য বৈধ করা যায়, তবুও আমি গলিত লাশের ন্যায় উহা গ্রহণে লজ্জা ও ঘৃণা বোধ করিব।

https://kitabbhubon.com

❋ দুনিয়ার পাপরাশিকে যদি একস্থানে জমা করা যায়, তাহা হইলে দুনিয়ার প্রতি শত্রুতাই সমস্ত পাপ হইতে রক্ষা পাইবার পুঞ্জিস্বরূপ হইবে।

❋ সংসারে প্রবেশ করা সহজ, কিন্তু উহা হইতে বাহির হওয়া (মুক্তি পাওয়া) অত্যন্ত কঠিন।

❋ দুনিয়া একটি পাগলা-গারদ স্বরূপ, তাহাতে যাহারা বাস করে, তাহারা পাগল সদৃশ। কয়েদখানায় যেমন পাগলের হাত-পা শিকরে বাঁধা থাকে তেমনি তাহারাও দুনিয়ার মায়া-মমতায় আবদ্ধ থাকে।

❋ আল্লাহর কসম, যদি বেহেশ্‌ত মাটির নির্মিত ও চিরস্থায়ী হইত এবং সংসার স্বর্ণ-নির্মিত ও অস্থায়ী হইত, তাহা ইহলেও চিরস্থায়ী মাটির তৈয়ারী বেহেশ্‌তের প্রতিই লোকের অধিক অনুরাগ থাকা উচিত হইত; সুতরাং বেহেশ্‌ত যখন সোনার তৈয়ারী ও চিরস্থায়ী এবং সংসার মাটির তৈয়ারী ও অস্থায়ী, এ অবস্থায় বেহেশ্‌ত ছাড়িয়া দুনিয়ার প্রতি অনুরাগী হওয়ার কারণ থাকিতে পারে না।

❋ মনে রাখিও, কোন ব্যক্তির আখেরাতের পুঁজি না কমাইয়া তাহাকে দুনিয়ার সম্পদ দেওয়া হয় না। দুনিয়ায় তুমি যাহা উপার্জন করিতেছ, আখেরাতে তুমি তাহাই পাইবে। এখন দুনিয়ায় কম বা বেশী উপার্জনে রত থাকিবে কি থাকিবে না তাহা তোমার ইচ্ছা।

❋ দুনিয়ার মূল্যবান পোশাক এবং সুস্বাদু খাদ্যের অভ্যাস কম কর, কেননা, অন্যথায় বেহেশ্‌তের লেবাছ ও সুস্বাদু খাদ্য হইতে বঞ্চিত থাকিবে।

❋ আল্লাহ তাআলা পাহাড়গুলিকে বলিলেন, "তোমাদের একটি পাহাড়ে আমি আমার এক নবীর সহিত বাক্যালাপ করিতে চাই।" তূর পর্বত ব্যতীত অন্যান্য পাহাড়গুলি অহংকার বশতঃ উহা অস্বীকার করে। তূর পর্বত বিনয় প্রকাশ করায় আল্লাহ্ তাআলা সেখানে মূসা (আঃ)-এর সহিত বাক্যালাপ করিয়া তূরকে ধন্য করেন। আল্লাহর নিকট নম্র হওয়া, তাঁহার হুকুমের তাবেদার হওয়া উহা আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় এবং আল্লাহ্ যাহা হুকুম করেন, তাহা পালন করা ও যাহা নিষেধ করেন তাহা হইতে বিরত থাকার নামই হইতেছে বিনয়।

❋ যে ব্যক্তি নিজেকে সম্মানিত বলিয়া মনে করে, সে বিনয়ী নহে। তিনটি বস্তুর অন্বেষণ করিও না। কেননা, উহা পাইবে নাঃ (ক) এইরূপ একজন পরিপক্ক আলেম যিনি এলেম অনুযায়ী পুরাপুরী আমল করিয়াছেন। (খ) এমন দরবেশ যাহার এখলাস তাহার কার্যের অনুরূপ হইবে। (গ) এইরূপ ভাই, যিনি সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন।

❋ যে ব্যক্তি আপন ভ্রাতার সহিত বাহ্যিক ভালবাসা দেখায় ও অন্তরে শত্রুতার ভাব পোষণ করে, আল্লাহ্ তাআলা তাহার উপর লা'নত (অভিশাপ)

https://kitabbhubon.com

করেন। এরূপ ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলা অন্ধ ও বধির করিয়া উঠাইবেন।

❋ দুনিয়াদারীর উদ্দেশ্যে সৎকার্যের প্রতি ভালবাসা দেখান রিয়া অর্থাৎ কপটতার মধ্যে গণ্য। মানুষকে দেখাইবার জন্য সৎকার্য করা শির্কের (অংশীবাদের) মধ্যে গণ্য। এই দুইটি হইতে আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করিলেই তোমার মধ্যে বিশুদ্ধ প্রেম জন্মিবে।

❋ আল্লাহ যে অবস্থায় রাখুন না কেন, উহাতে সন্তুষ্ট থাকার নামই প্রকৃত যোহ্দ বা ত্যাগ। সাধকগণ আল্লাহ তাআলার সকল কাজে সন্তুষ্ট থাকেন।

❋ আল্লাহ তাআলা সম্বন্ধে যে যত অধিক জ্ঞানলাভ করে, সে তত বেশী তাঁহার ইবাদতে মশ্‌গুল থাকে। দুনিয়ায় কাহারও নিকট হইতে কোন প্রকার সাহায্য প্রার্থী না হওয়াই প্রকৃত বীরত্ব।

❋ আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কাহারও উপর ভরসা না রাখা এবং তাঁহার ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভয় না করার নাম তাওয়াক্কুল বা প্রকৃত নির্ভরশীলতা।

❋ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাসী, তিনি তাঁহার উপর নির্ভরশীল হন। যে ব্যক্তি কোন কার্যে আল্লাহর উপর দোষারোপ করে, সে নির্ভরশীল নয়। অন্তরে ও বাহিরে তাঁহার সন্তুষ্টিতেই সন্তুষ্ট থাকা এবং কোন ক্রমেই তাঁহার নিন্দা না করা প্রত্যেকের কর্তব্য।

❋ তোমাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, তুমি কি আল্লাহ্ তাআলাকে ভালবাস? তাহা হইলে তুমি চুপ থাকিও। কারণ, তুমি যদি বল 'ভালবাসি না' তবে কাফের হইবে। আর যদি বল, 'হাঁ, আমি তাঁহাকে ভালবাসি' তবে মিথ্যা বলা হইবে; যেহেতু তোমার কার্যসমূহ বন্ধুর ন্যায় নহে।

❋ অনেক লোক পাক পবিত্র হইবার জন্য কা'বা শরীফে গমন করিয়া থাকে, কিন্তু নাপাক হইয়া তথা হইতে বাহির হয়।

❋ কেহ চতুষ্পদ পশুকে লা'নত (অভিশাপ) করিলে ইহার উত্তরে পশু "আমীন" বলে- অতঃপর এই বলিয়া দোআ করে- "আল্লাহ্, আমার এবং এই ব্যক্তির মধ্যে যে বেশী নাফরমান এই লানত তাহার উপর বর্ষিত হউক।"

❋ আমার একটি মাত্র দোআ আল্লাহ তাআলা কবুল করিবেন, ইহা যদি আমি জানিতে পারি, তবে আমি উক্ত দোআ বাদশাহ্‌রই জন্য করিব। কারণ, যদি আপন চরিত্র সংশোধনের জন্য আমি দোআ করি, তাহা হইলে শুধু আমিই সংশোধিত হইব, পক্ষান্তরে বাদশাহ্ সংশোধিত হইলে রাজ্যের সকল প্রজা সংশোধিত হইবে।

❋ দুইটি স্বভাব ধ্বংসের কারণ হইয়া থাকে ঃ (ক) বেশী খাওয়া, (খ) বেশী শয়ন করা।

https://kitabbhubon.com

❋ মূর্খতাবশতঃ তোমাদের মধ্যে দুইটি স্বভাব দেখা যায় ঃ (ক) বিনা কারণে হাসা, (খ) লোককে উপদেশ প্রদান করা, কিন্তু নিজে সেই অনুসারে কার্য না করা ও রাত্রি জাগরণে অলসতা করা।

❋ আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "হে মানব, যদি তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদিগকে স্মরণ করিব। যদি তোমরা আমাকে না ভুল, আমিও তোমাদিগকে ভুলিব না।"

❋ আল্লাহ্ তাআলা জনৈক পয়গম্বরকে বলিয়াছেনঃ আপনি পাপীদিগকে এই সংবাদ দান করুন যে, "যদি তাহারা তওবা করে, আমি তাহা কবুল করিব এবং ছিদ্দীকগণকে ভয় প্রদর্শন করুন যে, আমি ইচ্ছা করিলে সকলকেই আযাব দিতে পারি।"

ঘটনাবলী ঃ একবার হযরত ফোযায়েলের এক বাচ্চার পেশাব বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তিনি দোআ করিলেন, আয় আল্লাহ্! তোমার কসম! তুমি এই রোগ ভাল করিয়া দাও। সুতরাং বাচ্চা ঐ সময়ই ভাল হইয়া গিয়াছিল।

ফোযায়েল দোআ করিতেন, "এলাহী! তুমি অনেক সময় আমাকে উপবাস রাখিয়া থাক, এমনকি রাত্রে বাতিও দান কর না। এইগুলি ত তোমার প্রিয়দিগের বিশেষত্ব। আমি এমন কি কাজ করিয়া এইরূপ সম্মান লাভ করিলাম, তাহা বুঝি না। তুমি আমার প্রতি রহ্মত নাযিল কর। কারণ, তুমি আমার অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞাত আছ। আমার প্রতি আযাব নাযিল করিও না, কেননা তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে পার।"

কথিত আছে যে, ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত কেহ ফোযায়েলের মুখে হাসি দেখে নাই। কিন্তু যে-দিন তাঁহার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছিল, সেদিন তিনি হাস্য করিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া লোকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই সময় হাস্য করিবার কারণ কি?" তিনি উত্তর করিলেন, "আমি বুঝিতে পারিলাম, আল্লাহ্ তাআলা তাহার মৃত্যুতে সন্তুষ্ট, সেইজন্য তাহাকে তলব করিয়াছেন। অতএব, আমিও তাঁহার সন্তুষ্টির সহিত শরীক হইয়া হাস্য করিলাম।"

শেষ জীবনে তিনি বলিতেন, "পয়গম্বরগণের প্রতি আমার কোন ঈর্ষা নাই। কারণ, তাঁহারাও কবর, কিয়ামত, দোযখ ও পুলসিরাত দর্শন করিবেন এবং তাঁহাদের প্রত্যেকেই ভয়ে নাফ্সী নাফ্সী করিবেন। ফেরেশ্তাগণের প্রতিও আমার ঈর্ষা নাই, যেহেতু মানুষের চেয়ে তাহাদের ভয় অধিক। আমার ঈর্ষা শুধু তাহাদের প্রতি যাহারা এখনও মাতৃগর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করে নাই।

একদা জনৈক কারী সাহেব মধুরস্বরে তাঁহার সম্মুখে কোর্আন শরীফের কোন একটি আয়াত পড়িলেন। তিনি বলিলেন, "কারী সাহেবকে আমার পুত্রের নিকট লইয়া যাও। তিনি তাহাকে কোর্আন শরীফ পাঠ করিয়া শুনাইবেন। কিন্তু

https://kitabbhubon.com

সুরায়ে "আল্ ক্বা-রিয়া" তাহার সম্মুখে যেন পড়া না হয়। কেননা, তাহাতে কিয়ামত সম্বন্ধে যে বর্ণনা আছে, ইহা শুনিলে সে সহ্য করিতে পারিবে না।" কিন্তু ঘটনাক্রমে কারী সাহেব উক্ত সূরাই পড়িলেন। উহা শুনিয়া তাঁহার পুত্র জোরে এক চীৎকার মারিয়া প্রাণ ত্যাগ করিল।

ওফাতের সময় ফোযায়েলের দুই কন্যা জীবিত ছিল। ওফাতের পূর্বে তিনি স্ত্রীকে ওসিয়ত করিলেন, "আমাকে দাফন করিবার পর তুমি এই কন্যাদ্বয়সহ আবূ-কোবায়েস পর্বতে আরোহণ করতঃ আকাশের দিকে মুখ করিয়া বলিবে ঃ "হে আল্লাহ্! ফোযায়েল আমাকে ওফাতের সময় যে কথাগুলি বলিবার জন্য আদেশ করিয়া গিয়াছেন, সেই অনুসারে তাঁহার পক্ষ হইতে আরয করিতেছি ঃ আমার জীবিত কালে আমার আশ্রিত এই সন্তানদিগের আমি যথাসাধ্য রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছি, এখন তুমি আমাকে কবররূপ কারাগারে আবদ্ধ করিয়াছ। কাজেই আমার আশ্রিত কন্যাদ্বয়কে তোমারই হাতে সঁপিয়া দিলাম।" ফোযায়েল এন্তেকাল করিলে তাঁহার স্ত্রী উক্ত ওসিয়ত পালন করিলেন। তিনি পর্বতের উপরে যাইয়া বহু কান্নাকাটি ও মোনাজাত করিলেন। ঘটনাক্রমে সে সময় ইয়ামন দেশের আমীর স্বীয় দুই পুত্রসহ তথায় উপস্থিত হন। তিনি তাঁহার ক্রন্দন ও মোনাজাত শুনিয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ফোযায়েলের স্ত্রী সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে জানাইলেন। আমীর বলিলেন, আপনার এই দুই কন্যাকে আমার এই দুই পুত্রের সহিত বিবাহ দিতে চাই। আপনার ইচ্ছা কি? কন্যাদ্বয়ের মাতা বলিলেন, "আমার কোন আপত্তি নাই। আমীর তৎক্ষণাৎ পাল্কী আনয়ন করিয়া জাঁকজমকের সহিত তাঁহাদিগকে ইয়ামনে লইয়া গেলেন। সেখানে মহাধুমধামে আপন পুত্রদ্বয়ের সহিত উক্ত কন্যা দুইটির বিবাহ দিলেন এবং প্রত্যেককে দশ হাজার দীনার করিয়া মোহরানাস্বরূপ সঙ্গে সঙ্গে আদায় করিয়া দিলেন।

সত্যই আল্লাহ্র উপর যে ভরসা করে এবং তাঁহার রহমতের আশা করে, আল্লাহ্ কখনও তাহাকে পরিত্যাগ বা নিরাশ করেন না। আবদুল্লাহ্ ইবনে মোবারক বলেন, 'ফোযায়েলের ইন্তেকালে সারা জাহান শোকে কাতর হইয়া পড়িয়াছিল।'

হযরত ইব্রাহীম আদ্হাম (রহঃ)

পরিচিতি ঃ হযরত ইব্রাহীম আদহাম (রহঃ) প্রথম জীবনে বল্খের বাদশাহ্ ছিলেন। পরে যখন আল্লাহর প্রতি খেয়াল আসিল সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া দুনিয়া-ত্যাগী হন। তিনি অত্যধিক মোত্তাকী-পরহেযগার, সত্যনিষ্ঠ, কঠোর সাধক এবং সর্বজনপ্রিয় বুযুর্গ ছিলেন। জীবনে তিনি বহু আওলীয়ার দর্শনলাভ করিয়াছিলেন।

https://kitabbhubon.com

তিনি ইমাম আবূ হানীফার ছাহবতে থাকিয়া এলমে দ্বীন হাছেল করেন। হযরত জুনায়েদ বাগদাদী বলিয়াছেন, "ইব্‌রাহীম আদ্‌হামের সেই যুগের সমস্ত এলমই হাছেল ছিল ও বিদ্বান ব্যক্তিগণের জ্ঞান ও বিদ্যার চাবিস্বরূপ ছিলেন।

কথিত আছে, ইব্‌রাহীম একদা হযরত ইমাম আবূ হানীফার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। ইমাম সাহেবের সহচরগণ তাঁহার প্রতি কিঞ্চিৎ অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করায় ইমাম সাহেব সঙ্গীগণকে বলিলেন, "ইব্‌রাহীম আমাদের সরদার।" সহচরগণ তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কিরূপে এমন সরদার হইলেন?" উত্তরে ইমাম সাহেব বলিলেন, "ইনি সর্বদা আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশ্‌গুল থাকেন, আর আমরা দুনিয়ার কাজেও মশ্‌গুল থাকি।"

জীবনের মোড় পরিবর্তনের ঘটনা ঃ ইব্‌রাহীম আদহাম (রহঃ) ছিলেন বল্‌খ ও তৎপার্শ্ববতী এক বৃহৎ অঞ্চলে একজন পরাক্রমশালী বাদশাহ্‌। যখন তাঁহার বাহন রাস্তায় বাহির হইত, তখন সোনালী ঢালধারী ৪০ জন অশ্বারোহী ও ৪০ জন পদাতিক সৈন্য তাঁহার অগ্রে ও পশ্চাতে চলিত।

একদা গভীর রাত্রে তিনি শাহী মহলে সুসজ্জিত পালঙ্কের উপর শুইয়া ঘুমাইয়া আছেন, এমন সময় হঠাৎ অট্টালিকার ছাদ কাঁপিয়া উঠে। কাহার পায়ের আঘাতে ছাদ কাঁপিয়া উঠিল, তাহা বুঝিতে না পারিয়া তিনি উচ্চ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছাদের উপর কে?" উত্তর আসিল, "তোমারই একনজ বন্ধু। আমার একটি উঠ হারাইয়াছে, উহার অনুসন্ধান করিতেছি।" তিনি আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন ঃ "ওরে মূর্খ, অট্টালিকার উপরে উট আসিবে কিরূপে? উত্তরে তিনি বলিলেন, "হে অলস, তুমি স্বর্ণনির্মিত পালঙ্কে শুইয়া, বহু মূল্যবান পোশাক পরিধান করিয়া আল্লাহ্‌ তাআলার অনুসন্ধান করিতেছ! ইহা ছাদের উপর উট অন্বেষণ করা অপেক্ষা অধিক আশ্চর্যজনক নহে কি?" এই কথা বলিয়াই আগন্তক অদৃশ্য হইয়া গেলেন। তাঁহার এই কথায় ইব্‌রাহীমের মনে চিন্তা ও ভয়ের উদ্রেক হইল এবং অন্তরে অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সেই রাত্রিতে কিছুতেই আর তাঁহার ঘুম হইল না। সারারাত নানা চিন্তা তাঁহাকে ব্যকূল করিয়া রাখিয়াছিল এবং অনিদ্রায় ও অশান্তিতে রাত কাটিয়া গেল।

পরদিন আমীর-ওমারাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ইব্‌রাহীম শাহী দরবারে বসিয়া আছেন, এমন সময় হঠাৎ এক তেজস্বী পুরুষ মহাবেগে দরবারে উপস্থিত হইলেন। তিনি এত দ্রুতবেগে দরবারে প্রবেশ করিলেন যে, তাঁহাকে বাধা প্রদান করিবার কাহারও সাহস হইল না। অনেকেই তাঁহার দীপ্তিময় চেহারা দেখিয়া হতভম্ভ হইয়া গেল। আগন্তুককে ইব্‌রাহীম জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি চাও?" আগন্তুক উত্তর করিলেন, "আমি অল্পক্ষণের জন্য এই পান্থশালায় বিশ্রাম গ্রহণ করিতে চাই।" ইব্‌রাহীম বলিলেন "ইহা পান্থশালা নহে, ইহা আমার

https://kitabbhubon.com

বাসভবন।" আগন্তুক প্রশ্নকরিলেন, "তোমার পূর্বে এই বাসস্থানে কে ছিল?" ইব্‌রাহীম বলিলেন, আমার পূর্বে এই বাসস্থানে আমার পিতা বাস করিতেন।" আগন্তুক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁহার পূর্বে কে ছিল?" ইব্‌রাহীম উত্তরে করিলেন, "আমার পিতামহ।" আগন্তুক আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার পূর্বে কে ছিল?" "অমুক, অমুক" বলিয়া ইব্‌রাহীম কয়েক জনের নাম করিলেন। তখন আগন্তুক বলিলেন, "এখানে যখন একজন আসিতেছে, অন্যজন চলিয়া যাইতেছেন, তখন ইহা পান্থশালা ব্যতীত আর কি হইতে পারে?" এই কথা বলিয়াই আগন্তুক দ্রুত বাহিরের দিকে অগ্রসর হইলেন। রাতের ঘটনায় তিনি চিন্তিত ছিলেন, এই ঘটনায় আরো অস্থির হইয়া গেলেন। ইব্‌রাহীম আদহাম (রহঃ) একাকী তাঁহার পিছনে পিছনে ছুটিলেন। বহু অনুসন্ধানের পর তাঁহার সহিত ইব্‌রাহীমের সাক্ষাৎ হইল। ভয়জড়িত কণ্ঠে ইব্‌রাহীম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?" তিনি উত্তর করিলেন, "আমি খিজির।" উত্তর শুনিয়া তাঁহার অন্তরের অগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তিনি অশান্তি বোধ করিতে লাগিলেন এবং মনের অশান্তি দূর করিবার জন্য শিকারে যাইতে মনস্থ করিলেন।

একদিন তিনি কিছুসংখ্যক সহচর সঙ্গে লইয়া শিকার করিতে এক বিজন বনে প্রবেশ করিলেন। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে ইব্‌রাহীম আপন সহচরগণ হইতে বহু দূরে সরিয়া পড়েন। হঠাৎ তিনি এক গায়েবী আওয়ায শুনিতে পাইলেন, "এখনও মৃত্যুর পূর্বে জাগ্রত হও।"এইরূপ আওয়ায কয়েকবার শ্রবণ করিলেন। ইহা শুনা মাত্রই ইব্‌রাহীম বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পর হুঁশ হইলে তিনি সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। হঠাৎ একটি হরিণ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইলে তিনি উহাকে শিকার করিতে উদ্যত হইলেন। হরিণ বলিল, "হে ইব্‌রাহীম, তুমি আমাকে শিকার করিতে পারিবে না, বরং আমিই তোমাকে শিকার করিতে প্রেরিত হইয়াছি। হে ইব্‌রাহীম, এই কার্যের জন্যই কি তোমার সৃষ্টি?" ইব্‌রাহীম অবাক হইয়া ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করিলেন। ঘোড়ার জীন হইতেও হরিণের আওয়াযেরই প্রতিধ্বনি তিনি শুনিতে পাইলেন। ইহাতে তিনি ভীত হইয়া মাওলার প্রতি এত বেশী মনোযোগ দিলেন যে, তাঁহার কলব বাতেনী নূরে আলোকিত হইয়া গেল। চোখের পানি রোধ করিতে না পারিয়া ইব্‌রাহীম কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার বক্ষস্থল বাহিয়া চোখের পানি বহিতে লাগিল। তাঁহার লেবাছ চোখের পানিতে ভিজিয়া গেল। এমন কি, চোখের পানিতে ঘোড়া পর্যন্ত ভিজিয়া গেল। তিনি খাঁটি মনে আল্লাহ্‌র দরবারে তওবা করিলেন। অনুতাপের আগুনে তাঁহার অন্তর দগ্ধ হইতে লাগিল। দুনিয়ার মায়াজাল ও মোহ ছিন্ন হইয়া গেল এবং সংসারের প্রতি তাঁহার বিতৃষ্ণা প্রবল হইয়া উঠিল। লোকালয়ে আর

https://kitabbhubon.com

ফিরিয়া যাইবেন না মনস্থ করিয়া তিনি ক্রমশঃ গভীর বনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া চটের লেবাছ-পরা এক রাখালকে দেখিতে পাইলেন। শাহী লেবাছ রাখালকে দিয়া তিনি তাহার চটের লেবাছ পরিধান করিলেন। বাদশাহ্ ইব্‌রাহীম বাদশাহীর বিনিময়ে ফকীরি গ্রহণ করিয়া পায়ে হাটিয়া বনে-জঙ্গলে ঘুরিতে লাগিলেন। তখন হইতে নিজ গোনাহ্ স্মরণ করিয়া তওবা করিতে লাগিলেন এবং অনবরত আল্লাহ্‌র দরবারে কাঁদিতে থাকেন। এইরূপে বাদ্‌শাহী শান-শওকত ও আড়ম্বরে পদাঘাত করিয়া ভিক্ষুকবেশে মাওলার প্রেমে নিজেকে বিলাইয়া দিয়া ইব্‌রাহীম (রহঃ) রাস্তা অতিক্রম করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পর তিনি মারভ নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া এক অন্ধ ব্যক্তিকে পুলের উপর দিয়া গমন করিতে দেখিতে পান। পুল হইতে তাহার পড়িয়া যাওয়ার আশংকায় ইব্‌রাহীম বলিলেন ঃ 'আল্লাহ্ তাহাকে রক্ষা কর।' তখনই সেই অন্ধ ব্যক্তি শূন্যে বেড়াইতে আরম্ভ করিল। ইহা দেখিয়া ইব্‌রাহীম অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, ইনি জানি কত বড় দরবেশ! তারপর সেখান হইতে রওয়ানা হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি নিশাপুরের নিকটস্থ এক গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। নয় বৎসর তিনি সেই হুহায় আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশ্‌গুল ছিলেন। সেখানে তিনি অসাধারণ সাধনা এবং নফ্‌সের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। সেই নির্জন ও ভয়ংকর গুহায় একাকী বাস করা সাধারণ লোকের পক্ষে অসম্ভব ছিল। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার তিনি গুহা হইতে বাহির হইতেন এবং জঙ্গল হইতে জ্বালানী কাষ্ট সংগ্রহ করিয়া একটি বোঝা বাঁধিয়া রাখিতেন। পরদিন প্রাতে উহা লইয়া নিশাপুরে নিয়া বিক্রয় করিতেন। সেখানে জুমু'আর নামায পড়িয়া কাষ্ঠ বিক্রয়ের মূল্য দিয়া কিছু রুটি ক্রয় করিতেন। রুটীর অর্ধাংশ কোন দরিদ্রকে দান করিয়া দিতেন। গুহায় ফিরিয়া আসিয়া বাকী অর্ধেক রুটী আহার করিয়া পরবর্তী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত স্বীয় প্রভুর ইবাদতে মশ্‌গুল থাকিতেন।

কথিত আছে, একদা শীতকালে গভীর রাত্রি পর্যন্ত ইব্‌রাহীম নামাযে মশ্‌গুল ছিলেন। একেতো শীত, তদুপরি বরফ পড়ার ফলে সর্দি লাগিয়া প্রাণে মারা যাইবার উপক্রম হয়। মনে মনে তিনি আগুনের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময় তিনি বোধ করিলেন, কে যেন তাঁহার পিঠে পুস্তিন বা গরম চামড়ার পোশাক জড়াইয়া দিল। ইহাতে শরীর বেশ গরম হইয়া গেল। ভোরবেলায় তিনি দেখিতে পাইলেন, তাঁহাকে যে গরম করিয়া রাখিয়াছে, বস্তুতঃ উহা পুস্তিন নহে, একটি বড় অজগর। মনে ভয়ের উদ্রেক হওয়ায় তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে মুনাজাত করিলেন-"হে আল্লাহ্ আমি যাহাকে তোমার গযবরূপে দেখিতেছি, প্রকৃতপক্ষে উহাকে তোমার রহ্‌মতরূপে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছ। তোমার কুদরত

—১৩

https://kitabbhubon.com

বুঝিতে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম।" এই মুনাজাত করার সঙ্গে সঙ্গে অজগরটি মাথা নত করিয়া চলিয়া গেল।

আরও বর্ণিত আছে, উক্ত নয় বৎসর পর যখন লোকজন তাঁহার মর্যাদা ও পরিচয় লাভ করিয়া তাঁহার দরজায় ভীড় করিতে থাকে, তখন তিনি উক্ত গুহা পরিত্যাগ করিয়া মক্কা শরীফ গমন করেন। তিনি গুহা ত্যাগ করিলে পরে শেখ আবু সাঈদ উক্ত গুহা দর্শন করিতে যান। গুহার খোশবু চতুর্দিক বিমোহিত করিয়া রাখিয়াছিল। আশ্চর্যান্বিত হইয়া তিনি বলিলেন, 'ইব্‌রাহীমের কিছুকাল অবস্থানের ফলে গুহাটি যেরূপ প্রাণমাতান খোশবুদার হইয়াছিল, সমস্ত গুহাটি কস্তুরী বা আতর দ্বারা পূর্ণ থাকিলেও সেইরূপ হইত না।"

কথিত আছে, ইব্‌রাহীম আদ্‌হাম (রহঃ) যখন বনের দিকে যাইতেছিলেন, তখন পথে জনৈক ধার্মিক ব্যক্তি তাঁহাকে ইস্‌মে আযম (মাওলার মহান নাম) শিক্ষা দেন। তিনি উক্ত নাম রীতিমত জপিতে থাকেন। উক্ত ধার্মিক ব্যক্তি চলিয়া যাওয়ার পরক্ষণেই হযরত খিযিরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। হযরত খিযির আলাইহিস্‌সালাম তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে ইব্‌রাহীম, যিনি আপনাকে ইস্‌মে আযম শিক্ষা দিয়াছেন, তিনি আমার ভাই ইলিয়াছ।" খিযির আলাইহিস্‌সালামের সহিত তাঁহার আরও কথোপকথন হয়। তাঁহারই নিকট মুরীদ হইয়া ইব্‌রাহীম উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করেন ।

ইব্‌রাহীম আদহাম (রহঃ) বলেন, "আমি যখন মক্কা শরীফ যাইতেছিলাম, তখন নাওয়াহে এর্‌ক নামক স্থানে পৌঁছিলে ৭০জন তারেকে দুনিয়া দরবেশের সাক্ষাৎ পাই। তাঁহাদের মধ্যে একজন ব্যতীত সকলকে মৃত অবস্থায় রক্তাক্ত শরীরে শায়িত দেখিলাম। জীবিত যুবকের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "হে যুবক, ব্যাপার কি?" তিনি উত্তর করিলেন, "হে ইব্‌রাহীম, কেবল পানি এবং ইবাদতের মেহেরবানী অবলম্বন কর। আল্লাহ হইতে দূরে যাইও না। কেননা, তাহা হইলে তাঁহার রহমত হইতেও দূরে সরিয়া পড়িবে। অপরাধ করিয়া শান্তির শয্যায় অশান্তি সৃষ্টি করা উচিত নহে। কাফেরগণের মত হাজীদিগকে বন্ধুত্বের পরিচয় দিয়া কতল করার ন্যায় কপট বন্ধু হইতে সাবধানে থাকিও।" তৎপর তিনি বলিলেন, "এখন আমাদের অবস্থা শুন। আমরা দুনিয়াত্যাগী সুফদিগেরই একদল। একমাত্র আল্লাহর উপর নির্ভর করিয়া এই মাঠে ভ্রমণ করি এবং আমরা এই সিদ্ধান্ত করি যে, কাহারও সহিত কথা বলিব না। আল্লাহ ব্যতীত কাহাকেও ভয় করিব না। আল্লাহ ব্যতীত কাহারও উপর নির্ভর করিব না। এই জংগল অতিক্রম করিয়া মক্কার পবিত্র গৃহে পৌঁছিতেই আমরা হযরত খিজিরের সাক্ষাৎ পাই। আমরা তাঁহাকে সালাম করিলাম ও অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিলাম, "আল্লাহ তাআলার শোকর আমাদের পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। অন্বেষণকারীর

https://kitabbhubon.com

মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। এমন মহান ব্যক্তি আমাদের খোশ-আমোদেদ জানাইবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন।" তখনই গায়েব হইতে আওয়ায হইল, "ওহে মিথ্যাবাদিগণ, এই কি তোদের সহিত আমার প্রতিজ্ঞা ছিল? আমাকে ভুলিয়া কি অন্যের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিলে? যাও এই অপরাধেই আমি তোমাদের প্রাণ কাড়িয়া লইব।" হে ইব্‌রাহীম, এইগুলি তাঁহারই প্রেম-দগ্ধ মৃত শরীর বটে। তোমারও যদি তেমন কোন বাসনা থাকে, তবে সম্মুখে অগ্রসর হও, অন্যথায় এ দুর্গম স্থান হইতে ফিরিয়া যাও।"

ইহা শুনিয়া ইব্‌রাহীম নির্বাক হইয়া পড়েন। অবশেষে তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, বলুন ত, আপনি কিরূপে রক্ষা পাইলেন?" যুবক উত্তর করিলেন, "ইহারা সকলেই কামেল ও খাঁটি প্রেমিক ছিলেন, আর আমার প্রেম তখনও খাঁটি হয় নাই। খাঁটি হইবার চেষ্টায় আমি এখন তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিজেকে বিলাইয়া দিতেছি।" ইহা বলিয়াই তিনি ইন্তেকাল করিলেন।

কথিত আছে, ইব্‌রাহীম আদ্‌হাম চল্লিশ বৎসর কাল ক্রন্দন ও ইবাদত করিতে করিতে পথ অতিক্রম করিয়া মক্কা শরীফ পৌঁছেন। তাঁহার আগমনের কথা শুনিয়া সেখানকার দরবেশগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্য অগ্রসর হন। কেহ যেন তাঁহাকে চিনিতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে ইব্‌রাহীম কাফেলার আগেই মক্কা শরীফের নিকটে পৌঁছেন। দরবেশগণের জনৈক খাদেম ইব্‌রাহীমকে অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য সকলের আগে কাফেলার দিকে রওয়ানা হইয়াছিল। পথে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে খাদেম জিজ্ঞাসা করিল, "ইব্‌রাহীম আদহাম কি নিকটেই আছেন? মক্কার বুযুর্গগণ তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য আসিতেছেন।" ইব্‌রাহীম বলিলেন, "সেই জিন্দিকের (অবাধ্যের) নিকট তোমার কি প্রয়োজন?"খাদেম ক্রোধে তাঁহাকে এক চপেটাঘাত করিয়া বলিল, "বেটা, তুই এমন দরবেশ ব্যক্তিকে জিন্দিক বললি ? তুই জিন্দিক।" ইব্‌রাহীম বলিলেন, "বাপু হে, আমিও ত বলিতেছি, আমি জিন্দিকই বটে।" তৎপর একটু সরিয়া গিয়া ইব্‌রাহীম নিজ মনকে বলিলেন, "হে মন! তুমি চাহিয়াছিলে যে, মক্কা শরীফের দরবেশগণ তোমাকে অভ্যর্থনা করিবেন, এখন উহার উপযুক্ত শাস্তি পাইয়াছ কি? আল্লাহ্ পাকের শোকর! তুমি যেমন ধারণা করিয়াছ, তিনি তেমনই ফল তোমাকে দিয়াছেন।" পরে খাদেম তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিল।

ইহার পর ইব্‌রাহীম মক্কায় বাস করিতে থাকেন। অনেক লোক তাঁহার মুরীদ হন। তিনি সময় সময় নিজে পরিশ্রম করিয়া জঙ্গল হইতে জ্বালানী কাঠ কাটিয়া আনিতেন এবং উহা বাজারে বিক্রয় করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিতেন। কখনওবা

https://kitabbhubon.com

রাখালের কাজ করিয়া, আবার কখনওবা শাক-সব্জী বিক্রয় করিয়া উহা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন।

বল্খ ত্যাগ কালে তিনি তাঁহার এক দুগ্ধপোষ্য শিশু পুত্র রাখিয়া আসিয়াছিলেন। পুত্র বয়স্ক হইয়া একদিন তাঁহার মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, আমার পিতা কোথায়?" মাতা তাঁহার সমস্ত ইতিহাস বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "বর্তমানে তিনি মক্কায় অবস্থান করিতেছেন।" পুত্র বলিলেন, "তবে আমিও মক্কা শরীফ যিয়ারত করিতে যাইব এবং আব্বার অন্বেষণ করিয়া তাঁহার খেদমত করিতে থাকিব।" বল্খের চারি হাজার হজ্জে গমনেচ্ছুক লোককে পথ-খরচ দিয়া তিনি মাতাকে সঙ্গে লইয়া মক্কায় গমন করেন। পুত্র মক্কায় হরমের মসজিদে গুদড়ি অর্থাৎ ফকীরী লেবাছ-পরা দরবেশগণকে দেখিয়া ইব্রাহীম আদ্হাম কে এবং তিনি কোথায় জানিতে চাহিলেন। দরবেশগণ বলিলেন, "তিনিই আমাদের শায়েখ। বর্তমানে জঙ্গলে কাঠ কাটিতে গিয়াছেন। তিনি উহা বিক্রয় করিয়া তাঁহার ও আমাদের রুটী ক্রয় করিবেন।" ইহা শুনিয়া পুত্রও জঙ্গলের দিকে গমন করিলেন। পথে দেখিলেন যে, এক বৃদ্ধ কাঠের বোঝা ঘাড়ে করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাকে পিতা অনুমান করিয়া পুত্র কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার পেছনে ছুটিলেন। ইব্রাহীম বাজারে যাইয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "পবিত্র বস্তুর পরিবর্তে পবিত্র বস্তু ক্রয় করিতে কে চায়?" এক ব্যক্তি তখন তাঁহাকে কিছু রুটী দিয়া উহার পরিবর্তে কাঠগুলি গ্রহণ করিল। হযরত ইব্রাহীম রুটিগুলি লইয়া মুরীদগণের নিকট ফিরিয়া গিয়া নামায পড়িয়া আহার করিলেন।

তৎপর তিনি ও তাঁহার মুরীদগণ কা'বা-ঘরের তওয়াফ (প্রদক্ষিণ) কার্যে রত হইলেন। ঘটনাক্রমে সে সময় তাঁহার পুত্রও তওয়াফ কার্যে রত ছিলেন। পুত্র তাঁহার সম্মুখীন হইলে ইব্রাহীম কিছুক্ষণ তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। মুরীদগণ ইহাতে অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হইয়া তওয়াফ শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হযরত! আপনি আমাদিগকে সর্বদা উপদেশ দিয়া থাকেন যে, দাড়িবিহীন যুবক এবং স্ত্রীলোকের প্রতি কখনও তাকাইও না। অথচ আজ তওয়াফের সময় আপনি এক সুন্দর যুবকের প্রতি অনেকক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন। আমরা ইহার কারণ কিছুই বুঝিলাম না।" ইব্রাহীম বলিলেন, "বৎসগণ, আমি বল্খ ত্যাগকালে আমার এক দুগ্ধপোষ্য পুত্র রাখিয়া আসিয়াছিলাম। এই যুবকই আমার সেই পুত্র বলিয়া মনে হইতেছে। এই কারণে আমি তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছি।" পরদিন তাঁহার জনৈক মুরীদ বল্খের কাফেলায় গমন করিয়া রেশম নির্মিত এক তাবুতে পূর্বদিনের যুবককে দেখিতে পান।

https://kitabbhubon.com

যুবক সে সময় চেয়ারে বসিয়া কোর্‌আন তেলাওয়াত করিতেছিলেন, আর তাঁহার গণ্ডস্থল বহিয়া অশ্রু ঝরিতেছিল। তিনি যুবকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহাতে যুবক আরও কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, "আমার বাড়ী বল্‌খ নগরে এবং আমার পিতার নাম ইব্‌রাহীম আদ্‌হাম। আমি পিতাকে দেখি নাই। কারণ, আমার শৈশব অবস্থায় তিনি সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। আমি জানিতে পারিয়াছি যে, তিনি বর্তমানে মক্কা শরীফেই আছেন। গতকল্য এক বৃদ্ধকে দেখিয়া তাঁহাকে আমার পিতা বলিয়া ধারণা হইয়াছিল; কিন্তু পরিচয় জিজ্ঞাসা করি নাই। কারণ, তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়া আসিয়াছেন। এখন পরিচয় পাইলে পুনরায় নিজেকে গোপন করিতে পারেন।" ইহা শুনিয়া দরবেশ বলিলেন, "আপনি আমার সহিত এখনই চলুন। আপনাকে তাঁহার সম্মুখে হাযির করিয়া তাঁহার সহিত পরিচয় করাইয়া দিব।" ইব্‌রাহীম আদ্‌হাম এই সময় নিজ মুরীদগণসহ রোকনে ইয়ামানী নামক স্থানে বসিয়াছিলেন। দূর হইতে তিনি নিজ পুত্র ও স্ত্রীকে মুরীদগণের সহিত আসিতে দেখিলেন। মুরীদগণ শাহ্‌যাদা ও তাঁহার মাতাকে ইব্‌রাহীমের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলে, তাঁহারা অস্থির হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ক্রন্দনে মুরীদগণও কাঁদিয়া ফেলিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে পুত্র বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া গেলেন। হুঁশ হইলে তিনি উঠিয়া পিতাকে তা'যীমের সহিত সালাম করিলেন। পিতা সালামের জওয়াব দিয়া পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন ও কোলে লইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। তারপর পুত্রকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, তুমি কোন্ ধর্মে আছ?" পুত্র বলিলেন, "ইসলাম ধর্মে।" ইব্‌রাহীম সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,"আল্‌হামদু লিল্লাহ্। আচ্ছা, তুমি কোর্‌আন শরীফ পড়িয়াছ কি?" তিনি বলিলেন, "জী"। ইব্‌রাহীম 'আল্‌হামদু লিল্লাহ্' বলিয়া দাঁড়াইলেন এবং যাইতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু পুত্র তাঁহাকে ছাড়িতেছিলেন না এবং তাঁহার স্ত্রীও কাঁদিতে ছিলেন। তখন ইব্‌রাহীম আকাশের দিকে মুখ করিয়া বলিলেন, "ইলাহী! 'আগিছ্‌নী' অর্থাৎ হে আল্লাহ ! আমায় সাহায্য কর।" ইহা বলিবার সাথে সাথে পুত্র তখনই তাঁহার পাশে ইন্তেকাল করিলেন। মুরীদগণ অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হযরত! এ কি হইল?" ইব্‌রাহীম বলিলেন, "যখন পুত্রকে আলিঙ্গন করিলাম, তখন আমার অন্তরে তাহার প্রতি ভালবাসার উদ্রেক হয়। তৎক্ষণাৎ আওয়াব হইল, "হে ইব্‌রাহীম! তুমি আমার বন্ধুত্বের দাবী কর। আর এখন দেখিতেছি, আমার ভালবাসার সহিত অন্যকেও তুমি হৃদয়ে স্থান দিয়াছ। তুমি মুরীদগণকে উপদেশ দিয়া থাক যে, সন্তান ও স্ত্রীলোকের প্রেমে পড়িও না, আর তুমিই এখন আপন পুত্র ও স্ত্রীর প্রেমে মত্ত!" ইব্‌রাহীম বলিলেন. "এই গায়েবী

https://kitabbhubon.com

আওয়ায শুনিয়া আমি আরয করিলাম ঃ হে আল্লাহ, যদি পুত্রের ভালবাসা তোমার ভালবাসা হইতে আমাকে বঞ্চিত করে, তবে হয় আমার প্রাণ, না হয় পুত্রের প্রাণ গ্রহণ কর। আমার পুত্রেরই অনুকূলে উক্ত দোআ কবুল হইয়াছে।

যদি এই ঘটনায় কাহারও মনে আশ্চর্যের ভাব উদয় হয়, তবে এই ঘটনা হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) নবীর ঘটনা হইতে অধিক আশ্চর্যজনক নহে, যিনি আল্লাহ্‌র প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সন্তুষ্টির জন্য প্রাণাধিক পুত্রকে কোর্‌বানি করিতে চাহিয়াছিলেন।

ইব্‌রাহীম বলেন, "রাত্রে কা'বা-গৃহে একাকী মোনাজাত করিবার সুযোগ আমি বহুদিন ধরিয়া তালাশ করিতেছিলাম, কিন্তু সুযোগ পাইতেছিলাম না। ঘটনাচক্রে এক রাত্রে খুব বৃষ্টি হওয়ায় আমাকে ছাড়া সেই সময় তওয়াফকারী কেহ ছিল না। সেই সুযোগে আমি পবিত্র গৃহে হাত রাখিয়া নিজ গোনাহের জন্য তওবা করিলাম। গায়েব হইতে আওয়ায হইল, "ইব্‌রাহীম! তোমার ন্যায় সমস্ত মখলূক আমার নিকট ইহাই চায়। যদি আমি সকলকে এখানেই ক্ষমা করি, তবে আখেরাতে আমার অনন্ত ক্ষমা ও দয়া কোথায় দেখান হইবে?"

ইব্‌রাহীম আদহাম (রহঃ) মোনাজাত করিতেন ঃ "হে মালিক! তুমি আমার প্রতি যে রহ্‌মত করিয়াছ, এমন কি আটটি বেহেশ্‌তও তাহার তুলনায় কিছুই নহে। তোমার যিকিরের সহিত আমাকে যে প্রেম-সুধা প্রদান করিয়াছ, আটটি বেহেশ্‌তের সুখও উহার তুলনায় কিছুই নয়। ইলাহী! আমাকে গোনাহের অপমান হইতে মুক্তি দিয়া তোমার হুকুম পালনের মর্যাদা দ্বারা সম্মানিত কর।"

তিনি বলেন, "আমি ১৫ বৎসর কঠোর সাধনার পর এই বাণী শুনিলামঃ তুমি আরামে আছ, তাঁহার বান্দা (দাস) হও এবং তাঁহার হুকুম পালনে দৃঢ়-সঙ্কল্প হও।"

একবার লোকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, আপনি বাদশাহী ছাড়িলেন কেন? তিনি উত্তর করিলেন, "তবে শুন। একদিন আমি শাহী তখ্‌তে বসিয়াছিলাম। আমার সম্মুখে তখন একখানা আয়না ছিল। উহার প্রতি নযর করিয়া দেখিতে পাই, আমার স্থান কবরে; কিন্তু সেই দীর্ঘ পথের সাথী হিসাবে কোন বন্ধুই আমার সঙ্গে নাই নিজের পথের সম্বল কিছুই সঙ্গে দেখিতে পাইলাম না। অথচ হাকীম ও মুন্সেফগণকে উপস্থিত দেখা গেল, কিন্তু আমার নিকট দলিলপত্র বলিতে কিছুই নাই। ইহা দেখিয়া আমার মন হইতে বাদশাহীর মোহ দূর হইয়া গেল।"

লোকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি খোরাসান হইতে কেন এখানে আসিলেন?" উত্তর করিলেন, "সেখানে লোকে আমাকে বারবার জিজ্ঞাসা করিত, গতকল্য আপনি কিরূপ ছিলেন, আর অদ্যই বা কিরূপ আছেন ?" লোকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি স্ত্রী গ্রহণ করেন না কেন?" তিনি বলিলেন, "কোন

https://kitabbhubon.com

স্ত্রীলোক কি এই উদ্দেশ্যে স্বামী গ্রহণ করে যে, সে অন্নবস্ত্রবিহীন ও খালি পায়ে থাকিবে? পারিলে আমি নিজেকেই তালাক দেই। এ অবস্থায় অন্য একজন স্ত্রীলোককে কিরূপে প্রতারণা ও ফাঁকির বন্ধনে বাঁদিয়া রাখিতে পারি?"

একদা ইব্‌রাহীম কোন দরবেশকে দেখিতে পাইলেন, তিনি অপর এক দরবেশের গীবত (কুৎসা) রটনা করিতেছেন। তিনি দরবেশকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "মনে হয়, তুমি বিনামূল্যে দরবেশী ক্রয় করিয়াছ।" দরবেশ বলিল, "দরবেশী কি আবার কেহ মূল্য দিয়া ক্রয় করে?" ইব্‌রাহীম বলিলেন, "আমাকে দেখ, আমি বল্‌খ রাজ্যের বিনিময়ে দরবেশী ক্রয় করিয়াছি, কিন্তু তবুও এই সওদায় আমি লাভবান হইয়াছি। কেননা, রাজ্যের তুলনায় দরবেশী অনেক বেশী মূল্যবান বস্তু।"

অমীয় বাণী ঃ কোন এক ব্যক্তি এক হাজার দির্‌হাম আনিয়া ইব্‌রাহীমকে বলিলেন, "আপনি ইহা গ্রহণ করুন।" তিনি বলিলেন, "আমি দরিদ্র হইতে কিছুই গ্রহণ করি না।" সেই ব্যক্তি বলিল, "আমি দরিদ্র নহি, আমি ধণী।" ইব্‌রাহীম জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার যে সম্পত্তি আছে, তুমি কি উহার চেয়ে আরও বেশী চাও?" সে বলিল, 'হাঁ।" ইব্‌রাহীম বলিলেন, "তবে তুমি ত একজন বড় ভিক্ষুক। তোমার মুদ্রা ফেরত লইয়া যাও।" আক্ষেপ করিয়া তিনি ইহাও বলিলেন, "হায়, আমি অন্বেষণ করি দরিদ্রতা, আর উপস্থিত হয় ধন-দৌলত।"

কোন গায়েবী শুভ ঘটনায় তিনি অন্তরের নিবীর আনন্দে চীৎকার করিয়া বলিতেন, "দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ্‌রা কোথায়? তাঁহারা আসিয়া দেখুক, সর্বশক্তিমানের ইহা কি রহস্যময় কাজ! ইহা দেখিলে তাঁহারা রাজ্যের মোহ ও গর্বের জন্য লজ্জিত হইতেন।"

তিনি বলিতেন, "যে কাম-রিপুর বশবর্তী, সে সত্য নহে। সরলতা ও সরল মন দ্বারা আল্লাহকে পাওয়া যায়। তিন অবস্থায় যাহার মন আল্লাহর দিকে হাযির না থাকে, তাহার জন্য সত্যের দরজা বন্ধ ঃ (১) কোর্‌আন শরীফ তেলাওয়াত কালে, (২) নামায পড়িবার সময়, (৩) যিকিরের সময়।"

আরেফ বা আল্লাহ-তত্ত্ববিদ লোকের চিহ্ন এই যে, তিনি অধিকাংশ সময়ই আল্লাহ্ সম্বন্ধে ধ্যান করেন এবং প্রত্যেক বস্তু হইতে উপদেশ গ্রহণ করেন। তিনি সাধারণভাবে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করেন। আল্লাহ্ তাআলার ইবাদতই তাঁহার সর্ব প্রধান কর্ম। তিনি সর্বদা আল্লাহ্ তাআলার শক্তি এবং সৃষ্টিসমূহের প্রতি চিন্তা ও গবেষণা করেন।

হযরত ইব্‌রাহীম বলিয়াছেন, "একদা পথে এক খন্ড বড় পাথর দেখিতে পাইলাম। উহার উপর লেখা ছিল-"ইহা উল্টাইয়া পড়।" পাথরখণ্ড উল্টাইয়া দেখিলাম, উহাতে লেখা রহিয়াছে, "যাহা তুমি জান, তাহা করিবার শক্তি থাকা

https://kitabbhubon.com

সত্ত্বেও কেন সেই মত কার্য কর না? আবার যাহা জান না, তাহার অন্বেষণে কেন রত হও না"।

সাধকের মন হইতে তিনটি পর্দা উঠিয়া গেলেই সত্যের (আল্লাহর নৈকট্য) দরজা খুলিয়া যায়- (১) দুনিয়া ও আখেরাতের বাদশাহী পাইয়াও সন্তুষ্ট না হওয়া, অর্থাৎ সর্বদা আল্লাহ্র ইবাদতে মশগুল থাকা। (২) উহা কাড়িয়া লইলেও চিন্তিত বা দুঃখিত না হওয়া। কেননা, আল্লাহ্র সন্তষ্টির বিরুদ্ধাচরণ করা তাঁহার ক্রোধ ও গযবে পতিত হওয়ার লক্ষণ। তাঁহার গযবে যে পড়িয়াছে, সেই শাস্তির উপযুক্ত। (৩) প্রশংসা ও দানের প্রতি আসক্ত না হওয়া। কারণ, যে ব্যক্তি দানের লোভে পতিত হয়, সে কাপুরুষ এবং কাপুরুষ সর্বত্রই লাঞ্ছিত হয়। অতএব, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য বুকে সৎসাহস থাকা প্রয়োজন।

ঘটনাবলী ঃ বর্ণিত আছে, ইব্রাহীম এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি আল্লাহ প্রেমিক হইতে চাও?" সে বলিল, "হাঁ, চাই।" তিনি বলিলেন, "তাহা হইলে শরীয়ত-বিরোধী সমস্ত সম্বন্ধ ত্যাগ কর। আল্লাহ্ ব্যতীত সমস্ত বস্তু হইতে নিজের অন্তরকে মুক্ত কর এবং আল্লাহ্ তাআলার জন্য নিজেকে ফানা (বিলীন) করিয়া দাও। হালাল (বৈধ) খাদ্য খাও। রাত্রিতে তাহাজ্জুদ নামায পড়া ও দিনে রোযা রাখার চেয়ে হালাল খাদ্যের দ্বারা তোমার বাসনা সহজে পূর্ণ হইতে পারে।" তিনি আরও বলিলেন, 'হালাল খাদ্য ব্যতীত শুধু নামায, রোযা, হজ্জ এবং জিহাদ দ্বারা কেহই সাধক হইতে পারে না।"

লোকে বলিল, "অমুক গ্রামে জনৈক যুবক দরবেশ অবস্থান করিতেছেন এবং তিনি সর্বদা ইবাদতে মশ্গুল থাকেন।" ইব্রাহীম বলিলেন, "আচ্ছা, আমাকে সেখানে লইয়া চল। আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।" যথাসময়ে ইব্রাহীম তাঁহার নিকট গমন করেন। যুবক ইব্রাহীমকে বলিলেন, "আপনি তিন দিন পর্যন্ত আমার মেহ্মান রূপে থাকিবেন।" ইব্রাহীম রাযী হইলেন এবং তিন দিন পর্যন্ত তাঁহার অবস্থাদি সূক্ষ্মভাবে দর্শন করিলেন। লোক মুখে যাহা শুনিয়াছিলেন, যুবককে তাহা অপেক্ষা অধিকতর ইবাদতে মশ্গুল দেখিতে পান। ইহাতে মনে মনে তিনি নিজেকে বড়ই ধিক্কার দিলেন যে, এই যুবক তাঁহার চেয়েও রাত্রি জাগরণে ও ইবাদতে উন্নত, আর তিনি তাঁহার চেয়ে বহু গুণে নিকৃষ্ট। তিনি ভাবিলেন, তাঁহার মধ্যে শয়তানের কোন দখল আছে কিনা, আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিব।" মনে মনে বলিলেন, "আমি তাঁহার আসল কাজ অনুসন্ধান করিব, যাহা দ্বারা তিনি তাঁহার মধ্যে শয়তানের কোন দখল আছে কিনা, আমি পরীক্ষা করিব, যাহা দ্বারা তিনি তাঁহার রুযী- রোযগার করেন। অনুসন্ধান করিয়া তিনি দেখেন যে, তাঁহার উপার্জিত খাদ্য হালাল নহে। তিন দিন পর ইব্রাহীম যুবককে বলিলেন, "তোমাকে তিন দিনের জন্য আমার মেহ্মান হইয়া থাকিতে হইবে।"

https://kitabbhubon.com

যুবক রাযী হইলে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ইব্‌রাহীম নিজ বাড়ীতে আসিলেন এবং নিজের হালাল রুযীর খাদ্য তাহাকে খাওয়াইলেন। ইহাতে যুবকের ইবাদতের অবস্থা এবং আল্লাহর প্রতি প্রেম ও আসক্তি ক্রমশঃ কমিয়া যাইতে লাগিল। যুবক অবাক হইয়া বলিল, "আপনি আমাকে কি করিলেন?" ইব্‌রাহীম বলিলেন, "আমি কিছুই করি নাই, তবে পূর্বে তোমার খাদ্য হালাল ছিল না। শয়তান তোমার সেই খাদ্যের সহিত ভিতরে প্রবেশ করিত আবার বাহিরে আসিত। এক্ষণে হালাল খাদ্য তোমার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। সে খাদ্যই ইহা করিয়াছে এবং আসল রহস্য প্রকাশ করিয়া দিতেছে। মনে রাখিও, ইবাদত হালাল রুযী ও হালাল খাদ্যের উপর নির্ভর করে।"

একদা তিনি হযরত সুফিয়ানকে বলেন, "যদিও তোমার জ্ঞান অনেক বেশী, কিন্তু তুমি একটু দৃঢ় বিশ্বাসের মুখাপেক্ষী।" বর্ণিত আছে, তিনি পবিত্র রমযান মাসে মাঠ হইতে ঘাস কাটিয়া আনিয়া বিক্রয় করিতেন। ইহাতে যাহা উপার্জন হইত, তাহা দরবেশগণের মধ্যে বন্টন করিয়া দিয়া সারারাত নামাযে মশ্‌গুল থাকিতেন। লোকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, আপনার নিদ্রা হয় না কেন?" তিনি উত্তর করিলেন, "মাওলার প্রেমে আমার এক মূহুর্তও শান্তি নাই। শান্তির অভাব হইলে কিরূপে নিদ্রা আসিবে?" তিনি নামায পড়িয়া হাত মুখের উপর রাখিয়া বলিতেন, "(আল্লাহ না করুন) এই নামায আমার মুখে নিক্ষিপ্ত হইবে বলিয়া আশঙ্কা করিতেছি।"

একদিন তাঁহার কোন খাদ্যই জুটিল না। ইহার শোকর (কৃতজ্ঞতা) স্বরূপ রাত্রিতে তিনি চারি রাকআত নামায পড়িলেন। দ্বিতীয় রাত্রেও তাঁহার খাদ্য জুটিল না। সেই রাত্রেও তিনি চারি রাকআত নামায পড়িলেন। এইরূপে সাত রাত্রি কাটিয়া গেল। অনাহারে তিনি দুর্বল হইয়া পড়িলেন। সেই অবস্থায় আরয করিলেন ঃ "হে আল্লাহ, এখন যদি কিছু খাইতে দাও, তবে ভাল হয়।" তখনই সেখানে এক যুবক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কি খাদ্যের আবশ্যক আছে?" তিনি বলিলেন, হাঁ।" যুবক বলিল, "আচ্ছা, তবে আপনি আমার মেহ্‌মান হইয়া আমাদের বাড়ী চলুন। যুবক তাঁহাকে লইয়া বাড়ী পৌঁছিল। সেখানে তাঁহার চেহারার প্রতি নযর করিয়া হঠাৎ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল ঃ "হুযূর আমি ত আপনারই সেই পুরাতন গোলাম। আর আমার যাহা কিছু দেখিতেছেন, সমস্তই আপনার।" ইব্‌রাহীম বলিলেন, "আমি ত তোমাকে আযাদ করিয়া দিয়াছি। তোমার নিকট যে ধন আছে, সমস্তই তোমাকে দান করিলাম, এখন আমাকে যাইবার অনুমতি দাও।" ইহাতে যুবক হতভম্ব হইয়া রহিল। ইব্‌রাহীম বলিলেন, "হে আল্লাহ! আজ হইতে আমি কসম করিতেছি যে, আর

—১৪

https://kitabbhubon.com

কখনও কোন ব্যক্তির নিকট কিছু চাহিব না। আমি তোমার নিকট শুধু এক খণ্ড রুটী চাহিয়াছি, আর তুমি আমাকে দুনিয়ার ধন আনিয়া দিতেছ।”

কোন এক রাত্রে ইব্‌রাহীমের একজন মুরীদ (শিষ্য) একখানি অনাবাদ মসজিদে পীড়িত অবস্থায় ছিলেন, তখন অত্যন্ত শীত ছিল এবং মসজিদের দরজায় কপাট ছিল না ভোরবেলা পর্যন্ত ইব্‌রাহীম দরজায় দাঁড়াইয়া থাকেন। রোগী পরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি কেন সারারাত্রি দাঁড়াইয়া কাটাইয়া দিলেন?” ইব্‌রাহীম উত্তর করিলেন, “রাত্রে অত্যন্ত ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছিল। যাহাতে তোমার ঠাণ্ডা কম লাগে, সেজন্য দরজায় দাঁড়াইয়াছিলাম।”

সাহ্‌ল্ ইবনে ইব্‌রাহীম বলিলেন, “একদা আমি হযরত ইব্‌রাহীমের সহিত বিদেশে যাত্রা করি। পথে হঠাৎ আমি পীড়িত হইয়া পড়ি। নিজের যাহাকিছু ছিল, ইব্‌রাহীম উহার সমস্তই আমার ঔষধ ও পথ্যে ব্যয় করেন। আমার চিকিৎসার জন্য তবুও টাকার অভাব হওয়ায় তিনি নিজের গাধাটিও বিক্রয় করিয়া দেন। একটু সুস্থ হইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “হযরত, গাধাটি কোথায়?” তিনি বলিলেন, “বিক্রয় করিয়াছি।” আমি বলিলাম, “কিসে চড়িয়া বাড়ী যাইব?” তিনি বলিলেন, “আমার কাঁধে চড়।” তিন দিনের পথ তিনি আমাকে কাঁধে বহন করিয়া লইয়া যান।

হযরত ইব্‌রাহীম বলেন, “আমি ৪০ বৎসর মক্কা শরীফের কোন ফলই ভক্ষণ করি নাই। কারণ, (হারাম মাল দ্বারা) সৈন্যগণ মক্কা শরীফের কোন কোন ফলের জমি ক্রয় করিয়াছিল। তিনি পায়ে হাঁটিয়া বহুবার হজ্জ করেন এবং ৫০ বৎসর কা‘বা শরীফের নিকট অবস্থান করেন। এই দীর্ঘ কালের মধ্যে কখনও যম্‌যম্ কূপ হইতে নিজ হাতে পানি তোলেন নাই। কারণ, পানি উঠাইবার বালতি সেই সময়কার বাদশাহ্ দিয়াছিলেন।

ইব্‌রাহীম দিন-মজুরী করিয়া জীবনযাপন করিতেন। সারাদিন কাজ করিয়া সন্ধ্যার পর বাড়ীতে আসিতেন এবং ফিরিবার সময় মুরীদগণের জন্য নিজ রোজগারের অর্থ দ্বারা খাদ্য কিনিয়া আনিতেন। একদা কোন কারণে নিজেদের রোজগারের অর্থ দ্বারা খাদ্য কিনিয়া রাত্রির আহার শেষ করিয়া শুইয়া পড়ে। ইব্‌রাহীম আসিয়া দেখিলেন সকলেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তিনি ইহা দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত ও মর্মাহত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, “আহা! বেচারাগণ হয়ত না খাইয়াই শুইয়া পড়িয়াছে। সারারাত তাহারা ক্ষুধার জ্বালায় কষ্ট ভোগ করিবে।” এই ভাবিয়া তিনি যে আটা আনিয়াছিলেন। তাহা দ্বারা রুটি তৈয়ার করিয়া সেঁকিবার জন্য আগুন জ্বালাইবার উদ্দেশ্যে বার বার চুলা ফুঁকিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই আগুন জ্বলিতেছিল না। এমন সময় তাঁহার একজন মুরীদ ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিয়া অন্য সকলকে জাগাইল। তাহারা ইব্‌রাহীমকে

https://kitabbhubon.com

জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি করিতেছেন?" তিনি বলিলেন, "আমি আসিয়া তোমাদিগকে ঘুমে দেখিতে পাইলাম। ভাবিলাম, হয়ত তোমরা না খাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছ। এইজন্য খাবার প্রস্তুত করিয়া তোমাদের জন্য রাখিয়া দিব বলিয়া মনস্থ করিয়াছি, যাহাতে তোমরা ঘুম হইতে উঠিয়া উহা খাইতে পার।" তাহারা অবাক হইয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল; "দেখ! আমরা তাঁহার সম্বন্ধে কি ধারণা করি, আর তিনি আমাদের সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা করেন।"

যদি কোন ব্যক্তি তাঁহার নিকট মুরীদ হইয়া তাঁহার সঙ্গী হিসাবে থাকিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিত, তিনি তিনটি শর্তে তাহাতে রাযী হইতেন। যথা- (১) সকলের খেদমত তিনিই করিবেন; (২) নামাযের আযান শুধু তিনিই দিবেন; এবং (৩) কোন খাদ্যদ্রব্য পাওয়া গেলে সকলে সমান ভাবে বন্টন করিয়া লইবেন।

এক ব্যক্তি বহু দিন তাঁহার সহচররূপে ছিল। অবশেষে একদিন ইব্‌রাহীমের নিকট হইতে বিদায় চাহিয়া সে বলিল, "হযরত,এই দীর্ঘকাল আমার মধ্যে যে-সকল ক্রটী দেখিয়াছেন, তাহা আমাকে খুলিয়া বলুন।" তিনি বলিলেন, "আমি তোমাকে সর্বদা বন্ধুরূপে দেখিয়াছি, কাজেই তোমার ক্রটী আমার নযরে পড়ে নাই। তুমি অন্যের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে পার।"

একদা বহু পরিজন-বিশিষ্ট এক ব্যক্তি সন্ধ্যায় সময় মলিন মুখে ঘরের দিকে যাইতেছিল। সারাদিন কাজ করিয়াও সে কিছুই রোজগার করিতে পারে নাই। বাড়ী ফিরিয়া ছেলে-মেয়েকে কি দিবে, ইহাই তাহার দুঃখের কারণ ছিল। পথের ধারে সে ইব্‌রাহীমকে দেখিয়া বলিল, "আমি পারিবারিক যন্ত্রণায় অস্থির, আর আপনি নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া আছেন দেখিয়া আমার বড়ই ঈর্ষা হয়।" ইব্‌রাহীম বলিলেন, "ভাই, আমি সারা জীবনে যে-সকল সওয়াবের কাজ করিয়াছি, উহা তোমাকে দিয়া দিতেছি, আর তুমি আজকার এই এক ঘন্টার চিন্তাগুলি আমাকে উহার বদলে দিয়া দাও।"

একদিন খলীফা মো'তাসিম বিল্লাহ্ হযরত ইব্‌রাহীম (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি কাজ করেন?" তিনি বলিলেন, "যাহারা দুনিয়ার ভোগ-বিলাস চায়, তাহাদের জন্য আমি দুনিয়া ত্যাগ করিয়াছি। যাহারা আখেরাত চায়, তাহাদের জন্য আখেরাত দান করিয়াছি। আর নিজের জন্য এই দুনিয়ায় আল্লাহ তাআলার যিকিরকে (স্মরণ) ও আখেরাতে আল্লাহর দর্শন লাভকেই পছন্দ করিয়াছি।"

একদা এক নাপিত তাঁহার গোঁফ কাটিতেছিল। ঠিক এমন সময় জনৈক মুরীদ সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল। সে বলিল, "আপনার নিকট কিছু থাকিলে এই নাপিতকে দিবেন।" তখনই তিনি মুদ্রাভরা একটি থলিয়া নাপিতকে দান

https://kitabbhubon.com

করিলেন। এমন সময় একজন ভিক্ষুক সেখানে উপস্থিত হইয়া নাপিতের নিকট ভিক্ষা চাহিল। নাপিত তৎক্ষণাৎ মুদ্রাপূর্ণ থলিয়াটি তাহাকে দান করিল। ইব্‌রাহীম নাপিতকে বলিলেন, "ওহে, ইহা ত সোনার মোহরে ভরা ছিল।" নাপিত বলিল, "তাহা আমি জানি। যে ধন-দৌলতে ধনী, সে প্রকৃত ধনী নহে। যে অন্তরে ধনী, সেই প্রকৃত ধনী।" নাপিত আরও বলিল, "ওহে মূর্খ! " আমি যাহাকে দান করিয়াছি সে-ও জানে যে, ইহাতে কি আছে।" ইহা শুনিয়া ইব্‌রাহীম অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন এবং নিজ নফ্‌সে আম্মারার (রিপুর) প্রতি নযর করিয়া বলিলেন, "বেশ, যেমন কর্ম তেমন ফল পাইয়াছ।"

একদা ইব্‌রাহীমকে লোকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি বাদশাহী ছাড়িয়া ফকীরীতে পা দিবার পর হইতে আজ পর্যন্ত কখনও কি আনন্দ ভোগ করিয়াছেন?" তিনি উত্তর করিলেন, "আমি কয়েকবার আনন্দিত হইয়াছি। একবার নৌকায় চড়িয়াছিলাম। আমার মলিন ও যত্নবিহীন বিশ্রী চুল দেখিয়া আরোহিগণ হাস্য করিতেছিল। তন্মধ্যে এক কৌতুকী বার বার আসিয়া আমার মাথার চুল ধরিয়া টানিতেছিল ও ঘাড়ে ধাক্কা দিতেছিল। আপন নফ্‌সের অপমানের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ায় আমি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলাম। ইতিমধ্যে নদীতে ভীষণ ঢেউ উঠে এবং নৌকা ডুবিবার উপক্রম হয়। মাঝি তখন বলিল, আরোহীদের মধ্য হইতে অন্ততঃ একজনকে নদীতে ফেলিয়া না দিলে নৌকা ডুবিবার আশঙ্কা রহিয়াছে। আরোহীরা আমার কান ধরিয়া নদীতে ফেলিতে উদ্যত হইতেই ঢেউ থামিয়া যায়। তাহারা যখন আমার কান ধরিয়া টানিতেছিল, তখন নিজ নফসের অবমাননা ও হীনতা দেখিয়া আমি মনে মনে বড়ই আনন্দ ভোগ করিয়াছিলাম।"

একদা কোন মসজিদে বিশ্রাম গ্রহণের জন্য গিয়াছিলাম। লোকে আমাকে মসজিদে শুইবার অনুমতি দিল না। তখন আমি এত দুর্বল ছিলাম যে, উঠিতে পারিতেছিলাম না। লোকগণ রাগ হইয়া আমার পা ধরিয়া টানাটানি করিতে থাকে। অবশেষে দরজার সিঁড়ি পর্যন্ত আনিয়া তাহারা ধাক্কা দিয়া আমাকে ফেলিয়া দেয়। আমি সিঁড়ির এক ধাপ হইতে অন্য ধাপে এইভাবে গড়াইয়া পড়িয়া মাথায় দারুণ আঘাত পাইতে লাগিলাম। এই সময় এক একটি আঘাতের সাথে সাথে এক-একটি গোপন মা'রেফত প্রকাশিত হইতেছিল এবং আমি আন্তরিক আনন্দ অনুভব করিতেছিলাম। একবার লোকেরা আমাকে ধরিয়া রাখিলে এক ব্যক্তি আমার শরীরে প্রস্রাব ফেলিয়া দেয়। ইহাতেও আমি আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম। আর একবার আমার পুস্তিনের (চামড়ার পোশাকের) উকুন আমাকে কাটিতেছিল। আমার বাদশাহীর সময় আমি যে রেশমী পোশাক পরিয়াছিলাম, হঠাৎ সেই কথা মনে হইল এবং খারাপ বাসনা আমাকে নানা

https://kitabbhubon.com

লোভ দেখাইতেছিল। কিন্তু আমি সেই লোভে না পড়ায় মনের (রিপুর) যে কষ্ট হইতেছিল, তাহা দেখিয়া আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম।

একদা ইব্‌রাহীম আল্লাহর উপর ভরসা করিয়া ময়দানে বাহির হইলেন। সেখানে কয়েকদিন তাঁহার কোন খাদ্যই জুটিল না। তিনি বলেন, "নিকটে আমার জনৈক বন্ধু বাস করিত। মনে করিলাম, যদি আমি তাঁহার নিকট যাই, তবে আল্লাহর উপর আমার প্রকৃত ভরসা আর থাকে না। কাজেই আমি এক মসজিদে প্রবেশ করিয়া পড়িতে লাগিলাম تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِىْ لَايَمُوْتُ অর্থাৎ "আমার চিরজীবন্ত প্রভুর উপর আমি নির্ভরশীল হইলাম।" আওয়ায হইল, আল্লাহ্ তাআলা দুনিয়ার বুক হইতে সত্যিকারের তাওয়াক্কুলকারীকে উঠাইয়া নিয়াছেন। তুমি একজন মিথ্যাবাদী নির্ভরশীল।" ইব্‌রাহীম বলেন, "আমি এক ধার্মিক ও নির্ভরশীল দরবেশকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "আপনি কিরূপে ও কোথা হইতে জীবিকা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন?" তিনি উত্তর করিলেন, "আমি জানি না। যিনি আমাকে জীবিকা দান করেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর। এই অনর্থক কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া লাভ কি?"

তিনি বলেন, "একদা আমি একটি দাস ক্রয় করিলাম। পরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,তোমার নাম কি? সে বলিল, আপনি যে নামে ডাকিবেন, উহাই আমার নাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কি খাইবে ? উত্তর করিল, যাহা আপনি খাওয়াইবেন। জিজ্ঞাসা করিলাম,তুমি কি বস্ত্র পরিধান করিবে ? উত্তর করিল, যাহা আপনি পরিধান করিতে দিবেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার আকাঙ্ক্ষা কি? উত্তর করিল,দাসের আবার কিসের আকাঙ্ক্ষা ও অভিলাষ? ক্রীতদাসের এই সকল উক্তি শুনিয়া আমি মনে মনে নিজকে বলিলাম, হে হতভাগ্য! সারা জীবনেও তোমার এতটুকু বন্দেগী (দাসত্ব) শিক্ষা হইল না। এই ভাবিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আমি বেহুঁশ হইয়া পড়িয়াছিলাম।"

ইব্‌রাহীম আদহাম (রহঃ) কখনও চারিজানু হইয়া বসিতেন না। লোকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "একদা আমি এইরূপে বসিয়াছিলাম, তখন গায়েবী আওয়ায হইল ঃ হে আদ্‌হামের পুত্র। ক্রীতদাস কি কখনও তাহার প্রভুর সম্মুখে এত জাঁকজমকের সহিত বসে? তখনই আমি তওবা করিয়া সোজা হইয়া বসিলাম, সেই হইতে আমি কখনও চারিজানু হইয়া বসি নাই।"

লোকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আপনি কাহার বান্দা? এই কথা শুনিয়া তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে মাটিতে পড়িয়া গড়াইতে থাকেন। কিছুক্ষণ পর একটু উঠিয়া শান্ত হইয়া বসিলেন এবং এই আয়াত পড়িলেন।

https://kitabbhubon.com

إِنَّ كُلُّ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا اٰتِى الرَّحْمٰنِ عَبْدًا

(নিশ্চয়ই যাহারা আকাশে এবং ভূমিতে আছে, সকলেই পরম দয়ালুর দাসরূপে আগত।) লোকে বলিল, "আপনি প্রথমেই একথা বলিলেন না কেন?" তিনি বলিলেন, "আমি ভয় করিলাম, যদি বলি তাঁহার বান্দা, তবে তিনি দাসত্বের প্রাপ্য হক্ চাহিবেন। আর "দাস নই" একথা বলিতেও আমি সম্পূর্ণ অক্ষম।"

লোকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কিরূপে কাল কাটান?" তিনি উত্তর করিলেন,"আমার চারিটি বাহন আছে। যখন কোন নেয়ামত উপস্থিত হয়, তখন শোকরিয়ার (কৃতজ্ঞতার) বাহনে আরোহণ করিয়া আল্লাহ তাআলার সম্মুখে অগ্রসর হই। যখন ইবাদত করিতে যাই, তখন খাঁটি প্রেমের বাহনে আরোহণ করিয়া তাঁহার সম্মুখীন হই। যখন কোন বিপদ উপস্থিত হয়, তখন (সবরের) ধৈর্যে বাহনে আরোহণ করিয়া অগ্রসর হই। যখন কোন পাপ কাজ করি, তখন তওবার (অনুতাপের) বাহনে আরোহণ করি ও তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।"

হযরত ইব্রাহীম আদ্হাম (রহঃ) কোন এক লোককে উপদেশ দিতে গিয়া বলিয়াছিলেন ঃ "যে পর্যন্ত তুমি নিজ স্ত্রীকে বিধবা স্ত্রীলোকের ন্যায় মনে না করিবে, সন্তানদিগকে এতীম মনে না করিবে এবং রাত্রে কবরে শয়নের ন্যায় মনে করিয়া না শুইবে, সে পর্যন্ত সাধকদের সারিতে বসিবার আশা করিও না। অর্থাৎ প্রকৃত সাধক-শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবে না।"

একদা ইব্রাহীম সূফীগণের এক মজলিসে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের পার্শ্বে বসিতে চাহিলেন। তাঁহারা ইব্রাহীমকে বলিলেন, "আপনি এখানে বসিবেন না। কেননা, আপনার শরীর হইতে এখনও বাদশাহীর গন্ধ আসিতেছে।" ইব্রাহীম ইতস্ততঃ না করিয়া অন্যত্র যাইয়া বসিলেন। তাঁহার ন্যায় একজন ধার্মিক ও দুনিয়া বিরাগী ব্যক্তির এতদূর বিনয় দেখিয়া উপস্থিত সকলেই অবাক হইয়া গেলেন।

একদা লোকে ইব্রাহীমকে জিজ্ঞাসা করিল, "আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ হইতে মানুষের মনে পর্দা পড়ে কেন?" উত্তরে তিনি বলিলেন, "আল্লাহ্ তাআলা যাহা ভালবাসেন, লোকে তাহা ভালবাসে না এবং অস্থায়ী খেলাধূলায় মশ্গুল হইয়া মানুষ চিরস্থায়ী শান্তির স্থান ও জিনিসকে ছাড়িয়া দেয়।"

এক ব্যক্তি ইব্রাহীম (রহঃ)-এর কাছে উপদেশ চাহিল। তিনি বলিলেন, "কেবল আল্লাহ্কেই বন্ধু বলিয়া মনে কর এবং অন্য সকলকে ত্যাগ কর।" অন্য এক ব্যক্তি উপদেশ চাহিলে, তিনি বলিলেন "কেবল আল্লাহ্কেই বন্ধু বলিয়া মনে কর এবং অন্য সকলকে ত্যাগ কর।" অন্য এক ব্যক্তি উপদেশ চাহিলে,

https://kitabbhubon.com

তিনি বলিলেন, "বন্ধুকে মুক্ত কর এবং মুক্তকে বন্ধ কর।" সে বলিল, ইহার অর্থ কি? তিনি বলিলেন, "বন্ধু মুদ্রার থলি দান করিয়া ফেল এবং অযথা কথায় ভারী জিহ্বাকে বন্ধ কর।"

একদা ইব্‌রাহীম (রহঃ) জনৈক তওয়াফকারীকে বলিলেন, "সে পর্যন্ত তুমি কখনও নেক্‌কারদের শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবে না, যে পর্যন্ত চারিটি কঠিন রাস্তা পার না হইবে। প্রথমতঃ নিজের জন্য নেয়ামতের দরজা বন্ধ কর এবং পরিশ্রমের দরজা খুলিয়া দাও। দ্বিতীয়তঃ নিজের জন্য সম্মানের দরজা বন্ধ কর এবং হীনতার দরজা খুলিয়া দাও। তৃতীয়তঃ নিজের জন্য নিদ্রার দরজা বন্ধ কর এবং অনিদ্রার দরজা খুলিয়া দাও। চতুর্থতঃ নিজের জন্য মালদারীর দরজা বন্ধ কর এবং দরবেশীর দরজা খুলিয়া দাও।"

এক ব্যক্তি ইব্‌রাহীম আদহাম (রহঃ)-এর নিকট আসিয়া আরয করিল, "আমি অনেক দুষ্কর্ম করিয়াছি, আমাকে এমন কতকগুলি উপদেশ দান করুন, যাহা আমাকে সত্যের সন্ধান দিবে।" তিনি বলিলেন, "যদি গ্রহণ কর, তবে ছয়টি উপদেশ দান করিতেছি (১) "যদি গোনাহ্ কর, তবে আল্লাহ্‌র দেওয়া রুযী খাইও না।" সে বলিল, "তিনিই যখন একমাত্র জীবিকাদাতা, তখন তাঁহাকে ছাড়িয়া আর কাহার নিকট হইতে জীবিকা পাইব?" ইব্‌রাহীম বলিলেন, "ইহা কখনও উচিত নহে যে, যাঁহার রুযী খাইবে, তাঁহার অবাধ্য হইবে। (২) যখন কোন গোনাহ্ করিতে চাও, তখন তাঁহার রাজ্যের বাহিরে যাইয়া করিও।" সে বলিল, "যখন পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণে তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত, তখন সেই রাজ্য ছাড়িয়া কোথায় যাইব?" তিনি বলিলেন,"ইহা কখনও উচিত নহে যে, যাহার রাজ্যে বাস করিবে, তাঁহারই বিরুদ্ধাচরণ করিবে। (৩) যখন কোন গোনাহ্ করিতে চাও, এমন স্থানে যাইয়া করিও,যেখানে তিনি তোমাকে না দেখেন।" সে বলিল, "তিনি ত সব জায়গায়ই আছেন এবং সব দেখেন।" ইব্‌রাহীম (রহঃ) বলিলেন, "ইহা কখনও উচিত নহে যে, যাঁহার দেওয়া জীবিকা গ্রহণ করিবে এবং যাঁহার রাজ্যে বাস করিবে, তাঁহারই সম্মুখে গোনাহ্ করিবে। (৪) যখন আয্‌রাঈল (আঃ) তোমার প্রাণ কাড়িয়া লইবার জন্য আসিবেন, তখন তওবা করিবার জন্য তাঁহার নিকট সময় চাহিবে।" সে বলিল, "আয্‌রাঈল ত আমার কথা শুনিবে না।" ইব্‌রাহীম বলিলেন, "যখন তুমি মৃত্যুকে বাধা দিতে অক্ষম, তখন এই মুহূর্তকেই যথেষ্ট মূল্যবান বলিয়া মনে করা তোমার কর্তব্য এবং আয্‌রাঈল আসিবার আগেই তওবা করা তোমার উচিত। (৫) মৃত্যুর পর যখন কবরে মুনকির-নকীর (দুই ফেরেশ্‌তার নাম) সওয়াল-জওয়াবের জন্য তোমার নিকট আসিবেন, তখন তুমি তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া দিবে।" সে বলিল, "আমি ইহা করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।" ইব্‌রাহীম বলিলেন, "তবে তাঁহাদের

https://kitabbhubon.com

সওয়াল-জওয়াবের জন্য প্রস্তুত থাক। (৬) কিয়ামতের মাঠে যখন আল্লাহ তাআলা হুকুম করিবেন, যে, গোনাহ্গারদিগকে দোযখে লইয়া যাও, তখন তুমি বলিবে, "আমি যাইব না।" সে বলিল, "ফেরেশ্তাগণ জোরপূর্বক আমাকে লইয়া যাইবে।" ইব্রাহীম বলিলেন,"তবে গোনাহ্ করিও না।" এই সকল কথা শুনিয়া সে বলিল, "আপনি যাহা বলিলেন, ইহাই আমার জন্য যথেষ্ট।" তখনই সে তওবা করিল এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাহাতে কায়েম ছিল।

দোআ কবূল না হওয়ার কারণ ঃ একদা লোকে ইব্রাহীমকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমরা আল্লাহর দরবারে এত মুনাজাত করি, অথচ তিনি কবুল করেন না, ইহার কারণ কি?" ইব্রাহীম বলিলেন,"তাহার কারণ শুন। আল্লাহ তাআলাকে তোমরা খুব চিন ও জান, অথচ তাঁহার হুকুম পালন কর না। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জান ও বিশ্বাস কর, অথচ তাঁহার তাবেদারী কর না। কোর্আন শরীফ পড়, অথচ উহার উপর আমল কর না। আল্লাহ তাআলার নেয়ামতসমূহ ভোগ কর, কিন্তু তাঁহার নিকট শোকরগুযারী (কৃতজ্ঞতা) প্রকাশ কর না। নেককারদের জন্যই বেহেশ্ত প্রস্তুত বলিয়া জান, তথাপি উহার তালাশ কর না। তোমরা ইহাও জান যে, গোনাহ্গারদের জন্যই দোযখের আগুনের উপকরণ প্রস্তুত, তথাপি তাহা হইতে তোমরা পলায়ন কর না। শয়তান যে তোমার পরম শত্রু, ইহা জানিয়াও তাহার সহিত শত্রুতা কর না; বরং তাহার সহিত বন্ধুত্বই করিয়া থাক। মৃত্যু যে অবশ্যই আসিবে, ইহা খুব জান, কিন্তু তাহার জন্য প্রস্তুত হইতেছ না। মা-বাপ-পুত্র-কন্যাদিগকে মাটিতে কবর দিয়া আসিতেছ, কিন্তু তাহা হইতে ইব্রত (শিক্ষা) গ্রহণ করিতেছ না। নিজের কু-স্বভাব, কু-প্রবৃত্তি ইত্যাদি দোষসমূহ ত্যাগ করিতেছ না, অথচ পরের দোষ খুঁজিয়া বেড়াইতেছ। এখন বল ত, যাহারা এতগুলি পাপে মশ্গুল, তাহাদের দোআ কিরূপে কবুল হইবে?"

মানুষের গোশত খাওয়া ঃ একবার কয়েকজন লোক হযরত ইব্রাহীম আদ্হাম (রহঃ)-কে দাওয়াত করে। সেখানে যাইতে তাঁহার দেরী হইতেছিল এবং সকলেই তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। তাঁহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বলিল, "তিনি বড়ই পাষাণ হৃদয়, তিনি দেরী করিয়াই আসিবেন।" ইব্রাহীম আসিয়াই বলিলেন, "লোকে প্রথমে রুটি, তারপর গোশ্ত আহার করে, কিন্তু তোমরা প্রথমেই গোশ্ত আহার করিয়াছ অর্থাৎ গীবত করিয়াছ।" হাদীস শরীফে আছে গীবত করিলে আপন মুসলিম ভাইয়ের গোশত খাওয়া হয়।

তাওয়াক্কুলের বরকত ঃ ইব্রাহীম আদহাম (রহঃ) বলেন, "একদা আমি আল্লাহর উপর ভরসা করিয়া জঙ্গলে রওয়ানা হই। তিন দিন যাবৎ আমার কোন

https://kitabbhubon.com

খাদ্যই জুটিল না। শয়তান আসিয়া বলিল, হায়! বল্‌খের বাদশাহী ছাড়িয়া এখন ক্ষুধায় মরিতেছ! বাদশাহী থাকিলে আজ কত আড়ম্বর করিয়া চলিতে ও সুখাদ্য আহার করিতে! ইহা শুনিয়া আমি মুনাজাত করিয়া বলিলাম, হে পরওয়ারদেগার! তোমার দোস্তকে কষ্ট দেওয়ার জন্য কি দুশ্‌মনকে তাহার নিকট পাঠান উচিত? অমনি গায়েব হইতে আওয়ায আসিল, হে ইব্‌রাহীম, যাহা কিছু তোমার পকেটে আছে, তাহা ফেলিয়া দাও, দেখিবে যাহা দেখ না, তাহা যাহির হইয়া পড়িবে।" ভুলক্রমে যে রৌপ্যমুদ্রা আমার পকেটে রাখা ছিল, উহা আমি দূরে ফেলিয়া দিলাম। তখনই শয়তান পলাইয়া গেল এবং সেই দিন হইতে এক অজ্ঞাত স্থান হইতে আমার রুযী আসিতে লাগিল।"

ইব্‌রাহীম আদহাম (রহঃ) বলেন, "একদা আমি কোন একটি বাগান পাহারার কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। একদিন বাগানের মালিক আসিয়া আমাকে হুকুম করিলেন, "কতকগুলি মিষ্ট ডালিম আন।" তাঁহার হুকুম মতে আমি তৎক্ষণাৎ কতকগুলি ডালিম তাঁহার সম্মুখে হাযির করি। তিনি কয়েকটি ডালিম খাইয়া বলিলেন, এগুলি বড়ই টক্। তুমি এত দিন যাবৎ ডালিম খাও এবং এই বাগানে কাজ কর, তথাপি তুমি ট্‌ক ও মিষ্ট ডালিমের পার্থক্য জান না? উত্তরে আমি বলিলাম, আপনি আমাকে বাগানের রক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন, উহার ফল খাইবার জন্য নহে। মালিক অবাক হইয়া বলিলেন, "তোমার মধ্যে যে পবিত্রতা দেখিতেছি, তাহাতে তোমাকে ইব্‌রাহীম আদ্‌হাম বলিয়াই মনে হয়। এই কথা শুনিয়া আমি সেই বাগানের চাকরি ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই।"

বিভিন্ন অবস্থা ঃ তিনি ইহাও বলিয়াছেন ঃ "একদা আমি হযরত জিব্‌রাঈলকে স্বপ্নে দেখি। তাঁহার নিকট একখানা কিতাব ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কি এবং ইহা দ্বারা কি করিবেন? তিনি বলিলেন, এই কিতাবে আল্লাহর দোস্তগণের নাম লিখিতে যাইতেছি। আমি বলিলাম, আমার নামও লিখিবেন কি?" উত্তর করিলেন না, তুমি আল্লাহর দোস্ত নও। আমি বলিলাম, "আমি ত আল্লাহর দোস্তগণের দোস্ত বটে।" ইহা শুনিয়া জিব্‌রাইল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তৎপর বলিলেন, "সর্বপ্রথম তোমার নাম লিখিবার জন্য আল্লাহ্‌র হুকুম পাইয়াছি।"

ইব্‌রাহীম বলেন, "একদা রাত্রিকালে আমি বায়তুল মোকাদ্দাস মসজিদে ছিলাম এবং চাটাইয়ের ভিতর নিজকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম। কারণ, মসজিদের খাদেম সেখানে কাহাকেও রাত কাটাইতে দিত না। খাদেম যথাসময়ে দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। গভীর রাত্রে হঠাৎ দরজা খুলিয়া গেল এবং খেরকা-পরা এক বৃদ্ধ ও তাহার সহিত আরও ৪০ জন খেরকা-পরা ব্যক্তি মসজিদের ভিতরে ঢুকিয়া দুই রাক'আত নামায পড়িলেন। তারপর মেহ্‌রাবের

https://kitabbhubon.com

দিকে পিঠ দিয়া বৃদ্ধ সকলের দিকে মুখ করিয়া বসিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বলিলেন, "আজ এই মসজিদে আমাদের ছাড়া অন্য একজন লোকও আছেন।" বৃদ্ধ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, আদ্‌হামের পুত্র ইব্‌রাহীম। আজ চল্লিশ দিন যাবৎ তিনি ইবাদতে স্বাদ পাইতেছেন না।" ইব্‌রাহীম বলেন, "আমি ইহা শুনিয়া বাহির হইয়া আসিলাম এবং বৃদ্ধকে বলিলাম, "আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। ইহার কারণ জানিতে পারিলে কৃতার্থ হইতাম।" তিনি বলিলেন, "তুমি অমুক দিন বসরা নগরে খেজুর ক্রয় করিয়াছিলে। দোকানদার যখন খেজুর ওযন করিতেছিল, তখন একটি খেজুর নীচে পড়িয়া যায়। তুমি ভুলে উহা তোমারই প্রাপ্য ভাবিয়া কুড়াইয়া লইয়া ভক্ষণ কর। এই কারণে তুমি ইবাদতে স্বাদ পাইতেছ না।" ইব্‌রাহীম আদহাম (রহঃ) বলেন, "ইহা শুনিয়া পরদিন ভোরবেলা আমি বসরার দিকে রওয়ানা হই। খেজুর-বিক্রেতার নিকট যাইয়া মা'ফ চাহিলাম। দোকানদার সমস্ত কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিল ঃ "পরের ধন হরণ করা যখন এতই গুরুতর, তখন আমি অদ্য হইতে খেজুর বিক্রয়ের ব্যবসা ত্যাগ করিলাম।" তৎপর তিনি ইব্‌রাহীমের নিকট তওবা করিয়া ইবাদতে মশ্‌গুল হইলেন এবং পরে তিনি আওলীয়া শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন।

একদা কোন এক ময়দান দিয়া যাইবার সময় জনৈক সিপাহী ইব্‌রাহীমকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?" তিনি উত্তর করিলেন, "একজন দাস।" সিপাহী জিজ্ঞাসা করিল, "বাসস্থান কোথায়?" তিনি কবরস্থানের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, "এই দিকে।" সৈনিক রাগ হইয়া বলিল, "আমাকে উপহাস করিতেছ?" এই বলিয়া ইব্‌রাহীমকে বেত্রাঘাত করিতে লাগিল এবং গলায় দড়ি বাঁধিয়া রাস্তা দিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। লোকে বলিল, "ওহে মূর্খ, ইনি ইব্‌রাহীম আদ্‌হাম, কেন তুমি তাঁহাকে মারিতেছ?" সৈনিক তাঁহার নাম শুনিয়াই তাঁহার পায়ে পড়িয়া মা'ফ চাহিল। ইব্‌রাহীম বলিলেন, "তুমি আমার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছ, তজ্জন্য আমি তোমাকে দোআ করি। কেননা, তোমার এই ব্যবহার আমার জন্য বেহেশ্‌তের কারণ হইল। তোমার ভাগ্যে দোযখ হউক কখনও আমি এরূপ ইচ্ছা করি না।" সৈনিক বলিল, "আচ্ছা, যখন আমি আপনার নামও বাসস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করি, তখন নাম ও কবরস্থানের প্রতি এইরূপ ইঙ্গিত করিলেন কেন?" ইব্‌রাহীম বলিলেন, "সকল মানুষই আল্লাহ্‌র দাস এবং কবরস্থান প্রত্যহ আবাদ হইতেছে ও নগর ধ্বংস হইতেছে-অর্থাৎ, নগরের লোক মৃত্যুর পর কবরস্থানে যাইয়া বসতি স্থাপন করিতেছে। সুতরাং উহাই সকলের স্থায়ী বাসস্থান।"

https://kitabbhubon.com

একদা জনৈক মাতালের নিকট দিয়া যাইবার সময় তিনি দেখিলেন যে, মাটি লাগিয়া তাহার মুখখানি বিশ্রী হইয়া রহিয়াছে। মাতালের এই অবস্থা দেখিয়া ইব্‌রাহীম তখনই পানি আনিয়া তাহার মুখ ধোয়াইয়া দিলেন এবং বলিলেন, "যে মুখ আল্লাহর পবিত্র নাম জপিবার স্থান, তাহাতে মাটি লেপিয়া খারাপ করিয়া রাখিয়াছ কেন?" এই বলিয়া তিনি সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। পরে মাতালের হুঁশ হইলে লোকে বলিল, "ইব্‌রাহীম আদ্‌হাম তোমার মুখ ধোওয়াইয়া তোমাকে এই কথা কয়টি বলিয়া গিয়াছেন।" মাতাল তৎক্ষণাৎ বলিল, "আমিও অদ্য হইতে তওবা করিলাম, আর কখনও মদপান করিব না।" সেই রাত্রেই ইব্‌রাহীম স্বপ্নে দেখিলেন, আল্লাহ পাক বলিতেছেন, "হে ইব্‌রাহীম! তুমি আমার সন্তুষ্টির জন্য এই মাতালের মুখ ধোওয়াইয়া দিয়াছ, ইহার বদলে আমি তোমার অন্তর ধৌত করিলাম।"

কারামত ঃ একদা তিনি জনৈক দরবেশসহ এক পাহাড়ে বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন, এমন সময় সেই দরবেশ ইব্‌রাহীমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, মানুষ কামেল (পূর্ণ) হইবার পরিচয় কি?" উত্তরে তিনি বলিলেন, "যদি সে পাহাড়কে বলে 'চল', তখনই পাহাড় চলিবে।" আশ্চর্যের বিষয় যে, সেই মুহূর্তেই পাহাড়টি চলিতে আরম্ভ করিল। ইব্‌রাহীম বলিলেন, "হে পাহাড় আমি ত তোমাকে চলিতে আদেশ করি নাই। আমি শুধু উদহারণস্বরূপ উহা বলিয়াছিলাম।" বলা বাহুল্য, তখনই পাহাড় থামিয়া যায়।

একদা ইব্‌রাহীম (রহঃ) নৌকায় চড়িয়া কোন একটি নদী পার হইতেছিলেন। হঠাৎ ঝড় শুরু হয় এবং নদীতে প্রচণ্ড ঢেউ উঠে। সেই নৌকায় একখানা কোর্‌আন শরীফও ছিল। ইব্‌রাহীম উচ্চৈ স্বরে বলিতে লাগিলেন, "ইলাহী! তোমার পবিত্র কোর্‌আন শরীফ নৌকায় থাকা সত্ত্বেও কি তুমি আমাদিগকে ডুবাইয়া ফেলিবে?" এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই নদীর ঢেউ বন্ধ হইয়া যায়।

একদা তিনি নৌকায় চড়িয়া নদী পার হইতে মনস্থ করিলে মাঝি মজুরী বাবদ ১টি দীনার চাহিল। কিন্তু তখন তাঁহার নিকট কোন মুদ্রাই ছিল না। তিনি ওযূ করিয়া তীরে উঠিয়া দুই রাক'আত নামায পড়িলেন এবং মোনাজাত করিয়া বলিলেন, "ইলাহী! এ ব্যক্তি আমার নিকট মজুরী চাহে, কিন্তু আমার নিকট কিছুই নাই।" তৎক্ষণাৎ নদীর তীরে বালূ সোনা হইয়া গেল। তিনি উহা হইতে এক মুষ্টি উঠাইয়া মাঝিকে দান করিলেন। মাঝি খুশী হইয়া তাঁহাকে নদী পার করিয়া দিল।

https://kitabbhubon.com

একদা ইব্‌রাহীম আদহাম (রহঃ) টাইগ্রীস নদীর পাড়ে বসিয়া নিজের ছেঁড়া কাপড় সেলাই করিতেছেন, এমন সময় এক ব্যক্তি বলিল, "আচ্ছা বলুন ত, বল্‌খ দেশের বাদশাহী ছাড়িয়া আপনি কি লাভ করিয়াছেন?" ইব্‌রাহীম তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া হাতের সূচটি নদীতে ফেলিয়া দিয়া তাহাকে বলিলেন, "ইহা কি উঠাইতে পার?" লোকটি অক্ষমতা প্রকাশ করিল। ইব্‌রাহীম নদীর দিকে ইশারা করিলেন। ইঙ্গিত মাত্রই অসংখ্য মাছ এক-একটি সোনার সূচ মুখে লইয়া পানির উপর ভাসিয়া উঠে। তিনি বলিলেন, "আমি সোনার সূচ চাই নাই, আমার সূচটিই আমি ফেরত চাহিয়াছি।" অমনি এক মাছ তাঁহার সূচটি তাঁহার সম্মুখে ফেলিয়া দিল। তারপর তিনি সেই ব্যক্তির প্রতি নযর করিয়া বলিলেন, "বল্‌খের বাদশাহী ছাড়িয়া এই বাদশাহী আমি লাভ করিয়াছি।"

একদা একদল দরবেশসহ ইব্‌রাহীম কোন স্থানে রওয়ানা হন। পথে এক কিল্লার নিকট পৌঁছেন। কিল্লার দরজায় কাঠের বহু টুকরা পড়িয়াছিল। দরবেশগণ বলিলেন, "আজ রাত্রি এখানেই কাটাইব এবং আগুন জ্বালাইব। কারণ, নিকটেই একটি পরিস্কার নহর দেখা যায়।" ইহা স্থির করিয়া তাঁহারা আগুন জ্বালাইলেন। একজন বলিয়া উঠিলেন, "আহা! যদি এখন কোন হালাল গোশ্‌ত পাইতাম, তবে এই আগুনে ভাজা করিয়া খাইতাম।" হযরত ইব্‌রাহীম আদ্‌হাম সেই সময় নামায পড়িতেছিলেন। নামাযের সালাম ফিরাইয়া তিনি বলিলেন- "আল্লাহ তাআলা সর্বশক্তিমান, হালাল গোশ্‌ত পাঠাইবার শক্তিও তাঁহার আছে।" এই কথা বলিয়া পুনরায় নামাযে রত হইলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই বাঘের ডাক তাঁহার কানে আসিল। দেখিতে দেখিতে একটি বাঘ ও উহার আগে আগে একটি বন্য গাধা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। বন্য গাধা সম্মুখে পাইয়া দরবেশগণ উহাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং যবেহ্ করিয়া উহার গোশ্‌ত কাবাব করিয়া আহার করিলেন। বাঘটি তাঁহাদের পার্শ্বে বসিয়া সবকিছু দেখিতেছিল।

একবার ইব্‌রাহীম আদ্‌হাম কয়েকজন দরবেশকে সঙ্গে নিয়া হজ্জে যাইতেছিলেন। পথে একজন বলিলেন, "আমার পথসম্বল কিছুই নাই।" ইব্‌রাহীম আদ্‌হাম বলিলেন, "তোমার কি আল্লাহ্ তাআলার উপরেও ভরসা নাই? যদি সত্যিই তোমার ধনদৌলতের আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে নিকটেই ঐ গাছটিরদিকে নযর কর।" দরবেশ গাছটির দিকে নযর করিলে নিকটেই একটি সুন্দর সোনালী গাছ দেখিতে পান।

ইন্তেকাল ঃ কথিত আছে, হযরত ইব্‌রাহীম আদ্‌হাম লোক-সমাজ হইতে পলায়ন করিয়া নির্জন স্থানে নিজেকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। এই কারণে

https://kitabbhubon.com

তাঁহার কবরের সঠিক অবস্থান কেহ বলিতে পারে নাই। কেহ বলেন, তাঁহার কবর বাগদাদ শরীফে। আবার কেহ বলেন, শাম দেশে। কেহ কেহ বলেন, হযরত লুৎ আলায়ইহিস্‌সালামের কবরের নিকটেই তাঁহার কবর। কথিত আছে, তাঁহার ওফাতের পরক্ষণেই দুনিয়ার লোক এই গায়েবী আওয়ায শুনিতে পাইয়াছিল - اِلَّا اِنَّ اَمَانَ الْاَرْضِ قَدْ مَاتَ অর্থাৎ 'জানিয়া রাখ, দুনিয়ার শান্তি দুনিয়া ত্যাগ করিয়াছে।' ইহার কিছুক্ষণ পরেই তাঁহার ইন্‌তিকালের কথা সকল জায়গায় ছড়াইয়া পড়ে।

হযরত বিশ্‌রে হাফী (রহঃ)

পরিচয় ঃ বিশ্‌রে হাফী (রহঃ) কাশফ ও ইবাদত-মোজাহাদায় মোকাম্মাল দরজার বুযুর্গ ছিলেন এবং শরীয়তের বড় আলেম ছিলেন। তিনি তাহার মামা আলী হাশ্‌রম (রহঃ)-এর হাতে বায়আত ছিলেন। মার্‌ভ নগর তাঁহার জন্মভূমি। পরে তিনি বাগদাদের অধিবাসী হন।

তাঁহার তওবার কারণ ঃ বিশ্‌রে হাফী প্রথম জীবনে একজন সুরাপায়ী ও অসৎ চরিত্রের লোক ছিলেন। একদা মাতাল অবস্থায় রাস্তা দিয়া যাইবার সময় তিনি বিসমিল্লাহির রহমা-নির রহীম লিখিত একখণ্ড কাগজ দেখিতে পান। তিনি যত্নের সহিত কাগজখানা উঠাইয়া ধুইয়া উহাতে কিছু আতর মাখাইয়া তা'যীমের সহিত একটি উচ্চ স্থানে রাখিয়া দেন। সেই রাত্রিতেই স্থানীয় এক দরবেশ স্বপ্নে দেখিলেন যেন, আল্লাহ্‌র তরফ হইতে তাঁহাকে বলা হইতেছে, "যাও, বিশ্‌রকে যাইয়া বল, তুমি আমার নামকে যেমন তা'যীম করিয়াছ এবং তা'যীমের সহিত উচ্চ স্থানে রাখিয়াছ, আমিও তাহাকে উহার কারণে পবিত্র উচ্চ মকাম দান করিব।" দরবেশ এই স্বপ্ন দেখিয়া ভাবিলেন, যাহার সম্বন্ধে এই স্বপ্ন দেখিলাম, সে ত ভয়ানক খারাপ লোক; তাহার পক্ষে এরূপ হওয়া অসম্ভব। আমি হয়ত ভুল দেখিয়াছি। মনে এইরূপ ভাবিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। এবারও সেইরূপ স্বপ্ন দেখিলেন। এইরূপে তিনবার স্বপ্ন দেখিলেন। ভোরবেলা তিনি বিশ্‌রের বাড়ী যাইয়া তাঁহাকে ডাকিলেন। লোকে বলিল, "সে ত অমুক সভায় শরাবখোরদের সহিত শরাব পানে মত্ত।" দরবেশ নিজে সেই ঘরের দরজায় গিয়া তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহাকে বলা হইল যে, সে বেহুঁশ অবস্থায় পড়িয়া আছে। অগত্যা দরবেশ উপস্থিত একজনকে বলিলেন, "তুমি বিশ্‌রকে উচ্চঃস্বরে বল যে, আমি তাঁহাকে একটি মহা সুসংবাদ দিতে আসিয়াছি।" বহুক্ষণ ডাকাডাকির পর বিশ্‌র উত্তর করিলেন, "কাহার পয়গাম?" দরবেশ বলিলেন," আল্লাহ্ তাআলার একটি পয়গাম আনিয়াছি।" ইহা শুনিয়া বিশ্‌র কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং

https://kitabbhubon.com

বলিলেন, "হায়, আল্লাহই জানেন, উহা কি আমার শাস্তিরই পয়গাম, না তিরস্কারের পয়গাম।" বিশ্র বাহিরে আসিলে দরবেশ তাঁহাকে স্বপ্নের কথা বলিলেন। বিশ্র তখনই বন্ধুদিগকে বিদায় দিয়া বলিলেন, "আমি চলিলাম, তোমরা আর কখনও আমাকে এই কাজে দেখিবে না।" ইহার পর তিনি তওবা করিলেন ও লোকালয় ছাড়িয়া ইবাদতে মশ্গুল হইলেন। মাওলার প্রেমে তিনি এমনই মশ্গুল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, আর কখনও জুতা পায়ে দেন নাই। এইজন্যই তিনি "হাফী" (শূণ্যপদ) খেতাব লাভ করেন। লোকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আপনি জুতা ব্যবহার করেন না কেন?" তিনি উত্তর করিলেন, "যে দিন মা'শুকের সহিত প্রথম এশ্ক স্থাপন করি। মাওলা বলিয়াছেন, "আমি দুনিয়ার উপরিভাগকে তোমাদের জন্য ফরশ (বিছানা) বানাইয়াছি। শাহী ফরশে জুতা পরিয়া যাওয়া বে-আদবী।"

ঘটনাবলী ঃ কোন কোন দরবেশ মাটির ঢেলা দ্বারা মল-মূত্র পরিষ্কার করিতেন না এবং মাটিতে থু থু ফেলিতেন না। কারণ তাঁহারা প্রত্যেক বস্তু হইতে আল্লাহ তাআলার নূর (জ্যোতি) দর্শন করিতেন। বিশ্রে হাফীরও একই অবস্থা ছিল। কেহ কেহ বলেন, সাধকের চক্ষুই মাওলার নূরস্বরূপ হইয়া যায় এবং তিনি চক্ষুদ্বারা আল্লাহ্ ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পান না। হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবা সা'লাবা (রাঃ) জানাযার পিছনে যাইবার সময় পায়ের বৃদ্ধা অঙ্গুলীর উপর ভর করিয়া যাইতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন, "ফেরেশ্তাদের পালকের উপরে পা ফেলিতে ভয় হয় এবং ফেরেশ্তারা মাওলার নুর। মাওলার নূর দ্বারা মু'মিন দর্শন করিয়া থাকে।"

বর্ণিত আছে, ইমাম আহ্মদ ইবনে হাম্বল প্রায়ই বিশ্রে হাফীর নিকটে গমন করিতেন। বিশ্রে হাফীর সহিত তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ও প্রণয় ছিল। একদা ছাত্রগণ ইমামকে বলিলেন, "আপনি হাদীস ও ফেকাহ্-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। বিভিন্ন শাস্ত্রেও আপনি অদ্বিতীয়। এমতাবস্থায় একজন পাগলের নিকট বার বার গমন করা কি আপনার মর্যাদার হানি নহে?" আহ্মদ বলিলেন, "হাঁ, তোমরা যে সকল এলেম সম্বন্ধে বলিলে, সে-সকল এলেম আমি বিশ্র অপেক্ষা অধিক হাছেল করিয়াছি সত্য, কিন্তু বিশ্রে হাফী আল্লাহ তাআলাকে আমার চেয়ে অধিক ভাল জানেন।" ইমাম আহ্মদ সর্বদা তাঁহার নিকট যাইয়া বলিতেন, "আমাকে আল্লাহ তাআলার বিষয় বর্ণনা করুন।'

এক রাত্রিতে বিশ্র নিজের ঘরে যাইবার সময় এক পা বাহিরে রাখিয়া ভোরবেলা পর্যন্ত বিস্ময়ে অভিভূত ও স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। আর একদিন তিনি ভগ্নীর বাড়ী যাইয়া পাগলের মত ছাদে উপর উঠিতে থাকেন।

https://kitabbhubon.com

সিঁড়ির কয়েকটি সোপান পার হইয়াই কি ভাবিতে ভাবিতে ভোরবেলা পর্যন্ত স্থিরভাবে সে-স্থানেই দাঁড়াইয়া থাকেন, পরে ফজরের নামায পড়িবার জন্য চলিয়া যান। নামায-শেষে ফিরিয়া আসিলে ভগ্নী ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, "বাগদাদে কয়েকজন লোক আছে, তাহাদের নামও বিশ্‌র। এক বিশ্‌র ইহুদী, একনজ খৃষ্টান, আর একজন আতশ পরস্ত (অগ্নিপূজক)। আমার নামও বিশ্‌র। আল্লাহ তাআলা আমাকে ইস্‌লাম ধর্মরূপ একটি সম্পদ দান করিয়াছেন। পক্ষান্তরে তাহারা ইহা হইতে বঞ্চিত আছে। আমি এমন কি নেক কাজ করিলাম, যে জন্য এত বড় একটি নেয়ামত আমার হাতে আসিয়াছে! ইহা ভাবিতে ভাবিতেই সারা রাত দাঁড়াইয়া কাটাইয়া দিয়াছি।"

হযরত বিশ্‌র হাফী (রহঃ) মুহাদ্দিছ হওয়ার পর তাহার সমস্ত হাদীছের কিতাব মাটিতে দাফন করিয়া দেন। জীবনে কোন হাদীসই তিনি বর্ণনা করেন নাই। লোকে ইহার কারণ জানিতে চাহিলে তিনি বলিতেন, "মনের মধ্যে ইয্‌যত, সুখ্যাতি ও যশলাভের খারাপ বাসনা না থাকিলে আমি নিশ্চয়ই লোকমধ্যে হাদীস বর্নণা করিতাম।" লোকে বিশ্‌রকে বলিল, "বাগদাদে ত হালাল-হারামের কোন বিচার নাই। বরং হারামের মাত্রাই অধিক। এই অবস্থায় আপনি কোথা হইতে খাদ্য ভক্ষণ করেন ?" তিনি বলিলেন, তোমরা যেখান হইতে ভক্ষণ কর, আমিও সেখান হইতেই খাদ্য ভক্ষণ করি।" লোকে বলিল, "তবে আপনি এইরূপ উচ্চ পদে উঠিলেন কিরূপে ?" তিনি বলিলেন, "কম খাদ্য গ্রহণ এবং কম বন্ধুত্বের জন্য।" তারপর তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি প্রভুর খাদ্য ভক্ষণ করে আর হাসে এবং যে ব্যক্তি খাদ্য ভক্ষণ করে ও ক্রন্দন করে, উভয় ব্যক্তি কি সমান হইতে পারে ?"

এক দরবেশ বলিয়াছেন, "আমি তীব্র শীতের সময় একদিন বিশ্‌রে হাফীর নিকট উপস্থিত ছিলাম। দেখিলাম, তিনি শীতের মধ্যে খোলা শরীরে কাঁপিতেছেন। আমি তাঁহাকে প্রশ্ন করিলাম, 'একি, খোলা শরীর কেন? তিনি বলিলেন, 'দরিদ্রদিগকে স্মরণ করিয়াছি, ধন নাই, যাহা দিয়া তাহাদের প্রতি হামদরদী (সহানুভূীত) প্রকাশ করিতে পারি। সুতরাং শরীর দিয়াই তাহাদের প্রতি হামদরদী প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছি।" লোকে তাঁহাকে প্রশ্ন করিল, "আপনি কি উপায়ে এরূপ উচ্চপদে সমাসীন হইলেন ?" তিনি বলিলেন, "নিজের অবস্থা আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য লোকের নিকট সর্বদা গুপ্ত রাখিয়াছি। তাহাতেই এই উন্নতি।"

আহ্‌মাদ ইব্‌নে ইব্‌রাহীম বলেন, "একদা বিশ্‌র আমাকে বলিলেন, "আপনি হযরত মা'রূফকে জানাইবেন যে, আমি নামায শেষে তাঁহার নিকট গমন করিব।' আমি যথারীতি তাঁহার নিকট উক্ত সংবাদ পৌঁছাইলাম। হযরত

https://kitabbhubon.com

মা'রূফের আস্তানা আমাদের মসজিদের নিকটে টাইগ্রীস নদীর তীরেই ছিল। আমরা উভয়েই উক্ত মসজিদে যোহর, আছর, মাগরিব ও এশার নামায পর্যন্ত থাকিয়া অপেক্ষা করিলাম। কিন্তু বিশ্র আসিলেন না। আমি ভাবিলাম একি হইল? বিশরের মত লোকও ওয়াদা ভঙ্গ করেন? মসজিদের দরজায় দাঁড়াইয়া তখনও আমি তাঁহার অপেক্ষায় ছিলাম। হঠাৎ দেখিলাম, বিশ্রে হাফী মসজিদের ভিতর হইতে জায়-নামায উঠাইয়া লইয়া বাহির হইলেন। পরে তিনি নদীর ধারে যাইয়া হযরত মা'রূফসহ পানির উপর বসিয়া সারা রাত গোপনীয় বিষয়ে আলাপ করিলেন। ভোরবেলায় আমি যাইতে উদ্যত হইয়াছি দেখিয়া তিনি আমার পা ধরিয়া বলিলেন, "সাবধান, আমার জীবিত কালে এই গোপনীয় বিষয়টি কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। তাঁহার জীবিত কালে আমি কখনও উহা প্রকাশ করি নাই।"

বিশ্রে হাফী একদা কয়েকজন লোকের সম্মুখে রেযা বা সন্তুষ্টি সম্বন্ধে কথা বলিতেছিলেন। উপস্থিত লোকদের মধ্যে একজন বলিল, "হুযূর! আপনি লোকের নিকট হইতে কিছুই গ্রহণ করেন না। যদি আপনি প্রকৃত দরবেশ ও সংসার-বিরাগী হন, তবে লোকের নিকট হইতে কিছু কিছু গ্রহণ করিয়া উহা গোপনে দরবেশ ও দরিদ্রদিগকে দান করিতে পারেন। আল্লাহর উপর ভরসা করিয়া আপনি গায়েব (অদৃশ্য রাজ্য) হইতে নিজ রুযী উপার্জন করুন।" বক্তার এই উক্তি বিশ্রের সহচরদের পছন্দ হইল না। বিশ্র হাসিয়া বলিলেন, ফকীরও তিন প্রকারঃ (১) এক প্রকারের ফকীর অন্যের নিকট কিছুই ভিক্ষা করে না। কেহ কিছু নিজের ইচ্ছায় দান করিলেও তিনি তাহা গ্রহণ করেন না; বরং লোকের নিকট হইতে পলায়ন করেন। এই সম্প্রদায়কে রূহানী সম্প্রদায় বলে। তাঁহারা আল্লাহ তাআলার নিকট যখন যাহা চান, আল্লাহ তাহাই তাঁহাদিগকে দান করেন। এই সম্প্রদায় যদি কোন বস্তুর জন্য কসম (শপথ) করিয়া আল্লাহতাআলার নিকট আরয করেন, তখনই তিনি তাহা কবুল করেন। (২) দ্বিতীয় প্রকারের ফকীর কাহারও নিকট যাত্রা করেন না, তবে যদি কেহ কিছু দান করে, তাহা গ্রহণ করেন। ইঁহারা মধ্য শ্রেণীর লোক। ইঁহারা সব কাজে আল্লাহ্র প্রতি নির্ভরশীল। এই সম্প্রদায়ের লোক বেহেশ্তে পবিত্র দস্তরখানায় বসিবেন। (৩) তৃতীয় প্রকারের ফকীর নিজ সময় যথাসাধ্য নেক্কাজে ব্যয় করেন,নফ্সকে দমন করিয়া রাখেন এবং নফ্সের বিপরীত কাজ করেন।" বিশরের এই কথা শুনিয়া প্রশ্নকারী দরবেশ বলিলেন, "আপনার উত্তরে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। আল্লাহ্ আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হউন।"

হযরত বিশ্রে হাফী বলিয়াছেন, "আমি একদিন এক ঝরণার নিকটে মহাত্মা আলী জুরজানীর (রহঃ) নিকটে উপস্থিত হই। তিনি আমাকে দেখিয়াই "আজ কি

https://kitabbhubon.com

অপরাধ করিয়াছি যে, মানুষের মুখ দেখিলাম- " এই বলিয়া পালাইতে লাগিলেন। আমিও তাঁহার পিছনে পিছনে গেলাম এবং বলিলাম, "হুযূর, আমাকে কিছু উপদেশ দান করুন।" তিনি বলিলেন, "দরিদ্রতা অবলম্বন কর, ধৈর্যের সহিত জীবন যাপন কর, নফ্‌সকে চিরশত্রু বলিয়া মনে কর, নফ্‌সের বিপরীত কাজ কর এবং নিজ ঘরকে কবরের চেয়েও বেশী নির্জন মনে কর। তাহা হইলে সানন্দে আল্লাহ তাআলার দরবারে পৌঁছিতে পারিবে।"

বিশ্‌র বলেন, "আমি একদিন ঘরে যাইয়া এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলাম। তাঁহাকে প্রশ্ন করিলাম, 'আপনি কে?' তিনি উত্তর করিলেন, 'আমি তোমারই ভাই খিজির? আল্লাহ্‌ তাঁহার ইবাদতের কাজ তোমার পক্ষে সহজ করুন।" আমি বলিলাম, "আরও দোআ চাই।" তিনি বলিলেন, "তোমার ইবাদত তিনি গোপন রাখুন।" হযরত বিশ্‌রের নিকট কোন এক ব্যক্তি আরয করিল "আমার নিকট দুই হাজার দির্‌হাম হালাল মুদ্রা আছে, আমি ইহা দ্বারা হজ্জ করিতে চাই।" বিশর বলিলেন, "তুমি হজ্জে যাইতে চাও? যদি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভ করিতে চাও, তবে কোন দরিদ্রের করয আদায় করিয়া দাও, অথবা কোন এতীমের সাহায্য কর, কিংবা কোন বহু পরিবার বিশিষ্ট দরিদ্রকে উহা দান কর। এই মুদ্রা দ্বারা তাহারা যে আনন্দ লাভ করিবে,তাহা শত হজ্জ অপেক্ষা অধিক সওয়াবের কারণ হইবে।" লোকটি বলিল, হুযূর! হজ্জ করার বাসনাই আমার মনে অধিক।" তিনি বলিলেন, "তুমি এই মুদ্রা হালাল বলিতেছ বটে, কিন্তু উহা হালাল নহে এবং হালাল উপায়ে উহা রোযগারও কর নাই।"

বর্ণিত আছে, বিশ্‌রে হাফী এক কবরস্থান দিয়া গমনকালে দেখিলেন যেন, কবরবাসিগণ বসিয়া কি বন্টন করিতেছেন। আরয করিলেন, "হে আল্লাহ! ইহার তাৎপর্য কিছুই বুঝিলাম না।" তখন গায়েব হইতে আওয়ায হইল, "সেখানে যাও এবং তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর।" তিনি তথায় যাইয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিলেন, "এক সপ্তাহ পূর্বে এই কবরস্তানের পার্শ্ব দিয়া এক দরবেশ গমন করেন। তিনি তিনবার 'কুল্‌হুয়াল্লাহু' ও একবার সূরা ফাতিহা পড়িয়া উহার সওয়াব আমাদিগকে দান করেন। তখন হইতে আমরা সেই সওয়াব বন্টনে রত। এখনও উহা হইতে আমরা অবসর পাই নাই।"

বিশ্‌রে হাফী বলেন, "আমি একদিন হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখিয়া আরয করিলাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করুন।" হযরত বলিলেন, "আল্লাহ্‌ তাআলার দরবারে নেকীর আশায় ধনীর পক্ষে দরিদ্রদিগকে দয়া করা এইটি ভাল কাজ বটে, কিন্তু রাহ্‌মানুর রাহীমের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া দরিদ্র লোকদের পক্ষে ধনীগণের হাতপ্রসস্ত না করা তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কাজ।

https://kitabbhubon.com

নসীহত

❊ অনেক সময় হযরত বিশ্‌রে হাফী শিষ্যদিগকে বলিতেন, "পানি যতক্ষণ প্রবাহিত থাকে ততক্ষণ উহা পরিষ্কার থাকে। পানি যখন আটক হইয়া পড়ে, তখন তাহার স্বাভাবিক অবস্থা পরিবর্তন হইয়া যায়।"

❊ যে ব্যক্তি দুনিয়ার মধ্যে সকলের প্রিয় হইতে চায় তাহাকে বল, যেন সে তিনটি বিষয় হইতে দূরে থাকে- (ক) কোন সৃষ্ট বস্তুর নিকট যেন দয়া প্রার্থী না হয়। (খ) কাহাকেও যেন মন্দ না বলে। (গ) বিনা দাওয়াতে যেন কাহারও মেহ্‌মান না হয়।

❊ যে ব্যক্তি লোক-সমাজে মশ্‌হুর (বিখ্যাত) হইবার বাসনা রাখে সেই ব্যক্তি আখেরাতের স্বাদ পাইবে না। যদি তুমি লোকের নিকট পরিচিত হইতে ভালবাস, তবে ইহাই সংসারের প্রতি আসক্তির মূল কারণ বলিয়া জানিবে।

❊ যে পর্যন্ত তোমার ও তোমার নফ্‌সের (রিপুর) মধ্যে তুমি একটি দেওয়াল না উঠাইবে, সে পর্যন্ত কখনও ইবাদতের মিষ্টতা ও স্বাদ পাইবে না।

❊ তিনটি কাজ অত্যন্ত কঠিন- (১) অভাবের সময় দান করা; (২) যাহাকে ভয় কর তাহার নিকট সত্য কথা বলা; (৩) নির্জন স্থানে পরহেযগার হওয়া।

❊ সমস্ত সন্দেহজনক বস্তু হইতে আত্মরক্ষা করা এবং প্রতি মুহূর্তে নিজ জীবনের কার্যাবলীর হিসাব লওয়া-ইহাই প্রকৃত ধার্মিকতা।

❊ ইবাদত এরূপ ফেরেশ্‌তা যে, শূন্য হৃদয় ব্যতীত উহার স্থান হয় না।

❊ ইবাদত এইরূপ ফেরেশ্‌তা যে, যখন ইহা এক স্থানে স্থিতিলাভ করে, অন্য কোন বস্তুকে সেখানে স্থিতি লাভ করিতে দেয় না।

❊ আল্লাহর বান্দাকে যাহা দান করা হইয়াছে, তন্মধ্যে মা'রেফত (তত্ত্বজ্ঞান) ও ফকীরগণের ধৈর্যধারণ সর্বশ্রেষ্ঠ।

❊ যদি আল্লাহ্ তাআলার কোন খাস বা বিশেষ লোক থাকে, তবে আরেফ বা তত্ত্বজ্ঞানীরাই সেই বিশেষ লোক।

❊ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া আর কিছুই জানেন না, কাহাকেও চিনেন না এবং একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তোষপ্রার্থী ব্যতীত কেহই তাঁহার সম্মান করে না, তিনিই তত্ত্বজ্ঞানী।

❊ লোকদিগকে সালাম কর, তাহাদের সালামের আশায় থাকিও না।

❊ কৃপণকে দেখিলে হৃদয় কঠিন কর।

❊ যে পর্যন্ত তোমার শত্রু তোমার নিকট হইতে অভয় না পাইবে, সে পর্যন্ত তুমি কখনও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে না।

https://kitabbhubon.com

❊ আল্লাহ তাআলার ইবাদত করিবার ক্ষমতা যদি তোমার না থাকে, তবে অন্ততঃ তাঁহার নিকট গোনাহ্ করিও না।

❊ এক ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে বলিলেন ঃ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ (তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ্) অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করিলাম। তিনি বলিলেন, তুমি মিথ্যা কথা বলিতেছ। যদি তুমি আল্লাহ তাআলার উপর নির্ভর করিতে, তবে তিনি যাহা করিতেন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে।"

❊ যখন কোন বস্তুর প্রতি তুমি অহঙ্কারী হও, তখন চুপ করিয়া থাকিও। চুপ করিয়া থাকিলেও যদি তোমার মনে অহঙ্কার জন্মে, তবে কথা বল।

❊ যদি তুমি সারাজীবনও শোকরিয়ার (কৃতজ্ঞতার) সিজ্‌দায় পড়িয়া থাক, তবুও আল্লাহ্‌র উপযুক্ত শোকরানা (কৃতজ্ঞতা) আদায় করিতে সক্ষম হইবে না। হক্ তাআলা প্রথম দিনই তোমার কথা বন্ধুদিগের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার বন্ধু-শ্রেণীভুক্ত হইতে চেষ্টা কর।"

ইন্তেকাল ঃ ইন্তেকাল নিকটবর্তী হইলে হযরত বিশ্‌রে হাফী অতিশয় অস্থির হইয়া পড়েন। ইহা দেখিয়া লোকে বলিল, "সম্ভবতঃ আপনি দুনিয়াকে ভালবাসেন?" তিনি বলিলেন. "না, তবে বাদশাহের দরবারে পৌঁছা বড়ই কষ্টকর; তজ্জন্যই চিন্তিত ও ব্যস্ত আছি।"

কথিত আছে, তিনি যখন মৃত্যু-শয্যায়, তখন এক ব্যক্তি আসিয়া নিজের গরীবী অবস্থার কথা তাঁহাকে জানায়। তিনি নিজের পরনের জামা তাহাকে দান করিয়া অন্য একটি পরিধান করেন। এই জামাটি পরিহিত অবস্থায়ই তিনি এই দুনিয়া ত্যাগ করেন।

কথিত আছে, বিশ্‌রে হাফীর জীবিতকালে তাঁহার প্রতি সম্মানের জন্য বাগদাদের রাস্তায় কোন চতুষ্পদ জন্তু মলত্যাগ করিত না। কারণ, তিনি সর্বদা খালি পায়ে ভ্রমণ করিতেন। একদিন রাত্রে একটি জন্তু বাগ্‌দাদের রাস্তায় মলত্যাগ করিলে উহার মালিক চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠে, "সম্ভবতঃ হযরত বিশ্‌র জীবিত নাই, যেহেতু একদিন তাঁহারই সম্মানের খাতিরে বাগদাদের রাস্তায় কোন প্রাণী মলত্যাগ করে নাই। পরে খোঁজ করিয়া সে জানিতে পারে যে, বাস্তবিকই বিশ্‌রে হাফী আর এই দুনিয়ায় নাই।

তাঁহার ইন্তেকালের পর অনেকেই তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ঃ "আচ্ছা, মৃত্যুর পর আল্লাহ তাআলা আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন? তিনি উত্তর করিলেন, "তিনি আমার উপর রাগ করিয়া বলিয়াছেন, "তুমি দুনিয়ায় কেন আমাকে এত ভয় করিয়া চলিতে? তুমি কি জানিতে না যে كَرَم অর্থাৎ দয়া করা আমার একটি মহাগুণ?"

https://kitabbhubon.com

অপর এক ব্যক্তি তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আচ্ছা বলুন ত আল্লাহ পাক আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন?" উত্তরে তিনি বলিলেন, "আল্লাহ্ পাক আমাকে মা'ফ করিয়া দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, "যে-সকল বস্তু তুমি আমার সন্তুষ্টির জন্য আহার ও পান কর নাই, তাহা এখন খাও ও পান কর।"

অপর এক ব্যক্তি তাঁহাকে স্বপ্নযোগে জিজ্ঞাসা করেন, "আল্লাহ তাআলা আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলেন?" তিনি উত্তর করিলেন, "আল্লাহ্ তাআলা আমাকে মা'ফ করিয়া বেহেশ্‌তে স্থান দিয়াছেন।" তিনি বলিয়াছেন, "হে বিশর! আমি তোমাকে লোকের অন্তঃকরণে যে স্থান দান করিয়াছিলাম, তুমি যদি উহার পরিবর্তে আগুনের মধ্যে থাকিয়াও আমাকে সিজদা করিতে, তথাপি আমার প্রতি তোমার উপযুক্ত শোকরিয়া আদায় করা হইত না।"

এক ব্যক্তি হযরত বিশর (রহঃ)-কে স্বপ্নে দেখিয়া প্রশ্ন করেন, "আল্লাহ তাআলা আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলেন?" তিনি উত্তরে বলিলেন, "আদেশ পাইলাম, হে বিশর! তোমাকে ধন্যবাদ, যে সময় তোমার প্রাণ গ্রহণ করি, সে সময় দুনিয়ায় তোমার চেয়ে আমার পরম বন্ধু আর কেহ ছিল না।"

একদিন একজন স্ত্রীলোক ইমাম আহ্‌মদ ইব্‌নে হাম্বলের নিকট উপস্থিত হইয়া আরয করিলেন, "হুযূর, আমি গতরাত্রে নিজের ঘরে সূতা কাটিতেছিলাম, হঠাৎ এক বৃদ্ধার মশাল নযরে পড়ে। সেই বৃদ্ধা সরকারী চাকরি করিত! আমি তাহার মশালের আলোতে কিছু সূতা কাটিয়াছি। উহা আমার পক্ষে জায়েয (বৈধ) হইবে কিনা?" ইমাম সাহেব প্রশ্নকারিণীর পরিচয় জানিতে চাহিলেন। উত্তরে স্ত্রীলোকটি বলিলেন, "আমি বিশরে হাফীর ভগ্নী।" ইমাম সাহেব ইহা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং "বলিলেন, আপনার জন্য জায়েয নহে, যেহেতু আপনি পরহেযগার বংশের মানুষ। আপনার জন্য উচিত আপনার ভইয়ের আদর্শ অনুসারে কাজ করুন। তবেই আপনিও তাঁহার ন্যায় হইতে পারিবেন। যদি অন্যের মশালের আলোতে আপনি সূতা কাটিতে চাহেন, তবে আপনার হাত যেন আপনার অনুসরণ না করে, যেমন আপনার ভাই ছিলেন। তিনি যদি কোনও খাদ্যের জন্য হাত বাড়াইতেন এবং উক্ত খাদ্য সন্দেহজনক হইত, তবে তাঁহার হাত তাঁহার অনুসরণ করিত না।

হযরত যুন্নূন্ মিস্‌রী (রহঃ)

পরিচিতি ঃ হযরত যুন্নূন্ (রহঃ) মিসরের অধিবাসী, এই জন্য তাঁহার নামের সহিত মিসরী যোগ করা হইয়াছে। তিনি মারেফতের বাদশাহ্, দরিদ্রের বন্ধু,

https://kitabbhubon.com

বিপদে পথপ্রদর্শক এবং সাধনায় ও ইবাদতে একজন অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। অনেক মিসরবাসী তাঁহাকে কাফের বলিত এবং কেহ কেহ তাঁহার কার্যে সন্দেহও করিত। তাঁহার জীবিতকাল পর্যন্ত সকল লোকই তাঁহার বিরোধী ছিল। মৃত্যু পর্যন্ত কেহই তাঁহার প্রকৃত অবস্থা জানিত না। কেননা, তিনি সর্বদা নিজেকে গোপন রাখিয়া চলিতেন।

তওবার ঘটনা ঃ তাঁহার তওবার কারণ এই–যুন্নূন্ (রহঃ) জানিতে পারিলেন যে, অমুক স্থানে এক আবেদ থাকেন। তাঁহার দর্শনলাভের আশায় তিনি তথায় গমন করিলেন। দেখিলেন, এক দরবেশ একটি গাছের ডালে ঝুলিতেছেন এবং নিজে নিজে বলিতেছেন, "হে শরীর, আল্লাহ তাআলার হুকুম পালনে আমাকে সাহায্য কর। তাহা না হইলে তোমাকে এভাবে মৃত্যু পর্যন্ত অনাহারে রাখিয়া শাস্তি দিব।" দরবেশের অবস্থা দেখিয়া যুন্নূন্ মিসরী (রহঃ) কাঁদিতে লাগিলেন। হযরত যুন্নূনের ক্রন্দন শুনিয়া দরবেশ বলিলেন,"যাহার গোনাহ্ অধিক ও লজ্জাও কম, এমন ব্যক্তিকে সাহায্য করিবার জন্য কেহ আছে কি?" ইহা শুনিয়া হযরত যুন্নূন্ দরবেশের সম্মুখে যাইয়া তাঁহাকে সালাম করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?" দরবেশ বলিলেন, "আমার এই শরীর আল্লাহ তাআলার ইবাদতে আমাকে সাহায্য করে না; বরং মানুষের সাহায্য করিতেই ভালবাসে। তাই ইহাকে শায়েস্তা করিতেছি।" যুন্নূন্ বলিলেন, "আমি ধারণা করিতেছিলাম, হয়ত আপনি কাহাকেও হত্যা করিয়াছেন বা কোন কবীরা গোনাহ্ করিয়া থাকিবেন।" দরবেশ বলিলেন, "ওহে, তুমি বুঝিতে পার নাই। লোকসঙ্গ উক্তরূপ অপরাধের ন্যায় বলিয়াই আমি মনে করি।" হযরত যুন্নূন্ তখন বলিলেন, "বাস্তবিকই আপনি একজন সংসারত্যাগী পুরুষ বটে।" দরবেশ বলিলেন, "তুমি কি আমা অপেক্ষা কোন সংসারত্যাগীকে দেখিতে চাও?" আমি বলিলাম, "হাঁ দেখিতে চাই বটে।" তিনি বলিলেন, "তবে এই পাহাড়ের উপর উঠ।" তাঁহার কথামত আমি পাহাড়ে উঠিলাম। সেখানে একটি মসজিদের দরজায় এক যুবককে এক পা মসজিদের বাহিরে ও এক পা ভিতরে রাখিয়া দাঁড়ান অবস্থায় দেখিতে পাই। সম্মুখে অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, তাঁহার পায়ের নীচে একটি ক্ষত রহিয়াছে এবং অসংখ্য কীট ক্ষতস্থান আহার করিতেছে। তাঁহাকে সালাম করিয়া আমি ইহার কারণ ও তাঁহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলাম। যুবক উত্তর করিলেন, "আমি একদিন এই মসজিদে বসিয়াছিলাম। সেই সময় এক খুবসুরত স্ত্রীলোক এস্থান দিয়া যাইতেছিল। তাহাকে দেখিয়া আমার মন তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। আমি তাহার দিকে এক পা অগ্রসর হইলাম। এমন সময় এক আওয়ায শুনিতে পাইলাম-"ত্রিশ বৎসর যাবাত আল্লাহ্র অনুসরণ করিয়া এখন শয়তানের অনুসরণ করিতে উদ্যত হইয়াছ? তোমার কি লজ্জা নাই?" এই আওয়ায শুনিয়া আমার চৈতন্য হয়। আল্লাহর ভয়ে নিজ পা কাটিয়া ফেলিলাম এবং সেইদিন হইতে এই স্থানে এই ভাবেই দাঁড়াইয়া

https://kitabbhubon.com

আছি ও ইবাদত করি, দেখি আমার প্রভু আমার সম্বন্ধে কি করেন। এখন বলত, তুমি এই গোনাহ্গারের নিকট কি জন্য আসিয়াছ? যদি তুমি সংসারত্যাগী দরবেশ দেখিতে চাও, তবে এই পর্বতের চূড়ায় উঠ।”

পর্বত অতি উচ্চ ছিল বলিয়া যুন্নুন্ উহাতে উঠিতে পারিলেন না। ফিরিয়া আসিয়া যুবককেই তাঁহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। দরবেশ বলিলেন, ‘বহুদিন পর্যন্ত এক দরবেশ সেখানে এক কুঁড়ে ঘরে আল্লাহর ইবাদতে মশ্গুল ছিলেন। একদিন এক ব্যক্তি তাঁহার সহিত তর্কপ্রসঙ্গে বলে যে, ব্যবসা-বাণিজ্যাদি দ্বারা রুযী-রোযগার না করিলে লোকের পক্ষে জীবিকা উপার্জনা অসম্ভব; অর্থাৎ, কেবল চেষ্টা দ্বারাই মানুষ জীবিকা পায়, আল্লাহ রহ্মতে নহে।” এই কথা শুনিয়া দরবেশ কসম করিয়া বলিলেন, ‘মানুষ পরিশ্রম করিয়া যে রুযী-রোজগার করে তাহা আমি গ্রহণ করিব না। দেখি রাহ্মানুর রাহীম আমার খাদ্য দেন কিনা?” সেই অনুসারে তিনি কয়েকদিন কিছুই খাইলেন না। তারপর আল্লাহ তাআলা মধুপোকাকে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। মধুপোকাগুলি তাঁহাকে মধু দিতে থাকে। হযরত যুন্নূন্ বলেন, “এই সকল কথা শুনিয়া আমার মন নরম হইল। আমার বিশ্বাস হইল যে, যাঁহারা কেবল আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হন, আল্লাহ তাআলা নিশ্চয়ই তাঁহাদের একটা উপায় করিয়া দেন। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিতেছিলাম, এমন সময় দেখিতে পাই পথে একটি অন্ধ পাখী গাছের ডালা হইতে মাটিতে পড়িয়া গেল। ভাবিলাম, দেখি এই হতভাগা পাখীটি কোথা হইতে এবং কিরূপে তাহার জীবিকা পায়। দেখিলাম, মাটিতে পড়িয়াই সে নিজের ঠোঁট দিয়া মাটি খুঁড়িল। উহার মধ্য হইতে খাদ্যভরা একটি সোনার পেয়ালা ও পানিভরা একটি রূপার পাত্র বাহির হইয়া আসিল। পাখীটি সেই খাদ্য ও পানি পানে তৃপ্ত হইয়া আবার সেই গাছের ডালে যাইয়া বসিল। পেয়ালাগুলিও সঙ্গে সঙ্গে নিখোঁজ হইয়া গেল। আমি ইহা দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। আল্লাহর উপর আমার নির্ভরশীলতা, বিশ্বাস ও তওবা আরও মযবুত হইল।”

একদিন যুন্নূন্ (রহঃ) শিষ্যগণসহ পথ চলিতে চলিতে এক জঙ্গলে গিয়া পৌঁছেন। সেখানে তিনি একটি স্বর্ণপূর্ণ ভাণ্ডার প্রাপ্ত হইলেন। সেই ভাণ্ডারের মুখে যে ঢাকনি ছিল তাহা কাঠের তৈয়ারী এবং ইহার উপর আল্লাহ্ তাআলার পাক নাম লিখিত ছিল। তাঁহার বন্ধু ও সহচরগণ সোনাগুলি ভাগ-বন্টন করিয়া লইলেন এবং উপরের কাঠের তৈয়ারী আল্লাহ তাআলার নাম-আঁকা ঢাকনিটি তিনি নিজে গ্রহণ করিলেন এবং উহাকে তা'যীমের সহিত চুম্বন করিতে থাকেন। ইহাতে তাঁহার নামও ইয্যত এতই বাড়িয়া যায় যে, এক রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছেন, আল্লাহ্ তাআলা তাঁহাকে খোশ্খবর দিতেছেন যে, “হে যুন্নূন, প্রত্যেকেই সোনার উপর আসক্ত হইল, আর তুমি ইহার চেয়ে মূল্যবান আমার নাম-আঁকা কাঠের ঢাকনি গ্রহণ করিলে। তাহার পুরস্কারস্বরূপ আমিও তোমার জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বার খুলিয়া দিলাম।” ইহার পর যুন্নূন্ মিসর নগরে ফিরিয়া গেলেন।

https://kitabbhubon.com

ঘটনাবলী ঃ হযরত যুন্নূন মিসরী (রহঃ) বলিয়াছেন, "আমি একদিন সমুদ্রের তীরে বসিয়া ওযূ করিতেছিলাম। নিকটেই একটি অট্টালিকার উপর এক সুন্দরী মহিলা আমার নযরে পড়ে। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কে?" সে আমার সওয়ালের জওয়াব না দিয়া বলিল, "দূর হইতে আমি তোমাকে দেখিয়া পাগল মনে করিয়াছিলাম। আরও নিকটবর্তী হইলে তোমাকে দরবেশ বলিয়া অনুমান করিলাম। তারপর দেখিলাম, তুমি পাগল বা আলেম অথবা দরবেশ কোনটাই নও।" আমি বলিলাম, "তুমি ইহা কিরূপে বুঝিলে?" সে উত্তর করিল, "যদি তুমি পাগল হইতে তবে ওযূ করিতে না; যদি আলেম হইতে, তবে পরস্ত্রীর প্রতি নযর করিতে না; আর যদি প্রকৃত দরবেশ হইতে, তবে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন দিকে তোমার নযর যাইত না।" ইহা বলিয়াই মহিলা অদৃশ্য হইয়া গেল। আমি বুঝিলাম সে মহিলা নহে, আমারই জন্য সতর্কবাণী প্রচারিকা মাত্র।

হযরত যুন্নূন্ মিসরী (রহঃ) বলেন ঃ "একদিন আমি নদীতে নৌকা-ভ্রমণে বাহির হই। নৌকায় আরও অনেক লোক ছিল। ঘটনাক্রমে নৌকার মধ্য হইতে এক সওদাগরের একটি মুক্তা হারাইয়া গিয়াছিল। সকলে আমাকেই চোর সন্দেহ করিয়া মারিতে থাকে ও অপমান করে। আমি চুপ করিয়া রহিলাম। অবশেষে মারপিট অসহ্য হইয়া পড়ায় হাত উঠাইয়া বলিলাম, "আল্লাহ তুমিই জান।" এই কথা বলিতে না বলিতেই সমুদ্রের শত সহস্র মাছ প্রত্যেকই এক-একটা মুক্তা মুখে করিয়া ভাসিয়া উঠে এবং নৌকা ঘিরিয়া ফেলে। মাছের নিকট হইতে একটি মুক্তা লইয়া বণিকের হাতে দিলাম। নৌকার লোকগণ এই কারামত দেখিয়া অবাক হইয়া আমার পায়ে পড়িয়া মা'ফ চাহিল। এই ঘটনা হইতে আমার নাম যুন্নূন্ (মাছের মালিক) বলিয়া খ্যাতি লাভ করে।

একদিন হযরত যুন্নূনের ভগ্নী কোর্আন শরীফ তেলাওয়াত করিবার সময় এই আয়াত পড়িলেন ঃ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى অর্থাৎ আমি মান্না ও সাল্ওয়া তোমাদের (বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের) উপর নাযেল করিয়াছি।" যুন্নূন্ বলিলেন, "প্রভু হে! তুমি বনী ইস্রাঈলগণকে মান্না ও সালওয়া (সুখাদ্য বিশেষ) দান করিলে, অথচ উম্মতে-মোহাম্মদিগণকে তাহা দান করিলে না। তোমার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমাকে মান্না ও সালওয়া দান না করিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কখনও বসিব না।" ইহা বলার সঙ্গে সঙ্গেই মান্না ও সালওয়া আসমান হইতে বর্ষিত হইতে থাকে। ইহা দেখিয়া তাঁহার ভগ্নী অবাক হইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়েন। কেহ আর তাঁহার সন্ধান পায় নাই। পূর্বে বহুকাল পর্যন্ত তাঁহার ভগ্নী তাঁহার খেদমতে মশ্গুল ছিলেন। তিনি একজন উঁচুদরের দরবেশ ছিলেন।

একদিন হযরত যুন্নূন কোন এক পর্বতের চূড়ায় দেখিলেন যে, বহু রোগী এক স্থানে দলবদ্ধ হইয়া আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা এখানে কেন

https://kitabbhubon.com

বসিয়া আছ?" তাহারা উত্তরে বলিল, "এ স্থানে ঐ কুঁড়েঘরে একজন দরবেশ বাস করেন। বৎসরে মাত্র একবার তিনি বাহিরে আসেন এবং যে-সকল রোগীকে ফুঁ দেন তাহাদের সকলেই আরোগ্যলাভ করে। তারপর তিনি আবার কুঁড়েঘরে ঢুকিয়া পড়েন। আমরা তাঁহারই অপেক্ষায় আছি।" কিছুক্ষণ পরেই সেই দরবেশ বাহিরে আসিলেন। তাঁহার চেহারা মলীন,শরীর দুর্বল, চক্ষ কোটরাগত ও অত্যন্তদুর্বল কিন্তু তাঁহার দাপটে পর্বতগুলি যেন কাঁপিতেছিল। তিনি বাহিরে আসিয়া স্নেহের সহিত রোগীদিগের প্রতি চাহিয়া আকাশের দিকে তাকাইলেন এবং রোগীদের উপর ফুঁক দিলেন। দেখিতে দেখিতে সমস্ত রোগীই আরোগ্য লাভ করে। এই ঘটনার পর তিনি কুঁড়েঘরে প্রবেশ করিবেন, এমন সময় যুন্নূন্ যাইয়া তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "আপনি বাহ্যিক রোগের চিকিৎসা করিলেন, আমার রূহানী রোগের চিকিৎসা করুন।" দরবেশ তাঁহার প্রতি নযর করিয়া বলিলেন, "যুন্নূন্! আমাকে ছাড়িয়া দাও, কেননা বন্ধু আজ অতিশয় প্রতাপের সহিত দেখিতেছেন যে, তুমি যখন তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্যের আঁচল ধারণ করিয়াছ, তখন তিনি তোমাকে তাঁহারই হাতে সঁপিয়া দিবেন।" ইহা বলিয়াই দরবেশ কুঁড়েঘরে প্রবেশ করেন।

একদিন হযরত যুন্নূন্‌কে কাঁদিতে দেখিয়া এক ব্যক্তি উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, "গতরাত্রে সিজ্‌দার মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়ি এবং আল্লাহ্ তাআলাকে স্বপ্নে দেখি। তিনি আমাকে বলিলেন, "ওহে আবুল ফয়েয! বণী আদম পয়দা হইলে তাহারা দশ ভাগে বিভক্ত হয়। আমি দুনিয়াকে তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত করি। নয় ভাগ লোক দুনিয়াকেই গ্রহণ করে; কেবল এক ভাগ লোক উহা গ্রহণ করে নাই। এই অবশিষ্ট এক ভাগ আবার দশ ভাগে বিভক্ত করি। তাহাদের নিকট তখন আমি বেহেশ্‌ত উপস্থিত করি। নয় ভাগ লোক বেহেশ্‌তের সহিত আসক্ত, শুধুমাত্র একভাগ উহার প্রতি আসক্ত নয়। অবশিষ্ট একভাগকে দশভাগে বিভক্ত করিয়া দেই। তাহারা না সংসারের মায়ায় মুগ্ধ হইল, না বেহেশ্‌তের কামনা করিল, না দোযখের ভয়ে ভীত হইল।" তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে প্রিয় বান্দাগণ! তোমরা সংসারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে না; বেহেশ্‌তের আশা করিলে না; দোযখকেও ভয় করিলে না। বল ত তোমরা কি চাও?" সকলেই মাথা নত করিয়া বলিল, "তুমিই জান আমরা কাহাকে চাহিতেছি।"

কোন এক বালক হযরত যুন্নূনের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "আমি ওয়ারিশ সূত্রে একলক্ষ দীনার প্রাপ্ত হইয়াছি। উহা আপনার খেদমতে দান করিতে চাই।" হযরত যুন্নূন্ বলিলেন, আপাততঃ বালেগ হওয়া পর্যন্ত ধৈর্যধারণ কর, কেননা এখনও উহা ব্যয় করিবার অধিবার তোমার হয় নাই।" তৎপর ছেলেটি বালেগ হইলে যুন্নূনের নিকট উপস্থিত হইয়া তওবা করে এবং উক্ত লক্ষ দীনার দরবেশগণের মধ্যে দান করিয়া দেয়। তারপর একদিন সেই বালক আবার দরবেশগণের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিতে পায় যে, তাঁহারা বড়ই অভাবগ্রস্ত।

https://kitabbhubon.com

কোন এক কাজে তাঁহাদের অর্থের বিশেষ প্রয়োজন, অথচ অর্থ নাই। ইহা দেখিয়া যুবক বলিল, "হায়, আরও একলক্ষ দীনার থাকিলে তাঁহাদিগকে দান করিতাম। ইহা শুনিয়া যুন্নূন্ বুঝিলেন, "যুবক দরবেশীর গুঢ়তত্ত্ব বুঝিতে পারে নাই, এখনও দীনারের লোভ তাহার মনে জাগিয়া আছে। হযরত যুন্নূন্ যুবককে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি অমুক আতর-বিক্রেতার দোকানে যাইয়া বলিবে, 'তিন দির্হাম মূল্যের অমুক অমুক জিনিস দাও। যুবক যাইয়া দোকান হইতে জিনিসগুলি আনিল। যুন্নূন্ বলিলেন, "ইহাকে হামানদিস্তায় ফেলিয়া গুঁড়া কর। তারপর ইহাতে তৈল মিশাইয়া তিনটি গুলী বানাও এবং প্রত্যেকটি গুলী সূচে বিদ্ধ করিয়া আমার নিকট লইয়া আইস।" যুবক তদনুসারে কাজ করিল। যুন্নূন্ গুলীসকল হাতে ডলিয়া ফুঁদিলেন। দেখিতে দেখিতে ঐগুলি হীরা-জহরত হইয়া গেল। যুবক এমন হীরা কখনও দেখে নাই। যুন্নূন্ বলিলেন, "এই তিনটি জহরত বাজারে জওহরীদের নিকট লইয়া যাও এবং মূল্য ঠিক কর। সাবধান! এগুলি বিক্রয় করিও না।" যুবক জহরতগুলি বাজারে লইয়া গিয়া জওহরীদের দেখাইল। জওহরীগণ প্রত্যেকটির মূল্য একলক্ষ টাকা স্থির করিল। যুবক ফিরিয়া আসিয়া যুন্নূন্‌কে এই কথা জানাইলে পর যুন্নূন্ বলিলেন, "ইহাকে হামানদিস্তায় আবার ফেলিয়া গুঁড়া কর, ও গুঁড়াগুলি পানিতে ফেলিয়া দাও। যুবক তাহাই করিল। তৎপর যুন্নূন্ বলিলেন, "মনে রাখিও এই দরবেশগণ রুটির প্রত্যাশী নহেন, বরং ইচ্ছা করিয়াই তাঁহারা দরিদ্রতাকে গ্রহণ করিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া যুবকের চেতনা হইল এবং তওবা করিল। তাহার অন্তঃকরণে আর দুনিয়ার লোভ স্থান পায় নাই।

হযরত যুন্নূন্ মিসরী (রহঃ) বলেন, আমি ত্রিশ বৎসর যাবৎ লোকদিগকে সৎপথে আহ্বান করিতেছি, কিন্তু আমার মেহনতের ফল এই হইল, মাত্র একব্যক্তি আহ্বানে সাড়া দিয়াছে। তিনি ছিলেন এক রাজপুত্র। তিনি একদিন মসজিদের সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলেন, তখন আমি বলিতেছিলাম, "যে দুর্বল প্রবলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তাহার চেয়ে নির্বোধ আর কেহ নাই।" রাজপুত্র ইহা শুনিয়া মসজিদে আসিয়া আমার নিকট এই কথার মর্ম জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, "মানুষ দুর্বল, সে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার বিরোধী হয়।" এই কথা শুনিয়া রাজপুত্রের মুখ মলিন হইল এবং তিনি উঠিয়া চলিয়া গেলেন। পরদিন তিনি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আল্লাহর দীদার লাভের পথ কি?" যুন্নূন্ মিসরী (রহঃ) বলিলেন, "দুইটি পথ আছে-একটি ক্ষুদ্র, অপরটি বৃহৎ। হে রাজপুত্র! যদি সেই রাস্তায় যাইতে চাও, তবে গোনাহ্ ত্যাগ কর, দুনিয়া ত্যাগ কর, (নফ্সের বাসনা ত্যাগ কর)। আর যদি বড় রাস্তায় চলিতে চাও, তবে আল্লাহ্ ছাড়া সব ত্যাগ কর এবং মনকে সব কিছু হইতে খালি করিয়া লও।" তৎপর বলিলেন, "বড় রাস্তাই ভাল রাস্তা।" শাহ্যাদা বলিলেন, "আমি বড় রাস্তা ছাড়া আর কোন রাস্তাই গ্রহণ করিব না।" ইহা বলিয়া তিনি বহু দামী শাহী পোশাক ত্যাগ করিলেন এবং

—১৭

https://kitabbhubon.com

পশমী কম্বল পরিয়া দরবেশগণের শ্রেণীতে গিয়া বসিলেন এবং ইবাদতে মশ্গুল হইয়া পড়িলেন। পরে তিনিও একজন বড় ওলী হইয়াছিলেন।

হযরত আবূ জা'ফর আহ্ওয়ার বলেন, "একদিন আমি যুন্নূনের নিকট উপস্থিত হই। তিনি সে সময় তাঁহার বন্ধু-বান্ধবসহ আল্লাহ্র ইবাদত সম্বন্ধে আলোচনায় মগ্ন ছিলেন। সেখানে একটি অচেতন পদার্থের নিকটে একটি উচ্চ আসন ছিল। তিনি বলিলেন, "অচেতন পদার্থও যে আওলীয়াগণকে অনুসরণ করে, তাহার প্রমাণ এই যে, আমি যদি এই আসনকে এই ঘরের চতুর্দিক ভ্রমণ করিতে বলি এবং সেই অনুসারে আসনটি ঘুরিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিল। ইহা দেখিয়া একটি যুবক অবাক্ হইয়া কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে সেখানেই সে মরিয়া যায়। যুবককে সেই আসনেই গোসল দিয়া কাফন ও দাফন করা হয়।

কোন এক ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যুন্নূনের নিকট আসিয়া ঋণ পরিশোধের জন্য অর্থ সাহায্য চাহিল। হযরত যুন্নূন তৎক্ষণাৎ মাটি হইতে একখানা পাথর উঠাইয়া ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির হাতে দিয়া বলিলেন, "বাজারে ইহা বিক্রয় করিয়া ঋণ শোধ করিও।" সেই ব্যক্তি দেখিল, উহা জামরূদ পাথরে পরিণত হইয়াছে। তৎপর উহা জহুরীর নিকট চারিশত দির্হাম বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করে।

এক লোক দরবেশদিগকে বিশ্বাস করিত না এবং তাঁহাদের দুর্নাম প্রচার করিত। একদিন যুন্নূন্ মিসরী (রহঃ) তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার এই আংটিটি অমুক রুটীওয়ালার নিকট আমানত রাখিয়া, একদীনার ঋণ আন।" রুটিওয়ালা আংটী দেখিয়া বলিল, "এক দির্হামের বেশী আমি দিতে পারিব না।" লোকটি আংটি লইয়া ফিরিয়া আসিল। যুন্নূন্ আবার তাহাকে বলিলেন, "ইহা অমুক জওহারীর নিকট লইয়া গিয়া ইহার মূল্য ঠিক কর।" জওহারী উহার মূল্য হাজার দীনার স্থির করিল।" সে এই সংবাদ লইয়া আবার যুন্নূনের নিকট আসিলে তিনি বলিলেন, "দেখ! দরবেশগণ সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান ঐ রুটীওয়ালার মতই বটে।" ইহা শুনিয়া লোকটি নিজ অপরাধ ও কুধারণা উপলব্ধি করিতে পারিয়া লজ্জিত হয় এবং তওবা করে।

দশ বৎসর পর্যন্ত হযরত যুন্নূন (রহঃ)-এর সুস্বাধু খানা খাওয়ার ইচ্ছা খুব প্রবল ছিল, কিন্তু তিনি উহা কখনো খান নাই। এক ঈদের রাত্রে তাঁহার সুস্বাদুখানা খাওয়ার ইচ্ছা আরও প্রবল হইয়া উঠে। তিনি বলিলেন, "মন! যদি দুই রাক'আত নামাযে সমস্ত কোর্আন শরীফ খতম করা পর্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকিতে পার, তবে তোমার সুস্বাদু খানা খাওয়ার আরয সম্বন্ধে বিবেচনা করিব।" মন রাযী হইল এবং তিনি নামায শেষ করিলেন। দ্বিতীয় দিন সুস্বাদু খানা আনা হইল। যুন্নূন্ উহা মুখের কাছে আনিয়া থমকিয়া গেলেন ও পেয়ালাটি রাখিয়া দিয়া তিনি নামাযে মশ্গুল হইলেন। নামায শেষ হইলে পর লোকে জিজ্ঞাসা করিল, হুযূর, এইরূপ

https://kitabbhubon.com

করিবার কারণ কি?" যুন্নূন্ বলিলেন, "আমি প্রথম লোকমা মুখের কাছে আনিলে, নফ্স বলিল, "অবশেষে আমার দশ বৎসর পর তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইল এবং আমি তোমার মনের উপর জয়ী হইলাম।" তখনই আমি বলিলাম, "আল্লাহর কসম, কিছুতেই নফ্সকে আর প্রশ্রয় দিব না।"

ইহার কিছুক্ষণ পর এক ব্যক্তি এক ডেক্‌চি খানা নিয়া দরবারে উপস্থিত হইয়া বলিল, "হুযূর। আমি একজন দিন-মজুর। বহুদিন পর্যন্ত আমার সন্তানেরা সুস্বাদু খানা খাইতে চাহিতেছে। কিন্তু আমি গরীব বলিয়া তাহাদের সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে সক্ষম হই নাই। আগামীকল্য ঈদ। বহু কষ্টে তাহাদের জন্য খানা প্রস্তুত করাইয়া রাত্রে শয়ন করিয়া আছি। স্বপ্নে হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখিতে পাই। তিনি আমাকে বলিতেছেন, 'যদি কিয়ামতের মাঠে তুমি আমাকে দেখিতে চাও, তবে শীঘ্র এই খানার ডেক্‌চি যুন্নূন্ মিস্‌রীর নিকট লইয়া যাও এবং বল যে, মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইব্‌নে আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আবদুল মুত্তালিব সুপারিশ করিতেছেন যে, ক্ষণকালের জন্য তোমার নফ্‌সের সহিত সন্ধি কর এবং ইহা হইতে কিছু সুস্বাদুখানা খাও।" হযরত যুন্নূন্ ইহা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, "আচ্ছা, আমি মাথা পাতিয়া হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশ পালন করিতেছি।" তিনি অল্প পরিমানখানা খাইলেন।

হযরত যননূন মিসরী (রহঃ) উচ্চ মর্যাদা অর্জন করিলেও মিসরবাসী তাহার মর্যাদা বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে যিন্দিক (কাফের) বলিয়া সাক্ষ্য দিতে থাকে। সে-সময় মোতাওয়াক্কিল বিল্লাহ্ বাগদাদের খলীফা ছিলেন এবং মিসর বাগদাদেরই অধীন ছিল। অনেকে হযরত যুন্নূনের বিরুদ্ধে খলীফার নিকট অনেক কুৎসা রটনা করিল। খলীফা সৈন্য পাঠাইয়া শিকলে বাঁধা অবস্থায় যুন্নূনকে নিজ দরবারে হাযির করিলেন। আসিবার সময় এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "সাবধান! তুমি কখনও এই খলীফাকে ভয় করিও না; সে তোমারই মত একজন আল্লাহর বান্দা। আল্লাহর ইচ্ছা না হইলে বান্দার কিছুই করিবার ক্ষমতা নাই।" ইহার পর এক পানি পান করানেওয়ালা পথে তাঁহাকে ঠাণ্ডা পানি পান করায়। যুন্নূন্ পুরস্কারস্বরূপ তাহাকে একটি দীনার দান করিলেন। সে তা'যীমের সহিত উহা ফিরাইয়া দিয়া বলিল, "আপনি এখন বন্দী। বন্দী ব্যক্তি হইতে কিছু গ্রহণ করা বীরত্বের পরিচায়ক নহে।"

খলীফার আদেশে হযরত যুন্নূন্‌কে জেলখানায় পাঠান হয়। চল্লিশ দিন তিনি জেলখানায় রহিলেন। হযরত বিশ্‌রে হাফীর ভগ্নী জেলখানায় তাঁহার জন্য রোজ একটি করিয়া রুটি পাঠাইতেন। তিনি চল্লিশ খণ্ড রুটির একখণ্ডও আহার করেন নাই। বিশ্‌রের ভগ্নী ইহা জানিতে পারিয়া মনে মনে দুঃখিত হইলেন এবং বলিয়া

https://kitabbhubon.com

পাঠাইলেন, "আপনি জানেন, এই রুটি হালাল ও নির্দোষ। তাহা সত্ত্বেও কেন আপনি উহা আহার করিলেন না?" হযরত যুন্নূন্ বলিলেন, উহা পবিত্র ছিল না; কারণ, উহা দুশ্চরিত্র জেল-রক্ষকের নাপাক হাত দিয়া আনা হইয়াছিল।"

জেলখানা হইতে বাহির হইয়া যুন্নূন্ পা পিছলাইয়া মাটিতে পড়িয়া যান এবং কপালে গুরুতর আঘাত পান। তারপর তাঁহাকে খলীফার দরবারে আনা হইলে, খলীফা তাঁহাকে কতগুলি প্রশ্ন করিলেন। যুন্নূন্ এইরূপ পরিষ্কার ও বিশদভাবে প্রশ্নগুলির ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, খলীফা মোতাওয়াক্কিল ও তাঁহার পরিষদবর্গ তাহা শুনিয়া কাঁদিতে থাকেন। তাঁহার বাক্‌পটুতায় ও মধুর বচনে সকলে অবাক হইয়া গিয়াছিল। খলীফা তাঁহার নিকট বয়াত করিয়া তাঁহার মুরীদ হইলেন এবং তা'যীমের সহিত তাঁহাকে আবার মিসরে পাঠাইয়া দিলেন।

হযরত যুন্নূনের একজন মুরীদ ছিলেন। তিনি চল্লিশ বার চিল্লাহ্ করিয়াছিলেন। একাধারে ইবাদতে মশ্‌গুল ছিলেন। তিনি চল্লিশ বার হজ্জ করিয়াছিলেন এবং চল্লিশ বৎসর রাত্রিতে ইবাদতে মশ্‌গুল ছিলেন। একদিন তাঁহার এই মুরীদ যুন্নূনের নিকট আসিয়া বলিলেন, "হুযূর। আমি আপনার আদেশ মতে দীর্ঘ ৪০ বৎসর ইবাদতে মশ্‌গুল থাকিলাম, কিন্তু এত কোশেশ্ (চেষ্টা) করা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাআলা আমার সহিত কথা বলিলেন না; আমার দিকে চোখ তুলিয়াও চাহিলেন না এবং আমাকে কোন বস্তুর (বেলায়েতের) মধ্যে গণনা করেন নাই। গোপন বিষয়ের কোন তত্ত্বই আমার নিকট যাহির হইতেছে না। আমি যাহা বলিলাম, উহা দ্বারা নিজের গুণ যাহির করা আমার মোটেই উদ্দেশ্য নহে, বরং আমার হীনতা, দীনতা ও কাতরতা যাহা ছিল আমার সাধ্য অনুযায়ী উহার সমস্তই কাজে লাগাইয়াছি। কেবল ইহাই আপনার নিকট প্রকাশ করিতেছি। দ্বিতীয়ত; আমি আল্লাহ তাআলার নিন্দা করিতেছি না। আমার মনপ্রাণ সম্পূর্ণরূপে তাঁহার খেদমতে কুর্‌বান করিতে ইচ্ছুক। কেবল মাত্র নিজ বদনসীবের কথাই আপনাকে জানাইতেছি। আমি ইহা বলিতেছি না যে, আমার মন ইবাদতে শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আমার ভয় হইতেছে যে, আর অল্পদিন মাত্র বাঁচিয়া থাকিব। এ জীবন যদি এভাবেই চলিয়া যায়, তবে বলিতে হয় সারা জীবন আকাঙ্ক্ষার দ্বারে আঘাত করিয়াই কাটাইয়া দিলাম; অথচ একটি শব্দ শুনিতে পাইলাম না। এজন্যই আমার বড় দুঃখ হইতেছে! আপনি কঠিন রোগীর চিকিৎসক, আমার এই রোগেরও চিকিৎসা করুন।" যুন্নূন্ বলিলেন, "যাও, আজ রাত্রে পেট ভরিয়া খাও; নামায না পড়িয়া সারারাত ঘুমাইয়া কাটাও। মাওলা যখন দয়ার্দ্রভাবে যাহির হইলেন না, তখন হয়ত তিনি শাস্তিদাতারূপেই যাহির হইবেন। তিনি করুণার দৃষ্টিতে তোমার প্রতি নযর করেন নাই। হয়ত উগ্র দৃষ্টিতেই তোমার প্রতিনযর করিবেন।"

এই কথা শুনিয়া মুরীদ চলিয়া গেলেন এবং হযরত যুন্নূনের নসীহত অনুসারে রাত্রে পেট ভরিয়া আহার করিলেন; কিন্তু এশার নামায না পড়িয়া শুইয়া

https://kitabbhubon.com

পড়িতে মন চাহিল না। সেই রাত্রেই হযরত মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম) কে স্বপ্নে দেখিলেন যে তিনি ফরমাইতেছেন, "তোমার মাওলা তোমাকে সালাম জানাইতেছেন, আরও বলিতেছেন, যে ব্যক্তি আমার দরবারে আসিয়া ধৈর্যধারণ না করিয়াই বিরক্ত হয়, সে কাপুরুষ। কেননা, ইবাদতে ধৈর্য থাকা অতি আবশ্যক এবং ইহাতে বিরক্তির ভাব থাকিবে না। আল্লাহ্ তাআলা আরও বলিয়াছেন, "আমি তোমার চল্লিশ বৎসরের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিব ও তোমার প্রার্থিত বস্তু দান করিব, কিন্তু যুন্‌নূন্‌কে আমার সালাম জানাইয়া বলিবে, হে আমি তাহাকে শহরে অপমানিত করিব। তাহা হইলেই সে আর আমার প্রেমিক ও আশ্রিত লোকগণের সহিত বঞ্চণা করিবে না।" যুন্‌নূনের মুরীদ এই স্বপ্ন দেখিয়াই জাগিয়া উঠিলেন ও কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার নিকট আসিয়া সমস্ত বিষয় জানাইয়াছেন, তখনই তিনি আনন্দে 'হায় হায়' করিয়া চোখের পানি ফেলিতে লাগিলেন।

যদি কেহ প্রশ্ন করে যে, একজন মোরশেদ (পীর) আপন মুরীদকে নামায না পড়িয়া শুইয়া থাকার জন্য উপদেশ দেন, ইহা কিরূপে জায়েয (বৈধ) হইতে পারে? ইহার উত্তর এই যে, প্রকৃত মোরশেদগণ চিকিৎসক স্বরপ। চিকিৎসকগণ কখন কখন বিষ দিয়াও রোগের প্রতিকার করিয়া থাকেন। হযরত যুন্‌নূন্ ও যখন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, উক্ত ব্যবস্থায় ফল পাওয়া যাইবে, তখন মুরীদকে তাহা করিতে বলিয়াছিলেন। তিনি ইহাও অনুমান করিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহার সেই মুরীদ কখনও নামায না পড়িয়া থাকিতে পারিবেন না এবং তাঁহার পাও পিছলাইয়া যাইবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, আল্লাহ্ তাআলা হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-কে আদেশ করিয়াছিলেন, "নিজ পুত্রকে কোর্‌বানী কর" এবং তিনি ইহাও জানিতেন যে, পুত্র কোর্‌বান হইবে না।

ইবাদতের ক্ষেত্রে বহু ঘটনা প্রকাশ্যে শরীয়তের বিপরীত বলিয়া অনুমিত হয়, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে উহা শরীয়তের সম্পূর্ণ অনুরূপই বিবেচিত হইবে। যথা-হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস্ সালামকে পুত্র কুর্‌বানীর জন্য প্রথমে আদেশ করিলেন, তৎপর নিষেধও করিলেন। আবার বাহ্যতঃ হযরত খিযির (আঃ) কর্তৃক নিষ্পাপ বালককে হত্যা করার কোন কারণ ছিল না বটে, কিন্তু তাহাই আল্লাহ্ তাআলার পবিত্র ইচ্ছা ছিল। তবে অপর যে-কোন অযোগ্য ব্যক্তি এত উচ্চ স্থানে পদ স্থাপন করিলে সে কাফের বলিয়া পরিগণিত হইবে ও হত্যার উপযোগী হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

এক ব্যক্তি কা'বা ঘরের তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করিতেছিলেন। তিনি অতিশয় দুর্বল ও কৃশকায় ছিলেন! যুন্‌নূন্ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি আল্লাহ্‌র বন্ধু?" তিনি বলিলেন, "হাঁ"। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বন্ধু তোমার নিকটে,না তোমা হইতে দূরে?" তিনি বলিলেন, "নিকটেই আছেন?" পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "তিনি কি তোমার পক্ষে না বিপক্ষে?" তিনি বলিলেন, "মাওলা আমার

https://kitabbhubon.com

পক্ষে।" ইহা শুনিয়া যুন্নূন্ বলিলেন, "একি! তাহা হইলে তোমার এরূপ কষ্ট ও দুরবস্থা?" উত্তরে তিনি বলিলেন, "ওহে দরবেশ! তুমি কি জান না যে, বিরুদ্ধ আচরণের যন্ত্রণা অপেক্ষা নিকটে থাকার শাস্তি সহস্রগুণ যন্ত্রণাদায়ক?"

একবার যুন্নূনের কঠিন রোগ হয়। এক ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া বলিলেন, "মাওলার দেওয়া ব্যথা আরামদায়কই হয়।" ইহা শুনিয়া যুন্নূন্ রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, "যদি তুমি ইহা বুঝিতে পারিতে, তবে এত সহজে তাঁহার নাম লইতে না।" হযরত যুন্নূন্ বলেন, "আমি একবার দেশ ভ্রমণে বাহির হই। তখন মাঠ বরফে ঢাকা ছিল। একজন কৃষককে দেখিলাম, সে চীনার বীজ মাঠে ছড়াইয়া দিতেছে।" কৃষক উত্তরে বলিল, "যেহেতু মাঠ বরফে ঢাকা। পাখীরা কোন শস্য কণা তালাশ করিয়া পাইতেছে না। তাহারা যেন অল্প পরিশ্রমে খাদ্য পায় এবং তাহাদের দোআয় আল্লাহ্ তাআলা যেন আমার উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করেন সেজন্য বীজ ছড়াইয়া দিতেছি।" আমি বলিলাম, "অপাত্রে বীজ প্রদান আমি পছন্দ করি না।"

কৃষক উত্তরে বলিল, "আপনি পছন্দ করুন আর না-ই করুন, আমি যাহা করিতেছি, ইহাই আমার জন্য যথেষ্ট।" যুন্নূন্ বলেন, "ইহার কিছুকাল পরে আমি মক্কা শরীফে হজ্জে গমন করি। দেখিলাম সেই কৃষক প্রেমিকের ন্যায় কা'বা ঘরের তাওয়াফে মশ্‌গুল। আমাকে দেখিয়া সে বলিল, "হে, আবুল ফয়েয! দেখিলেন ত, তিনি (আল্লাহ তাআলা) আমার কাজ দেখিয়া উহা কবুল করিয়াছেন; আর আমি যে বীজ বুনিয়াছিলাম উহা ফলবান হইয়াছে। আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হইয়া সেই দানের বদলে আমাকে নিজ বন্ধুত্ব ও মা'রেফাত দান করিয়া নিজ ঘরে ডাকিয়া আনিয়াছেন।" যুন্নূন্ বলেন-"এই কথা শুনিয়া আমি অতিশয় আনন্দিত হইলাম এবং বলিলাম, প্রভু! এক মুষ্টি শস্যকণার বদলে চল্লিশ বৎসরের কৃষককে নিজ দীদার ও সৎপথ দেখাইলে? তোমার রহ্‌মত লাভ এতই সহজ!" তখনই গায়েব হইতে আওয়ায হইল, "আল্লাহ তাআলা যাহাকে যখন ইচ্ছা করেন, বিনা কারণেও ডাকেন। কেহ কেহ কারণেও সাড়া পায় না। হে যুন্নূন্! মনে রাখিও, সর্বশক্তিমানের যাহা ইচ্ছা তাহাই তিনি করিতে পারেন। তাঁহার কার্যসমূহ তোমার আয়ত্তের অধীন নহে।"

হযরত যুন্নূন মিসরী (রহঃ) এইরূপ এক অসুস্থ বুযুর্গ লোককে দেখিতে গেলেন যিনি নিজেকে আল্লাহ্‌র দোস্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি বলিলেন, মাওলার দেওয়া কষ্ট পাইয়া যে হায়-হুতাশ করে সে মাওলার দোস্ত হইতে পারে না; কিন্তু যূন্নূন মিসরী (রহঃ) বলিলেন, যে নিজেকে মাওলার দোস্ত বলিয়া প্রচার করে, সে কখনো মাওলার দোস্ত হইতে পারে না। ইহা শুনিয়া তিনি তওবা করিলেন ও নিজেকে নিজে মাওলার দোস্ত বলা ছাড়িয়া দিলেন।

https://kitabbhubon.com

যুন্নূন্ এক মনে নামাযে দাঁড়াইতেন, তখন বলিতেন, "হে আল্লাহ্! আমি এই নাপাক পা লইয়া কিরূপে তোমার দরবারে হাযির হইব? এই নাপাক চক্ষু দিয়া কিরূপে তোমার কেব্লা দর্শন করিব? কোন্ মুখে তোমার পাক্ মা'রেফত প্রকাশ করিব? কোন্ মুনাজাত দ্বারা তোমার পাক্ নাম লইব? মা'রেফত প্রকাশ করিব? কোন্ মুনাজাত দ্বারা তোমার পাক্ নাম লইব? আমি ত নিঃসম্বলকে সম্বল করিয়া তোমার পাক দরবারে হাযির হইয়াছি, যখন আবশ্যক হইয়াছে, বে-শরম হইয়া তোমার দরবারে দাঁড়াইয়াছি।" এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে তক্বীর বলিতেন, তারপর নামায শেষ করিতেন। নামাযের পর মোনাজাত করিতেন, "হে আল্লাহ্! আমায় আযাব দিও না এবং আমাকে তোমার পরদার আড়ালরূপ অপমান হইতে রক্ষা করিও- অর্থাৎ আমারও তোমার মধ্যে পরদা রাখিও না।" তিনি আরও বলিতেন, "সেই আল্লাহ্ তাআলা পাক, যিনি তত্ত্ববিদগণকে সৃষ্টি হইতে আখেরাতের পরদায় লুকাইয়া রাখিয়াছেন এবং আখেরাতের বাসিন্দাগণকে দুনিয়ার পরদা দ্বারা লুকাইয়া রাখিয়াছেন।"

নসীহত

❋ নিজকে দেখা ও নফ্সের পরিচয় লাভ হইতে বিরত থাকাই সবচেয়ে বড় পরদা।

❋ যে উদর খাদ্যে ভরা, তাহাতে মা'রেফতের জ্ঞান জমা হয় না।

❋ গোনাহ্ হইতে না ফিরিয়া শুধু মৌখিক 'আস্তাগফিরুল্লাহ্' বলা মিথ্যাবাদীরই তওবা বটে।

❋ পরহেযগারী যাহার আন্তরিক আকাজ্ক্ষা, তিনিই উত্তম পুরুষ। অল্প আহারে স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং অল্প গোনাহ্তেই আত্মার উন্নতি হইয়া থাকে।

❋ মুসীবতে পড়িয়া সবর করা আশ্চর্যের বিষয় নহে; বরং মুসীবতে পড়িয়া ইহাতে রাযী ও খুশী থাকাই আশ্চর্যের বিষয়।

❋ মানুষ যে পর্যন্ত আল্লাহ তাআলাকে ভয় করিতে থাকিবে, সেই পর্যন্ত কাজের পথে থাকিবে। যাহার মনে ভয় নাই, সে ভুল পথে গিয়াছে।

❋ প্রথমতঃ প্রকৃত মা'শুকের অন্তর হইতে ভয় সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া ও সম্পূর্ণরূপে জ্বালাইয়া দিয়া তারপর তাঁহাকে এশ্কের রসের পেয়ালা দান করে ; ইহার পূর্বে নহে।

❋ বিরহীর সম্মুখে ভয়ের আগুন সমুদ্র নিক্ষিপ্ত এক ফোঁটা পানিরই মত।

❋ মাওলার বিচ্ছেদ অপেক্ষা হৃদয় বিদারক কোন বস্তু আছে বলিয়া আমি জানি না।

❋ প্রত্যেক অন্যায়ের শাস্তি আছে। আর প্রেমের শাস্তি আল্লাহর যিক্র হইতে বিরত রাখা।

https://kitabbhubon.com

❊ প্রকৃত সুফী ঐ ব্যক্তি, যিনি অবস্থা অনুসারে কথা বলেন। এমন কথা তিনি বলেন না, যাহা তাঁহার মধ্যে নাই। যখন তিনি চুপ করিয়া থাকেন, তখন তাঁহার কাজসমূহই তাঁহার মধ্যে নাই। যখন তিনি চুপ করিয়া থাকেন, তখন তাঁহার কাজসমূহই তাঁহার অবস্থা প্রকাশ করে। মখ্‌লুক হইতে বিচ্ছেদই তাঁহার আসল অবস্থার প্রকাশ।

❊ আরেফ বা তত্ত্বজ্ঞানী সব সময় আল্লাহর ভয়ে ভীত। কেননা, তিনি সব সময়ই আল্লাহর নিকটে হাযির থাকে। লোকে যুন্নূনকে সওয়াল করিল, "আরেফ বা তত্ত্বজ্ঞানী কে?" তিনি উত্তরে বলিলেন, "যিনি মখ্‌লুকের মধ্যে বসবাস করেন বটে, তিনি মখ্‌লুক হইতে পৃথক থাকেন অর্থাৎ যিনি জনসমাজে বসবাস করিয়াও তাঁহার অন্তঃকরণ সদাসর্বদা আল্লাহ্‌র এশ্‌কে মশ্‌গুল থাকে, তিনিই প্রকৃত আরেফ"

❊ প্রকৃত আরেফ হইতে হইলে মোত্তাকী মাওলার ভয়ে ভীত হইতে হইবে। অহঙ্কার ও আত্মপ্রশংসাকারী হইলে চলিবে না। আত্মপ্রশংসাকারীকে আরেফ বলা সঙ্গত নহে। যিনি আল্লাহর ভয়ে সর্বদা ভীত তিনিই আরেফ। আল্লাহ্ পাক বলেন- "নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র দাসগণের মধ্যে আলেম বা জ্ঞানীরাই তাঁহাকে সর্ব চেয়ে বেশী ভয় করে।"

❊ আরেফের অবস্থা সব সময় এক রকম থাকে না। গায়েব হইতে প্রত্যেক মুহূর্তে তাঁহার অবস্থা পরিবর্তিত হয়। সুতরাং তিনি এক অবস্থায় থাকিতে পারেন না। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার হুকুমে তাঁহার চালচলনের পরিবর্তন হয়।

❊ আরেফকে সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী হইতে হইবে। কেননা, তাঁহার মা'রেফাতের জ্ঞানই তাঁহাকে জ্ঞানী করে। মা'রেফত তিন প্রকার- (১) আল্লাহ তাআলার তৌহীদের তত্ত্ব; এই জ্ঞান সাধারণ মুসলমানের। (২) যুক্তিতর্ক ও প্রমাণতত্ত্ব; ইহা বৈজ্ঞানিক ও আলেমগণের। (৩) তৌহীদের গুণসমূহের তত্ত্ব; ইহা প্রকৃত আল্লাহপ্রেমিক ওলীগণের।

❊ যাঁহার অন্তর-চক্ষু হক তাআলার দর্শন লাভ করিয়া থাকেন, আল্লাহ্‌পাক তাঁহার অন্তরে এমন মা'রেফতের তত্ত্বসমূহ প্রকাশ করেন, যাহা দুনিয়ার অন্য কাহারও নিকট প্রকাশ করা হয় না।

❊ মা'রেফতের আসল বস্তু আল্লাহ তাআলার গোপন তত্ত্বের সন্ধান দেওয়া, যাহার কারণে নূরের সূক্ষ্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয় ও সূর্যের রৌশনী দ্বারা দুনিয়া রৌশন (আলোকিত) হয়।

❊ নিজেকে তত্ত্বজ্ঞানী বা আরেফ বলিয়া পরিচয় দেওয়া কাহারও উচিত নহে। যদি কেহ এরূপ দাবি করে, তবে সে মিথ্যাবাদী। কেননা, আরেফ-বিল্লাহ্‌র দাবিদার, হয়ত সত্য বা মিথ্যা দাবি করিবে। যদি সত্য দাবিদারই হয়, তবে মনে

https://kitabbhubon.com

রাখিবে, যে সত্যবাদী, সে কখনও নিজের প্রশংসা করে না। হযরত যুন্নূন্ বলেন ঃ "আল্লাহর পরিচয়কারী রূপে নিজেকে প্রকাশ করাই আমার পক্ষে সবচেয়ে বড় গোনাহ্।" আর যদি দাবিদার প্রকৃত মিথ্যাবাদী হয়, তবে প্রকাশ্য কথা এই যে, মিথ্যাবাদী কখনও আরেফ বা তত্ত্বজ্ঞানী হইতে পারে না।

❋ যে যত তত্ত্বজ্ঞানী হয়, সেই অনুপাতে সে আল্লাহ্র ভয়ে ভীত ও তওবাকারী হয়। কেননা, যে ব্যক্তি সূর্যের যত নিকটবর্তী হয়, ততই সে উত্তাপের ভয়ে ভীত ও চিন্তিত হয়, না-জানি অবশেষে সেই উত্তাপে সে বিগলিত ও নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।

❋ লোকে হযরত যুন্নূন্কে আরেফের গুণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, 'প্রকৃত আরেফ সেই ব্যক্তি, যিনি জ্ঞান-চক্ষু এবং দৃষ্টিশক্তি দ্বারা গোপন তত্ত্বের গুণসমূহ দর্শন করেন। আরেফ আল্লাহ্ তাআলার নিকটে, এমন কি তাঁহার সহিতই মিলিত থাকেন। আল্লাহ পাকেরই কথা তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হয়। তাঁহার চক্ষু আল্লাহরই চক্ষু, যাহা তাহার বাহিরের দৃষ্টি দ্বারা দর্শন করে।' হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ্ পাক ফরমাইয়াছেন- আমি যখন আমার বান্দাকে মহব্বত করি, তখন প্রভু হওয়া সত্ত্বেও আমি তাহার কর্ণ হই; সে আমার দ্বারা শ্রবণ করে। আমি তাহার চক্ষু হই; সে আমার দ্বারা দর্শণ করে। আমি তাহার জিহ্বা হই; সে আমার দ্বারা কথা বলে। আমি তাহার হস্ত হই; সে আমার দ্বারা ধরে।

❋ যাহেদ (আল্লাহপ্রেমিক ও লোভত্যাগী) আখেরাতের বাদশাহ্, আরেফ (আল্লাহ-তত্ত্ববিদ) যহেদের বাদশাহ্।

❋ মাওলা-প্রেমের চিহ্ন এই-যাহা মাওলা হইতে দূরে রাখে, তাহা ত্যাগ করা, শেষ পর্যন্ত সে ব্যক্তি ও মাওলার নির্দেশিত কার্য মাত্র বাকী থাকে।

❋ অসুস্থ মনের চারিটি লক্ষণ- (ক) সে ইবাদতে স্বাদ বা আনন্দ পায় না। (খ) আল্লাহ্র ভয় তাহার অন্তরে থাকে না। (গ) নসীহতের চক্ষে সে সকলকে দেখে না। (ঘ) সে জ্ঞানের কথা শুনে, কিন্তু তাহা বুঝে না।

❋ প্রত্যেক অবস্থায় প্রভুর দাস থাকার নামই দাসত্ব।

❋ এল্মের (জ্ঞানের)সহিত সেইরূপ আমল (কার্য) করাই এল্মের উদ্দেশ্য। আবার আমলের সহিত এখ্লাস থাকা কর্তব্য এবং এশ্কের সহিত সততার প্রয়োজন। সাধারণ লোকের পক্ষে গোনাহ্ ত্যাগ করার জন্য কসম করা এবং বিশিষ্ট লোকের্ পক্ষে অলসতা ত্যাগ করাই হইতেছে তওবা

❋ তওবা দুই প্রকার; যথা-(১) তওবায়ে আনানিয়্যাত (تَوْبَةُ اَنَانِيَّت) অর্থাৎ 'আমি' এই ভাব দূর করিবার জন্য এবং শাস্তির ভয়ে তওবা করা। (২)

https://kitabbhubon.com

তওবায়ে এস্তেজাবত (تَوْبَةُ اِسْتِجَابَت) অর্থাৎ, আল্লাহর নিকট লজ্জাবশতঃ তওবা করা।

※ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের জন্যই তওবা আছে। হারাম চিন্তা ত্যাগের সঙ্কল্প করা মনের তওবা। হারাম বস্তু দর্শন হইতে বিরত থাকা চক্ষুর তওবা। অবৈধ কথা শ্রবণে ক্ষান্ত থাকা কর্ণের তওবা। হারাম বস্তু গ্রহণে বিরত হওয়া হস্তের তওবা। নিষিদ্ধ পথে গমন হইতে বিরত থাকা পায়ের তওবা। হারাম বস্তু না খাওয়ার নামই উদরের তওবা। জেনা (ব্যভিচার) বা অপমানের কাজ হইতে বিরত থাকা গুপ্ত অঙ্গের তওবা।

※ অসৎ কাজের পাহারাদার হওয়ার ভয় এবং সৎকার্যের সুপারিশকারী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকা ভাল। তবে আশা অপেক্ষা ভয় প্রবল হওয়া আবশ্যক। কারণ, আশা প্রবল হইলে মন অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়ে।

※ গরীবী ও বিনয়ীর সহিত কোন কিছু চাহিবে, হুকুমের ভাবে নহে।

※ অহঙ্কারী নির্জনবাসী দরবেশ অপেক্ষা সরল ও নিরহঙ্কার সংসারী দরবেশ অতি উত্তম।

※ মাওলার যিকির (স্মরণ) আমার প্রাণের খাদ্য, তাঁহার তা'রীফ আমার প্রাণের পানীয়, তাঁহার নিকটে লজ্জিত থাকা আমার প্রাণের লেবাছস্বরূপ।

※ আশেকগণ (প্রেমিকগণ) মা'শুকের (প্রেমাস্পদের) সহিত বেশী কথা বলিতে আগ্রহান্বিত হন। কিন্তু লজ্জা তাঁহাদিগকে নীরব করে; ভয় তাহাদিগকে ব্যাকুল করিয়া তোলে।

※ বাহিরের গোনাহ্‌সমূহ হইতে নিজেকে রক্ষা করা ও অন্তরকে অসৎ চিন্তা হইতে দূরে রাখা এবং আল্লাহ্ পাকের দরবারে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয়েভীত থাকা প্রকৃত তাক্‌ওয়া।

※ সত্যবাদী তাঁহাকেই বলা হয়, যাঁহার জিহ্বা দিয়া সত্যকথা ছাড়া অন্য কোন কথা বাহির হয় না। সত্যবাদী আল্লাহর তরবারির ন্যায়। এই তরবারি যাহার উপর পতিত হয়, তাহাকে দুই টুকরা না করিয়া ছাড়ে না।

※ পাক ও উত্তম বস্তু দান করিবে। আল্লাহ তাআলা যে বস্তুকে মহৎ ও শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন, তাহাকে মহান জানিবে। আল্লাহ তাআলা যে বস্তুকে মহৎ ও শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন, তাহাকে মহান জানিবে। দান করিলে যদি গৌরব ও অহঙ্কারের ভাব তোমার মনে উদয় হয়, সেইদিকে ভ্রুক্ষেপ করিবে না।

※ তুমি যে দান করিতে সক্ষম হইবে উহাকেই আল্লাহ পাকের মহাদান বলিয়া মনে করিবে; ইহা তোমার ক্ষমতায় নহে, এরূপ মনে করিবে। আর যে-সকল বস্তু আল্লাহর নিকট না-পছন্দ ও ঘৃণার যোগ্য, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করিবে না এবং নিজেকে উহা হইতে সম্পূর্ণ দূরে রাখিবে।

https://kitabbhubon.com

❊ ভাবের আবেগ অন্তরের নিগূঢ় তত্ত্ব। সামা'ত (গজল) এমন বস্তু, যাহা আত্মাকে উত্তেজিত করে, কাম্যবস্তুর প্রতি ব্যাকুল করিয়া তোলে। যে ব্যক্তি আল্লাহপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে উহা শ্রবণ করে, সে আল্লাহপ্রাপ্তির পথ পায় এবং যে ব্যক্তি চক্ষু-কর্ণ ইত্যাদি যোগে শ্রবণ করে, সে কাফের হয়।

❊ বহু আল্লাহর ইবাদত ছাড়িয়া এক আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশ্‌গুল থাকা, সমস্ত বিষয় ছাড়িয়া আল্লাহ্ তাআলার দাসত্বের প্রতি অনুরক্ত হওয়া এবং নিজেকে তাঁহার দাসরূপে গণ্য করার নামই হইতেছে নির্ভরশীলতা।

❊ দুনিয়া এবং দুনিয়াদার লোকের ছোহ্‌বত হইতে দূরে থাকা ও ওলীআল্লাহ্‌গণের সহিত বন্ধুত্ব রাখা, আর আল্লাহর সহিত প্রেম করা একই কথা। কারণ, ওলীআল্লাহ্‌গণ আল্লাহর সহিত প্রেম রাখেন।

❊ আল্লাহ-প্রেমিকগণ যখন প্রেম-রসে ডুবিয়া যান, তখন তাঁহারা যে কথা বলেন, তাহা যেন বেহেশ্‌তেরই নূরের কথা। তাঁহারা যখন ভয়-রসে ডুবিয়া যান, তখন যাহা বলেন, তাহা যেন দোযখের আগুনেরই কথা।

❊ আল্লাহ-প্রেমিকের সবচেয়ে উত্তম নিদর্শন এই যে, যদি তাঁহাকে আগুনেও ফেলিয়া দেওয়া যায়, তথাপি তাঁহার সৎ সাহস একটুও কমিবে না। কেননা, তিনি আল্লাহ তাআলারই বন্ধু।

❊ আল্লাহর যিকির এবং নফ্‌সের (রিপুর) বিপরীত করাই ইবাদতের কুঞ্জীস্বরূপ। যে ব্যক্তি অন্তর দিয়া যিকির মশ্‌গুল হন, তিনি গায়েবকে অন্তরের চক্ষে দেখিতে সক্ষম হইবেন।

❊ আল্লাহ্ পাকের কঠোর আদেশে সন্তুষ্ট থাকা এবং আল্লাহ্‌র হুকুমের সম্মুখে নিজ নফ্‌সকে বিসর্জন দেওয়া তাঁহার আদেশকে তিক্ত বলিয়া মনে না করা এবং দারুণ বিপদে পড়িলেও প্রেমের ভাব দেখানই হইতেছে রেযা বা সন্তোষ।

❊ লোকে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ ব্যক্তি নফ্‌স (রিপু)কে বিশেষভাবে চিনিতে পারিয়াছেন?" উত্তরে বলিলেন, "যিনি তক্‌দীরের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ও সন্তুষ্ট।

❊ এখ্‌লাস ও ধৈর্য ছাড়া প্রেম পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না।

❊ খাঁটি প্রেমের চিহ্ন ২টি- (ক) প্রেমিকের নিকট প্রশংসা ও নিন্দা একই সমান। (খ) নেক কার্য করিয়া পরকালে উহার বিনিময়ে পুরস্কারের আশা না করা। কারণ, সে নিজেকে মনে করে একজন দাস, দাসের কাজ দাসত্ব করা; পুরস্কার কিসের? হযরত যুন্নূন্ বলেন, "আমি নির্জন যিকিরে এখ্‌লাস হইতে কঠিন আর কিছুই দেখি নাই।"

❊ চক্ষুযোগে দর্শনের সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধ, অন্তরযোগে দর্শনের সহিত বিশ্বাসের সম্বন্ধ।

https://kitabbhubon.com

❋ বিশ্বাসের তিনটি লক্ষণ- (ক) প্রত্যেক জিনিসেই আল্লাহ্ তাআলার প্রতি (তাঁহার শক্তির প্রতি) দৃষ্টি রাখা, (খ) প্রত্যেক কাজেই আল্লাহ্ পাকের প্রতি প্রত্যাবর্তন করা, অর্থাৎ, তাঁহার সন্তুষ্টি প্রার্থনা করা ও (গ) সকল অবস্থায়ই আল্লাহ্ পাকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা।

❋ বিশ্বাস আকাঙ্ক্ষাকে দমন করে। আকাঙ্ক্ষার দমন যোহ্‌দকে (দুনিয়ার প্রতি বিরাগকে) ডাকিয়া আনে। যোহ্‌দ মা'রেফতকে ডাকিয়া আনে। মা'রেফত দ্বারা আখেরাতের ফল, ফুল ও ফসল পয়দা হয়।

❋ সামান্য বিশ্বাস সারা দুনিয়া হইতে শ্রেষ্ঠ; কেননা, আল্লাহর প্রতি সামান্য বিশ্বাসই মনকে আখেরাতের প্রতি আকৃষ্ট করে।

❋ প্রকৃত বিশ্বাসের লক্ষণ এই যে, জীবিত থাকাকালে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য লোকের বিরোধিতা করিবে! অযথা লোকের প্রশংসা করিবে না। লোকের দান ও অনুগ্রহের আশা করিবে না। কাহারও অনিষ্ট কামনা করিবে না।

❋ যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া কেবল মানুষের সহিত বন্ধুত্ব করিল, সে যেন ফেরাউনেরই বিছানায় বসিল।

❋ যে ব্যক্তি নফ্‌সের প্রতারণার প্রতি লক্ষ্য করিল না এবং সতর্ক হইল না, সে আল্লাহর নিকট খাঁটি হইতে পারে না।

❋ যে ব্যক্তি সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন,তাঁহার আর কোন ভয় নাই। সত্য ছাড়া দুনিয়ার সমস্ত জিনিস তাঁহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া গেলেও তাঁহার ভয়ের কোন কারণ নাই।

❋ যে ব্যক্তি মনের কু-ধারণা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র যিকির করেন, আল্লাহ তাআলা প্রকাশ্যে তাঁহার ইয্‌যত বৃদ্ধি করেন এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দিকে অগ্রসর হন, আল্লাহ্ তাঁহাকে নাজাত (মুক্তি) দান করেন।

❋ লোকে জিজ্ঞাসা করিল, "দুনিয়া কি?" উত্তর করিলেন, "যাহা আল্লাহ্‌র যিকির হইতে তোমাকে দূরে রাখে, তাহাই দুনিয়া।"

❋ লোকে জিজ্ঞাসা করিল, "কমিন (অধম) কে?" উত্তর করিলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর দীদার (নৈকট্য) লাভের পথ পায় নাই এবং সেই পথ তালাশও করেন নাই।"

❋ কেহ উপদেশ চাহিলে তিনি বলিতেন, "নফ্‌স বা রিপুর সহিত শত্রুতা করিয়া আল্লাহর বন্ধু হও, আল্লাহর সঙ্গে শত্রুতা করিয়া তোমার নফ্‌সের বন্ধু হইও না। ক্ষুদ্রতম হইলেও কাহাকেও নিকৃষ্ট বলিয়া মনে করিও না। নিজ অন্তরকে আল্লাহ তাআলার দিকে পাঠাইয়া দাও। বাহ্যিক অংশ লোকের সহিত সাংসারিক কার্যে নিয়োজিত কর! আল্লাহর প্রিয় হও, তাহা হইলে তিনি তোমাকে পরের

https://kitabbhubon.com

মুখের প্রতি চাহিয়া থাকা হইতে রক্ষা করিবেন। বিশ্বাস্য বস্তুকে অবহেলা করিয়া সন্দেহের বস্তুকে গ্রহণ করিও না- অর্থাৎ, যে বস্তু হালাল কি হারাম সেই সম্বন্ধে সন্দেহ আছে, এমন বস্তু গ্রহণ করিও না। নফ্সের জন্য দুনিয়ার আরাম ও বিলাস-ব্যসনে রাযী হইও না! বিপদ উপস্থিত হইলে সবর ও ধৈর্যের সহিত সহ্য করিবে। সর্বদা আল্লাহর সাথে থাকিবে।"

❋ আর এক ব্যক্তি উপদেশ চাহিলে বলিলেন, "অতীত এবং ভবিষ্যৎ বিষয়ে ভাবিও না।" লোকে জিজ্ঞাসা করিল, "ইহার অর্থ কি?" উত্তর করিলেন, "যাহা গত হইয়াছে এবং যাহা ভবিষ্যত হইবে, তাহার বিষয় চিন্তা করিও না। বর্তমান সময়টাকে যথেষ্ট এবং মূল্যবান মনে করিবে।"

❋ লোকে জিজ্ঞাসা করিল, "ছুফী (সাধক) কে?" উত্তর করিলেন, "যাহারা সব কিছু অপেক্ষা আল্লাহ তাআলাকে অধিক পছন্দ করিয়াছেন এবং হক তাআলাও তাঁহাদিগকে সকল লোক হইতে অধিক পছন্দ করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রকৃত ছুফী।"

❋ এক ব্যক্তি বলিল, "আমি আপনাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছি।" হযরত যুন্নূন্ বলিলেন, "যদি তুমি আল্লাহ তাআলাকে চিনিয়া থাক, তবে তোমার জন্য তিনিই শ্রেষ্ঠ বন্ধু! যদি তাঁহার পরিচয় না পাইয়া থাক, তবে এমন লোকের সহিত বন্ধুত্ব কর, যিনি আল্লাহকে চিনেন। তাহা হইলে তিনি তোমাকে আল্লাহ তাআলার পথ দেখাইয়া দিবেন।"

❋ লোকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা'রেফাতের (সাধনার) শেষ সীমা কি?" উত্তর হইল, "যে ব্যক্তি মা'রেফতের শেষ সীমায় পৌঁছিবে, সে সব সময় সব জায়গায় একই অবস্থায় থাকিবে, অর্থাৎ, বিপদে ধৈর্যহারা ও আনন্দে আত্মহারা হইবে না।"

❋ লোকে আরেফের (সাধকের) কার্যকলাপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে যুন্নূন্ বলিতেন। "আরেফ সর্বদা আল্লাহর দর্শনকারী হইবে।"

❋ লোকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, নফ্স (রিপু)কে পূর্ণরূপে চিনিবার উপায় কি?" উত্তর করিলেন, "সর্বদা নফ্রের সম্বন্ধে সন্দিহান থাকিবে, কখনও তাহাকে বিশ্বাস করিবে না।"

ইন্তেকাল ঃ যুন্নূন্ যখন পীড়িত হইলেন এবং তাঁহার ওফাত নিকটবর্তী হইল, লোকে তখন জিজ্ঞাসা করিল, "এখন আপনার মনের ইচ্ছা কি?" উত্তর করিলেন, "ইচ্ছা এই যে অতি সামান্য সময়ের জন্য হইলেও আমার প্রভুকে একবার জানিয়া লই।" তারপর তিনি প্রেমপূর্ণ একটি কবিতা পাঠ করিলেন,

اَلْخَوْفُ اَمْرَضَنِىْ وَ الشَّوْقُ اَحْرَقَنِىْ + اَلْحُبُّ اَوْفَانِىْ وَاللّٰهُ اَحْيَانِىْ

https://kitabbhubon.com

ওগো মাওলা! তোমার ভয় আমাকে রোগী বানাইয়াছে এবং তোমার এশক আমাকে জ্বালাইয়াছে, তোমার মহব্বত আমাকে বিলীন করিয়া দিয়াছে। হে আল্লাহ, প্রকৃতপক্ষে তুমিই আমাকে তোমার জ্ঞান দ্বারা জীবিত রাখিয়াছ।"

ইহার পর একদিন রোগের যন্ত্রণায় তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়েন। ইউসুফ ইবনে হুসাইন নামক এক ব্যক্তি বলিল, "হুযূর, এ সময় আমাকে কিছু উপদেশ দান করুন।" তিনি উত্তর করিলেন, "এখন আমাকে অন্য দিকে আকৃষ্ট করিও না; আমি তাঁহার (আল্লাহর) মেহেরবানীসমূহে চিন্তিত আছি।" ইহা বলিয়াই তিনি ইন্তিকাল করিলেন।

কথিত আছে, সেই রাত্রে ৭০ জন আওলিয়া স্বপ্নে হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেন। হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, "আল্লাহর বন্ধু যুন্নূন্ ইন্তেকাল করিয়াছেন। তাঁহার খোশ-আমোদেদের জন্য আমি আসিয়াছি।"

তাঁহার পাক লাশ গোরস্তানের দিকে লাইয়া যাইবার দিন রৌদ্রের তাপ অত্যন্ত প্রখর ছিল। কথিত আছে, সেই সময় পাখীরা উহাদের পাখা বিস্তার করিয়া সারা পথ উড়িতে উড়িতে লাশের উপর ছায়া দিয়া রাখিয়াছিল।

কথিত আছে, গোরস্তানের পথেই এক মুয়ায্যিন নামাযের আযান দিলেন। যখন তিনি কলেমা শাহাদাত পর্যন্ত পৌঁছেন, তখনই লাশ আঙ্গুল উঠাইয়া আল্লাহ তাআলার তৌহীদের সাক্ষ্য দান করে। লোকে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, "যুন্নূন্ এখনও জীবিত আছেন।" তাঁহার লাশ মাটির উপর রাখা হইল; কিন্তু বহুক্ষণ পরেও কোন চেতনার লক্ষণ পাওয়া গেল না। বরং উপরে উঠানো আঙ্গুলটি বহুক্ষণ চেষ্টা করিয়াও নামাইতে পারা গেল না। তারপর তাঁহার লাশ দাফন করা হয়। মিসরবাসীরা এই অবস্থা দেখিয়া নিজেদের কাজের জন্য লজ্জিত হইল।

হযরত বায়াযীদ বোস্তামী (রহঃ)

পরিচিতি ঃ হযরত বায়াযীদ বোস্তামী (রহঃ) বহুত বড় আল্লাহর ওলী বুযুর্গ ছিলেন। তিনি আরেফ ও দরবেশগণের মাথার মণিস্বরূপ ছিলেন। তিনি ইবাদত ও মোজাহাদার দ্বারা মাওলার নৈকট্য হাছেল করিয়াছেন। তাঁহার অসাধারণ কারামত ও ইবাদত-শক্তি ছিল। মা'রেফতেও তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল। তিনি অত্যন্ত কষ্ট সহ্য করিতে পারিতেন এবং আল্লাহ্র প্রেমের আগুনে দগ্ধ ছিলেন। হাদীস শাস্ত্রেও তাঁহার অসাধারণ দখল ছিল। ইবাদতে তাঁহার তুল্য সেকালে আর কেহ

https://kitabbhubon.com

ছিল না। হযরত জুনায়েদ (রহঃ) বলেন, 'তিনি ওলীগণের মধ্যে এতদূর উন্নত ও সম্মানী ছিলেন, যতটা ফেরেশ্তাগণের মধ্যে হযরত জিব্রাঈল।" শায়েখ আবু সাঈদ বলেন, সমস্ত দুনিয়ায় আমি বায়াযীদের মত নেক গুণের অধিকারী কাহাকেও দেখি নাই।

হযরত বায়াযীদ মধ্য-এশিয়ার অন্তর্গত প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা একজন নেক্কার মুসলমান ছিলেন। বাল্যকালেই তিনি পিতৃহীন হইয়া পড়েন। তাঁহার মাতা অতিশয় নেক্কার ছিলেন। মায়ের উদরে থাকার সময় হইতেই তাঁহার বহু কারামত প্রকাশিত হইয়াছিল। মায়ের উদরে থাকাকালীন তাঁহার মাতা কোন সন্দেহজনক দ্রব্য আহার করিলে উহা মায়ের উদরে থাকা পর্যন্ত সন্তান কাঁপিতে থাকিত। ভক্ষিত দ্রব্য বাহির হইয়া গেলে উদর শান্ত হইত।

বাল্যকালে যখন তাঁহার মাতা তাঁহাকে মাদ্রাসায় পাঠান এবং যখন তিনি সূরায়ে লোক্মানের আয়াত أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ অর্থাৎ 'আমার নিকট ও পিতামাতার নিকট শোকরগুজারী কর, এই আয়াতটি পাঠ করিলেন, তখন ওস্তাদের নিকট উহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। ওস্তাদ ইহার অর্থ বুঝাইয়া দিলে তাঁহার অন্তরে তোলপাড় আরম্ভ হয়। তখনই তিনি ওস্তাদের হুকুম লইয়া বাড়ী ফিরিয়া যান। মা তাঁহার বাড়ী আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বায়াযীদ বলিলেন, "আম্মা, ওস্তাদজী আজ কুর্আন শরীফে পড়াইয়াছেন, আল্লাহ্ পাক বলেন, 'আমার ও পিতা মাতার শোকর কর।' কিন্তু আমি দুই ঘরের শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে অক্ষম, হয় আল্লাহ্ পাক হইতে তুমি আমাকে চাহিয়া লও, আমি চিরকাল তোমার খেদমত করিব, না- হয় আল্লাহ্র খেদমতে আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি সম্পূর্ণভাবে তাঁহারই গোলাম হইব।" মা বলিলেন, "বাবা! আমি তোমাকে আল্লাহ্র খেদমতে ছাড়িয়া দিলাম এবং তোমার উপর আমার হক মা'ফ করিয়া দিলাম। যাও, তুমি সেই প্রভুর ইবাদতেই মশ্গুল থাক।" তারপর বায়াযীদ মায়ের নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া যান, এবং জঙ্গলে অনিদ্রায়, অনাহারে, কঠোর ইবাদতে মশ্গুল হন। তিনি ১১৩ জন ওলীআল্লাহ্র সংসর্গে থাকিয়া তাঁহাদের খেদমত ও ফয়েয হাছেল করেন। সেই ওলীআল্লাহ্গণের মধ্যেই একজন হযরত জা'ফর-সাদেক।

ইবাদতের বিভিন্ন অবস্থা ঃ বায়াযীদ একদিন হযরত জা'ফর ছাদেক (রহঃ)-এর নিকট তা'যীমের সহিত বসিয়া আছেন, এমন সময় জা'ফর বলিলেন, "বায়াযীদ,তাক হইতে অমুক কিতাবখানা লও।" বায়াযীদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ তাক হইতে হুযূর?" জা'ফর বলিলেন, "বহুকাল যাবত তুমি আমার নিকট আছ, অথচ কিতাবের তাক্টাও দেখ নাই? কি আশ্চর্য!" বায়াযীদ বলিলেন, "হুযূর, আমার কি প্রয়োজন যে, আপনার সাক্ষাতে আমি মাথা উঁচু করিব? এখানে আমি কিছু দেখিয়া বেড়াইবার জন্য আসি নাই।" জা'ফর বলিলেন, "বাবা! যদি

https://kitabbhubon.com

ব্যাপার এই হয়, তবে তুমি বোস্তামে চলিয়া যাও, তোমার ইবাদত ও মনের আশা পূর্ণ হইয়াছে।"

বর্ণিত আছে, তিনি জানিতে পারিলেন অমুক স্থানে একজন কামেল পীর আছেন। বায়াযীদ একদিন তাঁহার সাক্ষাৎ লাভের জন্য সেখানে গেলেন। যখন সেই পীর সাহেবের নিকটবর্তী হইলেন, তখন তিনি দেখিলেন যে, পীর সাহেব কেব্‌লার দিকে থুথু ফেলিতেছেন। ইহা দেখিয়া তিনি এই বলিয়া ফিরিয়া গেলেন, "যদি তাঁহার কিছুমাত্র ইবাদত-জ্ঞান থাকিত, তবে তিনি কখনও শরীয়ত বিরুদ্ধ কাজ করিতেন না।"

বায়াযীদের ঘর হইতে মসজিদ পর্যন্ত মাত্র ৪০ কদম (পদক্ষেপ) ব্যবধান ছিল। তিনি মসজিদে রওয়ানা হইলে মসজিদের ইয্‌যতের জন্য কখনও রাস্তায় থু থু ফেলিতেন না। বহু বৎসর ইবাদতের পর পীরের হুকুমে বায়াযীদ তাঁহার আম্মাকে দেখিবার জন্য বোস্তামে আসেন। ভোরবেলায় যখন ঘরের দরজায় হাযির হইলেন, তখন কান পাতিয়া শুনিলেন, তাঁহার আম্মা মোনাজাত করিতেছেন, "এলাহী! আমার এতীম পুত্রের ভাল কর, ওলীগণের মন তাহার প্রতি রাযী রাখ, তাহার জীবনকে ধর্মবলে বলীয়ান কর।" মায়ের এই মোনাজাত শুনিয়া বায়াযীদ কাঁদিয়া উঠিলেন এবং দরজায় আঘাত করিয়া আম্মাকে ডাকিয়া বলিলেন, "আম্মা, তোমার সেই দুঃখী পুত্র হাযীর।" আম্মা দরজা খুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "বাবা, এত দেরীতে আসিলে কেন? তোমার বিরহে কাঁদিতে কাঁদিতে আমি ত অন্ধ প্রায় হইয়া গিয়াছি এবং তোমার শোকের ভারে আমার পিঠ বাঁকা হইয়া গিয়াছে।"

কথিত আছে, একবার হজ্জে যাইবার সময় তিনি নিজের ও মুরীদগণের সমস্ত মালপত্র একটি উটে বোঝাই করেন। ইহা দেখিয়া এক ব্যক্তি বলিল, "জনাব, হতভাগ্য বোঝা অত্যন্ত ভারী হইয়াছে এবং ইহা একটি যুলুম বটে।" বায়াযীদ বলিলেন, "ওহে, ভালরূপে নযর করিয়া দেখ ত, বোঝাটি বাস্তবিকই উটের পিঠে না অন্যত্র?" তৎপর সে নযর করিয়া দেখিল যে, বোঝাটি উটের পিঠ হইতে প্রায় এক হাত উঁচুতে রহিয়াছে। সেই ব্যক্তি ইহাতে আশ্চর্যান্বিত হইয়া রহিল। বায়াযীদ বলিলেন, "যদি আমি নিজের অবস্থা তোমাদের নিকট গোপন রাখি, তবে তোমরা আমাকে দোষী মনে করিবে, আর যদি প্রকাশ করি, তবে তোমরা তাহা দেখিতে সমর্থ হইবে না। এরূপ অবস্থায় আমি তোমাদের সহিত কি করিব?" হজ্জ শেষ করিয়া তিনি মদীনা শরীফ গমন করেন ও যেয়ারত কার্য ভালরূপে সমাধা করেন। ইহার পর মায়ের খেদমতের জন্য বোস্তামের দিকে রওয়ানা হন। তিনি আসিয়াছেন, এই কথা শুনিয়া শহরবাসিগণ দলে দলে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া বায়াযীদ ভাবিলেন. এই অভ্যর্থনার দরুন

https://kitabbhubon.com

আমি আল্লাহ হইতে গাফেল থাকিব, কেননা আমার মনে অহঙ্কার আসিবে, সুতরাং ইহার প্রতিকারের উপায় ঠিক করা কর্তব্য।' লোকগণ যাহাতে তাঁহার নিকট হইতে সরিয়া যায়, এইজন্য তিনি রমযান মাসে রোযা থাকা সত্ত্বেও নিকটস্থ এক রুটিওয়ালার দোকান হইতে একখানা রুটি কিনিয়া সকলের সম্মুখে খাইতে লাগিলেন। প্রকাশ্যে ইসলাম-বিরুদ্ধ কাজ দেখিয়া জনসাধারণ তাঁহার দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল।* বায়াযীদ মুরীদগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দেখ, আমি শরীয়তের অনুমতির উপর আমল করিয়াছি অথচ লোকেরা আমাকে খারাপ মনে করিয়া লোকগণ দূরে সরিয়া গেল।"

হযরত বায়াযীদ বলিয়াছেন, "আমি যে কাজকে প্রথমে অপ্রধান বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম, পরে উহাই আমার জন্য প্রধান কাজ হইল এবং তাহা হইতেছে আম্মাকে খুশী করা। কঠিন ইবাদতের আমি যাহা খুঁজিতেছিলাম, তাহা মায়ের খেদমত দ্বারা লাভ করিয়াছি।"

মায়ের দোআ ঃ একদা রাত্রে বায়াযীদের মা তাঁহার নিকট পানি চাহিলেন। ঘরে কলসীতে পানি না পাইয়া বায়াযীদ নদীতে পানি আনিতে গেলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার মা ঘুমাইয়া পড়েন। বায়াযীদ গ্লাস হাতে করিয়া মায়ের শিয়রে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে মা জাগিয়া বায়াযীদের হাত হইতে লইয়া পানি পান করিলেন এবং বায়াযীদের জন্য দুই হাত তুলিয়া দোয়া করিলেন। অত্যন্ত শীতের রাত্র ছিল বলিয়া বায়াযীদের হাত হিমে অবশ হইয়া গিয়াছিল। মা বলিলেন, "বাবা, হাত হইতে গ্লাসটি মাটিতে রাখিয়া দিলেই ত পারিতে, কেন তাহা করিলে না?" বায়াযীদ বলিলেন, "মা, ভয়ে রাখি নাই যে, হয়ত জাগিয়া উঠিয়া পানি ও আমাকে না পান।"

এক রাত্রে তাঁহার মা হুকুম করিলেন, "বায়াযীদ, অর্ধেক দরজা খুলিয়া দাও।" বায়াযীদ দরজার ডান দিক্ খুলিবেন, না বাম দিক খুলিবেন, ইতস্ততঃ করিতে করিতে ভোর হইয়া গেল। অবশেষে দেখা গেল, তিনি যাহা চাহিয়াছিলেন, তাহা ঘরের ভিতরেই রহিয়াছেন। মায়ের হুকুমের বিপরীত দিকের দরজা খুলিলে পাছে তিনি অসন্তুষ্ট হন, এই ভয়ে কোন দরজাই খুলিলেন না।

রিয়াযত ও মোজাহাদা ঃ বায়াযীদ বলিয়াছেন, "বার বৎসর প্রথমে আমি নফ্সের রিপুর আগুনে দগ্ধ হইতেছিলাম। তারপর নফ্সকে ইবাদতের অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া মোজাহাদার (কঠোর ইবাদতের) আগুনে উত্তপ্ত করি ও তওবা-রূপ

* এখানে হেকমৎ এই- মুছাফিরের উপর রোযা ফরয নহে, মুসাফির রোযা রাখিতেও পারে আবার না-ও রাখিতে পারে। রমযান মাসের পরে শুধু কাযা আদায় করিলেই চলে। এ ক্ষেত্রে বায়াযাদ নিজেকে লোকচক্ষে হেয় করিবার জন্য রোযা রাখা অপেক্ষা রোযা না রাখাকেই ভাল বলিয়া মনে করিয়াছেন। ইহাতে শরীয়ত মতে তিনি গোনাহ্গার হইবেন না।

https://kitabbhubon.com

হাতুড়ি দ্বারা আঘাত করিতে করিতে উহাকে আয়নার মত পরিষ্কার করিতে সক্ষম হই। নফ্সকে আয়না রূপে গঠন করিতেই ৫ বৎসর কাটিয়া যায় এবং নানারূপ ইবাদত দ্বারা উহাকে মার্জিত করিয়া লই। পরে এক বৎসর যাবত নিজের প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি করিয়া দেখি যে, ইবাদতের অহঙ্কারের রশি আমার কাঁধে তখনও ঝুলিতেছে। তারপর আরও পাঁচ বৎসর ইবাদত ও চেষ্টা করিয়া সে রশি ছিঁড়িতে সমর্থ হই। তখন যেন নূতন মুসলমান হইলাম। তারপর লোক-সমাজের প্রতি নযর করিয়া সকলকেই মৃতবৎ পাইলাম।"

একদিন বায়াযীদ মসজিদের দরজায় পৌঁছিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। লোকে তাঁহার কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিলেন, "আমি নিজকে হায়েযওয়ালী (ঋতুবতী) স্ত্রীলোকের ন্যায় নাপাক মনে করিতেছি। কেননা, পাক মসজিদে ঋতুস্রাব পতিত হইবে, এই ভয়ে ঋতুবতী স্ত্রীলোক তথায় আসে না; আমারও তদ্রুপ ভয় হইতেছে।"

অজদের অবস্থা ঃ একদিন যিকিরে মশ্গুল অবস্থায় বায়াযীদের মুখ হইতে এই কালাম বাহির হইল ঃ سُبْحَانِىْ مَا اَعْظَمُ شَانِىْ অর্থাৎ 'আমার পবিত্রতা আমারই শ্রেষ্ঠতম গৌরব।' কিছুক্ষণ পর চেতনা ফিরিয়া আসিলে মুরীদগণ বলিল, "আপনি যিকিরে মশ্গুল অবস্থায় এরূপ কালাম উচ্চারণ করিয়াছেন।" তিনি বলিলেন, "হায় সর্বনাশ! যদি কখনও আমার মুখে এমন কথা উচ্চারিত হয়, তবে তোমরা উহা শুনা মাত্রই আমাকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিবে।" এই বলিয়া প্রত্যেককে একখানা ছুরি দিয়া বলিলেন, "যদি আবার কখনও এইরূপ কুফুরী কালাম আমার মুখ দিয়া বাহির হয়, তখনই তোমরা আমাকে নিঃসন্দেহে কতল করিয়া ফেলিবে।" ঘটনাক্রমে দ্বিতীয়বারও তাঁহার মুখ দিয়া ঐ কালাম উচ্চারিত হয়। মুরীদগণ তাঁহাকে কতল করিতে উদ্যত হইলে দেখা গেল, সারাটি ঘর শত সহস্র বায়াযীদে পূর্ণ। মুরীদগণ নির্দেশ অনুসারে তাঁহাকে ছুরি মারিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু পানিতে ছুরি মারার ন্যায় তাঁহার কোনই ক্ষতি হইল না। একঘন্টা পর ক্রমশঃ উক্ত আকৃতিসমূহ ছোট হইতে হইতে এক বায়াযীদে পরিণত হইল। মুরীদগণ সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলে তিনি বলিলেন, "যাহাকে দেখিতে পাইতেছ, সে-ই তো বায়াযীদ, অবশিষ্টগুলি বায়াযীদ নহে।"

একদিন হযরত বায়াযীদের হাতে একটি লাল রঙ্গের পাকা আপেল ফল ছিল। তিনি ইহার দিকে নযর করিয়া বলিলেন, "ইহা একটি লতিফ" (অতি পবিত্র ও সূক্ষ্মদর্শী আল্লাহ্ তাআলার এক নাম)। তখনই গায়েব হইতে আওয়ায আসিল, "হে বায়াযীদ, আমার প্রশংসনীয় নাম তুমি আপেল ফলে প্রয়োগ করিতেছ? তোমার কি একটুও লজ্জা হইল না?" ইহার শাস্তি স্বরূপ ৪০ দিন তাঁহার অন্তর হইতে আল্লাহর নাম দূর হইয়া গেল। তারপর তিনি কসম করিলেন যে, আর কখনও বোস্তামের কোন ফলই আহার করিবেন না।

https://kitabbhubon.com

সঠিক বুঝ ঃ বায়াযীদ বলেন, একবার আমার মনে হইল যে, আমিই বর্তমান যুগের বড় পীর। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হইল, ইহা আমার বড়ই ভুল ধারণা। তারপর উঠিয়া খোরাসানের দিকে রওয়ানা হইলাম। চলিতে চলিতে এক মঞ্জিলে যাইয়া উপস্থিত হই। কসম করিলাম, যে পর্যন্ত আল্লাহ পাক আমার অবস্থা জানাইবার জন্য কাহাকেও না পাঠান, সেই পর্যন্ত আমি এস্থান হইতে উঠিব না। এভাবে তিনদিন তিনরাত সেখানে অবস্থান করিলাম। চতুর্থ দিন এক উট সওয়ারকে আমার দিকে আসিতে দেখিলাম। সে নিকটে আসিলে থামিবার জন্য উটের দিকে ইশারা করিলাম। তখনই উটের পা মাটিতে আটকাইয়া গেল। উট-সওয়ার আমার দিকে নযর করিয়া বলিল, "তুমি কি এই চাও যে, আমি নিজের নিদ্রাহীন চক্ষু মেলি এবং জাগ্রত চক্ষু বন্ধ করিয়া বোস্তাম শহর ও শহরের লোকজনসহ বায়াযীদকে ডুবাইয়া দেই?" ইহা শুনিয়া আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন?" উত্তরে তিনি বলিলেন, "যখন তুমি কসম করিয়াছিলে, তখন আমি তিন হাজার ফার্লং দূরে ছিলাম। সাবধান, বায়াযীদ! অন্তরের প্রতি নযর রাখিবে।" এই বলিয়াই তিনি মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেলেন।

বায়াযীদ ৪০ বৎসর মসজিদে অবস্থান করেন। ঘরে থাকার সময় তিনি এক কাপড় এবং ওযূ ও নামাযের জন্য পৃথক কাপড় রাখিতেন। ৪০ বৎসর পর্যন্ত মুসাফিরখানা ও মসজিদের দেওয়াল ছাড়া অন্য বিছানায় তিনি পিঠ লাগান নাই। মসজিদ বা মুসাফিরখানার দেওয়ালে হেলান দিয়া তিনি বিশ্রাম করিতেন। তিনি বলিতেন, "একটি ধূণি-কণাকে জিজ্ঞাসা কর, সে বলিবে, বায়াযীদ উহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে।" তিনি আরও বলেন, "বহুকাল যে, দাসত্ব ও প্রভুত্ব উভয়ই আল্লাহ্ পাক হইতে আসে। ত্রিশ বৎসর যাবৎ আল্লাহ্র অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে নযর করিয়া দেখিলাম, তিনিই আমাকে খোঁজেন, আমি তাঁহার আহুত ব্যক্তি।"

হযরত আবু মূসা হযরত বায়াযীদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ইবাদতের পথে তুমি সবচেয়ে কঠিন কি দেখিয়াছ?" উত্তর করিলেন, "বহুকাল নিজে কঠিন ইবাদত করিয়াও নফ্সকে আল্লাহ্র দরবারে রাখিতে পারি নাই; সে বাধ্য থাকিতে চাহিত না, কাঁদিত। তারপর আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহ তাহার উপর বর্ষিত হইল, তাহাকে নিজ দরবারে পৌঁছাইয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন; তারপর আল্লাহ-প্রেমে সে নিজেকে কোর্‌বান করিল।"

কথিত আছে, হযরত আবু-তোরাবের এক মুরীদ ছিল; তাঁহার স্বভাব ছিল উগ্র। অনেক সময় আবু-তোরাব তাঁহাকে বলিতেন, "তোমার পক্ষে অন্ততঃ একবার বায়াযীদের সহিত সাক্ষাৎ করা কর্তব্য।" মুরীদ বলিলেন, "যে ব্যক্তি

https://kitabbhubon.com

দৈনিক শতবার বায়াযীদের আল্লাহর দর্শন লাভ করেন, তাঁহার আবার দর্শন লাভে ফল কি?" আবু-তোরাব বলিলেন, "তোমারই অবস্থা অনুযায়ী মাওলার দর্শন লাভ করিয়া থাক, আর বায়াযীদের সম্মুখে দেখিলে তাঁহারই অবস্থা অনুসারে মাওলাকে দেখিতে পাইবে। উভয় চক্ষে অনেক প্রভেদ রহিয়াছে।" কথাটি মুরীদে মনে লাগিল। তারপর তিনি হযরত বায়াযীদের দর্শন লাভের জন্য গমন করিলেন। পথে দেখিতে পাইলেন যে, বায়াযীদ হাতে লাঠি লইয়া বোস্তামের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। মুরীদও তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিতে থাকেন। শহরে পৌঁছিয়া নিজ ঘরে না যাইয়াই বায়াযীদ পানির জন্য নদীতে গেলেন। ঘটনাক্রমে আবু-তোরাব ও মুরীদ উভয়েই উপরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। যেই মাত্র মুরীদ ও বায়াযীদ উভয়ের একে অপরের প্রতি নযর পড়িল, অমনি মুরীদ ভয়ে কাতর হইয়া কাঁপিতে লাগিলেন এবং তৎক্ষণাৎ মাটিতে পড়িয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তাহার প্রাণ বাহির হইয়া গেল। আবু-তোরাব বলিলেন, "হুযুর, একি! এক নযরেই লোকটির মৃত্যু।" বায়াযীদ বলিলেন, "হে আবু-তোরাব, আমার দর্শনে তাহার এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, অন্তরের ভেদ জাহির করিবার অবসরও পায় নাই। আমার দর্শনে তাঁহার এমন কাশ্‌ফ (মনের গুপ্ত ভাব প্রকাশ) হইয়া গিয়াছিল যে, সে উহা বহনে অসমর্থ হইয়া মরিয়া যায়।"

এক রাত্রিতে হযরত বায়াযীদ গোরস্তান হইতে আসিতেছিলেন। পথে বোস্তামের একজন বড় লোকের পুত্র বাদ্য বাজাইয়া আমোদ-প্রমোদ করিতেছিল। বায়াযীদ তাহার নিকট পৌঁছিয়া لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ (মহান আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাহারও শক্তি নাই অর্থাৎ এই দুশ্চরিত্রকে অসৎ কাজ হইতে ফিরাইবার শক্তি আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাহারও নাই)- উচ্চ স্বরে পড়িলেন। যুবক ইহাতে বিরক্ত হইয়া বায়াযীদের মাথায় এমন জোরে আঘাত করিতে লাগিল যে বাদ্যযন্ত্র ভাঙ্গিয়া যায় এবং বায়াযীদও ভয়ানক ব্যথা পান। তারপর তক্‌বীর বলিতে বলিতে তিনি ঘরে চলিয়া যান। পরদিন ভোরবেলায় এক চাকরের হাতে বাদ্যযন্ত্রের মূল্য ও এক থালা মিষ্টান্ন যুবকের নিকট পাঠাইয়া দেন এবং বিনয়পূর্বক যুবককে এই বলিয়া অনুরোধ করিয়া পাঠান যে, "গত রাত্রে আমার মাথায় বাদ্যযন্ত্র ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ, এই টাকা দিয়া আর একটি বাদ্যযন্ত্র ক্রয় করিও এবং এই মিষ্টান্ন খাইয়া তোমার জিহ্বার তিক্ততা দূর করিও।" যুবক এই ঘটনা ও ব্যবহার দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া বায়াযীদের পায়ে পড়িল এবং তওবা করিয়া তাঁহার নিকট মা'ফ চাহিল। ইহা দেখিয়া আরও কয়েকজন দুশ্চরিত্র যুবক তওবা করিয়া খাঁটি মুসলমান হইল।

হযরত বায়াযীদ (রহঃ) একদিন রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন। রাস্তায় একটি কুকুর তাঁহার পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিল এবং কুকুরের শরীরে পচা ঘা ছিল। হযরত বায়াযীদ কুকুরকে দেখিয়া কাপড়ে ময়লা লাগিবে সন্দেহে কাপড় টানিয়া ধরিলেন।

https://kitabbhubon.com

তৎক্ষণাৎ কুকুরের জবান খুলিয়া গেল। কুকুর বলিল ঃ বায়াযীদ! আমার শরীরে যে ময়লা আছে তাহা তোমার কাপড়ে লাগিলে তুমি তাহা ধুইয়া ফেলিলে পাক হইয়া যাইত। তোমার উচিত হয় নাই আমাকে ঘৃণা করিয়া কাপড় টানিয়া লওয়া।

বোস্তাম নিবাসী একজন আবেদ লোক বহুকাল বায়াযীদের ছোহ্বতে ছিলেন। তিনি একদিন তাঁহার নিকট আরয করেন, "হুযূর, আমি গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ সারা দিন রোযা রাখিতেছি ও সারারাত নামাযে কাটাইতেছি। কিন্তু আপনি যে মা'রেফতের নসীহত দান করিতেছেন, এ পর্যন্ত তাহার কোন আভাস পাইতেছি না। ইহার কারণ কি?" বায়াযীদ বলিলেন, "ত্রিশ বৎসর কেন, যদি ত্রিশ শত বৎসরও এইভাবে থাক আর যদি স্বভাবের কোন পরিবর্তন না কর, তাহা হইলে সেই মা'রেফতের এক বিন্দু খোশবুও জীবনে লাভ করিতে পারিবে না।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?" বায়াযীদ বলিলেন, "এই জন্য যে, তুমি জীবনকে একপ্রকার দুনিয়ার পোশাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছ।" আবেদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার কি কোন প্রতিকার নাই?" বায়াযীদ বলিলেন, "আমার নিকট উহার প্রতিকারের ঔষধ আছে বটে, কিন্তু তুমি ত তাহা গ্রহণ করিবে না।" আবেদ বলিলেন, "গ্রহণ করিব বৈ-কি। আমি বহু বৎসর ধরিয়া উহারই তালাশ করিতেছি।" বায়াযীদ বলিলেন, "তবে যাও, মাথা মুড়াইয়া ফেল; পরনের সুন্দর পোশাকগুলি শরীর হইতে খুলিয়া ফেল। কোমরে কম্বল বাঁধ। শহরের সকল লোকে যেখানে তোমাকে ভালরূপে চিনে, এমন এক প্রকাশ্য স্থানে যাইয়া বস। কতকগুলি আখরুট (খেলার জিনিসরূপে) নিজের কাছে রাখ। বালকগণকে ডাকিয়া একত্র কর এবং বল, 'যে আমাকে একটি ধাক্কা মারিবে, তাহাকে একটি আখরুট দিব। যে দুইটি ধাক্কা মারিবে, তাহাকে দুইটি দিব।' এই অবস্থায় সারা শহর ভ্রমণ কর। এইরূপে বালকগণ দ্বারা ধাক্কা খাইতে খাইতে যেস্থানে তোমার অধিক অপমান হইবে, সেস্থানে অবস্থান করিবে। ইহাই তোমার বড় ঔষধ।" আবেদ ইহা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেনঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক, তিনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নাই। বায়াযীদ বলিলেন, "একজন কাফের এই মহা কালাম উচ্চারণ করিলে সে মুসলমান হইয়া যায়। কিন্তু তুমি এই কালাম দ্বারা মোশ্রেক হইয়া গেলে।" আবেদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহা কিরূপে?" বায়াযীদ বলিলেন, "তুমি এই কালাম পড়িয়া নিজকে গৌরব দান করিলে, পক্ষান্তরে আল্লাহ্ পাকের গৌরব খর্ব করিলে। তখন আবেদ বলিলেন, "আমি আপনার এরূপ ঔষধ সেবন করিতে পারিব না। আপনি অন্যকে যাইয়া নসীহত করুন।" বায়াযীদ বলিলেন, "ইহাই তোমার ঔষধ। তুমি যে ইহা গ্রহণ করিবে না, তাহা আগেই আমি বলিয়াছি।"

https://kitabbhubon.com

হযরত শকীক বলখীর একজন মুরীদ হজ্জ করিতে মনস্থ করে। শকীক তাঁহাকে বলিলেন, "বোস্তামে যাইয়া হযরত বায়াযীদের সহিত আগে সাক্ষাৎ করিয়া পরে মক্কা শরীফে রওয়ানা হইবে।" মুরীদ সেই মতে বায়াযীদের খেদমতে হাযির হন। বায়াযীদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কি করেন ও কি বলেন?" মুরীদ বলিল, "তিনি জনসাধারণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া তাওয়াক্কুল অর্থাৎ আল্লাহর উপর ভরসা করিয়া বসিয়া আছেন এবং বলেন, "যদি জমিন ও আসমান সমুদয় সোনা হইয়া যায়, অথবা জমিন হইতে যদি গাছ না জন্মে ও আসমান হইতে বৃষ্টি না বর্ষে এবং দুনিয়ার যাবতীয় সৃষ্টি আমার ফরযন্দ হয়, তবুও আমি নিজ তাওয়াক্কুল হইতে ফিরিব না।" বায়াযীদ বলিলেন, "ইহা ত কাফেরী ও মোশ্‌রেকী ছাড়া কিছুই নহে। যখন তুমি শকীকের নিকট ফিরিয়া যাইবে, তাঁহাকে বলিবে-মাত্র দুই খণ্ড রুটি দ্বারা আল্লাহ্ তাআলাকে পরীক্ষা করিও না। যখন তোমার ক্ষুধা খুব বেশী হইবে, তখন তাওয়াক্কুলের রোযাকে একদিকে রাখিয়া কোনও বন্ধু হইতে দুই খণ্ড রুটি লইয়া আহার করিবে, তাহা না হইলে তোমার এই গোনাহ্‌র কারণে কোন শহর কম্পিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে পারে। " মুরীদ এই কথা শুনিয়া ফিরিয়া গেলেন এবং হযরত শকীকের নিকট আগাগোড়া সব বর্ণনা করিলেন। হযরত শকীক সমস্ত কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, বাস্তবিকই তাঁহার মধ্যে রুটী আছে। তখন নিজ মুরীদকে বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি বায়াযীদকে কেন জিজ্ঞাসা করিলে না- যদি হযরত শকীক এরূপ হয়, তবে আপনি কিরূপ?" মুরীদ বলিল, "আমি ইহা জিজ্ঞাসা করি নাই।" হযরত শকীক বলিলেন,"তবে আবার যাইয়া বায়াযীদকে এই সওয়াল জিজ্ঞাসা করিয়া উহার জওয়াব নিয়া আস।" মুরীদ আবার সেখানে গেলে বায়াযীদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার কেন আসিয়াছ?" মুরীদ বলিল, "আমাকে আবার হযরত শকীক এই সওয়ালসহ পাঠাইয়াছেন যে, "যদি আপনার কথামত তিনি এরূপ হন, তবে আপনি কিরূপ হইবেন?" বায়াযীদ উত্তর করিলেন, "দেখ, ইহা জিজ্ঞাসা করাও তাঁহার দ্বিতীয় ভুল। আমি কিরূপ আছি, যদি তাহা প্রকাশ করি,তবে তাহা তিনি জানিবেন না।" মুরীদ বলিল, হুযূর, আমি এসব বুঝি না। যদি আপনি ভাল মনে করেন, তবে এক টুকরা কাগজে তাহা লিখিয়া দিন। ইহার ফলে আমায় বহুদূর ভ্রমণের কষ্টও সময়ের লোকসান হইবে না।" বায়াযীদ বলিলেন, "তবে কাগজে লিখ, 'বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম।' বায়াযীদ এই ঃ– বায়াযীদের কোন অস্তিত্বই নাই।" তারপর কাগজখানা মুরীদের হাতে দিলেন! মুরীদ উহা পীর শকীকের নিকট লইয়া গেল। শকীক তখন শয্যাগত ও মৃত্যুর নিকবর্তী হইয়া বায়াযীদের উত্তরের আশায় ছিলেন। মুরীদ কাগজখানা শকীকের হাতে দিলে, তিনি উহা পড়িয়া বলিলেন-

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

https://kitabbhubon.com

[আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই এবং মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁহার রাসূল] "আমি এই নব মুসলমান হইলাম এবং নিজ অহঙ্কার হইতে তওবা করিলাম।" এই বলিয়াই তিনি ইন্তেকাল করিলেন।

বায়াযীদের প্রতিবেশী এক দরিদ্র অগ্নিপূজকের একটি ছোট শিশু ছিল। শিশুর পিতা ছিল বিদেশে। শিশুটি সারারাত অন্ধকারে কাঁদিত! টাকা পয়সার অভাবে তাহার মা সারারাত বাতি জ্বালাইয়া রাখিতে পারিত না। বায়াযীদ প্রতি রাত্রে এই অগ্নিপূজকের ঘরে বাতি দিয়া আসিতেন, ইহাতে শিশু সুস্থির হইয়া থাকিত। শিশুর পিতা মুসাফিরী হইতে বাড়ী আসিলে, তাহার স্ত্রী বায়াযীদের দয়ার কথা তাঁহার নিকট বর্ণনা করে। ইহা শুনিয়া অগ্নিপূজক বলিল, "যখন বায়াযীদের নূর (জ্যোতিঃ) আমার ঘরে প্রকাশ পাইয়াছে, তখন আর অন্ধকারে থাকিব না।" এই বলিয়া সে বায়াযীদের নিকট যাইয়া তওবা করিয়া অগ্নির উপাসনা ত্যাগ করিল এবং মুসলমান হইয়া এক আল্লাহ্র ইবাদতে মশগুল হইল।

একবার কয়েকজন লোক দেশে বৃষ্টি না হওয়ার দরুন দুর্ভিক্ষের কথা বর্ণনা করিয়া বৃষ্টির জন্য তাঁহার নিকট দোআ চাহিল। বায়াযীদ কতকক্ষণ মাথা নত করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর মাথা উঠাইয়া বলিলেন, "হে লোকগণ যাও, নালা ও খাল সকল ঠিক করিয়া দাও, বৃষ্টি আসিতেছে।" কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টি আরম্ভ হইল এবং একদিন ও একরাত্রি প্রচুর বৃষ্টি হইল।

একবার বায়াযীদের এক শত্রু তাঁহার দরবারে আসিয়া বলিল, "আমার অমুক বিষয়ের গুপ্ত ব্যাপার খুলিয়া বলুন।" তাঁহার কথায় বায়াযীদের প্রতি অস্বীকারের ভাবও প্রকাশ পাইল। বায়াযীদ বলিলেন, "অমুক পর্বতের অমুক গুহায় আমার একজন বন্ধু বাস করেন; তাঁহার নিকট যাইয়া এই মাস্য়ালাটি জিজ্ঞাসা কর। তিনিই উহার বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া দিবেন।" লোকটি তখনই উক্ত গুহায় গমন করে। সেখানে এক ভয়ঙ্কর অজগর দেখিয়া সে ভয়ে এমন বেহুঁশ হইয়া পড়ে যে, তাহার পরনের কাপড় না-পাক হইয়া যায়। পায়ের জুতা ফেলিয়া তাড়াতাড়ি সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বায়াযীদের নিকট হাযির হইল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বায়াযীদের পায়ে পড়িয়া মা'ফ চাহিল। বায়াযীদ সমস্ত বিষয় শুনিয়া বলিলেন, "সুব্হানাল্লাহ্! তুমি সামান্য একটি সৃষ্টজীবের ভয়ে এরূপ ভীত হইয়া কাপড় না-পাক করিলে ও জুতা ফেলিয়া আসিলে! আচ্ছা বলত, তাহা হইলে মহাশক্তিশালী সৃষ্টিকর্তার কাশ্ফ বা গুপ্ত তত্ত্বের রহস্য যাহির করা তোমার পক্ষে কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে?"

এক ব্যক্তি বায়াযীদের কারামাতসমূহ দেখিয়াও তাঁহাকে অস্বীকার করিত এবং হিংসা বশতঃ বলিত যে, বায়াযীদ যেরূপ ইবাদত ও যিক্র করেন আমিও তাহাই করি, তবে তিনি যে-সকল কাজ করেন ও যে-সকল কথা বলেন, তাহার সবগুলি

https://kitabbhubon.com

আমি বুঝিতে পারি না। বায়াযীদ তাঁহার অবস্থা সম্বন্ধে ভালই জানিতেন। ঘটনাক্রমে একদিন সে বায়াযীদের দরবারে হাযির হয়। বায়াযীদ কেবল মাত্র তাঁহার দিকে একটি নিশ্বাস ফেলিলেন। ইহাতেই সে তিন দিন পর্যন্ত বেহুঁশ অবস্থায় থাকিয়া নিজ পায়জামা না-পাক করিয়া ফেলিয়াছিল। তারপর সুস্থ হইয়া গোসল করতঃ আবার বায়াযীদের দরবারে আসে। তাহাকে দেখিয়া বায়াযীদ বলিলেন, "জানিও, হাতীর বোঝা গাধা বহন করিতে পারে না।"

একবার আবূ-সাঈদ মাইখোরানী নামক এক দরবেশ বায়াযীদের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করার জন্য তাঁহার কিছু কারামত দেখিতে চাহিল। বায়াযীদ বলিলেন, "আমার মুরীদ আবূ-সাঈদ রায়ীর নিকট যাও। এই সকল তাঁহার নিকটই পাইবে, আমি তাঁহাকে কারামতের ক্ষমতা দান করিয়াছি।" লোকটি রায়ীর দরবারে গমন করিলে, রায়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চাও?" সে উত্তর করিল, গরম রুটী এবং তাজা আঙ্গুর ফল চাই।" রায়ীর হাতে তখন এক টুকরা কাঠ ছিল। তিনি উহাকে দুই টুকরা করিয়া এক টুকরা নিজের কাছে ও আর এক টুকরা মাইখোরানীর কাছে পুঁতিয়া দিলেন। তখনই উভয় খণ্ড জীবিত হইল এবং উহাতে আঙ্গুর ফল ফলিল। রায়ীর টুকরাটিতে সাদা আঙ্গুর এবং মাইখোরানীর টুকরাটিতে কাল আঙ্গুর দেখা গেল। মাইখোরানী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, আপনার টুকরাটিতে সাদা ও আমার টুকরাটিতে কাল রঙের আঙ্গুর কেন হইল?" রায়ী বলিলেন, "আমি এই কারামত খাঁটি দেলে আল্লাহর নিকট চাহিয়াছি। অপর পক্ষে তুমি পরীক্ষার মতলবে চাহিয়াছ। সুতরাং প্রত্যেকের রং তাহার অবস্থা অনুযায়ী হইয়া থাকে।" তারপর রায়ী মাইখোরানীকে একখানা সাদা কম্বল দিয়া বলিলেন, ইহাকে যত্নের সহিত রাখিও।" মাইখোরানী যখন হজ্জে যান, তখন আরাফাতের ময়দানে কম্বলখানা হারাইয়া ফেলেন! আবার বোস্তামে ফিরিয়া আসিলে উহা রায়ীর নিকটই দেখিতে পান। ইহা দেখিয়া তিনি অবাক হইয়া গেলেন, কিন্তু কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলেন না।

লোকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার মোর্শেদ কে?" তিনি বলিলেন, "একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক। এই কারণে যে, একবার আমি তৌহীদের (একত্ববাদের) প্রেমরসে বেহুঁশ হইয়া মরুভূমিতে উপস্থিত হই। এমন সময় এক বৃদ্ধা একটি আটার ভাণ্ড লইয়া আমার সম্মুখে আসিয়া বলিল, "আমার এই পাত্রটি অমুক স্থানে দিয়া আস।" আমি তখন এমন অবস্থায় ছিলাম যে, নিজেকেই সামলাইতে পারিতেছিলাম না। কাজেই বৃদ্ধার বোঝাটি বহন করিবার জন্য মরুভূমিতে এক বাঘকে ইঙ্গিত করিলাম এবং বাঘের পিঠের উপর বোঝাটি উঠাইয়া দিলাম। তারপর বৃদ্ধাকে বলিলাম, "তুমি শহরে পৌঁছিলে লোককে কি বলিবে?" বৃদ্ধা ক্রোধে অধীর হইয়া বলিল, "আমি বলিব যে মাঠে এক যালেমকে দেখিয়াছি।"

https://kitabbhubon.com

তারপর বৃদ্ধা বলিল, "এই বাঘটা কি তোমার বোঝা বহন করিতে ন্যায়তঃ বাধ্য?" আমি বলিলাম, "না।" বৃদ্ধা বলিল, "তবে যাহাকে আল্লাহ তাআলা ন্যায়তঃ বাধ্য করেন নাই, তুমি যে তাহাকে বাধ্য করিলে, ইহা কি যুলুম নহে? তাহা ছাড়া, সম্ভবতঃ ইহাও তোমার ইচ্ছা যে, নগরবাসীরা জানুক যে, বন্য ব্যাঘ্রও তোমার বাধ্য এবং তুমি একজন কারামত দেখাইবার লোক বটে। ইহা নিজের অহঙ্কার ছাড়া আর কি হইতে পারে?"

আমি বলিলাম, "তুমি ঠিক বলিয়াছ। আমি অদ্য হইতে মাথা নত করিয়া তওবা করিতেছি, আর কখনও এরূপ করিব না। বৃদ্ধার এই বাণীই আমার মোর্শেদ বা পথের দিশারী।"

বর্ণিত আছে, একবার বায়াযীদ একজন ইমামের পিছনে নামায আদায় করেন। নামাযের পর ইমাম সাহেব বায়াযীদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শেখ সাহেব, আপনি কোন কাজ করেন না, কাহারও নিকট কিছু চাহেন না। বলুন ত কোথা হইতে রুযী পাইয়া থাকেন?" বায়াযীদ বলিলেন, "আচ্ছা সবর কর, আগে নামায পড়িয়া লই, তারপর তোমার জওয়াব দিব।" ইমাম সাহেব বলিলেন, "এই যে আপনি এখন আমার সহিত নামায পড়িলেন। আবার নামাযের কি প্রয়োজন?" বায়াযীদ বলিলেন, "এরূপ লোকের পিছনে নামায পড়া ঠিক হয় নাই। কেননা, যে ব্যক্তি রুযী দাতাকে চিনে না, আমার মতে তাহার পিছনে নামায ঠিক হয় না।"

একবার বায়াযীদ বলিলেন, "কোন কোন লোক আমাকে দেখিবার আশায় আসিয়া থাকে, ফলে আল্লাহর লা'নতের অধিকারী হয়। পক্ষান্তরে কেহ কেহ আসিয়া আল্লাহ্র রহ্মতের অধিকারী হয়।" লোকে প্রশ্ন করিল, "ইহা আবার কিরূপ?" তিনি উত্তর করিলেন, "কেহ ত আমার এশ্কে বেহুঁশ অবস্থায় আমার নিকট আসিয়া থাকে এবং আমার অবস্থা দেখিয়া পিছনে যাইয়া আমার গীবৎ (নিন্দা) করে, ফলে আল্লাহর লা'নতের যোগ্য হয়। আবার কেহ ভাল অবস্থায় আমাকে দেখিয়া আমাকে ক্ষমার পাত্র বলিয়া ধারণা করে, ফলে সে আল্লাহ তাআলার রহ্মতের অধিকারী হয়।"

লোকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনাকে আল্লাহ তাআলা বুযূর্গী ও গৌরব দান করিয়াছেন। তবুও আপনি কেন লোকগণকে আল্লাহ্র দিকে ডাকিতেছেন না?" বায়াযীদ বলিলেন, "যাহাকে আল্লাহ তাআলা ঘৃণার যোগ্য করিয়াছেন, বায়াযীদ কিরূপে তাঁহাকে আদরের যোগ্য করিবেন?"

এক জ্ঞানী ব্যক্তি বায়াযীদের দরবারে আসিয়া দেখিলেন যে, তিনি গভীর ধ্যানে মগ্ন আছেন। কিছুক্ষণ পর মাথা উঠাইলে সে ব্যক্তি বলিলেন, "শেখ সাহেব, আপনি এতক্ষণ কি করিতেছিলেন?" উত্তর করিলেন, "আমি নিজের অস্তিত্ব

https://kitabbhubon.com

বিসর্জ্জন দিয়া এতক্ষণ মাথা নত করিয়াছিলাম। এখন আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বের সহিত উহা উঠাইয়া লইলাম।"

একদা এক খতীব মিম্বরে উঠিয়া যেইমাত্র পাঠ করিলেন ঃ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ অর্থাৎ "কাফেরগণ আল্লাহ্ পাকের উপযুক্ত মর্যাদা রক্ষা করে নাই," তখনই তিনি এমন জোরে মিম্বরে মাথা আঘাত করিলেন যে, বেহুঁশ হইয়া পড়িলেন। তারপর জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে বলিলেন, "হে আল্লাহ! তুমি যখন ইহা জানিলে, এ মিথ্যুক গাধাকে তখন এরূপ মর্যাদা কেন দান করিলে যে, তোমার তত্ত্বজ্ঞানের দাবি করে?"

এক মুরীদ তাঁহাকে একদিন কাঁপিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হুযূর, আপনার কাঁপিবার কারণ কি?" বায়াযীদ বলিলেন,"কারণ জানিতে হইলে ত্রিশ বৎসর এই সত্যপথে চলিতে থাক এবং কবরের মাটি নিজের গোঁফ দিয়া পরিষ্কার কর। তারপর মাথা নিজের হাঁটুর নীচে রাখ। তারপর ইহার গুঢ়তত্ত্ব জানিতে পারিবে।"

হযরত বায়াযীদের সময়ে একবার মুসলমান ও গ্রীক সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। গ্রীকদের তুলনায় মুসলমানগণ দুর্বল ছিল। এজন্য যুদ্ধে প্রায় পরাজিত হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল। হঠাৎ এক আওয়ায আসিল, "বায়াযীদ, সাহায্য কর।" তখনই দেখা গেল, খোরাসানের দিক হইতে এক আগুনের ঝলক আসিয়া শত্রু সৈন্যের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার করিল। ফলে তাঁহারা ভয়ে পলাইয়া গেল এবং মুসলমানগণ জয়লাভ করিল।

বায়াযীদ বলিয়াছেন, "আমি যখন প্রথমবার মক্কাশরীফ গমন করিলাম, তখন পাক কা'বা ঘর দেখিতে পাইলাম। দ্বিতীয়বার যাইয়া কা'বা ঘরের মালিককে অর্থাৎ আল্লাহ পাককে দেখিতে পাইলাম। তৃতীয়বার যাইয়া না কা'বা-ঘর, না তাঁহার মালিক, কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। অর্থাৎ ইহার কারণ এই যে, আমি আল্লাহ-তত্ত্বে এতই মশ্গুল ছিলাম যে, নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়া আল্লাহর প্রেমে ডুবিয়া পড়িয়াছিলাম।"

এক না-পাক ব্যক্তি বায়াযীদের দ্বার প্রান্তে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বায়াযীদ কোথায়?" বায়াযীদ বলিল, "এই হতভাগাও আজ ৩০ বৎসর যাবৎ বায়াযীদকে তালাশ করিতেছে বটে, কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁহাকে পায় নাই।" লোকে এই কথার অর্থ হযরত যুন্নূনকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "হক তাআলা হযরত বায়াযীদকে এতই মর্যাদা দিয়াছেন যে, তিনি আল্লাহ-প্রেমে নিজকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন।"

লোকগণ বায়াযীদকে বলিল, "কঠোর ইবাদত সম্বন্ধে আমাদিগকে কিছু নসীহত করুন।" তিনি বলিলেন,"যদি উচ্চশ্রেণীর কঠোর ইবাদত সম্বন্ধে বলি,

https://kitabbhubon.com

তবে তোমরা উহা শুনিয়া পলায়ন করিতে সক্ষম হইবে না। তবে নিম্নশ্রেণীর ইবাদত সম্বন্ধে কিছু বলি শুন। একবার আমি নফ্‌স বা রিপুকে একটি আদেশ করি। কিন্তু সে উহা পালনে অস্বীকার করে। তাঁহার শাস্তির জন্য আমি এক বৎসর যাবৎ তাঁহাকে পানি দেওয়া বন্ধ করিয়া দেই। তাহার পর বলিলাম, হে নফ্‌স, হয়ত আল্লাহ্‌র সন্ধানে নিজেকে মশ্‌গুল কর, না হয় পিপাসায় মরিয়া যাও।"

বায়াযীদ যে আল্লাহ-প্রেমে কিরূপ মশ্‌গুল থাকিতেন, তাহার একটা নযীর এই ঃ তাঁহার এক মুরীদ ক্রমাগত ২০ বৎসর যাবত তাঁহার সহিত বাস করেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে একদিনের জন্যও তিনি পৃথক হন নাই। কিন্তু প্রতি দিন যখন কাজের জন্য তিনি তাঁহাকে ডাকিতেন, তখনই তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিতেন। একদিন মুরীদ বলিল, "হুযূর, আজ বিশ বৎসর যাবৎ আমি আপনার খেদমতে মশ্‌গুল, তথাপি সম্ভবতঃ ঠাট্টা করিয়াই আপনি প্রতিদিন আমার নাম জিজ্ঞাসা করেন।" বায়াযীদ বলিলেন, 'বাবা, আমি ঠাট্টা করি না। যে-দিন হইতে সেই মা'শুকের নাম অন্তরে স্থান দিয়াছি, সেই দিন হইতে অন্য সকল নাম অন্তর হইতে বাহির করিয়া দিয়াছি। তাই তোমার নাম স্মরণ রাখিবার জন্য চেষ্টা করা সত্ত্বেও বারবার ভুলিয়া যাই।"

উচ্চ মর্যাদা লাভের উপায় ঃ লোকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এই উচ্চ মর্যাদা কিরূপে প্রাপ্ত হইলেন?" তিনি বলিলেন, "বাল্যকালে আমি রাত্রে বোস্তাম শহর হইতে বাহির হইয়া চাঁদনী রাতে নীরবে ভ্রমণ করিতেছিলাম। তখন লোকজন নিদ্রিত ছিল। যাইতে যাইতে এমন একস্থানে উপস্থিত হইলাম যে, সারা দুনিয়া সামান্য একটি বিন্দুর মত নযরে আসিল। আমার সমস্ত শরীরে যেন আগুন লাগিয়া গেল। আমি তা'আজ্জব হইয়া বলিলাম, হে আল্লাহ্‌, তোমার দরগাহ্‌ অতি মহান, অথচ জন-মানবশূন্য ও অতি আশ্চর্য এবং অতি গূঢ় মা'রেফাতে পূর্ণ। গায়েব হইতে আওয়ায হইল, "এজন্য ইহা খালি নহে যে, কাহাকেও এই দরবারে ডাকা হয় না। বরং ইহা এজন্য খালি যে, কেহ এখানে আসে না। তবে আমি ইহাও পছন্দ করি না যে, অনুপযুক্ত পাত্র অবাধে এ-মহান দরবারে আসুক।" ইহা শুনিয়া সব লোক যাহাতে এই দরবারে পৌঁছিতে পারে তজ্জন্য সুপারিশ করিতে মনস্থ করিলাম। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, এ-দরবারে সুপারিশের উপযুক্ত একমাত্র হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমি হযরতের প্রতি এই তা'যীম দেখাইয়া চুপ করিয়া রহিলাম। গায়েব হইতে আওয়ায হইল, "হে বায়াযীদ, তুমি হযরতের ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি তা'যীম দেখাইয়াছ বলিয়া আমি তোমার ইয্‌যত বৃদ্ধি করিলাম ও দুনিয়ায় তোমার নাম সুল্‌তানুল আরেফীন (তাপসদের বাদশাহ্‌) বলিয়া প্রসিদ্ধ করিলাম।

https://kitabbhubon.com

হযরত বায়াযীদ বলেন, "আমি ৩০ বৎসর পর্যন্ত আল্লাহ্‌র দরবারে কেবল মুনাজাত করিতাম ঃ "হে আল্লাহ, আমাকে এরূপ কর এবং অমুক অমুক জিনিস দান কর। কিন্তু যখন আমি মা'রেফতের প্রথম ধাপে পা বাড়াই, তখন আমার হুঁশ হইল। আমি বলিলাম, এলাহী, তুমি আমার হও-আমি এই মাত্র তোমার দরবারে প্রার্থী, তারপর তোমার যা ইচ্ছা হয় করিও।"

তিনি আরও বলেন, "আমি বহু দিন পাক কা'বা ঘরের তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করিয়া যখন আল্লাহ প্রেমে মশ্‌গুল হইলাম, তখন কা'বা ঘরকে আমার চারিদিকে তাওয়াফ করিতে দেখিলাম।"

তিনি আরও বলিয়াছেন, "আল্লাহ্‌র যিক্‌র করিতে করিতে একরাত্রে আমি নিজের মনকে তালাশ করিতে লাগিলাম, কিন্তু পাইলাম না। ভোরবেলায় শুনিতে পাইলাম ঃ "হে বায়াযীদ, আমাকে ছাড়া অন্য বস্তুর তালাশ করিতেছ কেন? আমাকে তালাশ করিলে আবার অন্যকে কেন তালাশ করিতেছ? মনে রাখিও আল্লাহর রাস্তায় সে বীরপুরুষ নহে, যে হক বস্তুর পিছনে ছুটাছুটি করে, বরং বীর পুরুষ সেই ব্যক্তি, সে যেখানেই থাকুক না কেন, তাঁহার বাঞ্ছিত বস্তু তাঁহারই সম্মুখে উপস্থিত হয় ও যে কোন স্থানে থাকিয়া তাঁহার সহিত কথা বলে এবং জওয়াব শুনিয়া থাকে।"

নসীহত

❊ মোকাম্মাল আরেফ ঐ ব্যক্তি যে মাওলার মহব্বতের আগুনে জ্বলিতে থাকে।

❊ আরেফের নিম্নতম পরিচয় এই যে, তাঁহার মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার গুণসমূহ্ পাওয়া যায়।

❊ আমি যখন আল্লাহ-প্রেমিকের দাবিদার, এইজন্য যদি সারা মাখ্‌লুকের বদলে আমাকে দোযখের আগুনে ফেলিয়া দেওয়া হয় এবং আমি হাসিমুখে তাহাতে সবর্ করি, তবুও আমি তাঁহার প্রেমের হক আদায় করিতে সমর্থ হইব না।

❊ আল্লাহ্ পাক যদি আমার এবং সমস্ত মখ্‌লুকের গোনাহ্ মা'ফ করিয়া দেন, তবুও উহা তাঁহার অফুরন্ত রহ্‌মত ও সত্যবাদিতার তুলনায় কিছুই নহে।

❊ আল্লাহ্ পাককে চিনিবার উপায় হইতেছে-মাখ্‌লুক হইতে পলায়ন করা এবং আল্লাহতত্ত্বে ও যিক্‌রে ডুবিয়া থাকা। আল্লাহ-তত্ত্বের এক বিন্দুর সন্ধান পাইলে তত্ত্বজ্ঞানী এতই আনন্দ লাভ করেন যে,উহার তুলনায় বেহেশ্‌তের এক লক্ষ দালান কোঠাও তাঁহার নিকট তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়।

❊ আল্লাহ তাআলার মহব্বতে বহু দুর্বল ব্যক্তিও সবল এবং বহু সবল ব্যক্তিও দুর্বল হইয়া পড়ে।

https://kitabbhubon.com

❋ মর্যাদাসম্পন্ন নেক্‌কারগণ বেহেশ্‌তে লেবাছস্বরূপ। তবে তাঁহারা (আল্লাহ-প্রেমের তুলনায়) বেহেশ্‌তকে কন্টক বলিয়া মনে করেন।

❋ কোনও মুসলমান ভাইকে শরমিন্দা করা অপেক্ষা ক্ষতিকারক আর কোন গোনাহ্ নাই।

❋ দুনিয়াদার লোকের জন্য দুনিয়া একটি গৌরবের বিষয়। ধার্মিকগণের পক্ষে আখেরাত একটি আনন্দের স্থল। আবেদগণের পক্ষে আল্লাহর সহিত বন্ধুত্ব করা নূর ছাড়া আর কিছুই নহে।

❋ আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং যখন কোন ওলীর অন্তরের বিষয় জানিয়া উহাকে মাওলার-তত্ত্বের বোঝা বহনে অসমর্থ বলিয়া বুঝেন, তখন ইবাদতে তাঁহাকে সমর্থ করিয়া তোলেন।

❋ সত্যের ভারবাহী ছাড়া সত্যের বোঝা কেহ বহন করিতে পারে না। কারণ, তাঁহারা কঠোর ইবাদত ও কষ্ট সহ্য করিতে অভ্যস্ত।

❋ আহা! মানুষ যদি নিজেকে চিনিতে পারিত, তবে আল্লাহ্ পাককেও চিনিতে পারিত।

❋ এমন এক মুহূর্ত কালের জন্য তাঁহাকে পাইবার আশায় চেষ্টা করিতেছি, যে শুভমুহূর্তে শুধু হক-তাআলা ছাড়া দুনিয়ার কোন বস্তুই নযরে আসে না।

❋ যাহাকে আল্লাহ্ তাআলা নিজের দোস্‌ত বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহাকে আল্লাহ্ তাআলা তিনটি স্বভাব প্রদান করেন- (১) নদীর মত উদারতা, (২) সূর্যের মত দয়া এবং (৩) মাটির মত আযীযী (বিনয়ী)।

❋ হাজীগণ সশরীরে মক্কা শরীফের ঘর তওয়াফ করেন এবং মক্কানগরে বাস করিতে চান। আশেকগণ অন্তরযোগে বেহেশ্‌ত ভ্রমণ ও আল্লাহ্ পাকের দীদার লাভ করেন।

❋ এমন এক এলেম আছে যাহার সম্বন্ধে আলেমগণ অজ্ঞ। আর যোহ্‌দের মধ্যে এমন এক যোহ্‌দ আছে যাহার সম্বন্ধে যাহেদগণ অজ্ঞ।

❋ আল্লাহ্ তাআলা যাঁহাকে পবিত্ররূপে কুড়াইয়া লন, তাঁহার উপর এক ফের্‌আউন (যালিম) নিযুক্ত করেন, যেন সে তাঁহাকে অনবরত কষ্ট দেয়।

❋ কথার জাঁকজমক, নর্তন, কুর্দন ও মনের বাসনাসমূহ পর্দার বাহিরে; পক্ষান্তরে পর্দার ভিতরে নীরবতা, নিস্তব্ধতা, শান্তি ও আল্লাহভীতি বিদ্যমান।

❋ আল্লাহ্ পাকের দীদার লাভের পূর্ব পর্যন্তই যত লাফালাফি। কিন্তু যখন দীদার লাভ হয়, তখন কথোপকথন ও তর্কবিতর্কের অবসান ঘটিয়া থাকে।

https://kitabbhubon.com

❊ নফল নেক্ কাজ অপেক্ষা নেক্কারগণের সঙ্গ অধিকতর শ্রেষ্ঠ। মন্দকাজ অপেক্ষা মন্দ লোকের সঙ্গ অধিকতর ক্ষতিকর।

❊ নিজেকে প্রাণপণে ইবাদতে মশ্গুল করিবে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তাআলার রহমতের আশাও রাখিবে। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার রহ্মত ছাড়া শুধু মেহ্নতে কোন কাজই হাছেল হয় না।

❊ যিনি আল্লাহ তাআলাকে চিনিতে পারিয়াছেন, লোকের নিকট চাওয়ার তাঁহার প্রয়োজন নাই এবং হইবেও না। পক্ষান্তরে যিনি তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই, তিনি আবেদের কথাও বুঝিতে অক্ষম।

❊ দোযখের জ্বলন্ত আগুন সেই সকল লোকের জন্যই, যাহারা আল্লাহ তাআলাকে চিনিতে পারে নাই। কিন্তু আল্লাহতত্ত্ববিদ্গণ এশ্কের আগুনে পড়িয়া আছেন।

❊ যিনি খাহেশাত (রিপুর তাড়না) হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, তিনিই আল্লাহ তাআলার দীদার লাভ করিয়াছেন।

❊ যে ব্যক্তি নিজকে আরেফ বলিয়া পরিচয় দেয়, সে মূর্খ; যিনি নিজেকে জাহেল বলিয়া পরিচয় দেন, তিনি আরেফ।

❊ আরেফ উড়ন্ত পাখীস্বরূপ এবং যাহেদ ভ্রমণকারীস্বরূপ।

❊ যিনি আল্লহ্ পাককে চিনিয়াছেন, তিনি আগুনকে শাস্তি প্রদান করেন, আর যে তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই, আগুন তাঁহাকে শাস্তি প্রদান করে।

❊ যিনি আল্লাহ্ তাআলাকে চিনিয়াছেন, তিনি বেহেশ্তের পক্ষে সওযাব বিশেষ, আর বেহেশ্ত তাঁহার পক্ষে আযাবস্বরূপ।

❊ আরেফ আল্লাহর দীদার লাভ ব্যতীত দুনিয়ার কোন বস্তুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারেন না।

❊ যে ব্যক্তি নফ্সের তাড়নায় নিজের অমূল্য অন্তরকে গোনাহ্ দ্বারা মৃতপ্রায় করিয়াছে, তাহাকে লা'নতের (ঘৃণার) কাফন দিয়া ঢাকিয়া নরম মাটিতে দাফন কর। যে ব্যক্তি নিজ নফ্সকে (রিপুকে) কুকাজ ও কুবাসনা হইতে বলপূর্বক ফিরাইয়া রাখে, তাহাকে রহ্মতের কাফনে ঢাকিয়া শান্তির মাটিতে কবর দাও।

❊ যিনি লোকের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন, তিনিই আল্লাহ তাআলার নিকটে রহিয়াছে। আর যে ব্যক্তি লোকের হুরমত রক্ষা করে নাই, সে আল্লাহর পথ হইতে সরিয়া পড়িয়াছে।

❊ যে মুরীদ শোরগোল ও চীৎকার করে, সে একটি ছোট হাউযের (চৌবাচ্চার) ন্যায় এবং যে চুপ করিয়া আল্লাহর যিক্রে মশ্গুল থাকে, সে মনিমুক্তাপূর্ণ দরিয়ার ন্যায়।

https://kitabbhubon.com

❋ অন্তঃকরণ দুর্বল হইলে নফ্স প্রবল হয়। অন্তঃকরণ প্রবল হইলে নফ্স দুর্বল হয়। অর্থাৎ, নফ্সের হুকুম মত লোকে যতই অসৎকার্য করিতে থাকিবে, ততই অসৎ প্রবৃত্তি প্রবল হইতে থাকিবে এবং সৎপ্রবৃত্তি দুর্বল হইয়া পড়িবে। পক্ষান্তরে যতই লোকে নফসের বিপরীত কার্য করিতে থাকিবে, ততই অন্তঃকরণ বা সৎপ্রবৃত্তি সতেজ ও প্রবল হইবে। নফ্স এমনই এক জিনিস যাহার লক্ষ্য সর্বদা কুকর্মের দিকে, উহার লক্ষ্য কখনও সুকর্মের প্রতি হয় না।

❋ এল্ম মানুষের জীবনী শক্তি এবং মা'রেফত অন্তরের শান্তি এবং আল্লাহ্র যিকির দ্বারা প্রকৃত স্বাদ লাভ হয়।

❋ মখ্লুকের (সৃষ্টির) চঞ্চলতা ও স্থিরতা যে আল্লাহ্ তাআলারই আদেশে হইয়া থাকে, তাহা জানা ও স্বীকার করাই হইতেছে মা'রেফত।

❋ মা'রেফত ও আল্লাহ-প্রেমের চিহ্ন হইতেছে, দুনিয়া ও আখেরাতের ভালবাসা ছাড়িয়া একমাত্র আল্লাহ্র সহিত ভালবাসা স্থাপন করা।

❋ আল্লাহ্র তৌহীদ ব্যতীত আলেমগণের মতভেদ আল্লাহ্র রহ্মতস্বরূপ।

❋ আল্লাহকে স্মরণ করা ও নফ্সকে ভুলিয়া যাওয়া কর্তব্য। অর্থাৎ, সর্বদা আল্লাহর যিকি্র করিবে ও নফ্সের তাবেদারী হইতে বিরত থাকিবে।

❋ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাককে সত্যরূপে চিনিতে পারে, সে-ই জীবিত বটে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাককে নিজের কেয়াস (অনুমান) দ্বারা চিনিতে চায়, সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

❋ লোকে জিজ্ঞাসা করিল, "ফরয ও ছুন্নত কি?" উত্তর করিলেন, "ফরয মাওলার দীদার লাভ এবং ছুন্নত দুনিয়া ত্যাগ করা।"

❋ তুমি যেখানেই থাক না কেন, যিনি আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি তোমার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞাত। সুতরাং তাঁহাকে খুব ভয় কর।

প্রশ্ন-উত্তর ঃ এক ব্যক্তি বায়াযীদকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি রাত্রে কেন নফল নামায পড়েন না?" উত্তর করিলেন, "আমার অবসর নাই। আমি রাত্রে আলমে মালাকূতের (ফেরেশ্তার জগতের) চারিদিককে ভ্রমণে মশ্গুল থাকি অর্থাৎ আমি মা'রেফতের কার্যে মশ্গুল থাকি বলিয়া রাত্রে নফল নামায পড়িতে অবসর পাই না।"

এক ব্যক্তি বায়াযীদের দরবারে কিছু নসীহত চাহিলেন। বায়াযীদ বলিলেন, "আকাশের দিকে নযর কর।" সেই ব্যক্তি নযর করিল। তখন বায়াযীদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি জান কে ইহা পয়দা করিয়াছেন?" সে বলিল, "জানি।" তিনি বলিলেন, "যিনি এই আকাশের সৃষ্টি কর্তা, তুমি যেখানেই থাক না কেন, তাঁহার নযর তোমার উপর আছে, সুতরাং হুঁশিয়ার থাকিও।"

https://kitabbhubon.com

লোকে জিজ্ঞাসা করিল, "কাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিব?" উত্তর করিলেন, "রোগ হইলে যিনি খেদমত ও যত্ন করেন, গোনাহ্ করিলে যিনি তওবা কবুল করেন, তোমার কোন কিছুই যাঁহার নিকট গোপন নাই, তাঁহারই সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন কর।"

আরেফ স্বপ্নেও আল্লাহ্ ছাড়া কাহাকেও দেখেন না, আল্লাহ্ ছাড়া কাহারও পায়রবী (অনুসরণ) করেন না, আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নিকট নিজের রহস্য যাহির করেন না।

নেককাজে হুকুম ও বদকাজে নিষেধ করা সম্বন্ধে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে, তিনি উত্তর করিলেন, "এমন স্থানে বাস কর, যেখানে নেক কাজের হুকুম ও বদকাজের নিষেধের প্রয়োজন নাই।"

একদা তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইল, "মানুষ কখন বুঝিতে পারে যে, মা'রেফতের গোপন তত্ত্বে পৌছিতে পারিয়াছে?" উত্তর করিলেন, "যখন আল্লাহ্-তত্ত্বে নিজেকে বিলাইয়া ফেলে।"

লোকে বায়াযীদকে জিজ্ঞাসা করিল, "যে ব্যক্তি দরিয়ায় ডুবিয়াছে তাহার অবস্থা কিরূপ হয়?" উত্তর করিলেন, "আল্লাহ্র দীদার লাভে দুনিয়া ও আখেরাত হইতে সে নির্ভয় ও বে-খবর হয়।"

তিনি বলেন, "যিনি আল্লাহ্কে চিনিতে পারিয়াছেন, তিনি জবান বন্ধ করিয়াছেন।"

লোকে জিজ্ঞাসা করিল, "দরবেশ কে?" উত্তর করিলেন, "যে ব্যক্তি অন্তরের তলদেশে পা রাখিয়া অর্থাৎ, অন্তরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া একটি কোঠার সন্ধান পাইয়াছেন, সেই কোঠায় যে একটি জাওহার (মুক্তা) অর্থাৎ, মহব্বত বা প্রেম আছে তাহা লাভ করিয়াছেন, তিনিই দরবেশ।"

লোকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার বয়স কত?" উত্তর করিলেন, "চারি বৎসর মাত্র।" তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "উহা কিরূপ?" বলিলেন, "৭০ বৎসর পর্যন্ত আমি দুনিয়ার ঝগড়ায় মশ্গুল ছিলাম। মাত্র গত চারি বৎসর ধরিয়া সেই মহা প্রভুকে দর্শন করিতেছি। এই দুইয়ের মধ্যবর্তী সময়কে বয়সের মধ্যে আমি গণ্য করি না।"

লোকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কেন ক্ষুধার প্রশংসা করেন?" উত্তরে তিনি বলিলেন, "যদি ফের্আউনের কখনও ক্ষুধা পাইত, তাহা হইলে সে اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى (আমি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভু) বলিবার কখনও সাহস করিত না। অহঙ্কারী লোক মা'রেফাতের গন্ধও পাইতে পারে না।"

লোকে জিজ্ঞাসা করিল, "অহঙ্কারী কে?" উত্তরে করিলেন "যে সমস্ত মাখলূকের (সৃষ্টির) মধ্যে নিজেকে অন্য কোন প্রাণী অপেক্ষা বেশী ভাল বলিয়া মনে করে।"

https://kitabbhubon.com

লোকে বলিল, "পানির উপর দিয়া আপনার যাতায়াত একটা বড় কারামতই বটে।" তিনি উত্তর করিলেন, "ইহা কিছুই না। কেননা, সামান্য কাঠের টুকরাও পানির উপর ভাসে।" লোকে বলিল, "তবে বাতাসে উড়িলে তাহা বড় কারামত হইত।" উত্তর করিলেন, "ইহাও বড় কথা নহে। কেননা, একজন সামান্য যাদুকর ভারত হইতে এক রাত্রে দেমান্দু পর্বত পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে।"

কেহ জিজ্ঞাসা করিল, "লোকের কাজ কি?" উত্তর করিলেন, নিজের অন্তরকে আল্লাহ্ ছাড়া আর কাহারও প্রতি রুজু (আকৃষ্ট) না করা।"

হযরত বায়াযীদের উক্তিসমূহ

❊ আমি আল্লাহ্ পাকের দরবারে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলাম, "হে আল্লাহ্! তুমি ছাড়া আমার আর কেহ নাই। তুমি যখন আমার আছ, তখন আমার সবই আছে।"

❊ যখন আল্লাহ্ পাকের দরবারে আমি খাঁটি বলিয়া প্রমাণিত হইলাম, তখন সর্বপ্রথম তিনি এই মহান পুরষ্কার প্রদান করিলেন যে, মনে যত ভুল ও কালিমা জমিয়াছিল, সব দূর করিয়া দিলেন।

❊ আল্লাহ তাআলা আদেশ-নিষেধের জন্য হুকুম করিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার হুকুম পালন করিয়াছেন,তাঁহারাই মহান পুরস্কারের অধিকারী হইয়াছেন এবং তাঁহারা সেই সকল পুরস্কারের প্রতি আসক্ত হইয়াছেন। কিন্তু আমি হক তাআলা ব্যতীত অন্য কোন বস্তুতেই আসক্ত হই নাই।

❊ একবার মনে করিলাম যে, আমি আল্লাহ তাআলাকে মহব্বত করি বটে, কিন্তু অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বুঝিলাম আমার প্রতি তাঁহার বন্ধুত্ব পূর্ব হইতেই আছে।

❊ প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজে মশ্গুল বটে, কিন্তু আমি আল্লাহ্ পাকের মেহেরবানির দরিয়ায় ডুবিয়া আছি?

❊ লোকে মৃত ব্যক্তি হইতে জ্ঞানলাভ করিয়াছে। আর আমি এমন চিরজীবিত হইতে অর্থাৎ, আল্লাহ্ পাক হইতে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, যাঁহার কখনও মৃত্যু নাই।

❊ আমি নফ্স (রিপু)-কে আল্লাহ্র প্রতি রুজু করি। সেই নফ্স যখন তাহা অস্বীকার করিল, তখন আমি একাই মাওলার নিকট হাযির হইলাম।

❊ আমার শরীরের পক্ষে ভীষণ শাস্তির বস্তু কি -তাহা ভাবিলাম। বহু চিন্তার পর গাফ্লতী (অলসতা) ছাড়া আর কিছুই পাইলাম না। মানুষের জন্য সামান্য গাফ্লতীর চেয়ে দোযখের আগুন অধিক ভয়াবহ নহে।

❊ স্ত্রীলোকের কাজ আমাদের কাজ অপেক্ষা উত্তম। কেননা, তাঁহারা প্রতিমাসেই ঋতুর না-পাকীর ওযর পেশ করেন। আর আমরা সারা জীবনেও নিজ না-পাকীর (গোনাহ্র) ওযর পেশ করি না।

https://kitabbhubon.com

❊ আল্লাহ পাক বলেন, "বহু লোক আমার নিকটে, অথচ দূরে এবং অনেক লোক আমার নিকট হইতে দূরে, অথচ আমার নিকটেই আছে।"

❊ আমি আল্লাহ্ তাআলাকে স্বপ্নে দেখিলাম; তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে বায়াযীদ, কি চাও?" আরয করিলাম, "তুমি যাহা চাও, আমিও তাহাই চাই।" আল্লাহ্ তাআলা বলিলেন, "আমি যেমন তোমার, তুমিও আমার হও।"

❊ আমি মাওলাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার দিকের পথ কোন্‌টি?" উত্তর করিলেন, "আমিত্ব ভাব ছাড়িয়া দাও; তবেই আমার দীদার লাভ করিতে পারিবে।"

❊ আমি বিশ্বাসের চোখে আল্লাহ তাআলার প্রতি নযর করিলাম। তিনি দুনিয়ার সকল বস্তু হইতে আমাকে অভাবমুক্ত করিলেন এবং নিজ নূর দ্বারা আলোকিত করিলেন। তারপর নানাপ্রকার বাতেনী বিষয় আমার নিকট প্রকাশ করিলেন। তিনি নিজ শান ও শওকত (প্রতাপ ও মহিমা) আমাকে দেখাইলেন। আমি উহার সাহায্যে নিজের প্রতি নযর করিলাম; নিজের গুণাবলী খোঁজ করিলাম। আমার নূরকে তাঁহার নূরের তুলনায় অন্ধকার পাইলাম। আমার গৌরবকে তাঁহার গৌরবের নিকট সম্পূর্ণ তুচ্ছ পাইলাম। দেখিলাম আমার ইয্‌যত তাঁহার ইয্‌যতের নিকট ঢাকা পড়িয়া গেল। সেখানে পূর্ণ নির্মলতা, আর এখানে অত্যন্ত মলিনতা বিদ্যমান। পরে নযর করিয়া দেখি যে, আমার নূর তাঁহার নূরের দ্বারাই এবং আমার ইয্‌যত তাঁহার ইয্‌যত দ্বারাই। আমি যাহা করি, তাঁহারই শক্তিতে করি। সত্য বিচারের চক্ষে দেখিলাম যে, সমুদয় ইবাদত ও বন্দেগী তাঁহার দ্বারাই বটে, আমা দ্বারা নহে। আরয করিলাম, "হে মাওলা, এ কি ব্যাপার?" বলিলেন, "এই সবই আমি। আমি ছাড়া কিছুই নহে। কাজটি মাত্র তোমার দ্বারা যাহির হয়। কিন্তু করার শক্তি ও কাজে কামিয়াবী (সফলতা) আমার দ্বারাই হয়। যে পর্যন্ত আমার মদদ (সাহায্য) তোমার প্রতি না হয়, সে পর্যন্ত তুমি কোন ইবাদতই করিতে পার না।"

তারপর আমার প্রভু আমার বাহিরের ও অন্তরের দৃষ্টি বন্ধ করিয়া দিলেন এবং তাঁহার তৌহীদের রূপ দর্শন করিতে শিক্ষা দিলেন। আমার আমিত্বকে দূর করিয়া অন্তরকে জীবিত করিলাম। তিনি আমাকে নিজের প্রিয় করিলেন, আর তাঁহার বাতেনী তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রকাশ্যে আমাকে জ্ঞান দান করিলেন। আমি তাঁহার দ্বারাই তাঁহাকে দেখিতে সক্ষম হইলাম, তাঁহাতেই শান্তি পাইলাম ও তাঁহাতেই ঘর তৈয়ার করিলাম। কুকথা শ্রবণকারী কানকে বন্ধ করিলাম। যে জিহ্বা অনিষ্টের কথা বলিত তাহাকে বন্ধ করিলাম। অর্থকরী বিদ্যা ছাড়িয়া দিলাম। ইন্দ্রিয়গুলির পরাক্রম সম্মুখ হইতে দূর করিলাম, মানুষের ছোহ্‌বত ত্যাগ করিয়া কিছুকাল

https://kitabbhubon.com

একাকী রহিলাম। অপব্যয়ের পথ কঠোর হস্তে বন্ধ করিয়া দিলাম। আবার তিনি আমার উপর দয়া বর্ষণ করিলেন, আমাকে প্রকৃত জ্ঞান দান করিলেন, আপন নূরে আমার চক্ষু সৃষ্টি করিলেন, উহার সাহায্যে সমুদয় মখ্‌লুক দেখিতে লাগিলাম।

❋ যখন তাঁহার অনুগৃহীত জিহ্বা দ্বারা তাঁহার তা'রীফ করিলাম ও তাঁহার দেওয়া এল্‌ম (জ্ঞানে) জ্ঞান লাভ করিলাম, তাঁহার দেওয়া নূরে তাঁহাকে দেখিলাম, তিনি বলিলেন, বায়াযীদ, জানিয়া রাখ, যখন কিছুই নাই, তখনও সব আছে।" আমি বলিলাম, "প্রভু, আমি ইহাতে অহঙ্কারী নহি। আমি আপন অস্তিত্বে তুষ্ট নহি, তোমাকে ছাড়া আমি থাকিব– আমার এই ভাব তোমাতে ডুবাইয়া দেওয়া ভাল। আমি যে তোমা ছাড়া থাকিব, তাহা অপেক্ষা আমাকে 'আমি'-ছাড়া করিয়া রাখ, উহাই উত্তম।" পরে হুকুম করিলেন, "এখন শরীয়তের বিধানের প্রতি লক্ষ্য কর এবং আদেশ-নিষেধের সীমা হইতে অন্যত্র পা বাড়াইও না, তাহা হইলেই তোমার কোশেশ (চেষ্টা) আমার দরবারে সফল হইবে। আমি বলিলাম, "আমার বিশ্বাস, তোমার ইবাদতে আমাকে নিযুক্ত করিলেই আমার প্রকৃত মঙ্গল হইবে,আমি নিজে নিযুক্ত হইলে নহে। যদি তুমি আমাকে শাসন কর, তবে আমি গোনাহ্ ও লোকশান হইতে নাযাত (মুক্তি) পাইব।" আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহা কাহার নিকট শিক্ষা করিলে?" আমি বলিলাম, "জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির চাইতে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাকারীই ভাল জানেন; কেননা, তিনিই সওয়াল করেন এবং তিনি আবার জওয়াব দেন।"

❋ যখন আমার অন্তর পরিষ্কার হইল, তখন আমার মন মাওলার খুশীর শব্দ শুনিতে পাইল। তিনি আমার প্রতি খুশীর চিহ্ন দেখিলেন এবং আমাকে নূরানী (আলোকিত) করিলেন এবং আমার অন্তঃকরণ ও শরীর হইতে সব ময়লা দূর করিলেন। আমি অনুভব করিলাম যেন ইহাতে আমি জীবিত হইয়াছি এবং তাঁহারই রহ্‌মতে খুশীর বিছানা অন্তরে বিছাইয়া দিয়াছি। তিনি বলিলেন, "যাহা চাহিতে হয় চাও।" আমি বলিলাম, "হে মাওলা, তোমাকেই চাই। সমস্ত দানের চেয়ে তুমিই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমি তোমার দ্বারাই তোমাতে তুষ্ট থাকিব : তুমি আমার হইলেই আমি সমস্ত পাই। তোমার হইতে আমাকে দূরে রাখিও না। তোমাকে ছাড়া যাহা কিছু আছে, তাহা আমার নিকট আনিও না।"

কিছুকাল তিনি আমার প্রার্থনার কোন জওয়াব দিলেন না। পরে গৌরবের তাজ আমার মাথায় রাখিলেন ও বলিলেন, "তুমি হক বল ও হক তালাশ কর, এইজন্যই তুমি দেখিয়াছ ও শুনিয়াছ।" আমি বলিলাম, "ওগো মাওলা, যদি আমি হক দেখিয়া থাকি, তাহা তোমার দ্বারা দেখিয়াছি। আর যদি হক শুনিয়া থাকি,তাহাও তোমার দ্বারাই শুনিয়াছি।" তারপর আল্লাহ্ পাকের প্রশংসা –

https://kitabbhubon.com

করিলাম। তিনি নিজ শানের (গৌরবের) পাখা আমাকে দিলেন। আমি তাঁহার শানের (গৌরবের) আসমানে উঠিলাম এবং তাঁহার আশ্চর্য গুণসমূহ দর্শন করিলাম। যখন তিনি আমার দুর্বলতা দেখিতে পাইলেন, আমাকে নিজ বলে বলীয়ান করিলেন এবং নিজ খুশীতে ও শোভায় (সৌন্দর্যে) খুবসুরত করিলেন। তৌহীদের ঘরের দরজা তিনি আমার জন্য খুলিয়া দিলেন। তারপর যখন বুঝিলাম, আমার ভাব তাঁহার ভাবের সহিত মিলিত হইয়াছে, তখন তিনি আমাকে তাঁহারই দরবারের একজন বলিয়া আমার নাম লিখিয়া রাখিলেন এবং বিশেষ পুরস্কার দান করিলেন। আমার নিকট তাঁহার তৌহীদ যাহির হইল। তিনি আরও বলিলেন, "যাহা আমার খুশীর বস্তু, উহা তোমারও খুশীর কারণ হইবে। তোমার কথা কখনও বিরোধী হইবে না। তোমার 'আমিত্ব' ভাব কেহ তোমাতে দেখিবে না।" ইহার পর দ্বিতীয় বার তিনি আমাকে জীবিত করিলেন। আমি পরীক্ষার আগুন হইতে পাক-সাফ হইয়া বাহির হইলাম। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বায়াযীদ, বলত এই দুনিয়া কাহার?" আমি বলিলাম, "প্রভু, তোমারই।" আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখ্তিয়ার (ক্ষমতা) কাহার?" বলিলাম, "তোমার।" তখন তিনি আগের কালাম হইতে আমাকে কিছু যাহির করিতে চাহিয়া বলিলেন, "যদি আমার অফুরন্ত রহ্মত না হইত, তবে মখ্লুক কখনও সন্তুষ্ট হইত না। যদি আমার ভালবাসা গুপ্ত থাকিত , তবে আমার শক্তি ও শানে সারা দুনিয়া ছারখার হইয়া যাইত। তারপর ক্রোধ ও ক্ষমতার ভাব দেখাইয়া তিনি আমার প্রতি নযর করিলেন। কিন্তু সেখানে আমার অস্তিত্বের কোন চিহ্ন দেখা গেল না। তারপর যখন মত্ততার মাঠে নিজ শরীরকে ঘৃণার আগুনে পোড়াইয়া গলাইয়া আল্লাহ তুষ্টির ময়দানে তল্লাশীর ঘোড়াকে ছুটাইয়া দিলাম, তখন তাঁহার দরবারে হীনতা ও দীনতার চাইতে উত্তম শিকার খুঁজিয়া পাইলাম না এবং চুপ থাকা ছাড়া কোন গতিই নযরে আসিল না। তারপর আমি ফেরেশ্তাদের রাজ্যে অবস্থান করিলাম এবং ছবরের লেবাছ পাইলাম। তখন আমার অবস্থা এমন বোধ করিলাম, যেন আমার বাহিরের ও অন্তরের ইন্সানী (মানবীয়) স্বভাব হইতে মুক্তি পাইলাম এবং অন্ধকারপূর্ণ অন্তরে আনন্দের দরজা খুলিয়া গেল। তৌহীদের জবান প্রাপ্ত হইলাম। বাস্তবিক এখন আমার জবান তাঁহার রহ্মতের প্রশংসাতে, আমার অন্তর তাঁহার নূরে ও আমার চক্ষু তাঁহার বিচিত্র সৌন্দর্যে গঠিত হইয়াছে। আমি তাঁহার সাহায্যে কথা বলি, তাঁহারই শক্তিতে চলাফেরা করি। যখন তাঁহারই রহ্মতে যিন্দা হইয়াছি, তখন আর মরিব না। যেহেতু আমি এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি,কাজেই আমার সমস্ত ইঙ্গিত কেবল অসীমের দিকে, আমার সমস্ত ইবাদত তাঁহারই জন্য আমার জবান তৌহীদেরই জবান এবং আমার প্রাণ তৌহীদেরই প্রাণ হইল। বরং তিনিই আমার জিহ্বা চালনা করেন, তাঁহার যেরূপ ইচ্ছা পরিচালনা করেন, আমি

https://kitabbhubon.com

কেবল উপলক্ষ্য মাত্র। প্রকৃতপ্রস্তাবে তিনিই বলেন, আমি নহি। তৎপর তিনি আমাকে বলিলেন, "বায়াযীদ, লোকে আমাকে দেখিতে চায়।" আমি বলিলাম, "আমি তাহাদিগকে দেখিতে চাহি না। তবে যদি তুমি আমাকে লোকসমাজে হাযির করিতে চাও, কর। বায়াযীদ বলিলেন, তোমার হুকুমের বিরুদ্ধ আচরণ করিবার আমার কি শক্তি আছে? তবে প্রথমে আমাকে তোমার তৌহীদ দ্বারা সাজাও যেন লোকে আমার দিকে নযর করিলে তোমার গুণসমূহ দেখিতে পায়। প্রকৃতপক্ষে যেন তাহারা তোমাকেই দেখে, আমাকে নয়।" আল্লাহ্ পাক আমার এই মুনাজাত কবুল করিলেন, ইয্যতের তাজ আমার মাথায় রাখিলেন ও বলিলেন, "আমার সৃষ্টির নিকটে আস।" আমি যখন পা তাঁহার দরবার হইতে বাহির করিলাম,তখনই অন্য পা পিছলাইয়া গেল এবং আওয়ায শুনিলাম, "আমার বন্ধুকে ফিরাইয়া আন, সে আমাকে ছাড়া থাকিতে পারিবে না এবং আমাকে ছাড়া কোন পথই সে চিনে না।"

আমি যখন আওলীয়া শ্রেণীর শেষ সীমায় উপস্থিত হইলাম, তারপর আমি আল্লাহ্ তাআলার এত নিকটবর্তী হইলাম যে, আমার মনে হইল আর কেহই এত নিকটে পৌঁছিতে সক্ষম হয় নাই। তারপর গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলাম, আমার শির একজন নবীর পায়ের নীচে। তখন বুঝিতে পারিলাম যে, আওলীয়ার শিরের শেষ সীমানায়ই আম্বিয়ার পায়ের শুরু বটে, আর নবীগণের উন্নতির শেষ সীমা নাই। তারপর আমার অন্তরকে ফেরেশ্তার রাজ্য, বেহেশ্ত ও দোযখ দেখান হইল। আমি প্রত্যেক পয়গম্বরের রূহ্কে সালাম করিলাম। তারপর যখন হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাক রূহ্ পর্যন্ত পৌঁছি, তখন সেখানে শত সহস্র আগুনের দরিয়া এবং অসংখ্য নূরের স্রোত বহিতেছে দেখিলাম। যদি উক্ত দরিয়ায় পা ফেলিতাম, তবে জ্বলিয়া যাইতাম ও নিজেকে বিনাশ করিতাম। অবশেষে ভয়ে কাতর ও বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া রহিলাম। মাওলার দীদার লাভ করিলাম বটে, কিন্তু হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তাঁবুর বিশেষ দরবারের নিকটেও পৌছিতে পারিলাম না। এইরূপে মাওলার দীদার লাভ করিলাম বটে, কিন্তু "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুর" ময়দান পার হইয়া হযরতের ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খাস-দরবারে পৌঁছা গেল না। তারপর বায়াযীদ বলিলেন, "হে আল্লাহ, আমি যাহা কিছু দেখিলাম বটে, কিন্তু বায়াযীদের তাহাও দেখিবার ক্ষমতা ছিল না এবং ইহাও বুঝিলাম, আমি আমার "আমিত্ব'কে লইয়া তোমার নিকট পর্যন্ত পৌছিতে অক্ষম। এখন কি করি?" উত্তর আসিল, "তোমার মুক্তি তোমার 'আমিত্ব'কে কুর্বান করায় এবং আমার প্রিয় বন্ধু হযরত ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পায়রবীতে। ইহাতেই তোমার মুক্তি।

https://kitabbhubon.com

বায়াযীদের মুনাজাত

তিনি মুনাজাতে বলিতেন, হে মাওলা, আমার এবং তোমার মধ্যে 'আমি' ও 'তুমি', এই দূরত্বে পর্দা দূর করিয়া দাও। আমি তোমার জাতের মধ্যে বিলীন হইয়া যাইব।

হে আল্লাহ্! যে পর্যন্ত আমি তোমার সহিত আছি, সে পর্যন্ত আমি সবার উপরে আর যখন আমি নিজের মধ্যে, তখন সবের নীচে ও নিকৃষ্ট। এলাহী, তোমার দুনিয়া জোড়া রহ্মত। ক্ষুধা ও গরীবী আমাকে তোমা পর্যন্ত পৌঁছাইয়াছে। এলাহী আমার তর্কে দুনিয়া ও এল্মের আবশ্যক নাই। তোমার গোপন ভেদ আমাকে দান কর এবং তোমার বন্ধু-শ্রেণীতে উন্নীত কর।" "হে প্রভু! আমি তোমার নিকট আবদার করি, তোমার দ্বারাই তোমাকে পাইব।"

এলাহী শান্তিহীন প্রাণে তোমার কালাম কতই মধুর মনে করি! গোনাহ্গার সম্বন্ধে তোমার আশার বাণী কি উত্তম! আহা, অজানা পথে তোমার অতি উজ্জ্বল জ্ঞান কতই আনন্দের!

হে আল্লাহ্! আমি যে তোমাকে ভালবাসি, ইহা মোটেই আশ্চর্যের নহে। বরং আমি দাস, দুর্বল, দীন ও হীন হওয়া সত্ত্বেও যে প্রভু তুমি সর্ব শক্তিমান, অসীম সম্পদশালী বাদশাহ্ হইয়া আমাকে ভালবাস, ইহাই অতি আশ্চর্যের বিষয়। এলাহী, আমি তোমাকে ভয় করি এবং তোমাতেই আমার খুশী। হে মাওলা, বায়াযীদ কতবার তোমার দীদার লাভে সক্ষম হইয়াছে, কিন্তু ফিরিবার সময় নিজের কাঁধে এক পৈতা গায়ে সুন্দর চামড়ার পোশাক এবং শিরে জাঁকজমকপূর্ণ তাজ লইয়া আসিয়াছে। এখন হাত জোড় করিয়া মুনাজাত করিতেছি, হে মাওলা, আমি সারা জীবনের ইবাদত বিক্রয় করিতেছি না, কুর্আন শরীফ খতমের কথাও গণনা করিতেছি না, মুনাজাত ও প্রশংসার বিষয়ও বলিতেছি না। তুমিই জান, আমি নিজ আমলের দিকে মোটেই লক্ষ্য করি না; আর আমি যাহা কিছু মুনাজাত করিতেছি, অহঙ্কারে নয় বরং এইজন্য বলিতেছি যে, যাহা করিয়াছি সেইজন্য শরমিন্দা আছি। আমি যে তোমাকে এরূপ দেখিতে পাইতেছি, এই মেহেরবানীর লেবাছ তুমিই আমাকে দান করিয়াছ। এলাহী আমি ৭০ বৎসর কাফের থাকিয়া মাথার চুল সাদা করিয়াছি; এই মাত্র জঙ্গল হইতে বাহির হইয়াছি এবং এই মাত্র কুফ্রির পৈতা ছিঁড়িয়া ফেলিলাম এবং 'আল্লাহ্ আল্লাহ্" বলিতে শিক্ষা করিতেছি। এইমাত্র আমি ইস্লামের মধ্যে পা বাড়াইলাম; একমাত্র কলেমা শাহাদাতে জবান খুলিলাম। তোমার কোন কাজই কোন কারণের অধীন নহে। দোআ কবূল করাও কোন কারণের অধীন নহে, দোয়া না-মঞ্জুর করাও গোনাহ্র কারণের অধীন নহে। আমি এতকাল যাহা ভাবিয়াছি তাহা কিছুই নহে। আমার নিকট হইতে তুমি যাহা অন্যায় দেখিয়াছ, ক্ষমা কর, আমা হইতে গোনাহ্র ধূলা ধুইয়া ফেল।

https://kitabbhubon.com

ইন্তেকাল ঃ বায়াযীদ সারা জীবনই 'আল্লাহ্ আল্লাহ্ করিয়াছেন। ইন্তেকালের সময়ও 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' বলিতেছিলেন। শেষ সময়ে এইরূপ আরয করিলেন, "প্রভু! সারাজীবন অলসতায় ডুবিয়া থাকিয়াই তোমাকে ডাকিয়াছি, এখন প্রাণ বাহির হইবার সময়ও তোমার প্রদর্শিত পথ হইতে গাফেল রাহিলাম। তারপরও তোমার রহমতের আশা করিতেছি। জানি না কখন যে তোমার দীদার লাভ করিতে সক্ষম হইব।" তারপর আল্লাহ্‌র যিক্‌র করিতে করিতে তিনি ইন্তেকাল করিলেন।

যে রাত্রে বায়াযীদ এই দুনিয়া ছাড়িয়া যান,তাঁহার মুরীদ আবু মূসা (রহঃ) তখন অন্যত্র ছিলেন। তিনি স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন যে, আল্লাহর আরশ নিজের শিরে ধরিয়া তিনি উড়িতেছেন। তিনি বলেন, "এই স্বপ্নের ঘটনা যাহির করিবার জন্য ভোরবেলায় বায়াযীদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। কিন্তু পথেই তাঁহার ওফাতের সংবাদ পাই। বহু লোকসহ জানাযা পড়িয়া গোরস্তানের দিকে যাইবার সময়, আমি লাশ বহনকারী খাটের পায়া ধরিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও সফল হইলাম না। অবশেষে মনের আবেগে খাটের নীচে মাথা রাখিয়া চলিতে লাগিলাম। স্বপ্নের কথাও ভুলিয়া গিয়াছিলাম। হঠাৎ যেন আমার সম্মুখে বায়াযীদকে দেখিলাম। তিনি বলিলেন, "হে মূসা, ইহাই তোমার অদ্য-রাত্রির স্বপ্নের ফল, অর্থাৎ, আরশের অর্থ বায়াযীদের লাশের খাট।"

কথিত আছে, ওফাতের পর এক ব্যক্তি বায়াযীদকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, আপনি মুন্‌কের-নকীরের হাত হইতে কিরূপে রেহাই পাইলেন? উত্তর করিলেন, "যখন উভয় ফেরেশতা আমাকে কবরে রাখার পরক্ষণে প্রশ্ন করিলেন, "তোমার রব (প্রভু) কে?" আমি বলিলাম, ইহা দ্বারা তোমাদের মতলব হাসেল হইবে না; কেননা, যদি বলি "আল্লাহ্ আমার রব" ইহা অনর্থক হইবে; কারণ আমি শতবার এরূপ বলিলেও যদি তিনি আমাকে নিজ বান্দারূপে গ্রহণ না করেন তবে কোনই কাজে আসিবে না। সুতরাং তোমরা ফিরিয়া যাও এবং তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা কর আমি তাঁহার কি হই? তিনি যাহা বলেন, আমিও তাহাই বলিব।" এই কথা শুনিয়া তাহারা চলিয়া গেল।

এক বুযুর্গ ব্যক্তি বায়াযীদকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আল্লাহ তাআলা আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন?" উত্তরে বলিলেন, "আল্লাহ্ পাক আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বায়াযীদ,তুমি আমার জন্য কি আনিয়াছ?' আমি বলিলাম, 'প্রভু, আমি তোমার দরবারের উপযোগী কিছুই আনিতে পারি নাই। তবে কেবল 'শির্‌ক্ (অংশীবাদিতা) আনয়ন করি নাই।' আল্লাহ্ তাআলা বলিলেন, লাইলাতুল লাবানে (দুধের রাতে) তুমি যাহা বলিয়াছিলে, উহা কি শির্‌ক্ নয়?' আমি বলিলাম, "হে আল্লাহ উহা কিরূপে?" দুধের রাত প্রসঙ্গে বায়াযীদ বলিয়াছেন, একদা রাত্রে দুধ পান করিয়া আমার পেটে বেদনা হয়। আমি

https://kitabbhubon.com

বলিলাম, ইহা দুধ পান করার জন্যই হইয়াছে। সুতরাং আল্লাহ তাআলা আমাকে এই কারণে তিরস্কার করিলেন এবং বলিলেন, আমাকে ছাড়া আর কাহারও কি কোন কাজে হাত দেওয়ার ক্ষমতা আছে?

বর্ণিত আছে, কোন এক ব্যক্তি বায়াযীদকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তাছাউফ বা দরবেশী এল্‌ম কি?" তিনি উত্তর করিলেন, 'নিজ আরামের দরজা বন্ধ করা এবং ভালবাসার ও প্রেমের উরুতে বসিয়া খাওয়া, ইহাই তাছাউফ।'

হযরত বায়াযীদ (রহঃ) হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাতি হযরত হাসান হুসায়েন (রাঃ) ও জা'ফর সাদেকের (রহঃ) সমসাময়িক লোক ছিলেন। তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন কিনা তাহা প্রমাণ পাওয়া যায় না।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে মোবারক (রহঃ)

পরিচিতি ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে মোবারক (রহঃ) যাহেরী ও বাতেনী এলমের খাজনা ছিলেন এবং শরীয়ত ও তরীকতে সজ্জিত ছিলেন। তিনি আলেম ও বুযুর্গগণের পিয়ারা ছিলেন। তাঁহার লিখিত বহু মশহুর কিতাব রহিয়াছে। তাঁহার বহু কারামতের ঘটনা বর্ণিত আছে।

তাঁহার তওবার কারণ ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে মোবারক যৌবনকালে এক অতি সুন্দর বাঁদীর প্রতি আসক্ত ছিলেন। তাহার প্রেমে মশ্‌গুল হইয়া কঠিন শীতকালীন বরফের মধ্যেও তাঁহার মা'শুককে পাইবার আশায় ভোর পর্যন্ত এক দেয়ালের নিকটে দাঁড়াইয়াছিলেন। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হুঁশ হয়। তিনি তখন বুঝিতে পারিলেন যে, সারা রাত্রি মা'শুকেরই অপেক্ষায় তিনি এই কষ্ট ও শরীর ক্ষয় করিয়াছেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "হে মন! তোর কি লজ্জা হয় না যে, এই পবিত্র রাত্রিটি আপন দুষ্ট নফ্‌সের খুশীর জন্য কাটাইলে, অথচ যদি নামাযে ইমাম লম্বা সূরা পড়িত, তবে তোর অস্থিরতার সীমা থাকিত না?" ইহার পর তাঁহার অন্তরে নিজ গোনাহ্‌র জন্য দারুণ ব্যথা উপস্থিত হয়। তখন তওবা করিয়া তিনি আল্লাহ তাআলার ইবাদতে মশ্‌গুল হন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি উচ্চ মর্যাদা লাভ করেন। একবার তাঁহার পিতা বাগানে যাইয়া দেখেন যে, আবদুল্লাহ্ এক গোলাব গাছের নীচে শুইয়া আছে এবং একটি সাপ নার্গিস ফুলের গাছের একটি ডাল মুখে লইয়া তাঁহার শরীর হইতে মশা-মাছি তাড়াইতেছে।

বাগদাদের নিকটবর্তী মেরু নামক স্থানের বাসিন্দা ছিলেন। পরে তিনি মেরু ছাড়িয়া কিছুদিন বাগদাদে অবস্থান করেন । কিছুকাল পরে তিনি মক্কাশরীফ গমন করেন এবং সেখানে কিছুদিন থাকিয়া আবার মেরুতে ফিরিয়া আসেন। মেরুতে

https://kitabbhubon.com

সে সময় দুই ধরনের আলেম ছিলেন! এক, মোহাদ্দেসীন (হাদীস শাস্ত্রবিদ), দ্বিতীয়, ফেকাহ্ শাস্ত্রবিদগণ। উভয় আলেমগণ ও জনসাধারণ তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। তিনিও উভয় ধরণের আলোচনার জন্য দুইখানা ঘর তৈয়ার করিয়াছিলেন! তারপর তিনি মক্কা শরীফ যাইয়া বসবাস করিতে থাকেন।

আমল ঃ কথিত আছে, হযরত আবদুল্লাহ্ (রহঃ)-এর আমল এই ছিল যে, তিনি এক বৎসর হজ্জ করিতেন; দ্বিতীয় বৎসর জিহাদ (ধর্মযুদ্ধ) করিতেন; তৃতীয় বৎসর ব্যবসা করিতেন ও লাভের অংশ নিজ মুরীদগণের মধ্যে বিলাইয়া দিতেন এবং গরীবদিগকে খেজুর কিনিয়া দিতেন। তাহারা খেজুরগুলি খাইলে পরে তিনি বীজগুলি গণিয়া দেখিতেন। যে বেশী খেজুর খাইত, তিনি তাহাকে বেশী দির্হাম বখ্শিশ্ দিতেন।

একবার তিনি কোনও বদ্কার লোক সংসর্গে ছিল। যখন সেই ব্যক্তি বিদায় হইল। হযরত আবদুল্লাহ্ তাহার জন্য কাঁদিতে লাগিলেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কেন কাঁদিতেছেন?" তিনি উত্তর করিলেন, "লোকটি চলিয়া গেল বটে, কিন্তু তাহার খারাপ স্বভাব আগেরই মত তাহার সহিত রহিয়া গেল, সংশোধন হইল না।"

একবার তিনি মেরু হইতে সিরিয়া গমন করেন। ইহার পূর্বে কোন এক সময় পথে তিনি এক ব্যক্তির কলম দিয়া লিখিয়াছিলেন, অথচ বিদায়কালে তাহাকে কলমটি ফিরাইয়া দিতে তাঁহার স্মরণ ছিল না। সেই কলমটি ফিরাইয়া দেওয়ার জন্যই তিনি সিরিয়ায় যান।

একদিন চলার পথে এক অন্ধ ব্যক্তি আসিয়া বলিল, "আবদুল্লাহ্! একটু অপেক্ষা করুন।" তিনি অপেক্ষা করিলে লোকটি বলিল, "লোকে আমাকে আপনার নিকট আসিয়া দোআর জন্য আরয করিতে উপদেশ দিয়াছে। আল্লাহ্র দরবারে আমার দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়া পাইবার জন্য দোআ করুন। তিনি তখনই শির নোয়াইয়া দোআ করিলেন; সেই মুহূর্তেই অন্ধ দৃষ্টি শক্তি পায়।

হযরত আবদুল্লাহ (রহঃ) হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন, কিন্তু রাস্তায় এত দেরী হইল যে হজ্জের মাত্র চার দিন বাকী এবং তাঁহার একীন হইয়া গিয়াছিল তিনি হজ্জ পাইবেন না। ইহাতে তিনি খুব চিন্তিত হইয়া পড়েন। এই চিন্তার মধ্যে থাকিতেই এক বৃদ্ধা সে-স্থানে উপস্থিত হয়। বয়স বেশী বলিয়া বৃদ্ধার পিঠ বাঁকা হইয়া গিয়াছিল ও তাহার হাতে একটি লাঠি ছিল। সে বলিল, "ওহে আবদুল্লাহ্, হয়ত তোমার এবারকার হজ্জে যাওয়ার ইচ্ছা আছে!" তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ!" বৃদ্ধা বলিল, "তোমার জন্যই আমাকে পাঠান হইয়াছে। আমার সহিত চল, আমি তোমাকে আরাফাতে পৌছাইয়া দিব।" আবদুল্লাহ্ তখনই 'বিস্মিল্লাহ্' পড়িয়া

https://kitabbhubon.com

সেই বৃদ্ধার সহিত রওয়ানা হইলেন। আবদুল্লাহ্ বলেন, "যে-সকল গভীর নদীতে জাহাজ চলাচল অত্যন্ত কষ্টকর সেই সকল নদীর তীরে গেলেই বৃদ্ধা বলিত, 'চক্ষু বন্ধ কর'। তখনই আমি চক্ষু বন্ধ করিতাম। শেষ পর্যন্ত এমন সহজেই সে আমাকে আরাফাতে পৌঁছাইল যে, আমি তাহা বর্ণনা করিতে অক্ষম। যাহা-হউক, আমি ও বৃদ্ধা ঠিক সময়ে আরাফাতে পৌঁছিয়া রীতিমত হজ্জ করিয়া, তওয়াফ, ছায়ী, বিদায়ী তওয়াফ সম্পন্ন করিলাম। ইহার পর বৃদ্ধা বলিল, "আমার সঙ্গে আস, নিকটেই এক গুহায় আমার পুত্র ইবাদতে মশ্গুল আছে। তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।" তাহার সহিত সেখানে পৌঁছিয়া আমরা এক দুর্বল ও হলুদ বর্ণের অথচ নূরানী চেহারার এক যুবককে দেখিতে পাইলাম। তিনি তাঁহার মাকে দেখিয়াই তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন এবং মায়ের পায়ের তালুতে নিজের মুখ ঘসিতে ঘসিতে বলিলেন, মা, তুমি যে এ পর্যন্ত আসিবে, তাহা আমি জানিতাম না। হয়ত আল্লাহ তাআলাই তোমাকে আমার কাফন-দাফনের কাজ সমাধা করিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। যেহেতু আমার ইন্তেকালের সময় অতি নিকটবর্তী।" বৃদ্ধা আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "ওহে আবদুল্লাহ্, এখানে কিছুকাল অবস্থান কর এবং ইহাকে দাফন কর।" ইতিমধ্যে বৃদ্ধার পুত্র ওফাৎ হইল। আমি ও বৃদ্ধা রীতিমত তাঁহার জানাযা পড়িয়া দাফন-কাফন করিলাম। তারপর বৃদ্ধা বলিল, "বাবা আবদুল্লাহ্ আমি এখন অবসর হইলাম। বাকী জিন্দেগী পুত্রের কবরের পার্শ্বে কাটাইয়া দিব। তুমি এখন যাইতে পার। আগামী বৎসর এখানে আসিলে আমাকে দেখিতে পাইবে না।" কিন্তু আমার জন্য সর্বদা দোআ করিবে।

প্রসিদ্ধ ঘটনা ঃ বর্ণিত আছে, একবার আবদুল্লাহ্ হজ্জ ক্রিয়া শেষ করিয়া অল্পক্ষণের জন্য হেরেম শরীফেই শুইয়া পড়েন। স্বপ্নে দেখিলেন, দুই ফেরেশ্তা আসমান হইতে নামিয়া আসিয়া একজন আর একজনকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "এবারকার হজ্জে কত লোক উপস্থিত হইয়াছে বলিতে পার?" দ্বিতীয়জন উত্তর করিলেন, "ছয় লক্ষ।" আবার প্রথম ফেরেশ্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, কত লোকের হজ্জ কবূল হইয়াছে?" উত্তর হইল, "কাহারও হজ্জ কবূল হয় নাই।" আবদুল্লাহ্ বলেন, "ইহা শুনিয়া আমার মনে অস্থিরতা দেখা দেয়। আমি তা'আজ্জব (আশ্চর্য) হইয়া প্রশ্ন করিলাম, "এত লোক এত মরুভূমি পার হইয়া দুনিয়ার নানা দেশ হইতে এত কষ্ট করিয়া আসিয়াছেন। তবে কি সকলেরই কষ্ট বৃথা গেল?" সেই ফেরেশ্তা বলিলেন, "না, তবে শুন, দামেশ্কে আলী ইব্নে মোয়াফেক নামক জনৈক চামাড় এবার হজ্জ করিতে আসেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহারই হজ্জ কবূল হইয়াছে। আল্লাহ তাআলা আপন রহ্মতে তাঁহারই কারণে সমস্ত হাজীকে মা'ফ করিয়া দিলেন।" আবদুল্লাহ্ বলেন, "তারপরই আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। সে আলী ইব্নে মোয়াফেকের তালাশে দামেশ্কে যাইবার জন্য

https://kitabbhubon.com

আমার মনে প্রবল ইচ্ছা জাগে। বহু কষ্টে দামেশ্‌ক শহরে পৌঁছিয়া সেই চামাড়ের বাড়ী তালাশ করিতে লাগিলাম। ঘরের দরজায় হাযির হইয়া ডাকাডাকির পর এক ব্যক্তি বাহিরে আসিল। নাম জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম ইনিই তিনি। আমি বলিলাম, "বসুন, আপনার সহিত আমার কিছু কথা বলিবার আছে।" তিনি বলিলেন, "আচ্ছা"। জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি কাজ করেন?" তিনি বলিলেন, "জুতায় তালি দেওয়া আমার কাজ।" তারপর স্বপ্নের ঘটনা আগা-গোড়া বর্ণনা করিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, তোমার নাম কি?" আমি বলিলাম, "আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে মোবারক।" ইহা শুনিয়াই সে ব্যক্তি বেহুঁশ হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন। তারপর হুঁশ হইলে আমি বলিলাম, "ভাই, ব্যাপারটি কি. আমাকে বল।" সে বলিল, "তবে শুন। গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া আমার হজ্জ করিবার প্রবল ইচ্ছা ছিল। বহু কষ্টে এতদিনে এবার তিন হাজার দির্‌হাম যোগাড় করিয়া হজ্জে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলাম। এক রাত্রে আমার হামেলা (গর্ভবতী) স্ত্রী পড়শীর বাড়ী হইতে রান্না করা গোশ্‌তের সুঘ্রাণ পাইয়া তাহা খাইবার জন্য ইচ্ছা করে। সে আমাকে সেখান হইতে তাহার জন্য কিছু গোশ্‌ত আনিতে বারবার অনুরোধ করিতে থাকে। আমি অগত্যা লজ্জা ত্যাগ করিয়া তাহাদের ঘরে গেলাম এবং এত রাত্রে আমার আসিবার কারণ জানাইলাম। ঘরের গিন্নি বলিল, "ভাই মা'ফ করুন। এই গোশ্‌ত আপনাদের জন্য হারাম, আর আমাদের জন্য হালাল। কেননা, গত সাত দিন যাবৎ আমার এই সন্তানগণকে খাবার কিছু দিতে পারি নাই। আজ শহরে বেড়াইবার সময় একটি মরা গাদা দেখিতে পাই। উহা হইতে কিছু গোশ্‌ত কাটিয়া আনিয়া আমার সন্তানগণের জান বাঁচাইবার জন্য সিদ্ধ করিয়া লইতেছি। ইহাই এখন তাহাদিগকে খাওয়াইব। কাজেই ইহা আপনাদের পক্ষে হারাম।" আলী বলেন, "ইহা শুনিয়া আমার মনে দারুণ ব্যথার আগুন জ্বলিয়া উঠে। আমি পরক্ষণেই নিজ ঘরে ফিরিয়া আসিয়া সেই তিন হাজার দির্‌হাম লইয়া গিয়া বৃদ্ধাকে দিয়া বলিলাম, 'ইহা দ্বারা তোমার এতীম সন্তানগণের লালন পালনের ব্যবস্থা কর; ইহাই আমার হজ্জ।' আমি এই একটি মাত্র কাজ করিয়াছি।" এই ঘটনা শুনিয়া আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে মোবারক বলিয়া উঠিলেন "ফেরেশ্‌তা স্বপ্নে সত্যই বলিয়াছেন।" [যাহারা ফরয হজ্জ করার পর আবার নফল হজ্জে যাইতে ইচ্ছা করে, তাহাদের পক্ষে নফল হজ্জে যাওয়ার চেয়ে ঐ টাকা গরীবদের মধ্যে দান করিয়া দেওয়া বেশী সওয়াব। (ইমাম গাজ্জালী)]

বর্ণিত আছে, হযরত আবদুল্লাহ্‌র একটি ক্রীতদাস ছিল। তিনি তাহার সাথে এই শর্ত করিয়াছিলেন যে, প্রতি দিন তুমি তোমার আয়ের এত টাকা আমাকে দিলে তোমাকে আযাদ করিয়া দিব। সে এই হিসাবে তাঁহাকে টাকা দিতেছিল। একদিন আবদুল্লাহ্‌কে এক ব্যক্তি জানাইল, 'হুযূর, আপনার গোলাম কাফন চুরি

https://kitabbhubon.com

করিয়া বিক্রয় করতঃ সেই টাকা আপনাকে দেয়।" আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে মোবারক ইহা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। এক রাত্রে গোলাম ঘর হইতে বাহির হইলে, আবদুল্লাহ্ও চুপে চুপে তাহার পিছনে পিছনে গেলেন। গোলাম গোরস্তানে পৌঁছিয়া একটি কবর খুঁড়িয়া সেখানে নামাযে মশ্‌গুল হয়। আবদুল্লাহ্ ধীরে ধীরে গোলামের নিকটে যাইয়া দেখিলেন যে, পরনে চট ও গলায় শিকল বাঁধা অবস্থায় সে মুখ মাটিতে রগড়াইতেছে। এই অবস্থা দেখিয়া আবদুল্লাহ্ ধীরে ধীরে ঘরে ফিরিয়া আসিলেন এবং ঘরের কোণে বসিয়া সারা রাত কাঁদিয়া কাটাইয়া দিলেন। ভোরবেলা গোলাম কবরটি বন্ধ করিয়া মসজিদে আসিল। ফজরের নামায পড়িয়া হাত উপরের দিকে উঠাইয়া বলিতে লাগিল, "এলাহী, আমার মনিব আমার নিকট টাকা চায়, গরীবগণকে তুমি যেখান হইতে যখন ইচ্ছা দিয়া থাক।" এই মোনাজত করিতে না করিতেই এক নূর যাহির হয় ও একটি রূপার মুদ্রা তাহার হাতে আসিয়া পড়ে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে মোবারক ইহা দেখিয়া বেহুঁশ হইয়া গেলেন। তারপর উঠিয়া তাড়াতাড়ি গোলামের নিকট গেলেন এবং তাহার মাথা নিজের কোলে লইয়া চুম্বন করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, "আমার হাজার জান এরূপ গোলামের জন্য কোর্‌বান হউক। আফ্‌সোস, যদি তুমি আমার মালিক হইতে এবং আমি তোমার গোলাম হইতাম, তবেই উত্তম হইত।' গোলাম ইহা দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "এলাহী, আমার গুপ্ত মা'রেফত যাহির হইয়া গিয়াছে। দুনিয়ায় আমি বে-ইয্‌যত হইতেছি। তোমারই ইয্‌যতের কসম, আমাকে ঝঞ্ঝাটে ফেলিও না। হে প্রভু! আমার জান কবূল কর।" এই কথা বলিতে বলিতে আবদুল্লাহ্‌র কোলে শোওয়া অবস্থায়ই গোলাম ইন্তেকাল করিলেন। তারপর আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে মোবারক সেই চট দিয়াই সেই কবরে তাঁহাকে দাফন করিলেন।

আবদুল্লাহ্ বলেন, "সেই রাত্রেই আমি হযরত মোহাম্মদকে ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম স্বপ্নে দেখি। তাঁহার সহিত হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-ও ছিলেন। তাঁহারা আমাকে বলিলেন, "হে আবদুল্লাহ্, আমাদের বন্ধু ও আল্লাহর প্রিয়পাত্রকে কেন চট দিয়া দাফন করিলে?"

বর্ণিত আছে,একবার আবদুল্লাহ্ খুব জাঁকজমকের সহিত হাটিতেছিলেন। একজন সৈয়দ-সন্তান হিংসা করিয়া বলিল, "ওহে কাফের সন্তান, একি ব্যাপার যে, আমি হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বংশধর হওয়া সত্ত্বেও সারাদিন খাটিয়া রুযী পাইতেছি না, আর তোমার এত জাঁকজমক?" আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে মোবারক উত্তরে বলিলেন, "আমার সৌভাগ্যের কারণ এই যে, তোমার মহান দাদাজী যাহা বলিয়া গিয়াছেন, আমি তাহা পালন করি, আর তুমি তাহা কর না।" কাহারও কাহারও মতে আবদুল্লাহ্ এইরূপ বলিলেন, "তোমার

https://kitabbhubon.com

পিতা ছিলেন হযরত মোহাম্মদের ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বংশধর এবং আমার পিতা ছিলেন পথভ্রষ্ট। তোমার পিতার ত্যাজ্য সম্পত্তি 'এল্‌ম' আমি গ্রহণ করিয়া এই মরতবা প্রাপ্ত হইয়াছি। পক্ষান্তরে তুমি আমার পিতার সম্পত্তি অর্থাৎ ভ্রান্তপথ গ্রহণ করিয়া হেয়ও ঘৃণিত হইয়াছ।" ঘটনাক্রমে সেই রাত্রেই আবদুল্লাহ্ হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে খুব ক্রুদ্ধ দেখিয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর করিলেন, "তুমি আমার সন্তানের প্রতি খারাপ উক্তি করিলে কেন?" এই বাণী শুনিয়াই ঘুম হইতে জাগিয়া তিনি সৈয়দ সাহেবের কাছে মা'ফ চাহিতে বাহির হইলেন। পক্ষান্তরে সেই সৈয়দযাদাও হযরতকে স্বপ্নে দেখিলেন যে, হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁহাকে ফরমাইতেছেন, "ওহে সৈয়দযাদা, তুমি উপযুক্ত হইতে তবে আবদুল্লাহ্ তোমাকে এরূপ বলিতে পারিত না।" সৈয়দযাদা জাগিয়া উঠিয়া আবদুল্লাহ্‌র নিকট রওয়ানা হন। পথে দুইজনেরই সাক্ষাৎ হয় এবং একে অন্যের স্বপ্নের কথা বলিয়া মা'ফ চাহেন ও তওবা করেন।

কথিত আছে, হযরত আবদুল্লাহ্ এক সময় জেহাদে যান। এক কাফেরের সহিত তাঁহার লড়াই শুরু হয়। হঠাৎ দেখেন নামাযের সময় উপস্থিত। তিনি কাফেরের নিকট নামায পড়িবার জন্য লড়াই ক্ষান্ত করিবার দাবী করেন ও নামায পড়েন। তারপর সেই কাফেরের উপাসনার সময় হইলে সে-ও তখন প্রার্থনা করে। সে মূর্তির দিক মাথা নোয়াইয়া সিজ্‌দা করিতে যাইতেছিল, এমন সময় আবদুল্লাহ্ তাঁহার তলোয়ার উঠাইয়া তাহাকে কতল করিতে উদ্যত হন। তখন গায়েব হইতে আওয়ায আসিল ঃ "ওহে আবদুল্লাহ্, প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর, নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে একদিন তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে।" আবদুল্লাহ্ ইহা শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কাফের মাথা উঠাইয়া তলোয়ার হাতে আবদুল্লাহ্‌কে কাঁদিতে দেখিয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তিনি উত্তরে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "ভাই, তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার অপরাধে আমার প্রতি এই শাস্তির হুকুম আসিয়াছে।" ইহা শুনিয়া সেই কাফের চীৎকার করিয়া বলিল, "যে আল্লাহ শত্রুর পক্ষ হইয়া নিমক-হারামীর জন্য নিজ বন্ধুকে তিরস্কার করেন, তেমন আল্লাহর নাফরমানী করা কাপুরুষতারই লক্ষণ বটে।" এই বলিয়াই কাফের মুসলমান হয় এবং অবশেষে আল্লাহ্‌র একজন প্রিয় বান্দা হইয়া যায়।

নসীহত

❊ মানুষ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল আল্লাহর রাস্তায় ভ্রমণকারী লোকের অবস্থা কিরূপ? উত্তরে বলিলেন, সে সর্বদা আল্লাহর তালাশে মশগুল থাকে।

https://kitabbhubon.com

❊ লোকে জিজ্ঞাসা করিল, "মানুষের সবচেয়ে ভাল কি?" উত্তর হইল, "অধিক বুদ্ধি রাখা।" প্রশ্ন করিল, "যদি ইহা না থাকে?" উত্তর করিলেন, "আদব বা সৎস্বভাবের অধিকারী হওয়া।" প্রশ্ন হইল, "যদি তেমন স্বভাব না থাকে?" উত্তর করিলেন, "সৎ লোকের সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করা।" প্রশ্ন হইল, "যদি ইহা না থাকে?" উত্তর হইল "চুপ করিয়া থাকা।" প্রশ্ন হইল, "ইহাও না থাকিলে?" উত্তর হইল, "মৃত্যুই তাহার জন্য শ্রেয়ঃ।"

❊ যে ব্যক্তি আদবকে সামান্য বস্তু বলিয়া মনে করে, তাঁহার সুন্নত আদায়ে ক্ষতি হয় এবং আল্লাহ্র ফরয আদায় হইতেও তাহাকে বঞ্চিত রাখা হয় এবং যে ব্যক্তি ফরযকে সামান্য বলিয়া মনে করে, সে মা'রেফাৎ বা তত্ত্বজ্ঞান হইতে বঞ্চিত হয়। এরূপ লোকের কি অবস্থা হয়, তোমরা কি জান?" লোকে বলিল, "দুনিয়াদার দরবেশের যখন এই অবস্থা, আল্লাহ তাআলাই জানেন আখেরাতে এমন দরবেশের কি অবস্থা হইবে।" তিনি বলিলেন, "আল্লাহ তাআলার বন্ধুগণ এক মুহূর্তেও তাঁহার স্মরণ হইতে গাফেল থাকে না।

❊ তিনি কোন একজন লোককে বলিলেন, "এখন আদব তালাশ কর; কেননা, আদব সম্বন্ধে জ্ঞানিগণ বলিয়া গিয়াছেন ঃ

(ক) পাওনাদারের এক দিরহাম পরিশোধ করা হাজার দির্হাম ছদ্কা করা অপেক্ষা বেশী উত্তম।

(খ) যে ব্যক্তি এক কড়িও হারাম বস্তু গ্রহণ করে সে আল্লাহর প্রতি ঈমানদার নহে।

(গ) শুধু মনে মনে আল্লাহর প্রতি ঈমানদার হওয়ার নাম তাওয়াক্কুল নহে; বরং উহাই প্রকৃত তাওয়াক্কুল যাহাকে আল্লাহ তাআলা তাওয়াক্কুল বলিয়া জানেন। রুযী-রোযগার করা তাওয়াক্কুলের পথে কোন বাধা নহে, বরং দুই-ই ইবাদত।

(ঘ) আল্লাহ্ তাআলার আশ্রয়ে আসা এবং দরবেশের সহিত বন্ধুত্ব রাখাকে যোহদ (দুনিয়ার লোভ ও মহব্বত ত্যাগ করা) বলে।

❊ যে ব্যক্তি নিজ সন্তানদিগকে সুশিক্ষা দেয়, খোরাক-পোশাক দেয়, জেহাদ হইতেও এই কাজ তাহার পক্ষে উত্তম।

❊ লোকে জিজ্ঞাসা করিল, "অন্তরের ঔষধ কি?" উত্তর করিলেন, "লোকসমাজ (দুনিয়াদারগণ) হইতে দূরে থাকা।"

❊ বড়লোকগণের সহিত অহঙ্কার ভাব দেখানো এবং দরবেশগণের সহিত নম্র ব্যবহার করা -ইহাকেই 'তাওয়াযো' বলে।

❊ তোমার চেয়ে বড় লোক যাহাকে দেখ, তাহার সহিত অহঙ্কারপূর্ণ ব্যবহার করা এবং তোমার চেয়ে হীন ব্যক্তির সহিত নম্রভাব প্রকাশ করাকেই আযিযী বা বিনয় বলে।

https://kitabbhubon.com

❊ ভয় হইতে প্রকৃত খুশী ও আশা পয়দা হয়। প্রকৃত ভয় উহাকেই বলে যাহা সৎকাজ হইতে প্রকাশ পায়।

❊ সৎকাজ উহাকেই বলে যাহা সততার দ্বারা যাহির হয়।

❊ যেই ব্যক্তির আশা ও খুশীতে ভয় না থাকে, সেই ব্যক্তি শীঘ্রই নির্ভয় হইয়া পড়িবে, অর্থাৎ বেহেশ্‌তের আশা ও দোযখের ভয় যাহার নাই, তাহার মধ্যে গাফেলী ও নির্ভয় ভাব যাহির হয়; ফলে সে পথ ভুলিয়া কুপথে গমন করে।

বর্ণিত আছে একদিন এক যুবক আওলীয়া শ্রেষ্ঠ আবদুল্লাহ্‌র পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আরয করিল, "হুযূর আমি এমন এক গোনাহ্ করিয়াছি যে, শরমিন্দা হইয়া তাহা যাহির করিতে পারি না।" তিনি বলিলেন, "আগে বলত, কি কাজ করিয়াছ?" সে বলিল, "আমি যিনাহ্ করিয়াছি।" আবদুল্লাহ্ বলিলেন, "তোমার অবস্থা দেখিয়া ভয় পাইয়া ভাবিয়াছিলাম, হয়ত তুমি কাহারও গীবত (অসাক্ষাতে কুৎসা) করিয়াছ। কেননা, গীবত মানুষের হক অথচ যিনাহ্ আল্লাহ্‌র হক; সুতরাং যাহার গীবত করা হয় সেই ব্যক্তি মা'ফ না করিলে সেই গোনাহ্ মা'ফ হইবে না; পক্ষান্তরে যিনার গোনাহ্‌র জন্য আল্লাহ তাআলার দারবারে মনে মুখে তওবা করিলে তিনি মা'ফ করিতে পারেন।"

এক ব্যক্তি তাঁহার দরবারে নসীহত চাহিলে তিনি বলিলেন, "এক আল্লাহ্ তাআলাকে লক্ষ্য করিবে।" এক ব্যক্তি বলিল, "ইহার ব্যাখ্যা করুন।" তিনি বলিলেন, "সর্বদা এই ভাবে থাকিবে যেন আল্লাহ-পাককে দেখিতেছ।"

কথিত আছে, আবদুল্লাহ্ জীবিত থাকাকালেই তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি গরীবদের বিলাইয়া দেন। একদিন তাঁহার নিকট একজন মেহ্‌মান আসে। ঘটনাক্রমে তখন তাহার নিকট কিছুই ছিল না। তিনি স্ত্রীকে যাইয়া বলিলেন, "এই মেহ্‌মান আল্লাহর প্রেরিত; যেরূপেই হউক তাহার খেদমত করিতে হইবে।"

ইন্তেকাল ঃ কথিত আছে, ওফাতের সময় নিকটবর্তী হইলে তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি গরীবদিগকে বিলাইয়া দেন। শিয়রে বসিয়া একব্যক্তি বলিলেন, 'হুযুর, আপনি তিনটি মেয়ে রাখিয়া চক্ষু বুঝিতে চলিয়াছেন। তাহাদের জন্য কিছু রাখিয়া যাওয়া কি আপনার কর্তব্য নয়?" তিনি উত্তর করিলেন, "আমি তাহাদিগকে বলিয়া দিয়াছি যে, তিনিই (আল্লাহ্) নেক্‌কারগণের কার্য নির্বাহ করেন। সুতরাং যে কাজ স্বয়ং আল্লাহ তাআলা সম্পন্ন করেন, আবদুল্লাহ্‌র সেখানে কি প্রয়োজন?" ইন্তেকালের সময় তিনি চক্ষু খুলিয়া হাস্যমুখে বলিলেন, আমলকারীদের এইরূপই আমল করা উচিত। এই বলিয়া ইন্তেকাল করেন।

ওফাতের সময় উপস্থিত হইলে তিনি হাসিতে লাগিলেন ও চক্ষু মেলিয়া বলিতে লাগিলেন, "নেক্‌কারগণের এরূপ কাজ করা কর্তব্য"। এক ব্যক্তি সুফিয়ান ছাওরীকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আল্লাহ্ তাআলা আপনার সহিত

https://kitabbhubon.com

কিরূপ ব্যবহার করিলেন?” উত্তর হইল, “মা’ফ করিয়া দিয়াছেন।” তৎপর সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেন, “আবদুল্লাহ্ ইব্নে মোবারকের অবস্থা কি?” উত্তর, “মোটামুটি বলিতে গেলে তিনি ঐ সকল লোকেরই একজন, যাঁহারা আল্লাহ তাআলার দরবারে রোজই হাযির থাকেন।”

হযরত সুফিয়ান ছওরী (রহঃ)

পরিচিতি ঃ ওলীকূল শিরোমণী হযরত সুফিয়ান ছওরী (রহঃ) বসরার অধিবাসী ছিলেন। তিনি শরীয়ত ও তরীকতের দক্ষ আলেম এবং এল্ম ও রেসালতের ওয়ারেছ ছিলেন, যাহার কারণে তিনি আমীরু মু’মিনীন উপাধী পাইয়াছিলেন। যাহেরী ও বাতেনী এল্মে তাঁহার সমান কেহ ছিলেন না। তিনি একজন মুহাদ্দিছ ও মোজ্তাহিদি ছিলেন। তিনি পরহেযগারীর উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করিয়াছিলেন। আযিযী এবং শিষ্টতায়ও তাঁহার সমান কেহ ছিলেন না। তিনি বহু ওলীআল্লাহ্র সঙ্গলাভ করিয়া ছিলেন এবং বহু ওলী তাহার ছোহবতে থাকিয়া ফয়েয হাছিল করিয়াছেন। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত তাঁহার জীবনে কোন পরির্বতন দেখা যায় নাই।

কথিত আছে, মায়ের উদরে থাকিতেই তিনি একজন মুত্তাকী ছিলেন। তিনি মায়ের উদরে থাকা অবস্থায় তাঁহার মাতা এক পড়শীর ঘরে যাইয়া তাহার অসাক্ষাতে ও বিনা অনুমতিতে একটি পাত্র হইতে এক আঙ্গুলের অগ্রভাগ দিয়া একটি টক খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করেন। তৎক্ষণাৎ সুফিয়ান মায়ের পেটে জোরে আঘাত করেন। মাতা ইহার কারণ বুঝিতে পারিয়া তখনই পড়শীর বাড়ী যাইয়া মা’ফ চাহিয়াছিলেন।

ছওর উপাধী ঃ সুফিয়ানের জীবনের পরিবর্তন এইরূপে হয় ঃ একদা অসাবধান হইয়া তিনি মসজিদে প্রথমে বাম পা বাড়াইয়া দেন। অথচ মসজিদে প্রথমে ডান পা রাখিয়া প্রবেশ করা ও বাম পা রাখিয়া বাহির হওয়া আদব। তৎক্ষণাৎ গায়েব হইতে আওয়ায হইল, “হে ছওর, কি কর, অর্থাৎ, হে বলদ, কি কর?” এইজন্যই তাঁহাকে ছওরী বলা হয়। এই আওয়ায শুনিয়াই তিনি বেহুঁশ হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পর হুঁশ হইলে নিজের দাড়ি নিজের হাতে ধরিয়া নিজের গালে চড় মারিতে লাগিলেন ও বলিতে লাগিলেন, “হে মন, তুই যখন আল্লাহর মসজিদে আদবের সহিত পা রাখিলি না, তখন তোর নাম মানুষের নামের তালিকা হইতে কাটা হইয়া গেল। মসজিদে কিরূপে পা বাড়াইতে হয় সেইজন্য সাবধান হও।” একবার পথ চলা কালে হঠাৎ কাহার শস্যক্ষেতে পা পড়িয়া গেলে তৎক্ষণাৎ গায়েব হইতে আওয়ায হইল “আয় ছত্তর” একটু দেখিয়া পা রাখিও। হযরত

https://kitabbhubon.com

ফরীদুদ্দীন আওার (রহঃ) বলেন, মাওলার সহিত হযরত সুফিয়ানের কত গাঢ় সম্পর্ক ছিল যে, একটু অসর্তক হইলে সতর্কবাণী আসিয়াছে।

আমল ঃ সুফিয়ান বলিয়াছেন, "আমি হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এমন কোন হাদীস শুনি নাই যাহার উপর আমল করি নাই।" একদা তিনি মুহাদ্দিসগণকে বলিলেন, "তোমরা কি হাদীসের যাকাত আদায় করিয়া থাক?" তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "হাদীসের আবার যাকাত কিরূপ?" তিনি উত্তর করিলেন, "তোমারা দুই শত হাদীসের মধ্যে পাঁচটি হাদীছের উপর আমল কর।"

একদিন সুফিয়ান বোখারার শাসনকর্তার সাথে নামায পড়িতেছিলেন। নামাযে শাসনকর্তা দাড়ির মধ্যে ৩/৪ বার হাত বুলাইলেন। নামায শেষে সুফিয়ান শাসনকর্তাকে বলিলেন যে "এরূপে নামায ঠিক হয় না। এইরূপ নামায রোজ-হাশরের মাঠে নাপাক গোলার আকারে তোমার মুখে ফেলিয়া দিবে।" শাসনকর্তা এই কথা শুনিয়া সুফিয়ানের উপর রাগান্বিত হইয়া তাঁহাকে শূলে দিবার ব্যবস্থা করিলেন। যখন সুফিয়ান এই সম্বন্ধে জানিতে পারিলেন, তখন তিনি বলিলেন যে, "আমার জানের কোন পরওয়া নাই। তবে ধর্মের ইয্যত রক্ষা করাই আমার কর্তব্য।"

সুফিয়ান চোখের পানি ভাসাইয়া আল্লাহর নিকট দোআ করিতে লাগিলেন। আয় আল্লাহ শাসনকর্তা আমাকে বিনা অপরাধে শাস্তি দিতে চাহিতেছে, তাহার উহার বদলা হওয়া দরকার। এই সময় শাসনকর্তা সভাসদসহ দরবারে বসিয়াছিলেন। হঠাৎ দরবার গৃহ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া সভাসদসহ শাসনকর্তা মাটিতে গাড়িয়া গেল। উপস্থিত সকলে বলিতে লাগিল এত তাড়াতাড়ি কাহারও দোআ কবূল হইতে দেখি নাই।

অতঃপর বোখারার দ্বিতীয় শাসনকর্তা তখ্তে বসেন। তিনি সুফিয়ানের বড়ই তাবেদার ছিলেন। একবার সুফিয়ান পীড়িত হইয়া পড়েন। শাসনকর্তার একজন অগ্নিপূজক চিকিৎসক ছিলেন। তিনি তাঁহাকে সুফিয়ানের নিকট পাঠান। চিকিৎসক প্রস্রাব পরীক্ষা করিয়া বলেন, "এই ব্যক্তির হৃদয় আল্লাহর ভয়ে ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে; প্রস্রাবেই উহার চিহ্ন দেখা যাইতেছে। যে ধর্মে এইরূপ আবেদ বিদ্যমান, তাহা কখনও অসত্য হইতে পারে না।" চিকিৎসক তখনই ইসলাম কবূল করিলেন। এই ঘটনা শুনিয়া শাসনকর্তা বলিলেন, "আমি মনে করিয়াছিলাম, চিকিৎসক রোগীর নিকট গিয়াছে, আসলে দেখা যাইতেছে তাহা নহে। আমি রোগীকেই চিকিৎসকের নিকট পাঠাইয়াছিলাম।"

যৌবনকালেই সুফিয়ানের পিঠ বাঁকা হইয়া গিয়াছিল। কেহ কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "জনাব, যৌবনকাল হইতেই আপনার পিঠ বাঁকা হইয়া গেল

https://kitabbhubon.com

ইহার কারণ কি?" তিনি ইহার কোন উত্তর দিলেন না। পরে এ বিষয়ে লোকে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলে, তিনি বলেন, "শুন, আমার এক বুযুর্গ ওস্তাদ ছিলেন। একদিন তিনি বলিলেন, "দেখ সুফিয়ান, আমি দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ ইবাদত করিয়াছি এবং লোকদিগকে সৎপথ দেখাইলাম, আর এখন আমার প্রতি এই হুকুম আসিয়াছে, তুমি আমার দরবারের উপযুক্ত নও।' ইহার অতিরিক্ত দুঃখ-চিন্তায় আমার পিঠ বাঁকা হইয়া গিয়াছে।"

কাহারও কাহারও মতে তিনি বলিয়াছেন, "আমি তিন ওস্তাদের খেদমত করিয়াছি এবং তাঁহাদের নিকট এত এল্ম হাসেল করিয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে একজন ইহুদী হইয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। দ্বিতীয় ওস্তাদ অগ্নিপূজক হইয়া এবং তৃতীয় ওস্তাদ খ্রীষ্টান হইয়া মরিয়া যান। তাঁহাদের অবস্থা দেখিয়া ভয়ে আমার পিঠ বাঁকা হইয়া গিয়াছে।"

অমুখাপেক্ষিতা ঃ একবার কোন এক ব্যক্তি তাহার নিকট স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ দুইটি থলিয়া পাঠাইয়া দিয়া বলিয়া দিল যে, আপনি ইহা কবূল করুন। আমার পিতা আপনার বন্ধু ছিলেন। তিনি অতিশয় নেককার ছিলেন। তিনি ইন্তেকালের পর আমি মীরাছী সূত্রে যাহা পাইয়াছি উহা হইতে এই দুই থলিয়া আপনার খেদমতে পাঠাইয়া দিলাম। হযরত সুফিয়ান নিজ পুত্রের মারফত থলিয়া দুইটি প্রেরকের নিকট ফেরত পাঠাইয়া বলিয়া দিলেন, আপনার পিতার সহিত আমার দুস্তি ছিল আল্লাহর ওয়াস্তে, দুনিয়ার জন্য নহে। হযরত সুফিয়ানের পুত্র থলিয়া দুইটি ফেরত দিয়া আসিয়া পিতাকে বলিল, আব্বাজান! আপনার দেলটা মনে হয় পাথরের। কারণ, আপনি দেখিতেছেন আমার ছেলে-পেলে আছে এবং আমি রিক্ত হস্ত। তথাপি আমার প্রতি আপনার দয়া হয় না। হযরত সুফিয়ান ছওরী (রহঃ) বলিলেন, বৎস! তুমি যদি গ্রহণ করিতে চাও তবে যাইয়া লইয়া আস। যদি দেয় তাহা সানন্দে উপভোগ কর; কিন্তু আমি এইরূপ কখনো করিতে পরিব না যে, আল্লাহ পাকের দুস্তীকে দুনিয়ার দুস্তীর বিনিময়ে বিক্রয় করিয়া কিয়ামতের দিন নিঃসহায় ও লজ্জিত থাকিব।

কথিত আছে, তিনি কোন এক সময়ে কাহারও হাদিয়া-তোহফা কবূল করিতেন না, আর একবার কোন একব্যক্তি তাঁহার জন্য কিছু হাদিয়া আনয়ন করিলে তিনি তাহা কবূল করিলেন না। লোকটি বলিল, আমি আপনার নিকট হইতে কোন হাদীছ শুনি নাই। তিনি বলিলেন, তুমি শুন নাই বটে তোমার অন্য মুসলমান ভাইয়েরা তো শুনিয়াছে ? আমার এই আশংকা যে, তোমার এই হাদিয়ার কারণে আমার দেল অন্যান্যদের চেয়ে তোমার প্রতি বেশি ঝুঁকিয়া পড়ে এবং ইহাকে দুনিয়াদারী বলে।

https://kitabbhubon.com

একদিন হযরত সুফিয়ান কোন ধনীলোককে বাড়ীর পার্শ্বদিয়া যাইতেছিল তিনি তাঁহার সঙ্গি লোককে বলিলেন, খবদার এই প্রকারের সুসজ্জিত বাড়ীরদিকে তাকাইও না। কারণ, এই ধরনের বাড়ী করিতে ধনীলোকে অপব্যয় করে, আর উহার প্রতি দৃষ্টিপাতকারী তাহার গুনাহের অংশীদার হইয়া থাকে।

তিনি জামে মসজিদের হুজরায় অবস্থান করিতেন; কিন্তু যখনই বাদশাহের অর্থে মসজিদে সুগন্ধি জ্বালান হইত, তখনই তিনি অন্যত্র চলিয়া যাইতেন যেন সেই সুগন্ধি তাঁহার নাকে না যাইতে পারে।

একদিন তিনি ভুলে জুব্বা উল্টা পরিয়াছিলেন, জুব্বাটি ঠিক করিয়া পরার জন্য বলা হইলে তিনি উহা ঠিক করিয়া পরিলেন না। বলিলেন, আমি এই জুব্বা পরিয়াছি আল্লাহর জন্য এখন আমি উহা মানুষের জন্য ঠিক করিতে পারিব না। উল্টা জুব্বাই তিনি পরিয়া রহিলেন।

নেকের আকাংখা ঃ একবার এক ব্যক্তি হজ্জ করিতে যায়, কিন্তু হজ্জ না পাওয়ায় আক্ষেপ করিতে থাকে। সুফিয়ান বলিলেন, "ভাই, আমি চারিবার হজ্জ করিয়াছি, তুমি উহার সওয়াব গ্রহণ কর, আর তোমার এই আক্ষেপের সওয়াব আমাকে দান কর।" সে ব্যক্তি বলিল, "আচ্ছা আমি দিয়া দিলাম।" সে রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন,কেহ যেন বলিতেছেন, "হে সুফিয়ান, তুমি এমন কাজ করিয়াছ যে, যদি তুমি আক্ষেপকারীর সওয়াবসমূহ এই আরাফাতবাসীদের উপর বন্টন করিয়া দিতে, তবে সকলেই ধনী হইয়া যাইত।"

কথিত আছে, একবার সুফিয়ান গোসলখানায় গেলে তাঁহার নিকট এক অল্পবয়স্ক দাড়িবিহীন সুন্দর বালক উপস্থিত হয়। সুফিয়ান তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "ইহাকে এইস্থান হইতে বাহির করিয়া দাও। কারণ, প্রত্যেক আওরতের সহিত এক শয়তান, আর দাড়িহীন খুবসুরত বালকের সহিত আঠারটি শয়তান থাকে। ইহারা মানুষের চক্ষে তাহাদের খুবী (সৌন্দর্য) বাড়াইয়া দেয়।"

একদিন সুফিয়ান ছওরী (রহঃ) রুটী খাইতেছিলেন। নিকটে একটি কুকুর বসিয়াছিল। সুফিয়ান উহাকেও খাওয়াইতে দিলেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি পরিবারের লোকদের সহিত কেন খাইতেছেন না?" তিনি উত্তর করিলেন, "কুকুরটি সারা দিনরাত আমাকে পাহারা দেয়, ফলে আমি নিরাপদে নামায পড়িতে পারি। স্ত্রী-পুত্রগণে সঙ্গে খাইলে তাঁহারা আমাকে ইবাদত হইতে বঞ্চিত রাখিত।"

একবার সুফিয়ান মুরীদগণকে বলিলেন, "ঠোঁট হইতে কণ্ঠনালীর পাগার পর্যন্তই কোন বস্তুর সুস্বাদ ও বিস্বাদ বুঝিতে পারা যায়, ইহার বেশী নহে। ভাল-মন্দ এই পর্যন্তই। সবর করিলে কিছুক্ষণ পরেই ভাল-মন্দ একাকার হইয়া যাইবে। যে বস্তু এত দ্রুত চলে, ইচ্ছা করিলে তাহা ছাড়াই সবর করা যায়।"

https://kitabbhubon.com

একবার সুফিয়ান এক বন্ধুসহ উঠের পিঠে চড়িয়া হজ্জের সফরে মক্কা শরীফে যাইতেছিলেন ও পথে কাঁদিতেছিলেন। বন্ধু বলিল, "আপনি কি গোনাহের শাস্তির ভয়ে কাঁদিতেছেন?" ইহা শুনিয়া তিনি হাত বাড়াইয়া এক টুকরা খড় লইয়া বলিলেন, "যদিও গোনাহ্ অত্যন্ত বেশী, কিন্তু আমার অপরাধ প্রভুর নিকটে তাঁহার অসীম দয়া ও মেহেরবানীর তুলনায় এই খড়কুটাও নহে। তবে আমি এইজন্য ভীত যে, আমি যে ঈমান আনিয়াছি, তাহা খাঁটি ঈমান হইয়াছে কি না।"

তিনি বলেন, "যদি বহু লোক একস্থানে একত্রিত হয় এবং তাহাদিগকে বলা হয় যে, অদ্য সন্ধ্যা পর্যন্ত যিনি বাঁচিয়া থাকিবেন বলিয়া সঠিক জানেন, তিনি দাঁড়ান, তাহা হইলে কোন ব্যক্তিই দাঁড়াইবেন না। আরও আশ্চর্য এই যে, যদি সকলকে ডাকিয়া বলা যায় যে, আগামী সফরের (মৃত্যুর) জন্য যাহার আসবাব-পত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, সেই ব্যক্তি দাঁড়ান, তাহা হইলেও কেহই দাঁড়াইবে না। অনেক সময় এরূপ হয় যে মানুষ নেক্ কাজের জন্য এবং অতি বেশী পাক বলিয়া ফেরেশ্তাদের মধ্যেও মশ্হুর হইয়া পড়ে এবং তাঁহার নাম আল্লাহ্ পাকের দফ্তরে পর্যন্ত লেখা হইয়া যায়। তারপর এমনও হয় যে, সেই নেক্ কাজের দরুন সেই ব্যক্তির অন্তরে অহঙ্কার পয়দা হয় এবং সে উহা লোকের নিকট যাহির করে। এমন কি, পরে উহা রিয়ায় (লোক দেখান কাজে) পরিণত হয়, ও আল্লাহর দফ্তরে উহা রিয়া রূপেই গণ্য হইয়া থাকে।"

যখন কোন দরবেশকে কোন ধনী ব্যক্তি বা কোন বাদশাহ্র কাছে মাথা নোয়াইতে দেখ, তবে তাঁহাকে রিয়াকার অথবা চোর বলিয়া জানিবে। যে যোহ্দের কাজ করে সেই যাহেদ, আর যে ব্যক্তি মুখে মুখে যোহ্দের দাবী করে, সে কার্যতঃ কিছুই নহে। তাঁহাকে যাহেদ বলা উচিত হইবে না। দুনিয়ার প্রতি আসক্ত না হওয়া ও দুনিয়াদারীকে হীন জানার নামই যোহ্দ। বর্তমানে এমন এক সময় আসিয়াছে যে, জবানকে শাসনে রাখাই কর্তব্য এবং নিজ নিজ ঘরের কোণে বসিয়া থাকিলেই নাজাত পাওয়ার আশা করা যায়। ইহা শুনিয়া এক ব্যক্তি বলিল, "হযরত, যদি ঘরের কোণে বসিয়া থাকি, তবে সংসার চালাইবার জন্য টাকা-পয়সা কিরূপে রোযগার করিব?" উত্তর করিলেন, আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর। আমি কোনও আল্লাহ-ভীরু লোককে রোযগারের জন্য পরের মুখের প্রতি তাকাইয়া থাকিতে দেখি নাই।"

নসীহত

❊ আল্লাহর ভয়ে এক ফোঁটা চোখের পানি উত্তম, সারা বৎসর নির্ভয়ে ক্রন্দন করার চেয়ে।

❊ ছিদ্র দিয়া ঢুকিয়া নিজেকে গোপন করাই আসল মানুষের কাজ। পূর্বকালের ওলীগণ এমন কোন জাঁকজমকের পোশাক পরাকেও ঘৃণার চক্ষে

https://kitabbhubon.com

দেখিতেন, যাহা দেখিলে লোকে আঙ্গুল দিয়া উহার দিকে ইশারা করে। তাঁহারা নিজকে শোহ্রত (খ্যাতনামা) করা কলঙ্ক বলিয়াই মনে করিতেন।

❋ এখন এমন সময় আসিয়াছে যে, মুখ বন্ধ করিয়া ঘরের কোণে আশ্রয় লওয়া ছাড়া কোথাও শান্তি দেখিতে পাইতেছি না।

❋ যে বাদশাহ্ আলেমগণের সোহ্বত লাভ করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ বাদশাহ্।

❋ দুনিয়াকে শরীরের জন্য এবং আখেরাতকে আত্মার জন্য গ্রহণ কর, অর্থাৎ শরীর রক্ষার পরিমাণ দুনিয়াদার হও এবং আখেরাতে নিজেকে রক্ষা করা ও বেহেশ্তে যাইবার জন্য মনকে উহার প্রতি আসক্ত কর।

❋ যে ব্যক্তি অন্যের উপর আপন শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করে, অর্থাৎ যে নিজেকে অন্য সবার চেয়ে বড় মনে করে, সে-ই অহংকারী।

❋ পাঁচ শ্রেণীর লোক সবচেয়ে উত্তম; যথা- (১) লোভ নাই, এমন আলেম; (২) ফকীহ্ (ফেকাহ্ শাস্ত্রবিদ) ছুফি; (৩) বিনয়ী ধনী ব্যক্তি; (৪) আল্লাহ্র কাছে শোকরগুযারী করে এমন দরবেশ; (৫) শরীফ সুন্নী অর্থাৎ হযরতের ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সঠিক তাবেদার।

❋ যাহার নামাযে আযীযী ও এশ্ক নাই, তাহার নামায প্রকৃত নামায নহে।

❋ যে ব্যক্তি হারাম রোযগারের টাকা-পয়সা দান করে, সে যেন না-পাক রক্ত দ্বারা নিজ কাপড় কাঁচিয়া পাক করিতে চাহে।

❋ সৎস্বভাব আল্লাহ তাআলার গযবের আগুনকে ঠাণ্ডা করে।

❋ যে-কোন মুসীবতই ঘটুক না কেন, কোন অবস্থায়ই আল্লাহ তাআলার উপর দোষ না চাপান- ইহাই একীন (বিশ্বাস)।

বর্ণিত আছে, যখন তাঁহার কোন মুরীদ কখনও মুসাফিরীতে যাইতেন, তিনি বলিতেন, "যদি কোথাও মওতকে পাও, আমার জন্য কিনিয়া আনিবে।"

যখন তাঁহার ওফাতের সময় উপস্থিত হয়, তখন তিনি কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন, "মনের আগ্রহে মওতকে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলাম। এখন দেখি, মওত বড়ই কঠিন। আফ্সোস, যদি কেবল লাঠিতে ভর করিয়া এই দীর্ঘ সফর শেষ করিতে পারিতাম, তবে কতই না ভাল হইত। কিন্তু আল্লাহ তাআলার নিকট পৌঁছা সহজ নহে।" মওত ও উহার কষ্টের কথা শুনিলে তিনি কখনও কখনও ভয়ে আকুল হইয়া পড়িতেন! যাহার নিকট যাইতেন তাহাকেই বলিতেন "শেষ সময় নিকটবর্তী হইবার পূর্বেই তাঁহার জন্য তৈয়ারী থাকিও, তাঁহার পথের সম্বল সংগ্রহ করিও।"

কখনও তিনি মৃত্যু কামনা করিতেন, কখনও উহার ভয়ে আকুল হইয়া পড়িতেন। তখন বন্ধুগণ তাঁহাকে বেহেশ্তের খোশ্খবর দিয়া সান্ত্বনা দিতেন। তিনি

https://kitabbhubon.com

মাথা নাড়িয়া বলিতেন, "তোমরা কি বল, আমি বেহেশ্‌তে যাইবার যোগ্য? বেহেশ্‌তী লোক অন্যরূপ।"

বস্‌রা নগরে তিনি উদরাময় রোগে আক্রান্ত হন। তবুও তিনি এক মুহূর্তও ইবাদৎ হইতে বিরত থাকিতেন না। হিসাব করিয়া দেখা যায়, একরাত্রে তিনি ষাট বার ওযূ করিয়া বারবার নামাযে মশ্‌গুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার দুর্বলতা দেখিয়া লোকে বলিল, "হযরত, আপনি আর ওযূ করিবেন না।" তিনি বলিলেন, "যখন আযরাঈল আসিবে, তখন যেন আমাকে না-পাক অবস্থায় না পায়। কেননা, না-পাক অবস্থায় আল্লাহ্ পাকের দরবারে যাওয়া উচিত নহে।"

ইন্তেকালের ঘটনা ঃ আবদুল্লাহ্ মেহ্‌দী বলেন, "সুফিয়ানের ওফাৎ নিকটবর্তী হইলে রাত্রে তিনি বলিলেন, "আমার মুখ মাটির মুখী করিয়া রাখ, কেননা, আমার মৃত্যুর সময় খুব নিকটবর্তী।" মেহ্‌দী বলেন, "আমি তাঁহার মুখ তাঁহার কথা অনুসারে রাখিয়া দিলাম এবং জনসাধারণকে তাঁহার সংবাদ জানাইবার জন্য বাহিরে গেলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখি, তাঁহার নিকট লোকের ভিড়। আমি বলিলাম "তোমাদিগকে কে সংবাদ দিল?" তাঁহারা প্রত্যেকেই বলিল, "আমরা স্বপ্নে দেখিয়াছি, কে যেন বলিতেছে, তোমরা সুফিয়ানের জানাযায় বাহির হও; তাহাতেই আমরা দৌড়িয়া আসিয়াছি।" লোকজন জমায়েত হইলে পর তাঁহার অবস্থা সংকটজনক হইয়া পড়ে। তখন তিনি আপন হাত শিয়রে বাড়াইয়া বালিশের নীচ হইতে এক হাজার দীনারের একটি থলি লইয়া বলিলেন, "এইগুলি গরীবদিগকে খয়রাত কর।" লোকগণ বলিতে লাগিল, "সুব্‌হানাল্লাহ্! সুফিয়ান সব সময় আমাদিগকে বলিতেন, "দুনিয়ায় ধন-দৌলত জমাইও না, অথচ তিনি স্বয়ং এত টাকা জমাইয়া রাখিয়াছেন।" তিনি বলিলেন, "এই টাকা আমার পাহারাদার ছিল। আমি ইহা দ্বারা নিজ ধর্ম রক্ষা করিতে পারিয়াছি। ইহার কারণেই ইব্‌লিস আমার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই! কেননা, সে যখন বলিত, তুমি আজ কি খাইবে এবং কি পরিবে? তখনই আমি তাঁহাকে বলিতাম, "দেখ, এই টাকা।" যখন বলিত, "তোমার ত কাফনও নাই, "তখন বলিতাম "এই টাকা দেখ।" যদিও আমার টাকার কোন প্রয়োজনই ছিল না, তবুও ইহা দ্বারা মনের ওয়াস্‌ওয়াসা নিবারণ করিতাম।" এই সকল কথা বলিয়া কালেমা শাহাদাৎ পড়িতে পড়িতে তিনি ইন্তেকাল করিলেন।

কথিত আছে, বোখারায় এই ওলীআল্লাহ্‌র এক উত্তরাধিকারী ছিলেন। হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়। সেখানকার ওলামাগণ তাঁহার ত্যাজ্য সম্পত্তি রক্ষা করিতে থাকেন এবং তাঁহার বয়স ১৮ বৎসর মাত্র। বোখারাবাসিগণ তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য শহরের নিকটস্থ নদী-তীর পর্যন্ত আসেন এবং তাঁহাকে আদরের সহিত শহরে লইয়া যান। তারপর তাঁহারা মৃত ব্যক্তির টাকা-পয়সা তাঁহাকে দান করেন। তিনি

https://kitabbhubon.com

সমস্ত টাকা যত্নের সহিত রাখিয়া দেন, যেন কাহারও নিকট টাকা-পয়সার জন্য সাহায্য চাহিতে না হয়। কিন্তু যখন বুঝিলেন যে, মওত নিকটবর্তী হইয়াছে, তখন সমস্ত টাকা পয়সা গরীবদিগকে দান করিয়া দিলেন। যে রাত্রে তাঁহার ইন্তেকাল হয়, সে রাত্রে "মাতাল অরা, মাতাল অরা" অর্থাৎ পরহেযগারের মৃত্যু হইল' পরহেযগারের মৃত্যু হইল, বলিয়া সকলে গায়েবী আওয়ায শুনিতে পাইয়াছিল।

তিনি মানুষের প্রতি, এমন কি পশু-পক্ষীর প্রতিও খুব দয়ালু ছিলেন। একবার তিনি বাজারে এক ব্যক্তির হাতে খাঁচায় আবদ্ধ একটি পাখী দেখিতে পান। পাখীটি ছটফট করিতেছিল। সুফিয়ান তৎক্ষণাৎ পাখীটিকে কিনিয়া লইয়া ছাড়িয়া দিলেন। কথিত আছে, এই পাখীটি সব সময় তাঁহার ঘরে আসা-যাওয়া করিত। তিনি নামাযে মশ্গুল থাকিলে পাখীটি বসিয়া তাহা দেখিতে থাকিত। কখনও কখনও সে তাঁহার গায়ে আসিয়া বসিত। তাঁহার ইন্তেকালের পর লাশ লইয়া যাইবার সময় পাখিটি লাশের খাটের উপর উড়িতে উড়িতে কবর পর্যন্ত যায় ও বিলাপ করিতে থাকে। উপস্থিত লোকগণ ইহা দেখিয়া কাঁদিতে থাকে। তখন কবর হইতে আওয়ায হইল 'জীবের প্রতি দয়া করিত বলিয়াই সুফিয়ানকে আল্লাহ্ তাআলা দয়া করিয়াছেন।"

ওফাতের পর তাঁহার একজন মুরীদ তাঁহাকে স্বপ্নে দেখেন, যেন তিনি এক গাছ হইতে আর এক গাছে উড়িয়া বেড়াইতেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এত বড় ইয্যত কিরূপ লাভ করিলেন?" উত্তর করিলেন, "পরহেযগারী দ্বারা।"

হযরত আবু আলী শকীক বল্খী (রহঃ)

পরিচিতি ঃ তাঁহার নাম শকীক, উপনাম আবু আলী। তিনি তদানিন্তন কালের বিশিষ্ট বুযুর্গ, ফকীহ ও দক্ষ আলেম এবং লেখক ছিলেন। তিনি যাহেদকুলের মাথার মনি এবং বল্খের অধিবাসী ছিলেন। সেই সময় তাঁহার তুল্য শ্রেষ্ঠ পীর ও ইবাদতে এতবড় আবেদ কেহ ছিলেন না। সারা জীবন তিনি আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল ছিলেন। বিভিন্ন শাস্ত্রের তিনি বড় আলেম ছিলেন। তিনি বহু কিতাব লিখিয়া গিয়াছেন। তরীকত বা তত্ত্বজ্ঞান শাস্ত্রে তিনি ইব্রাহীম আদ্হামের মুরীদ ছিলেন। তিনি বহু পীরেরও ছোহ্বত লাভ করিয়াছিলেন।

তাহার অবস্থাও হাকীকত ঃ আবু আলী শকীক বলিয়াছেন, "আমি এক হাজার সাত শত ওস্তাদের মুরীদী গ্রহণ করিয়াছি এবং বহু কিতাব পাঠ করিয়াছি। ইহার সার এই জানিয়াছি যে, আল্লাহ্ পাকের খুশী দুনিয়ার চারিটি বস্তুতে নিহিত আছে; যথা (১) রুযী সম্বন্ধে নিশ্চিন্ততা, (২) প্রত্যেক কাজে এখলাছ বা সরলতা, (৩) শয়তানের সহিত শত্রুতা করা, (৪) মওতের জন্য আস্বাব প্রস্তুত করা।"

https://kitabbhubon.com

শকীক বল্খীর জীবনের পরিবর্তন ঃ একবার তিনি ব্যবসা উপলক্ষে তুর্কিস্তানে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি এক প্রতিমা-মন্দির দেখিতে যান। একজন মূর্তিপূজককে তিনি তথায় দেখিলেন যে, সে মূর্তি পূজা করিতেছে এবং কাঁদিয়া কাঁদিয়া উহার নিকট আরয করিতেছে। তখন শকীক তাহাকে বলিলেন, "তোমার সৃষ্টিকর্তা একজন জীবন্ত জ্ঞানময়, শক্তিপূর্ণ; তুমি তাঁহারই পূজা কর। অনর্থক পুতুলপূজা করিও না, লজ্জিত হও; জানিও মূর্তির কোনই ক্ষমতা নাই।" ইহা শুনিয়া সেই পুতুল-পূজক, বলিল, "যদি তুমি বল, আমি যাহার পূজা করি তাহার কোন ক্ষমতা নাই, তবে তোমার আল্লাহর কি ক্ষমতা নাই যে, তিনি তোমাকে নিজের দেশে রুযী দান করেন? সেখানে তিনি রুযী দানে সমর্থ হইলে তুমি আর এই দূরদেশে আসিতে না।" ইহা শুনিয়া শকীক সজাগ হইলেন ও বল্খের দিকে যাত্রা করিলেন। পথে একজন আতশ-পুরস্তের (অগ্নিউপাসকের) সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সে শকীককে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি কাজ কর?" শকীক বলিলেন, "আমি ব্যবসা করি।" আতশ-পুরস্ত বলিল, "তুমি বস্তুর পিছনে দৌড়াইতেছ কেন? যাহা তোমার নসীবে আছে তাহা ত তুমি পাইবেই। উহার দিকে দৌড়াইবার কোন প্রয়োজন নাই।" শকীক ইহা শুনিয়া আরও সজাগ হইলেন। তখন হইতে দুনিয়ার প্রতি তাঁহার উদাসভাব জন্মে এবং তিনি বল্খে ফিরিয়া আসেন। এই সময় তাঁহার একদল যুবক বন্ধু তাঁহার সহিত মিলিত হয়। ফলে তাঁহার মনে গতিতে আরও পরিবর্তন আসে। সেই সময় আলী ইব্নে ঈসা বল্খের আমীর ছিলেন। একদা তাঁহার একটি কুকুর হারাইয়া যায়। তাঁহার অনুচর শকীকের একজন পড়শীকে কুকুর-চোর বলিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়া তাঁহার উপর যুলুম করিতে থাকে। পড়শী শকীকের আশ্রয় গ্রহণ করে। শকীক আমীরকে বলেন, "আমি আপনার কুকুর আপনাকে দিব। আপনি আমার পড়শীকে আযাদ করিয়া দিন।" তাঁহার অনুরোধে আমীর সেই লোকটিকে আযাদ করিয়া দেন। তিন দিন পর এক ব্যক্তি সেই কুকুর পাইয়া মনে মনে ভাবিল যে, এই কুকুর শকীকেরই নিকট হাযির করা কর্তব্য। কারণ শকীক একজন দাতা; তিনি আমাকে এইজন্য কিছু দান করিবেন। কুকুরটি শকীকের নিকট আনিলে তিনি তাহা আমীরের নিকট লইয়া যান। ইহার পর হইতে তিনি সম্পূর্ণ দুনিয়া বিরাগী হন।

একবার বল্খ প্রদেশে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। খাদ্যের অভাবে লোকে মানুষের গোশ্ত খাইতে আরম্ভ করে। শকীক বাজারে এক ক্রীতদাসকে খুশী ও হাসিমুখ দেখিতে পাইয়া বলিলেন, দুর্ভিক্ষের কারণে মানুষ ধ্বংস হইয়া যাইতেছে আর তোমাকে খুশী অবস্থায় দেখা যাইতেছে কেন? ক্রীতদাস, উত্তর করিল, "তাহাতে আমার ভয় কি? আমি ত এমন ব্যক্তির ক্রীতদাস, যাহার বহু গ্রাম ও বহু শস্য আছে। তিনি কখনও আমাকে উপবাস রাখিবেন না।" ইহা শুনিয়া শকীক অস্থির হইয়া পড়িলেন এবং বলিলেন, "এলাহী, এই ক্রীতদাস এই সামান্য শস্যের

https://kitabbhubon.com

মালিক নিজ প্রভুর প্রতি এতদূর সন্তুষ্ট, আর তুমি এতবড় রাজ্যের মালিক, সব জীবের রুযী-দাতা, আমি কেন রুযীর জন্য চিন্তিত হইব?" তখন তিনি দুনিয়ার ব্যবসা ছাড়িয়া দেন এবং তওবা করিয়া আল্লাহ্ পাকের প্রতি মুখ করেন। তিনি বলিতেন, "আমি একজন ক্রীতদাসের ছাত্র।"

হাতেম আসম বলেন, "আমি একবার শকীকের সঙ্গে জেহাদে গিয়াছিলাম। ভীষণ লড়াই শুরু হয়। এমন এক সঙ্কটজনক অবস্থা উপস্থিত হয় যে, তলোয়ারের অগ্রভাগ ছাড়া কিছুই দেখা যাইতেছিল না। তীরে আকাশ ছাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু শকীক সৈন্যদলের মধ্যে নিজের খেরকাটি বালিশ রূপে রাখিয়া সেখানে শুইয়া পড়িলেন। নিজ প্রভুর প্রতি এতটা বিশ্বাস ছিল বলিয়াই তিনি শত্রুদলের সম্মুখে এরূপ শান্তভাবে এবং নিরাপদে শুইয়া থাকিতে পারিয়াছিলেন। কেহ তাঁহার কোন ক্ষতিই করিতে পারে নাই।

একবার শকীক্ বল্খ নগরে এক সভায় ওয়ায করিতেছিলেন। শহরে তখন ভীষণ শোরগোল আরম্ভ হয়; কারণ কাফের-দল শহর হামলা করিয়াছিল। শকীক তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া পড়েন এবং লড়াই করিয়া কাফের দলকে হারাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসেন। এক মুরীদ কয়েকটি ফুল তাঁহার হাতে দিলে, তিনি উহার ঘ্রাণ লইতেছিলেন। ইহা দেখিয়া এক নির্বোধ বলিল, "কাফের শত্রু-সৈন্য শহরের দরজায় উপস্থিত, এদিকে মুসলমানগণের ইমাম ফুলের ঘ্রাণ লইতেছেন।" তখন শকীক বলিলেন, "হাঁ, কপট ও মোনাফেকগণ ফুলের ঘ্রাণ লওয়াই দেখে, কিন্তু শত্রু-সৈন্যের পরাজয় দেখিতে পায় না।"

একবার শকীক সমরকান্দে ওয়ায করিতেছিলেন। এক মযহাবেরর প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "হে লোকগণ, যদি তোমরা মৃত হইয়া থাক, তবে গোরস্তানে যাও; আর যদি পাগল হও, পাগল খানায় চলিয়া যাও। যদি কাফের হও, তবে দারুল হরবে অবস্থান কর। যদি মু'মিন হও, তবে হেদায়েত পথ ধর।

একবার এক ব্যক্তি বলিল, "লোকে এই বলিয়া আপনার নিন্দা করে যে, আপনি অপরের রুযী ভোগ করিয়া থাকেন। আসুন আমি আপনাকে কিছু দান করিব।" শকীক বলেন, তোমার দানে যদি পাঁচটি দোষ না থাকিত, তবে আমি উহা গ্রহণ করিতাম- (১) তোমার ধনের ক্ষতি হইবে; (২) তোমার দেওয়া মাল চোরে লইয়া যাইতে পারে; (৩) হইতে পারে, দান করিয়া তুমি পরে মনে কষ্ট পাইবে; (৪) হইতে পারে, আমার কোন দোষ দেখিলে পরে তাহা ফিরাইয়া দিতে বলিবে; (৫) হয়ত শীঘ্রই তুমি মরিয়া যাইবে ও আমি নিঃসম্বল হইয়া পড়িব। আমি যে-সকল দোষ এইস্থলে বর্ণনা করিলাম, আমার আল্লাহ এইসকল দোষ-ত্রুটি হইতে মুক্ত ও পাক। তিনিই আমার রুযীর যামিন।"

পথের আসল সম্বল ঃ কথিত আছে, এক ব্যক্তি আসিয়া শকীককে বলিল, "হুযুর, মক্কা শরীফে হজ্জ করিতে যাইতে ইচ্ছা করি।" শকীক (রহঃ) জিজ্ঞাসা

https://kitabbhubon.com

করিলেন, তোমার নিকট কি সম্বল আছে?" সেই ব্যক্তি বলিল, "চারটি বস্তু আমার সম্বল- (১) আমি আল্লাহ্ ছাড়া আর কাহাকেও নিজের নিকটবর্তী রুযীদাতা বলিয়া মনে করি না। (২) সংসারে কাহাকেও নির্দিষ্ট রুযীর চেয়ে বেশী দাতা পাইতেছি না। (৩) যেখানে-সেখানে দেখিতে পাই, আল্লাহ পাকের হুকুম আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে। (৪) যে অবস্থায়ই থাকি না কেন, আমি বুঝিতে পারি যে, আল্লাহ তাআলা আমার অবস্থা আমার চেয়ে অনেক বেশী জানেন।" ইহা শুনিয়া শকীক বলিলেন, তোমাকে ধন্যবাদ, তোমার সম্বল আছে।"

নছীহত ঃ একবার শকীক মক্কা শরীফে রওয়ানা হইয়া বাগদাদে উপস্থিত হন। সংবাদ পাইয়া সেই সময়কার বাদশাহ্ হারুনুর-রশীদ আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি যাহেদ (দুনিয়া বিরাগী)?" শকীক বলিলেন, "আমি শকীক বটে, কিন্তু যাহেদ নহি।" হারুনুর-রশীদ বলিলেন, "আপনি আমাকে কিছু উপদেশ দান করুন। শকীক বলিলেন, "আপনি সাবধানে চলিবেন, যেহেতু আল্লাহ তাআলা আপনাকে সিদ্দীকের আসনে বসাইয়াছেন; তিনি আপনার নিকট হইতে সিদ্‌ক্ অর্থাৎ সত্যই চাহেন। তিনি আপনাকে ফারুকের আসনে বসাইয়াছেন;তিনি আপনার নিকট হইতে হক্ ও বাতেলের প্রভেদকরণ চাহেন। তিনি আপনাকে যুন্নুরাইনের পদে বসাইয়াছেন; এইজন্য তিনি আপনার নিকট হইতে উদারতা ও জেহাদ চাহেন। আপনাকে তিনি মোর্তাযার আসনে বসাইয়াছেন; সুতরাং আল্লাহপাক আপনার নিকট হইতে এল্‌ম ও ন্যায় বিচার চাহেন।" হারুনুর-রশীদ বলিলেন, "আরও কিছু বলুন " তখন শকীক বলিলেন, "আল্লাহ তাআলার রাজ্যে দোযখ নামে একটি স্থান আছে। আল্লাহ আপনাকে সেই দোযখের দারোয়ান নিযুক্ত করিয়াছেন এবং তিনটি বস্তু আপনার হাতে দিয়াছেন- ধন, তলোয়ার ও বেত্রদণ্ড। আর বলিয়াছেন, এই তিনটি বস্তু দ্বারা লোকদিগকে দোযখ হইতে রক্ষা করিবেন। যে অভাবগ্রস্ত প্রার্থী আপনার নিকটে আসিবে, তাহাকে ধন দান করিবেন। যে আল্লাহ পাকের হুকুমের বিরুদ্ধে চলিবে, তাঁহাকে এই বেত্র দ্বারা শাসন করিবেন এবং কেহ কাহাকেও বধ করিলে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসগণের মত লইয়া এই তলোয়ার দিয়া হত্যাকারীকে শাস্তিদান করিবেন। যদি আপনি ইহা না করেন, তবে আপনিই দোযখিগণের অগ্রণী হইবেন।" ইহা শুনিয়া হারুনুর-রশীদ বলিলেন, "আরো কিছু বলুন।" শকীক বলিলেন, "আপনি নহরের ন্যায়, আপনার কাজসমূহ খালের মত; যদি নহর পরিষ্কার না হয়, তবে খাল পাক ও পরিস্কার হওয়ার কোন আশাই করা যায় না; কিন্তু যদি নহরের মূল মলিন হয়, তবে নালা নির্মল হওয়ার কোন সম্ভাবনাই থাকে না।" হারুনুর-রশীদ আরও কিছু বলিতে আরয করিলেন। শকীক বলিলেন, "যদি আপনি কোনও মরুভূমিতে পানির পিপাসায় মৃতপ্রায় হইয়া পড়েন, সে, সময় কিছু ঠাণ্ডা পানি

https://kitabbhubon.com

পাইলে আপনি কত মূল্যে উহা ক্রয় করিবেন?" খলীফা বলিলেন, "যে মূল্যেই পাই তাহা দিব।" শকীক বলিলেন, "যদি সে আপনার অর্ধেক রাজ্যের বদলে উহা বিক্রয় করে?" খলীফা বলিলেন, "তবে তাহাই দিব।" শকীক আবার প্রশ্ন করিলেন, "সেই পানি পান করার ফলে যদি আপনার প্রস্রাব বন্ধ হইয়া যায় আর তাহাতে আপনি মৃতপ্রায় হইয়া পড়েন, তখন যদি আপন এক ব্যক্তি বলে যে, আমি তোমার রোগ ভাল করিতে পারিলে আমাকে অর্ধেক রাজ্য দান করিবে কি? সেই অবস্থায় আপনি কি করিবেন?" খলীফা বলিলেন, "রোগ ভাল করার জন্য আমি অর্ধেক রাজ্য তাহাকে দান করিব।" শকীক বলিলেন, "আচ্ছা, এক অঞ্জলী পানির দামে যাহা বিক্রয় হয়, আপনি সেই রাজ্য লইয়া কেন এত গর্ব করেন?" ইহা শুনিয়া খলীফা কাঁদিতে লাগিলেন এবং শকীককে সসম্মানে বিদায় দিলেন। তারপর শকীক মক্কা শরীফে চলিয়া যান। সেখানে তাঁহার নিকট বহু লোক হাযির হইতে থাকে। তিনি জনতাকে বলিলেন, "এখানে রুযীর খোঁজ করা মূর্খতা এবং শুধু নিজের রুযীর জন্য কাজ করা হারাম।" ইব্‌রাহীম আদ্‌হামও সেখানে উপস্থিত থাকিতেন। তিনি একবার ইব্‌রাহীমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি রুযী সম্বন্ধে কি কর?" ইব্‌রাহীম বলিলেন, "যদি কোন খাদ্যবস্তু পাই, তবে শোকরগুযারী করি, আর না পাইলে সবর করিয়া থাকি।" শকীক বলিলেন, "আমাদের পাড়ার কুকুরগুলিও খাদ্য পাইলে শোকরগুযারী করে এবং না পাইলে সবর করিয়া থাকে।" ইব্‌রাহীম জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি করেন?" তিনি উত্তরে বলিলেন, "আমার হাতে আসিলে তাহা দান করি, না পাইলে সবর করি। ইহা শুনিয়া ইব্‌রাহীম আদ্‌হাম বলিলেন, "সত্যই আপনি বড় বুযুর্গ।"

কথিত আছে, এক বৃদ্ধ শকীকের নিকট আসিয়া বলিল, "আমি বহু গোনাহ্‌ করিয়াছি। এখন তওবা করিবার জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি।" শকীক বলিলেন, "তুমি দেরীতে আসিয়াছ।" বৃদ্ধ বলিল, "না,আমি তাড়াতাড়ি আসিয়াছি; কেননা, যে মওতের আগে তওবা করিতে আসে সে তাড়াতাড়ি আসিয়াছে বলিতে হইবে।" শকীক বলিলেন, "তবে তোমার আসা ভালই হইয়াছে এবং তুমি উত্তম কথাই বলিয়াছ।"

নসীহত

❊ আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি, কেহ বলিতেছেন, "যে ব্যক্তি নিজ রুযী সম্বন্ধে আল্লাহর উপর নির্ভর করে তাহার চরিত্র উন্নত হয়, ইবাদতে তাহার মনে ওয়াস্‌ওয়াসা জন্মে না।

❊ তিন জিনিসের মধ্যে মানুষের ধ্বংস ঃ ১। তওবা করিবে আশায় গুনাহর কাজ করা। ২। অধিক দিন বাঁচিবার আশায় তওবা না করা, ৩। আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ হওয়া।

https://kitabbhubon.com

❊ ইবাদতের মূল আল্লাহ্‌কে ভয় করা, তাঁহার রহ্‌মতের আশা করা এবং তাঁহার উপর ঈমান (বিশ্বাস) রাখা; আর ভয়ের চিহ্ন-হারাম কথা ও হারাম কাজ ত্যাগ করা এবং আশার লক্ষণ- সব সময় তাঁহার ইবাদতে মশ্‌গুল থাকা; এশ্‌কের লক্ষণ-তাঁহার উপর শওক (অনুরাগ) এবং অটল ভাব বজায় রাখা।

❊ ধনীর জন্য তিনটি বিষয় অতি যরুরীঃ (১) শরীরের মেহ্‌নত (২) আন্তরিক ভাবে কাজে মশ্‌গুল থাকা ও (৩) হিসাবে কঠোর ভাব অবলম্বন করা।

❊ মৃত্যুর জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকিতে হইবে। কেননা, মৃত্যু আসিবেই. আসিলে কখনও ফিরিয়া যাইবে না।

❊ লোকে জিজ্ঞাসা করিল, "মানুষ আল্লাহ তাআলার উপর যে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল তাহা কিরূপে জানিব এবং আল্লাহ তাআলার হুকুম তামিল করার জন্য যাহার প্রতিজ্ঞা কঠোর, তাহা কিরূপে বুঝিব?" তিনি বলিলেন, "উহার লক্ষণ-যদি দুনিয়ায় তাঁহার কোনও ক্ষতি হয়, তবুও সে উহাকেই আনন্দের সহিত গ্রহণ করিবে।"

❊ কোন দরবেশকে পরীক্ষা করিতে হইলে দেখিবে, তিনি আল্লাহর উপর অধিক নির্ভরশীল, না লোকের উপর।

❊ তিন উপায়ে লোকের পরহেযগারী পরীক্ষা করা যায় ঃ (১) ধর্মের আদেশ ও নিষেধ পালন দ্বারা। (২) দীন ও দুনিয়ার কথাবার্তা দ্বারা। (৩) ধর্মের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বেশী, না দুনিয়ার সহিত বেশী, ইহা দেখিয়া।

❊ আমি প্রায় সাত শত ওলামাকে সওয়াল করিয়াছি, 'জ্ঞানী কে? ধনী কে? দরবেশ কে? এবং বখীল (কৃপণ) কে? সকলেই এক বাক্যে এই জওয়াব দিয়াছেন- (১) যে দুনিয়াকে ভালবাসে না ও দুনিয়াদারীর লোভে পড়িয়া না ঠকে, সে-ই জ্ঞানী। (২) প্রকৃত ধনী ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌ পাকের বন্টনে সন্তুষ্ট। (৩) যাহার অন্তরে অধিক ধন পাইবার আকাঙ্ক্ষা নাই, সে-ই দরবেশ; (৪) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ তাআলার দেওয়া মালের হক আদায় করে না, সে-ই বখীল বা কৃপণ।

একবার হাতেম আছম তাঁহার নিকট নসীহত চাহিলে তিনি বলিলেন, "যদি সাধারণ নসীহ্‌ত চাও, তবে জবানকে শাসনে রাখ এবং যে পর্যন্ত নিজ জ্ঞানের পাল্লায় ঠিক উত্তর না পাও, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন কথার উত্তর দিবে না। আর যদি বিশেষ নসীহত চাও, তবে দেখিবে, যে পর্যন্ত কথা না বলিলে তুমি নিজে জ্বলিয়া যাওয়ার আশঙ্কা হয় অথবা কথা না বলিলে বিশেষ ঝগড়ার সৃষ্টি হইবার ভয় হয়, তবে কথা বলিবে।"

ইমাম আযম আবূ-হানীফা (রহঃ)

পরিচিতি ঃ তাঁহার নাম নু'মান, পিতার নাম ছাবেত, তাঁহার উপনাম আবু হানীফা। ইসলাম ধর্মের উজ্জ্বল বাতি, শরীয়ত ও মা'রেফাতে সুপণ্ডিত, আরেফ

https://kitabbhubon.com

বিল্লাহ্, সূফী ইমাম আযম আবূ হানীফা কুফা নগরের জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ফকীহ-মোজ্তাহিদ হিসাবে সর্বত্র সুপরিচিত এবং তিনি সকলের প্রশংসার পাত্র। তিনি হানাফী মাযহাবের ইমাম ছিলেন। তাহার উপনাম হিসাবে হানাফী মাযহাবের নামকরণ হইয়াছে। তিনি সব মযহাবের নিকট প্রিয়। মা'রেফতে তাঁহার সমান কেহ নাই। তিনি বহু ছাহাবা এবং ওলী-আল্লাহ্র দর্শনলাভ করিয়াছিলেন। যথা- হযরত আনাস্ ইবনে মালেক, জাবের ইব্নে আবদুল্লাহ্, আবদুল্লাহ্ ইব্নে রুমী, ওয়াছেক ইব্নে আরকা (রাঃ) প্রমুখ।

তিনি হযরত ছাদেকের পরম বন্ধু ছিলেন। তিনি হযরত ফুযাইল, ইব্রাহীম আদ্হাম, বিশ্রে হাফী ও দাউদ তায়ীর ওস্তাদ ছিলেন। তিনি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আরাইহি ওয়া সাল্লামের পাক রওয়া যেয়ারতের জন্য মদীনা শরীফ গমণ পূর্বক উহার নিকটবর্তী হইয়া বলিলেনঃ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ (আস্সালামু আলাইকুম ইয়া সাইয়্যেদাল মুরসালীন। অর্থাৎ হে প্রেরিত শ্রেষ্ঠ রাসূল, আপনাকে ছালাম। উত্তর পাইলেন- وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ يَا اِمَامَ الْمُسْلِمِيْنَ (ওয়া'আলাইকুমুস্সালাম ইয়া ইমামাল মুসলিমীন) অর্থাৎ হে মুসলমানদিগের ইমাম, তোমাকেও ছালাম।

নছীহতপূর্ণ ঘটনা ঃ কথিত আছে, ইমাম আযম রহমাতুল্লাহি আলাইহ বাল্যকাল হইতেই মাওলার প্রেমিক ও লোকের প্রতি বিমুখ ছিলেন। তিনি অতি সাধারণ পোশাক পরিতেন। এক রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পাক রওযা মোবারক হইতে তাঁহার পাক হাড়গুলি জমা করিতেছেন এবং উহাদের মধ্যে একটি অপরটি হইতে পৃথক করিতেছেন। এই স্বপ্ন দেখিয়া তিনি ভয়ে অস্থির হইয়া জাগিয়া উঠেন এবং বিখ্যাত স্বপ্ন-ব্যাখ্যাকারী ইব্নে সীরীনের এক শিষ্যের নিকট ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করেন। শিষ্য বলিলেন, "ইহার অর্থ এই- আপনি হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জ্ঞান, ফেকাহ্ এবং হাদীসে এরূপ জ্ঞানলাভ করিবেন যে, এই সকল শাস্ত্রের বিস্তৃত ব্যাখ্যাকারীর পদে আপনার স্থান হইবে এবং হক্কে না-হক্ হইতে অর্থাৎ সত্যকে অসত্য হইতে পৃথক করিতে সক্ষম হইবেন।"

আর একবার তিনি স্বপ্নে হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখেন, তিনি বলিতেছেন, "হে আবূ-হানীফা, আল্লাহ তাআলা তোমাকে এইজন্য পয়দা করিয়াছেন যে, তুমি যেন আমার সুন্নতকে জীবিত রাখ। নির্জনে বাস করিবার আশা করিও না।"

পরহেযগারী ঃ ইমাম সাহেব শরীয়তের ব্যাপারে কিরূপ হুঁশিয়ার থাকিতেন, তাহা নিম্নের ঘটনা হইতে বুঝা যায় ঃ-

https://kitabbhubon.com

সেই সময়কার খলীফা আল্-মুন্সুর একদিন বাগদাদের প্রধান কাযী ও অন্যান্য খাস্ ওলামাগণকে ডাকিলেন। তিনি তাঁহার কোতওয়ালকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার প্রত্যেক সহচরের নামে কিছু কিছু জমিজমা লিখিয়া দাও।" কোতওয়াল হুকুম মতে কাজ করিলেন। সাক্ষীস্বরূপ দলীলে দস্তখত লওয়ার জন্য খলীফা জনৈক সহচরের মারফত দলীলগুলি প্রধান কাযী বৃদ্ধ শায়াবী ও অন্যান্য আলেমগণের নিকট পাঠাইয়া দেন। প্রথম কাযী শায়াবী সাক্ষীস্বরূপ দলীলে দস্তখত করিলেন। তারপর অন্যান্য আলেমগণও দস্তখত করিলেন। কিন্তু ইমাম আবূ-হানীফা দস্তখত করিতে রাযী হইলেন না। বরং তিনি খাদেমকে জিজ্ঞসা করিলেন, "আমীরুল মু'মিনীন (মুন্সুর) কোথায়?"সে বলিল, "খলীফা বালাখানায় আছেন।" আবূ-হানীফা (রহঃ) বলিলেন, "হয়ত খলীফাকে আমার নিকট আসিতে বল, নতুবা আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া চল; তাহা হইলে সাক্ষ্য ঠিক হইবে।" খাদেম বলিল, "স্বয়ং প্রধান কাযী ও অন্যান্য বিজ্ঞ আলেমগণ খলীফার অসাক্ষাতে এবং তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া দস্তখত করিয়াছেন। আপনি কেন অনর্থক তর্ক করিতেছেন?" যাহা হউক, তাঁহার দস্তখত না করার কথা খলীফার কানে গেল। খলীফা কাযীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সাক্ষ্য দিবার জন্য নিজের উপস্থিত থাকা প্রয়োজন কিনা? কাযী সাহেব বলিলেন, "হাঁ প্রয়োজন।" খলীফা বলিলেন, "তোমাকে এই দলীলে দস্তখত করিতে হুকুম করিবার সময় তুমি কি দেখিয়াছ যে, আমি উহাতে দস্তখত করিয়াছি?" কাযী শায়াবী উত্তর করিলেন,"আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, উহা আপনার জানা মতেই লেখা হইয়াছে। সেইজন্য আমি আপনার মোকাবেলার প্রয়োজন মনে করি নাই।" খলীফা বলিলেন, "ইহা ন্যায়ের বাহিরে। এই কারণে আমি তোমাকে কাযীর পদ হইতে বরখাস্ত করিলাম।"

তারপর প্রধান কাযীর পদে কাহাকে নিযুক্ত করা হইবে, সেই সম্বন্ধে আমীর ওমরাহের সহিত পরামর্শ করিয়া আবূ-হানীফা, সুফিয়ান, শরীহ্, মোশয়াব প্রমুখ বিখ্যাত চারিজন আলেমকে একজনকে নির্বাচন করিবার জন্য মনস্থ করিলেন। তদনুসারে খলীফা উক্ত চারিজন আলেমকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা একসঙ্গে এবং একই সময়ে আসিতেছিলেন। পথে ইমাম আবূ-হানীফা বলিলেন,"আমি তোমাদিগকে একটি সৎ পরামর্শ দিতেছি, শুন।" তাঁহারা বলিলেন, "আচ্ছা বলুন।" আবূ-হানীফা বলিলেন, "আমি ছলে ও কৌশলে কাযীর পদ গ্রহণ করিব না। সুফিয়ান পলায়ন করুন, মোশয়াব নিজকে পাগল বলিয়া ভান করুন, আর শরীহ্ কাযীর পদ গ্রহণ করুন।"

তাঁহার এই পরামর্শ মতে সুফিয়ান পলায়ন করেন এবং একখানি নৌকায় নিজকে গোপন করিয়া রাখেন। বাকী তিনজন খলীফার দরবারে হাযির হইলেন। সর্বপ্রথম খলীফা আবূ হানীফাকেই এই পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন।

https://kitabbhubon.com

তিনি উত্তর করিলেন, "আমীরুল্ মু'মিনীন, আমি আরবী নহি, বরং তাঁহাদের গোলাম শ্রেণীর অন্তর্গত। আরবের প্রধানগণ কিছুতেই আমার হুকুম মানিতে বাধ্য হইবেন না।" জা'ফর বারমেকী নামক একজন আমীর সেখানে হাযির ছিলেন। তিনি বলিলেন, "বংশের সহিত এই পদের কি সম্বন্ধ? বরং এল্‌মেরই সহিত ইহার সম্বন্ধ।" আবূ হানীফা আবার বলিলেন, "আমি এই পদের উপযুক্ত নহি, এই কথা বলার প্রমাণ এই, আমার এই উক্তি হয়ত সত্য হইবে, নতুবা মিথ্যা। যদি সত্য হয়, তবে আমি এই পদের উপযুক্ত নহি। আর যদি মিথ্যা বলিয়া মনে করেন, তবে মিথ্যুককে কখনও এই উচ্চ পদে নিযুক্ত করা উচিত নহে। আপনি বর্তমানে খলীফা; আপনার খলীফা (প্রতিনিধি) মিথ্যাবাদী হওয়াও ঠিক নহে। যেহেতু প্রাণদণ্ড ইত্যাদি গুরুতর ব্যাপারে তাঁহার উপর আপনাকে নির্ভর ও বিশ্বাস করিতে হইবে।" এই কথা বলিয়া আবূ-হানীফা মুক্তি পাইলেন। তারপর মোশয়াব অগ্রসর হইয়া খলীফার হাত ধরিয়া বলিলেন, "আপনি কেমন আছেন? আপনার পরিবারস্থ সকলে কেমন আছেন?" খলীফা তাঁহার এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে পাগল মনে করিয়া বাহির করিয়া দিতে হুকুম করিলেন। তারপর শরীহ্‌কে এই পদ গ্রহণ করার জন্য বার বার অনুরোধ করায় তিনি শেষ পর্যন্ত কাযীর পদ গ্রহণ করেন। তখন হইতে আবূ-হানীফ শরীহ্‌র সঙ্গ ত্যাগ করেন। এমন কি, তাঁহার সহিত কথাবর্তাও বন্ধ করিয়া দেন।

কাযী পদ গ্রহণ না করার কারণ এই যে, ইমাম আবূ-হানীফা এবং তখনকার আলেমগণ আযাদী কামনা করিতেন। হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, "যাহাকে কাযী নির্বাচিত করা হইয়াছে, ছুরি দ্বারা তাহাকে কতল করা হইয়াছে।" হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নসীহত তাঁহাদের অন্তরে জাগিয়াছিল। প্রাণদণ্ডাদি ফৌজদারী সংক্রান্ত গুরুতর মামলায় কাযীকেই হুকুম দিতে হয়। এইজন্য আল্লাহ্-ভক্ত লোকে সহজে এই-পদ গ্রহণ করিতে চাহেন না।

এক ব্যক্তি ইমাম সাহেবের নিকট হইতে কিছু টাকা কর্য গ্রহণ করে। যেই গ্রামে সে বাস করিত, ঘটনাক্রমে সেই গ্রামে ইমাম সাহেবের একজন ছাত্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইমাম সাহেব তাঁহার জানাযা পড়িবার জন্য সেখানে যান। তখন খুব রৌদ্র ছিল। সেখানে তাঁহার ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির দালানের দেওয়ালের ছায়া ব্যতীত কোন ছায়ার ব্যবস্থা ছিল না। লোকেরা তাঁহাকে বলিল "আপনি এই ছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুণ।" তিনি বলিলেন,"না, কেননা, দেওয়ালের মালিক আমার নিকট হইতে কিছু টাকা কর্য নিয়াছে, কাজেই তাঁহার দেওয়াল হইতে কিছু উপকার গ্রহণ করা আমার পক্ষে ঠিক নহে। হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

https://kitabbhubon.com

ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, 'কর্য স্বরূপ কাহাকেও কিছু টাকা দিয়া তাহার নিকট হইতে কোন উপকার গ্রহণ করিও না।' অতএব আমি যদি কিছু উপকার গ্রহণ করি, তবে উহা সুদ গ্রহণের সমতুল্য হইবে।

অন্তর্দৃষ্টি ঃ বর্ণিত আছে, একবার কতিপয় বালক বল খেলিতেছিল। নিকটেই ইমাম আযম সাহেবের মজলিস বসিয়াছিল। ঘটনাক্রমে একবার বলটি মজলিসের মধ্যে আসিয়া পড়ে। বালকদের কেহই সভার মধ্যে হইতে বলটি আনিতে সাহস করিল না। একটি বালক বলিল,"ইহা ত অতি সাধারণ কাজ; আমি বলটি আনিতেছি।" এই বলিয়া সে বে-আদবের মত সভামধ্য হইতে বলটি নিয়া আসে। ইমাম সাহেব ছেলেটির এই বে-আদবি দেখিয়া বলিলেন, "হয়ত এই বালকটি হালালজাদা নহে।" পরে লোকে খোঁজ করিয়া জানিতে পারে যে, বাস্তবিকই বালকটি হারামজাদা। লোকে ইমাম সাহেবকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিল,"ইমাম সাহেব! আপনি কিরূপে ইহা বুঝিতে পারিলেন?" তিনি বলিলেন, "যদি সে হালালজাদা হইত, তবে শরম তাহাকে এতদূর বে-আদবি করিতে বাধা দিত। মাননীয় ও বৃদ্ধ মুরুব্বীদের সামনে কখনও বে-আদবি করিতে সাহস করিত না।"

আদব ঃ দাউদ তায়ী বলিয়াছেন, "আমি বিশ বৎসর ইমাম আবূ-হানীফার খেদমতে ছিলাম। সব সময় তাঁহার উপর আমার নযর ছিল। তিনি কখনও প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে খালি মাথায় বসিতেন না। পরিশ্রমের কষ্ট দূর করিবার জন্য কখনও পা ছড়ান নাই। একবার আমি বলিলাম, "ইমাম সাহেব, যেখানে কেহ নাই এরূপ জায়গায় পা ছড়াইয়া বসিলে তাহাতে দোষ কি?" তিনি বলিলেন, "তেমন জায়গায় আল্লাহ্ পাকের সহিত আদব রক্ষা করা শ্রেয়ঃ।"

সর্তকবাণী ঃ একবার ইমাম সাহেব কোন এক পথ দিয়া যাইতেছিল। সেই পথে একটি বালককে কাদাময় স্থান দিয়া যাইতে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "বৎস, সাবধানে চলিও যেন পা পিছলাইয়া না যায়।" বালক উত্তর করিল, "আমার পড়া সহজ। আমি যদি পড়ি, তবে একাই পড়িব। কিন্তু আপনি সাবধানে চলিবেন। কেননা, আপনার পা পিছলাইলে আপনার তাবেদার সব মুসলমানেরই পা পিছলাইয়া যাইবে এবং তাহাদের উঠা অত্যন্ত কষ্টকর হইবে।" বালকের এরূপ জ্ঞানপূর্ণ কথায় ইমাম সাহেব আশ্চর্য হইলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে নিজ মুরীদগণকে বলিলেন, "সাবধান, যদি তোমাদের মনে কোন মাসয়ালায় (ধর্মীয় নিয়মকানুনে) সন্দেহ উপস্থিত হয় এবং কোন পরিষ্কার দলীল না পাও; তবে তোমরা সেই মাসয়ালায় আমার মতামত অনুসারে কাজ করিও না। আমার মতামতের অনুসারী থাকিয়াও; কিন্তু তত্ত্বের অনুসন্ধান হইতে বিরত থাকিও না। ইহাই পূর্ণ সুবিচারের লক্ষণ।" এই কারণে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদ তাঁহার ছাত্র হইয়াও বহু মাস্য়ালায় তাঁহার মতের বিরোধিতা করিয়াছেন।

https://kitabbhubon.com

তাকওয়া ঃ একবার ইমাম সাহেব শহরের হাম্মামে (গোসল খানায়) যাইয়া এক ব্যক্তিকে উলঙ্গ দেখিতে পান। কেহ বলিল, "সে ফাসেক (পাপী)" কেহ বলিল, "সে কাফের।"ইমাম সাহেব তাহাকে দেখা মাত্রই চক্ষু বন্ধ করিয়া ফেলিলেন। লোকটি তখন জিজ্ঞাসা করিল, "ইমাম সাহেব, কবে হইতে আপনার চোখের জ্যোতি গিয়াছে?" তিনি উত্তর করিলেন, "যে দিন হইতে তোমার শরম গিয়াছে।

একবার ইমাম সাহেব বাজারে যাইতেছিলেন, অতি সামান্য পরিমাণ কাদামাটি হঠাৎ তাঁহার জামায় লাগিয়া যায়। তিনি তখনই নদীতে যাইয়া কাদা ধুইয়া ফেলেন। লোকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ইমাম সাহেব, আপনি যে নির্দিষ্ট পরিমাণ না-পাক জায়েয রাখিয়াছেন, ইহা তো তার চেয়ে অনেক কম। তবুও কেন ইহা ধুইতেছেন?" তিনি উত্তর করিলেন, "হাঁ, উহা ফত্ওয়া, আর ইহা তাকওয়া। ইহার নযীর- হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন বেলাল (রাঃ)-কে আধা রুটিও জমা করিয়া রাখিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। অথচ কোন কোন সময় তিনি বিবিদের জন্য এক বৎসরের খাদ্য জমা রাখিয়াছেন।

উপদেশ ঃ দাউদ তায়ী (রহঃ) খলীফার পদ পাইয়া ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন আমার কি করা কর্তব্য? ইমাম সাহেব উত্তর করিলেন, "এখন এল্‌ম্ অনুসারে আমল কর। কেননা, যে এল্‌ম্ অনুসারে কাজ করে না, তাহার দেহ প্রাণশূন্য দেহের মত।"

স্বপ্ন ব্যাখ্যাঃ তখনকার খলীফা এক রাত্রে আযরাঈল (আঃ)-কে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,"আমার আয়ু আর কতকাল বাকী আছে?" আযরাঈল (আঃ) পাঁচ আঙ্গুলের প্রতি ইশারা করেন। খলীফা অনেক আলেমকে ইহার ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু কেহই পরিষ্কার ভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারিলেন না। তারপর তিনি ইমাম সাহেবকে ডাকিয়া ইহার ব্যাখ্যা করিতে বলেন। তিনি বলিলেন, "পাঁচ আঙ্গুলীতে পাঁচ বিষয়ের জ্ঞান বুঝায়। অর্থাৎ এই পাঁচ বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহারও নাই। যথা- আল্লাহ পাক কোর্আন শরীফে ফরমাইয়াছেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَتِ - وَ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ - وَ مَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا - وَ مَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ - اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

অর্থাৎ ঃ (১) নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকটেই রহিয়াছে কিয়ামতের জ্ঞান। (২) কখন বৃষ্টি হইবে তাহার জ্ঞান। (৩) জরায়ুতে কি ভ্রূণ আছে তিনিই জানেন। (৪) কাল কি হইবে কেহই জানে না; কেবল তিনিই জানেন। (৫) কোন্ স্থানে কাহার মৃত্যু হইবে তিনিই জানেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান।

—২৫

https://kitabbhubon.com

আল্লাহ ব্যতীত এই পাঁচ বিষয়ের জ্ঞান আর কাহারও নাই। আপনার জীবন আর কত দিন আছে, তিনিই জানেন। আযারাইল (আঃ)-এর পাঁচ আঙ্গুলের ইশারার অর্থ ইহাই।"

শেখ আবূ-আলী বলিয়াছেন, "একদা রাত্রে আমি হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়কার মুয়ায্যিন বেলালের কবরের পার্শ্বে শুইয়াছিলাম। স্বপ্নে দেখি, আমি যেন মক্কা শরীফে আছি এবং হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক শিশুকে কোলে রাখার ন্যায় এক বৃদ্ধকে কোলে করিয়া বনিশায়রা দরজা দিয়া বাহির হইলেন। আমি দৌড়িয়া তাঁহার নিকট যাইয়া তাঁহার কদমবুসী করিলাম। আমি আশ্চর্য হইয়া ভাবিতেছিলাম, এই বৃদ্ধ লোকটি কে? রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়া উঠিলেন, "ইনি মুসলমানদের ইমাম আবূ হানীফা।"

ইবাদত ঃ একদা হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) সারারাত সূরা ইয়াসিনের এই আয়াত-وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ-(হে নাফরমান-গুনাহগারের দল তোমরা আজ নেক লোকদের থেকে পৃথক হইয়া যাও।) পড়িতেছিলেন ও কাঁদিতেছিলেন। অথাৎ, তোমরা ভাল লোকদের সাথে থাকিতে পারিবে না। তোমাদের স্থান ঘৃণিত।

আবূ-হানীফা (রহঃ) প্রতি রাত্রে তিন শত রাক'আত নামায পড়িতেন। একবার তিনি এক পথ দিয়া যাইবার সময় শুনিলেন, একটি স্ত্রীলোক অন্য একজন স্ত্রীলোককে বলিল, "ইনি প্রতি রাত্রে পাঁচ শত রাক'আত নামায পড়েন। ইমাম সাহেব ইহা শুনিয়া সংকল্প করিলেন, "প্রতি রাত্রে আমি পাঁচশত রাক'আত করিয়া নামায পড়িব, তাহা হইলে স্ত্রীলোকটি মিথ্যাবাদিনী হইবে না।" অন্য একদিন শুনিলেন, পথে বালকগণ পরস্পর বলাবলি করিতেছে, "ইনি প্রতিরাত্রে হাযার রাক'আত করিয়া নামায পড়েন।" ইমাম সাহেব তখন হইতে প্রতি রাত্রে হাযার রাক'আত করিয়া নামায পড়িতেন। তারপর একদিন তাঁহার এক ছাত্র বলিলেন, "হুযূর, লোকে বলিয়া থাকে যে, আপনি সারা রাত্র জাগিয়া থাকিয়া নামায পড়েন।" সেই হইতে ইমাম সাহেব রাত্রিতে আর শুইতেন না। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন,"অনেক লোক আছে যে, তাহারা যাহা করে নাই, 'তাহার তা'রীফ (প্রশংসা) শুনিতে ভালবাসে।' সুতরাং এখন হইতে আমি আর রাত্রে শুইব না। তাহা হইলে যাহারা মিথ্যা তা'রীফ শুনিতে ভালবাসেন, আমি তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হইব না।" তখন হইতে ইমাম সাহেব ত্রিশ বৎসর এশার নামাযের ওযূ দ্বারাই ফজরের নামাযও পড়িয়াছেন। নামায পড়িতে পড়িতে তাঁহার হাঁটুর উপরিভাগ উটের হাঁটুর মত শক্ত হইয়া গিয়াছিল।

ইমাম সাহেব একবার এক ধনী ব্যক্তিকে তাঁহার ধনের জন্য যথেষ্ট সম্মান করিয়াছিলেন। পরে মনে মনে দুঃখিত হইয়া এক হাযার বার কোর্আন মজিদ

https://kitabbhubon.com

খতম করিয়া সেইজন্য আল্লাহ্র দরবারে তওবা করেন। কখনও তিনি ৪০বার কোর্আন শরীফ খতম করিয়া কঠিন মাস্য়ালার মীমাংসা করিয়াছেন।

কুফার জনৈক ধনী ব্যক্তি হযরত ওসমান যুন্নুরায়িন (রাঃ)-কে হিংসাবশতঃ ইহুদী বলিত। ইহা শুনিয়া ইমাম সাহেব তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, "তোমার কন্যা অমুক ইহুদীকে দিবে?" সে বলিল, "আপনি মুসলমানগণের ইমাম হইয়াও একজন মুসলামানের মেয়েকে ইহুদীর হাতে দিতে চাহিতেছেন? আমি কখনও ইহাতে রাযী হইব না।" আবূ-হানীফা বলিলেন, "সুবহানাল্লাহ্! তুমি তোমার মেয়ে ইহুদীর সহিত বিবাহ দিতে রাযী হইতেছ না, অথচ হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন ইহুদীর হাতে তাঁহার দুই মেয়েকে সোপর্দ করিয়াছিলেন? লোকটি ইমাম সাহেবের কথা মর্ম বুঝিতে পারিয়া লজ্জিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনোভাবের পরিবর্তন হয়। তখনই সে ইমাম সাহেবের হাত ধরিয়া তওবা করে।

ইন্তেকালের পর মর্যাদা ঃ নওফেল ইব্নে হাব্বান বলেন, "আবূ-হানীফার ওফাতের পর আমি এক রাত্রে কিয়ামত স্বপ্নে দেখি। দেখি যে, সমস্ত লোক হাশরের ময়দানে উপস্থিত এবং হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাউযে-কাউসারের নিকট দাঁড়ান এবং তাঁহার ডানে ও বামে বহু বুযূর্গ লোক। তাঁহাদের মধ্যে আমি বড়ই সুন্দর চেহারার এক বৃদ্ধকে দেখিলাম। তাঁহার মাথা ও মুখ সাদা এবং হযরতের ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুখের দিকে নযর করিয়া তিনি দাঁড়াইয়া আছেন। ইমাম সাহেব তাঁহার পার্শ্বেই দাঁড়ান। আমি ইমাম সাহেবকে সালাম করিয়া বলিলাম "আমাকে কিছু পানি পান করিতে দিন।" ইমাম সাহেব বলিলেন, "যে পর্যন্ত আমাকে হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুকুম না করিবেন, সেই পর্যন্ত আমি তোমাকে পানি দিতে পারিব না।" তারপর হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম আমাকে পানি দিতে হুকুম করিলেন। ইমাম সাহেব আমাকে এক পেয়ালা পানি দিলেন, আমিও আমার বন্ধু তাহা পান করিলাম। কিন্তু পেয়ালা আগের মত পূর্ণই রহিয়া গেল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "হযরত দক্ষিণ পার্শ্বে এই সুন্দর পুরুষ কে?" আবূ হানীফা বলিলেন, "তিনি হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং বামে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযিআল্লাহু আনহু।" আমি এক একজন করিয়া অন্যান্য বুযুর্গদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, আর ইমাম সাহেব উত্তর দিতেছিলেন। আমি ১৭ ব্যক্তির নাম আঙ্গুলের করে গণনা করিলাম। জাগিয়া দেখি, আমার আঙ্গুলটি করের ১৭ দাগেই রহিয়াছে।"

ইন্তেকাল ঃ আবূ হানীফা (রহঃ) ৭০ বৎসর বয়সে ১৫০ হিজরীতে খলীফা মুনসূর কর্তৃক বন্দীদশায় জেলখানায়ই তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁহার জানাযায় সাত লক্ষ লোক জামায়েত হইয়াছিল। কথিত আছে, তিনি প্রথম হজ্জ ১৬ বৎসর বয়সে এবং তারপর আরও কয়েকবার হজ্জ করেন।

https://kitabbhubon.com

আমল ঃ রমজান মাসে ৬১ বার কোর্আন শরীফ খতম করিতেন, অর্থাৎ খত্মে তারাবিহ্ নামাযেও দৈনিক দুই খতম করিয়া ৬০ খমত করিতেন। ইয়াহ্ইয়া মুআয রাযী নামক এক বুযুর্গ ব্যক্তি বলেন, "আমি এক রাত্রে হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "হযরত, আমি কোথায় আপনাকে তালাশ করিব?" হযরত জওয়াবে বলিলেন, "আবূ-হানীফার এল্ম্ বা জ্ঞানরাশির মধ্যে। অর্থাৎ, আবূ-হানীফার পায়রবী করিলে আমার সন্তুষ্টি পাইবে।"*

হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)

পরিচিতি ঃ শরীয়ত ও মা'রেফাতের দরিয়া, মাওলার-প্রেমের প্রতীক হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) মক্কা শরীফের নিকটবর্তী মতলবী নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। উত্তম চরিত্র ও মেধাশক্তিতে এবং ধর্মীয় ফেকাহ জ্ঞানে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। সমস্ত দুনিয়াতে তাঁহার এলম ও উত্তম আমল সম্পর্কে সকলে জ্ঞাত। তাহার বিয়ারত মোজাহাদা ও কারামত এই কিতাবে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নহে।

এল্মের মর্যাদা ঃ তের বৎসর বয়সে তিনি সাহস করিয়া বলিয়াছিলেন, "শরীয়ত সম্বন্ধে যে যাহা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছুক, জিজ্ঞাসা করুন।" মাত্র পনের বৎসর বয়সে তিনি কঠিন বিষয়সমূহের উপর ফতওয়া দিতে শুরু করেন। জগৎ-বিখ্যাত মহাবুযুর্গ ইমাম আহ্মদ ইব্নে হাম্বল, যাহার তিন লক্ষ হাদীস মুখস্থ ছিল, তিনি পর্যন্ত ইমাম শাফেয়ীর মুরীদ হইয়াছিলেন। ইমাম আহ্মদ, যখন ইমাম শাফেয়ীর নিটক অত্যন্ত বিনয়ের সহিত শিক্ষা করিতেন, তখন ইমাম শাফেয়ীর বয়স ছিল মাত্র ২৫ বৎসর। লোকে ইমাম আহ্মদকে বলিলেন, "আপনি এরূপ বুর্যুগ লোক হইয়া আপনার বুযুর্গ ওস্তাদ ও ওলীগণকে ছাড়িয়া ২৫ বৎসর বয়সের এক যুবকের নিকট বসেন, ইহা কিরূপে শোভা পায়?" ইমাম আহ্মদ বলেন, "আমি যাহা মুখস্থ করিয়াছি, ইমাম শাফেয়ী তাহার অর্থ জানে, কাজেই তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া আমার উপায় নাই। কারণ, তিনি কোর্আন ও হাদীসের গোপন তত্ত্বসমূহ সম্বন্ধে ওয়াকিফ (জ্ঞাত) আছেন এবং তিনি যাহা শিখিয়াছেন, তাহা ভালরূপেই বুঝিয়াছেন; পক্ষান্তরে আমি ত হাদীস শাস্ত্র ছাড়া কিছুই জানি না।" তিনি দুনিয়ার সূর্যের মত ও মানুষের তৃপ্তিস্বরূপ ছিলেন। ইমাম আহ্মদ হাম্বল আরও বলিয়াছেন, "লোকের জন্য ফেকাহ্ শাস্ত্রের দরজা বন্ধ ছিল; শাফেয়ী তাহা খুলিয়া দিলেন।" তিনি ইহাও বলিয়াছেন, "তখনকার ইসলামে সর্বাপেক্ষা অধিক দান ইমাম শাফেয়ীরই বলিতে হইবে।" তিনি অভিধান শাস্ত্র, মনস্তত্ত্ব, ফেকাহ্ শাস্ত্র ও মা'রেফত-এই চারি শাস্ত্রে প্রচুর জ্ঞান লাভ করেন। হযরত ছাল্লাল্লাহু

---

* হযরত আবু-হানীফার বিস্তৃত জীবনী ও কঠোর ইবাদতের কাহিনী অসংখ্য। এখানে তাঁহার মাত্র সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল। বিস্তৃত বিবরণের জন্য 'ছিরাতে নোমান' ইত্যাদি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

https://kitabbhubon.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, "আল্লাহ্ তাআলা প্রতি একশত বৎসর পর পর এইরূপ লোককে পাঠাইবেন, যাঁহার সাহায্যে লোকে আমার ধর্ম শিক্ষা করিবে।" শাফেয়ী তেমনই এক ব্যক্তি ছিলেন। হযরত সুফিয়ান ছওরী (রহঃ) বলিয়াছেন, "যদি শাফেয়ীর বুদ্ধির সহিত দুনিয়ার অর্ধেক লোকের বুদ্ধি ওজন করা হইত, তবুও তাঁহার বুদ্ধিই বেশী ভারী হইত।"

কথিত আছে, ইমাম শাফেয়ী প্রথম জীবনে দাওয়াত ও আনন্দ-উৎসবে যোগ দিতেন না,তিনি নির্জনে মাওলার যিকিরে মশগুল থাকিতেন। তিনি বাল্যকালেই বুযুর্গ লোকগণের বখ্শিশের পোশাক পরিয়াছিলেন, অর্থাৎ জ্ঞানে বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। অধিকাংশ সময়ই তিনি সলীম রায়ীর ছোহ্বতে থাকিতেন। তাঁহার ছোহ্বতের ফলে ইবাদতে ও তত্ত্বজ্ঞানে তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ হইতে পারিয়াছিলেন। আবদুল্লাহ্ আন্সারী বলিয়াছেন, "আমি শাফেয়ী মযহাব অবলম্বী না হইলেও তাঁহাকে অত্যন্ত তা'যীম করি। কেননা, আমি তাঁহাকে সব জায়গায়ই সকলের আগ্রণী দেখিতেছি।"

হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলিয়াছেন, "আমি এক রাত্রিতে হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস তুমি কে?" আমি বলিলাম, "হযরত, আমি আপনার একজন উম্মত। তারপর আমাকে নিকটে ডাকিলেন। আমি নিকটে গেলে, হযরত নিজ পাক মুখের রস আমার মুখের ভিতর ফেলিলেন। তারপর বলিলেন, "যাও, তোমার প্রতি আল্লাহ তাআলার রহ্মত হউক।" ইহার পর হযরত আলী (রাঃ)-এর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি নিজের আঙ্গুল হইতে আংটি বাহির করিয়া আমার হাতে পরাইয়া দিলেন। এই আংটির বরকতে হযরত আলী (রাঃ)-এর এল্ম্ আমাকে তাসির করিয়াছে।"

উপস্থিত বুদ্ধি ঃ ইমাম সাহেবের মা খুব নেক্কার ও আমানতদার ছিলেন। লোকে তাঁহার নিকট বহু ধন-মাল আমানত রাখিত। তাঁহার ছয় বৎসর বয়সের সময় একবার দুই ব্যক্তি তাঁহার মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া একটি কাপড়ের বাক্স তাঁহার নিকট আমানত রাখে। কিছুদিন পর তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের গচ্ছিত বাক্সটি চাহিলে ইমাম সাহেবের মাতা তাহাকে বাক্সটি দিয়া দিলেন। কিছুদিন পর অপর ব্যক্তির স্থানীয় কাযী সাহেবের এক কর্মচারীসহ আসিয়া তাহার বাক্স চাহিল। ইমাম সাহেবের মাতা বলিলেন, "তোমার সঙ্গী ত সেইদিন বাক্সটি লইয়া গিয়াছে।" সেই ব্যক্তি বলিল, "আমি ত আপনাকে বলিয়াছিলাম যে, আমরা দুইজন না আসিলে আপনি বাক্স দিবেন না।" তাঁহার মাতা বলিলেন, "হাঁ, তুমি বলিয়াছিলে, সত্য বটে?" লোকটি বলিল, "তবে আপনি তাহাকে বাক্সটি কেন দিলেন?" শাফেয়ীর মাতা ইহাতে কোন উত্তর না

https://kitabbhubon.com

দিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এই অবসরে ইমাম সাহেবও মক্তব হইতে ফিরিয়া আসিলেন এবং মায়ের মলিন চেহারা দেখিয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার মা সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলেন। ইমাম সাহেব আগাগোড়া সব শুনিয়া বলিলেন, "আপনি কোন চিন্তা করিবেন না। যে লোকটি বাক্স চাহিয়াছিল সে কোথায়?" সে ব্যক্তি নিজেই বলিল, "এই ত আমি এখানে।" তিনি বলিলেন, "তোমার বাক্স ঘরে আছে। যাও, তোমার সঙ্গীকে নিয়া আস এবং তোমাদের বাক্স লইয়া যাও।" সেই ব্যক্তি ইহা শুনিয়া তা'আজ্জব হইয়া গেল। কাযীর সে কর্মচারীকে সে সঙ্গে আনিয়াছিল, সে-ও বালকের কথায় তা'আজ্জব হইয়া চলিয়া গেল।

যখন তিনি ইমাম মালেকের মুরীদ হন, তখন মালেক সাহেবের বয়স ছিল ৭০ বৎসর। তিনি ইমাম মালেকের দরজায় দাঁড়াইয়া থাকিতেন। যখন কোন ব্যক্তি ফতওয়া লেখাইয়া বাহির হইতেন, তখনই তিনি উহা পড়িয়া দেখিতেন। যদি উহার মধ্যে কোন ভুলত্রুটি দেখা যাইত, তবে প্রার্থীকে বলিতেন, "তুমি ফিরিয়া যাও এবং মালেক সাহেবকে বল, তিনি যেন উহা আবার দেখিয়া দেন।" ইমাম মালেক আবার উহা পড়িয়া দেখিলে প্রায় শাফেয়ী সাহেবের রায়কেই ঠিক পাইতেন। ইমাম মালেক ইহাতে অতিশয় আনন্দিত হইতেন।

খলীফা হারুনুর রশীদ তখন বাগদাদে বাদশাহ্ ছিলেন। এক রাত্রে খলীফা স্বীয় বেগম যোবায়দার সহিত ঝগড়ায় রত হন। যোবায়দা রাগে তাঁহাকে দোযখী (নরকী) বলিয়া সম্বোধন করিলেন। খলীফা জওয়াবে বলিলেন, "যদি আমি দোযখী হই, তবে তুমি তালাক।" ইহার পরেই তাঁহারা পরস্পর পৃথক হইয়া পড়িলেন। যোবায়দার প্রতি পূর্ব হইতেই খলীফা আসক্ত ছিলেন। তাই এই ঘটনায় খলীফা অস্থির ও চিন্তিত হইয়া দুঃখিত মনে বাগ্দাদের ওলামাগণকে একত্র করিলেন এবং ইহার মাস্য়ালা সম্বন্ধে জিজ্ঞসা করিলেন। কিন্তু কেহই ইহার জওয়াব দিতে পারিলেন না। সকলেই বলিতে লাগিলেন, "খলীফা দোযখী না বেহেশ্তী, তাহা আমরা কিরূপে জানিব?" এমন সময় একটি বালক মজ্লিসের মধ্য হইতে দাঁড়াইয়া বলিল, "আমাকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হুকুম হউক।" মজলিসের সকলেই বলিতে লাগিলেন, "সম্ভবতঃ বালকটি পাগল, নতুবা যেখানে এত বড়বড় আলেম এই জটিল বিষয়ের মীমাংসা করিতে অক্ষম, সেখানে এই বালকটির কথা বলিবার কি অধিকার?" কিন্তু খলীফা তাহাকে বলিবার হুকুম দিলেন। এই অল্পবয়স্ক বালকই ছিলেন ইমাম শাফেয়ী। ইমাম শাফেয়ী বলিলেন, "জাহাঁপনা প্রথমে বলুন, আমার নিকট আপনার প্রয়োজন, না আপনার নিকট আমার প্রয়োজন?" খলীফা বলিলেন, "তোমার নিকট আমার প্রয়োজন।" ইমাম শাফেয়ী বলিলেন, তবে আপনি তখ্ত হইতে নামিয়া আসুন। কেননা, ওলামার স্থান অতি উচ্চে হওয়াই বাঞ্ছনীয়।" খলীফা তখনই নীচে নামিয়া আসিয়া ইমাম সাহেবকে তখ্তে বসাইলেন। শাফেয়ী

https://kitabbhubon.com

বলিলেন, "প্রথমতঃ আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিন, তারপর আমি আপনার মাস্‌য়ালার জওয়াব দিব।" খলীফা বলিলেন, "তোমার কি প্রশ্ন বল।" ইমাম সাহেব বলিলেন, "আচ্ছা, বলুন ত, আপনি কখনও কি কোন গোনাহের কাজ হইতে শক্তি থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর ভয়ে ভীত হইয়া বিরত রহিয়াছিলেন কিনা?" খলীফা বলিলেন, "আল্লাহর কসম, বহুবার এরূপ হইয়াছে।" ইমাম শাফেয়ী বলিলেন, "তাহা হইলে আমি বলিতেছি যে, আপনি বেহেশ্‌তী, সন্দেহ নাই।" তখন ওলামাগণ উচ্চ শব্দে বলিলেন, "কোন্ প্রমাণ ও কোন্ যুক্তিতে তুমি ইহা বলিতেছ?" শাফেয়ী বলিলেন, "কোর্‌আন শরীফই তাঁহার প্রমাণ আছে। কেননা, আল্লাহ তাআলা ফরমাইয়াছেন ঃ

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি গোনাহ্ করার ইচ্ছা করিয়া আল্লাহর দরবারে (হাশরের দিন) দাঁড়াইবার ভয়ে ভীত হইয়া নিজেকে তাহা হইতে বিরত রাখিয়াছেন, নিশ্চয়ই বেহেশ্‌ত তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট।" ইহা শুনিয়া আলেমগণ তা'আজ্জব হইয়া গেলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "বাল্যকালেই যে এমন, যৌবণকালে না জানি সে কিরূপ হইবে।"

খানার সর্তকতা ঃ ইমাম শাফেয়ী সারা জীবনে কখনও হারাম জিনিস খান নাই। একাবার তিনি একজন সিপাহীর মেহ্‌মান হন। ইহার কাফ্‌ফারাস্বরূপ চল্লিশ রাত্রি ভোর পর্যন্ত নামায পড়িয়াছিলেন।

আদব ঃ একদা সবক পড়িবার সময় ইমাম সাহেব দশ বার উঠিলেন এবং দশবার বসিলেন। লোকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তর করিলেন, "একজন সৈয়দ বংশীয় লোক দরজায় খেলা করিতেছেন। যখনই তিনি আমার সম্মুখে আসেন, তখনই আমি তাঁহার তা'যীমের জন্য দাঁড়াই, কেননা হযরত রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর বংশধর আমার সম্মুখে আসিবে, আর আমি তাঁহার তা'যীমের জন্য না দাঁড়াইয়া বসিয়া থাকিব, ইহা কখনও উচিত নহে।

স্মরণ শক্তি ঃ ইমাম শাফেয়ীর স্মরণশক্তি অতিশয় প্রখর ছিল। কথিত আছে, একদা লোকে সেই সময়কার খলীফা হারুনুর রশীদের নিকট বলিল, "ইমাম সাহেব পবিত্র কোর্‌আন শরীফ হেফয্ করেন নাই।" বস্তুতঃ সে ব্যক্তি কথা সত্যই বলিয়াছিল। খলীফা তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে চাহিলেন। তিনি ইমাম সাহেবকেই রমযান শরীফে তারাবীহ্ নামায পড়াইবার জন্য হাফেযরূপে ইমাম নিযুক্ত করিলেন। তিনি প্রত্যহ দিনে এক পারা করিয়া হেফ্‌য করিতেন এবং রাত্রে তারাবীহ্ নামাযে উহা শুনাইতেন। এইরূপে সারা রমযান মাসে তিনি সমস্ত কোর্‌আন শরীফ হেফ্‌য করিয়া ফেলিলেন!

https://kitabbhubon.com

সূক্ষ্মতত্ত্ব ঃ একদা ইমাম শাফেয়ী ইমাম হাম্বলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, আপনার মতে যখন নিজের ইচ্ছায় কেহ নামায় ছাড়িলে কাফের হয়, আবার সে কিরূপে মুসলামন হইবে?" ইমাম হাম্বল বলিলেন,"যখন সে কাফেরই হইয়া গেল, তখন কাফেরের নামায কিরূপে শুদ্ধ হইবে?" ইমাম হাম্বল ইহা শুনিয়া চুপ করিলেন। তাঁহার ফেকাহ্ শাস্ত্রের এই প্রকার বহু তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর বিদ্যমান, যাহা এই গ্রন্থে বর্ণনা করা অসম্ভব।

বাণী ঃ ইমাম শাফেয়ী বলিয়াছেন, "যিনি আমাকে আদব বা নীতি শিক্ষার একটি অক্ষরও শিক্ষা দিয়াছেন, আমি তাঁহার খাদেম।"

তিনি বলিলেন, "যে ব্যক্তি অযোগ্য পাত্রকে এল্‌ম্ শিক্ষা দেয়, সে এল্‌মের ফযীলত নষ্ট করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি যোগ্য ব্যক্তিকে এল্‌ম হইতে বঞ্চিত করে সে বড়ই যালেম।

তিনি বলিয়াছেন, "যদি কেহ এই দুনিয়া আমার নিকট এক টুকরা রুটির বদলে বিক্রয় করে, তাহা হইলেও আমি উহা গ্রহণ করিব না।"

তিনি আরও বলেন, "প্রত্যেক ব্যক্তির নিয়ত্ এইরূপ হওয়া উচিত যে, বিদ্যা তাহার পেটে আছে তাহা বাহির করতঃ অন্যকে শিক্ষা দেওয়া সে গৌরবজনক বলিয়া মনে করে।"

এক ব্যক্তি ইমাম সাহেবের নিকট কিছু উপদেশ প্রার্থনা করিলে ইমাম সাহেব বলিলেন, "তুমি কখনও আফ্‌সোস করিও না যে, আমি অমুক ব্যক্তির ন্যায় ধন সঞ্চয় করিতে পারিলাম না। কারণ, সে ধন সঞ্চিত করিয়াছে। সে উহা রাখিয়াই কবরে গিয়াছে। উহা দ্বারা তাহার কোন লাভ হয় নাই। বরং তুমি এরূপ আকাঙ্ক্ষা কর যে, অমুক ব্যক্তি যেরূপ ইবাদত করিয়াছে, হায়, যদি সেই রূপ করিতাম, তবে কতই উত্তম হইত।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "দুনিয়ায় কেহ মৃত ব্যক্তির উপর হিংসা করে না; কাজেই জীবিত ব্যক্তির প্রতি হিংসা করা কর্তব্য নয়। কেননা, জীবিতও একদিন মৃত হইবে। "

সময়ের মূল্য ঃ একদা শাফেয়ী (রহঃ) কোন বিশেষ কারণে কাজের সময় হারাইয়া ফেলেন। তিনি বিরানা (পরিত্যক্ত) মসজিদ, মাদ্‌রাসা ও বাজারে বহু তালাশ করিলেন, কিন্তু কোথাও গত সময় ফিরিয়া পাইলেন না। এমন সময় তিনি এক খানকায় হাযির হন এবং তথায় কয়েকজন দরবেশের সাক্ষাৎ পান। তাঁহাদের একজন বলিলেন, "সময়ের মূল্যও ফযীলত বুঝিও; কেননা, গত সময় ফিরিয়া আসিবে না"।

ইন্তেকাল ঃ রবিয়ে খাশাম বলেন, "আমি ইমাম সাহেবের ইন্তেকালের কিছুদিন পূর্বে স্বপ্নে দেখি যে, হযরত আদম (আঃ)-এর ইন্তেকাল হইয়াছে এবং লোকে তাঁহার জানাযা বাহিরে আনিতে চাহিতেছে। আমি জাগিয়া একজন

https://kitabbhubon.com

আলেমকে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, "বর্তমান যমানার সর্বপেক্ষা বুযুর্গ ব্যক্তি এই দুনিয়া ত্যাগ করিবেন। কেননা, এল্‌মের দ্বারাই হযরত আদম (আঃ) ফেরেশ্‌তাগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রমাণিত হন। এল্‌মই হযরত আদম (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্য ছিল।" ইহার কিছুদিন পরেই ইমাম শাফেয়ী এই দুনিয়া ছাড়িয়া যান।

দান ঃ একবার এক ব্যক্তি মক্কা শরীফের দরবেশগণের খেদমতের জন্য কিছু টাকা-পয়সা পাঠান। ঘটনাক্রমে ইমাম শাফেয়ীও তখন মক্কা শরীফে ছিলেন। সেই ধনের কিছু অংশ ইমাম শাফেয়ীর নিকটও পেশ করা হয়। শাফেয়ী সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ধনের মালিক ধন বিতরণ সম্বন্ধে কি নির্দেশ দিয়াছেন?" জওয়াবে বাহক বলিল, "তিনি মক্কার নেক্‌কার আওলীয়াগণকে ইহা দান করিতে নির্দেশ দিয়াছেন।" উত্তরে শাফেয়ী বলিলেন, "আমার এই মালের প্রয়োজন নাই, আমি ইহা গ্রহণ করিতে পারি না। কারণ, আমি খালেছ নহি অর্থাৎ আমার আত্মা পাক নহে।"

শাফেয়ী (রহঃ) যখন সানা প্রদেশ হইতে আসেন, তখন তাঁহার নিকট দশ হাযার দীনার ছিল। কেহ ঐ মুদ্রা দিয়া ছাগল কিনিতে, কেহ বা চাষের জমি কিনিবার জন্য তাঁহাকে পরামর্শ দেয়, কিন্তু ইমাম সাহেব সেই দিকে লক্ষ্য না করিয়া মক্কা শরীফের বাহিরে তাঁবু খাটাইয়া রহিলেন। ভোরবেলায় উক্ত মুদ্রা দান করিতে শুরু করিলেন। যোহরের নামাযের পূর্বেই তিনি সমস্ত মুদ্রা দান করিয়া শেষ করেন। যে ব্যক্তি উপস্থিত হইত তাহাকেই এক মুষ্টি দীনার দান করিতেন।

কারামত ঃ বর্ণিত আছে, প্রতি বৎসর রোম দেশের বাদশাহ বাগদাদের খলীফা হারুনুর রশীদের নিকট কর পাঠাইতেন। এক বৎসর রোমের বাদশাহ কয়েকজন উচ্চ শিক্ষত ধর্মপ্রচারক পাদ্রীকে এই বলিয়া খলীফার নিকট পাঠাইলেন যে, "এখানকার তত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিতগণের সহিত যদি তর্কে আপনার দেশের মুসলমান আলেমগণ জয়ী হইতে পারেন, তবে আমি রীতিমত বার্ষিক কর পাঠাইব, অন্যথায় আর আমাদের নিকট কর চাহিবেন না।" এই দলে চারিশত পাদ্রী ছিলেন। খলীফা বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া বাগদাদের সকল জ্ঞানী আলেমকে দজ্‌লা নদীর তীরে একত্রিত করেন। পরে ইমাম শাফেয়ীকে ডাকিয়া বলিলেন, "ইহাদের প্রশ্নের জওয়াব তোমাকে দিতে হইবে।" যখন উভয়পক্ষ দজ্‌লার তীরে উপস্থিত হইল, তখন ইমাম শাফেয়ী একখানা নামাযের মোসল্লা বা আসন কাঁধে করিয়া পায়ে হাঁটিয়াই নদীর মধ্যে চলিয়া গেলেন এবং পানির উপর নিজে মোসল্লা বিছাইয়া বলিলেন, "যিনি আমার সহিত বহস্‌ (তর্কযুদ্ধ) করিত ইচ্ছুক, তিনি এখানে আসুন।" খ্রীষ্টান পাদ্রিগণ ইহা দেখিয়া অবাক হইয়া রহিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁহাদের সকলেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া মুসলমান হইলেন। রোম-সম্রাটের

—২৬

https://kitabbhubon.com

দরবারে এই সংবাদ পৌঁছিলে, তিনি বলিলেন, "আল্লাহর শোকর যে, সেই লোক এদেশে ফিরিয়া আসেন নাই। যদি আসিত, তবে সারা রোমরাজ্যে একজন পৈতাধারী খ্রীষ্টানও থাকিত না।" (তৎকালে খ্রীষ্টানগণ পৈতা ধারণ করিত)

ইমাম শাফেয়ী যৌবনের প্রারম্ভে মক্কা শরীফে বাস করিয়াছিলেন। তিনি বহুকাল দরবেশের বেশে কাটাইয়াছিলেন। একদা রাত্রে চাঁদের আলোতে বসিয়া তিনি কিতাব পড়িতেছিলেন। এদিকে কা'বার নিকটেও বাতি জ্বলিতেছিল। এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি কেন বাতির আলোতে না পড়িয়া চাঁদের আলোতে পড়িতেছ?" তিনি বলিলেন, "এই বাতি শুধু কা'বার জন্য জ্বালান হইয়াছে। আমি সেখানে কিতাব পড়িতে পারি না।" হযরত শাফেয়ী জীবনে কখনও হারাম খাদ্য ভক্ষণ করেন নাই।

ইন্তেকাল সময়ে ওছিয়ত ঃ কথিত আছে, তিনি ইন্তেকালের পূর্বে বলিয়াছিলেন, "অমুক ব্যক্তিকে বলিও, তিনি যেন আমাকে গোসল ও কাফন দেন।" সেই সময় সেই ব্যক্তি মিসর দেশে ছিলেন। ইমাম শাফেয়ীর ওফাতের পর সেই ব্যক্তি ফিরিয়া আসিলে লোকে তাঁহাকে ইমাম সাহেবের ওছিয়তের কথা জানাইল। সেই ব্যক্তি বলিলেন, "আমাকে ওছিয়তনামা দেখাও।" ওছিয়তনামা আনা হইল, তিনি দেখিলেন যে, ইমাম সাহেব সত্তর হাযার দির্‌হাম ঋণ রাখিয়া দুনিয়া ছাড়িয়া গিয়াছেন। সেই ব্যক্তি এই লেখা দেখিয়া সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিলেন এবং বলিলেন, "ইহাই ছিল গোসল দেওয়ার তাৎপর্য।

ইমাম শাফেয়ী ২০৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। ("ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।") ওফাতের সময় তাঁহার বয়স ছিল মাত্র ৫৪ বৎসর।

হযরত আহ্‌মাদ ইব্‌নে হাম্বল (রহঃ)

পরিচিতি ঃ হযরত ইমাম আহ্‌মাদ ইব্‌নে হাম্বল (রহঃ) ইসলাম ধর্মের একজন বিশিষ্ট বুযুর্গ ও পরহেযগার পুরুষ ছিলেন। তিনি হাম্বলী ময্‌হাবের প্রতিষ্ঠাতা। তৎকালে তাঁহার ন্যায় হাদীসশাস্ত্রবিদ কেহই ছিলেন না। ইবাদত ও পরহেযগারীতে তিনি অতিশয় সুবিচারক ও পথপ্রদর্শক ছিলেন বলিয়া সকল মযহাবের লোকেই তাঁহাকে তা'যীম করিত। যে-সকল গোমরাহ্‌ সম্প্রদায় তাঁহার উপর মিথ্যা দোষারোপ করিয়াছে, তিনি সে-সকল হইতে পবিত্র ছিলেন। তাহার জানা সকল হাদীসের উপরে তিনি আমাল করিয়াছেন। একদা তাঁহার পুত্র- اَخْمَرَ طِيْنَـــةَ اٰدَمَ بِيَدَىْ (অর্থাৎ, আদমের দেহের মাটি আল্লাহ তাআলা নিজ হাতে চটকাইয়াছিলেন) এই হাদীসের বর্ণনাকালে নিজ হাতে ইশারা করিতেছিলেন। ইমাম আহ্‌মাদ পুত্রকে বলিলেন, "তুমি যখন আল্লাহ্‌র হাতের কথা

https://kitabbhubon.com

বল, তখন নিজ হাতের দিকে ইশারা করিও না।” তিনি যুন্নূন্ মিসরী, বিশ্রে হাফী, শর্রী সক্তি ও মা'রুফ কারখির ন্যায় বহুত প্রসিদ্ধ সম্মানিত বুযুর্গগণের সাক্ষাৎ ও সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন। বিশ্রে হাফী বলিয়াছেন, “ইমাম আহ্মাদের মধ্যে যে সকল সদ্গুণ রহিয়াছে, তাহা আমার মধ্যেও নাই। নিজের ও পরিবারবর্গের জন্য তিনি হালাল (বৈধ) খাদ্য তালাশ করিতেন। পক্ষান্তরে আমি কেবল নিজের জন্য হালাল খাদ্য তালাশ করি।” হযরত শর্রী সক্তি বলেন, “তিনি সর্বদা মো'তাযিলা সম্প্রদায়ের দোষারোপে ব্যস্ত থাকিতেন। পাছে কোনও হারাম বস্তু আহার করেন ও ভোগ করেন এই ভয়ে তিনি ইন্তেকাল পর্যন্ত অস্থির ছিলেন।” ইন্তেকালের সময় তিনি সমস্ত বিষয় হইতে পাক হইয়াছিলেন।

কোরআনের হাকীকত ঃ কথিত আছে, মোতাযিলারা কোরআনকে আল্লাহর নূতন সৃষ্টি বলিত আর ইমাম আহমদ (রহঃ) বলিতেন, আল্লাহর আদি ছেফাত। ইহা নিয়া মো'তাযিলাদের সাথে ইমাম সাহেবের ঝগড়া ছিল। যখন মো'তাযিলা সম্প্রদায় বাগদাদে প্রবল হইয়া উঠে, তাহারা বলপূর্বক ইমাম আহ্মাদকে কোর্আন একটি 'সৃষ্ট বস্তু' বলিয়া স্বীকার করাইতে চাহিল। শেষ পর্যন্ত তাহারা ইমামকে তখনকার খলীফার দরবারে হাযির করে। খলীফার আদেশে অবশেষে ইমাম সাহেবকে জেলখানায় আটক করিয়া 'কোর্আন সৃষ্ট বস্তু বলিয়া স্বীকার করিতে বলা হয় এবং অন্যথায় হাযার বেত্রাঘাত করিতে আদেশ করা হয়। ইমাম সাহেব এই কঠোর শাস্তি গ্রহণ করেন, কিন্তু কোর্আন সৃষ্ট বস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন না। বেত্রাঘাতের সময় তাঁহার দুই হাতই বাঁধা অবস্থায় ছিল। ঘটনাক্রমে এই সময় তাঁহার লুঙ্গি খুলিয়া যায়। হঠাৎ গোপন স্থান হইতে দুইখানা হাত বাহির হইয়া তাঁহার লুঙ্গি বাঁধিয়া দেয়। মো'তাযিলা সম্প্রদায় ইমাম আহ্মাদের এই কারামত দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু এই বেত্রাঘাতের ফলেই তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে লোকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “যে-সকল লোক আপনাকে এই প্রকার যন্ত্রণা দিয়া মারিল, তাহাদের সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?” ইমাম সাহেব উত্তর করিলেন, “তাহারা তাহাকে অসত্য বলিয়া ধারণা করিয়াই এরূপ করিয়াছে। সুতরাং কিয়ামতের দিন আমি তাহাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনয়ন করিব না।”

দোআ দ্বারা রোগমুক্তি ঃ বর্ণিত আছে, একদা এক যুবকের মা পীড়িতা হইয়া নড়াচড়া করিবার ক্ষমতা হারাইয়া ফেলে। তখন বৃদ্ধা নিজ পুত্রকে বলিল, “বাবা! যদি আমার সন্তুষ্টি চাও, তবে ঈমাম আহ্মাদ সাহেবের নিকট যাইয়া আমার জন্য দোআ করিতে বল। হয়ত আল্লাহ তাআলা তাঁহার দোআয় আমাকে রোগমুক্ত করিতে পারেন।” মায়ের হুকুম মাথায় করিয়া পুত্র ইমাম সাহেবের দরজায় হাযির হইল এবং সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করিয়া মায়ের জন্য তাঁহার নিকট দোয়া চাহিল।

https://kitabbhubon.com

ইমাম সাহেব ওযূ করিয়া নামায পড়িতে লাগিলেন, যুবক বাড়ী ফিরিয়া যাইয়া দেখিল যে, আল্লাহ্‌র রহ্‌মতে তাহার মা সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন এবং ঘরের দুয়ার নিজেই খুলিয়াছেন।

ঘটনাবলী ঃ ইমাম আহ্‌মাদ বাগদাদে বাস করিতেন, কিন্তু তিনি বাগদাদের রুটি আহার করিতেন না। তিনি বলিতেন, "এই ভূমি হযরত ওমর গাযী অর্থাৎ, জিহাদকারীদের জন্য ওয়াক্‌ফ করিয়া গিয়াছেন।" তিনি মুসল হইতে আটা আনিয়া উহা দ্বারা রুটি প্রস্তুত করাইয়া আহার করিতেন। তাঁহার পুত্র সালেহ্‌ এক বৎসর কাল ইস্পাহানের কাযী ছিলেন। তিনি অধিকাংশ সময় নামায-রোযায় ব্যয় করিতেন এবং রাত্রিতে দুই ঘন্টার অধিক ঘুমাইতেন না। নিজের ঘরের সামনে আর একটি ঘর বাঁধিয়া দিনরাত সেখানেই থাকিতেন যেন কোন নালিশকারী আসিয়া দরজা বন্ধ দেখিয়া ফিরিয়া না যায়।

একদা ইমাম আহ্‌মাদের জন্য রুটি প্রস্তুত করা হয়। রুটির খামির (ময়ান) তাঁহার পুত্র সালেহ্‌র তাঁতে তৈরী ছিল। ইমাম সাহেবের নিকট রুটি হাযির করা হইলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই রুটি কিরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে?" পাচক উত্তর করিল, "আপনার পুত্র সালেহ্‌র দেওয়া খামিরে প্রস্তুত।" আহ্‌মাদ বলিলেন, "সে তো এক বৎসর কাল ইস্পাহানের কাযী ছিল। তাহার রুটি আমার আহার করা উচিত নয়।" পাচক বলিল, "এখন এই রুটি কি করিব?" ইমাম সাহেব বলিলেন, "এখন রাখিয়া দাও, কোন ভিক্ষুক আসিয়া চাহিলে বলিবে,এই আটার খামির সালেহ্‌র ও আমাদের। যদি ইচ্ছা হয় ইহা আহার কর।" ঘটনাক্রমে ৪০ দিন পর্যন্তও কোন ভিক্ষুক তাহা গ্রহণ করিল না। ফলে উহা দুর্গন্ধময় হইয়া গেল ও দজলা নদীতে উহা ফেলিয়া দেওয়া হইল। ইমাম সাহেব তারপর হইতে দজলা নদীর মাছ আহার করেন নাই। তিনি এমনই মোত্তাকী ছিলেন যে, যদি কাহারও নিকট রূপার তৈয়ারী একটি সুরমা-দানী থাকিত, তাহা হইলে তিনি তাহার কাছে বসিতেন না।

ইমাম আহ্‌মাদ একদা সুফিয়ান ছওরী (রহঃ)-এর নিকট হাদীস শুনিবার জন্য মক্কা নগরে গমন করেন। তিনি প্রতিদিন তাঁহার মজ্‌লিসে যাইতেন। ঘটনাক্রমে একদিন মজলিসে যাইতে পারেন নাই। তিনি কেন আসিলেন না, এই সংবাদ লইবার জন্য সুফিয়ান লোক পাঠাইলেন। আহ্‌মাদ কাপড় ধুইবার জন্য ধোপাকে দিয়াছিলেন; তাঁহার নিকট অন্য কাপড় ছিল না, বস্ত্রহীন শরীরে ঘরে বসা ছিলেন। লোকটি বলিল, "আমি কিছু টাকা দিতেছি, আপনি নিজ কাজে উহা ব্যয় করুন।" কিন্তু তিনি তাহা লইতে রাযী হইলেন না। সেই ব্যক্তি বলিল, "তবে আমার কাপড় আপনাকে ধার দিতেছি।" তাহাতেও তিনি রাযী হইলেন না। সে ব্যক্তি আবার বলিল, "আমি ইহা আপনাকে দান করিব।" তবুও তিনি রাযী হইলেন না। তখন

https://kitabbhubon.com

সেই ব্যক্তি বলিল, "আপনি না গেলে আমিও এখান হইতে যাইব না।" অগত্যা ইমাম আহ্‌মাদ বলিলেন, "আমি একখানা কিতাব লিখিয়াছি। তাহা বিক্রয় করিয়া সেই টাকা দ্বারা কাপড় ক্রয় কর।" সে প্রশ্ন করিল, "উহা দ্বারা কি কাত্তান (সূক্ষ্ম বস্ত্র বিশেষ) ক্রয় করিব?" তিনি বলিলেন, "না, দশ গজ টাট (মোটা বস্ত্র বিশেষ) ক্রয় কর, তন্মধ্যে ৫ গজ দ্বারা পিরহান ও ৫ গজের দ্বারা ইজার প্রস্তুত হইবে।"

ইমাম আহ্‌মাদ (রহঃ) বহুদিন যাবৎ আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে মোবারক নামক দরবেশের দর্শন প্রার্থী ছিলেন। একদা আবদুল্লাহ্ স্বয়ং তাঁহার দরবারে হাযির হন। তখন তাঁহার পুত্র সালেহ্ খবর দিলেন, "আব্বা, আবদুল্লাহ্ ঘরের দরজায় হাযির। তিনি আপনার দর্শনপ্রার্থী।" আহ্‌মাদ তাঁহাকে নিকটে আনিতে নিষেধ করিলেন। পুত্র বলিলেন, আব্বা, বহুকাল হইতে আপনি তাঁহার দর্শনপ্রার্থী, আর এখন তিনি ঘরের দরজায় হাযির, অথচ আপনি তাঁহাকে ঘরে আসিতে দিতেছেন না, এ কি ব্যাপার?" আহ্‌মাদ বলিলেন, "হাঁ, তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সত্য বটে, কিন্তু আমি ভয় পাইতেছি যে, তাঁহার দর্শনে ও তাঁহার কোমল ও মধুর কথায় এবং ব্যবহারে আমি এতই আকৃষ্ট হইয়া পড়িব যে, তাঁহার বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা সহ্য করিয়া উঠিতে পরিব না। কাজেই তাঁহার দর্শনের আশায় আমি জীবনযাপন করিব। শেষ পর্যন্ত আমি এমন এক স্থানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব যেখানে আর বিচ্ছেদ নাই।"

একদা তাঁহার একজন ছাত্র রাজপথ হইতে সামান্য পরিমাণ মাটি আনিয়া ঘরে রাখে। এই অপরাধে ইমাম সাহেব তাহাকে দূর করিয়া দেন এবং বলেন, "নখ পরিমাণ মাটি লোকের চলার পথ হইতে গ্রহণ করিলে তোমার বিদ্যা শিক্ষা করা উচিত নহে।"

একদা ইমাম আহ্‌মাদ একখানা থালা একজনের নিকট বন্ধক রাখেন। কিছুদিন পর উহা ফেরত চাহিলে, সেই লোকটি দুইখানা থালা আনিয়া বলিল, "এই দুইটির মধ্যে আপনার যেইটি, তাহা গ্রহণ করুন।" ইমাম সাহেব বলিলেন, "তোমার কোন্‌খানা, আমি চিনি না।" কাজেই তিনি কোনটিই গ্রহণ করিলেন না। নিজের থালাও তাহাকে দান করিয়া দিলেন।

তিনি ১৬৪ হিজরী সালে বাগদাদ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। হিজরী ২৪১ সালে ৭৭ বৎসর বয়সে স্বীয় জন্মস্থান বাগদাদেই ইন্তেকাল করেন। তিনি হাদীস শিক্ষার জন্য কূফা, বস্‌রা, মক্কা, মদীনা, ইয়ামন, সিরিয়া প্রভৃতি নানা দেশ-বিদেশ গমন করিয়াছিলেন।

বাণী ঃ তাঁহার নিকট কেহ কোন মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করিলে, যদি সেই মাস্‌য়ালা সাংসারিক বিষয়ের হইত, তবে নিজেই তাহার উত্তর দিতেন; আর যদি মা'রেফত সম্বন্ধীয় হইত, তাহা হইলে উত্তরের জন্য বিশ্‌রে হাফীর নিকট

https://kitabbhubon.com

পাঠাইতেন। তিনি বলেন, "আল্লাহ তাআলার ভয়ের দরজা আমার প্রতি খুলিয়া দিবার জন্য আমি দোআ করিয়াছি; ইহার ফলে আল্লাহ পাকের ভয়ে আমার এই অবস্থা হইয়াছে যে, আমি নির্বোধ হইবার উপক্রম হইয়া পড়িয়াছি।"

তিনি বলেন, "আমি আল্লাহ পাকের দরবারে দো'আ করিলাম- হে আল্লাহ, কি উপায়ে তোমার দীদার লাভ সহজ হইবে?" উত্তর আসিল, "আমার কালাম পাক কোর্‌আন শরীফের মারফতে।"

লোকে জিজ্ঞাসা করিল, "এখ্‌লাস কি? উত্তর করিলেন, "ক্রিয়াকলাপের আপদ ও তর্ক-বিতর্ক হইতে মুক্ত হইয়া কেবল আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে কাজ করাই এখলাস।"

লোকে জিজ্ঞাসা করিল, "তাওয়াক্কুল কি?" উত্তর করিলেন, "দৃঢ় অন্তকরণে আল্লাহ তাআলার উপর নির্ভর বা ভরসা করা।"

প্রশ্নঃ - রেযা কি?

উত্তরঃ - সমস্ত কার্য আল্লাহ তাআলার খুশীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা।

প্রশ্নঃ - মহব্বত বা প্রেম কি?

উত্তরঃ - এই প্রশ্নটি বিশ্‌রে হাফীকে জিজ্ঞাসা করা হউক। যে পর্যন্ত তিনি জীবিত আছেন, সে পর্যন্ত আমি ইহার কোন উত্তর দিব না।

প্রশ্নঃ যোহ্‌দ বা দুনিয়া বিরাগ কি?

উত্তরঃ যোহ্‌দ তিন প্রকারঃ - (১) হারাম বস্তু বর্জন, ইহা সাধারণ যোহ্‌দ; (২) হালাল বস্তু হইতেও লোভ সংবরণ, ইহা বিশেষ যোহ্‌দ; (৩) যে-সকল বস্তু আল্লাহ পাক হইতে গাফেল (বিছিন্ন) করে, তাহা বর্জন করা, ইহা আরেফদিগের যোহ্‌দ।

প্রশ্নঃ - আপনি ঐ-সকল সুফী সম্বন্ধে কি বলেন, যাহারা মূর্খ, অথচ তাওয়াক্কুল করিয়া মসজিদে বসিয়া আছে?

উত্তরঃ ইহা তোমাদের ভুল ধারণা। তাহারা মূর্খ নহে, বরং জ্ঞানই তাহাদিগকে মসজিদে বসাইয়াছে।

প্রশ্নঃ - তাহাদের নিয়ত কি কেবল এক টুকরা রুটির জন্যই?

উত্তরঃ যে সকল লোক সংসারে শুধু এক টুকরা রুটির অভিলাষী, তাহাদের অপেক্ষা উদার প্রাণ লোক সংসারে কে আছে আমি জানি না।

ইন্তেকাল ঃ তাঁহার ওফাৎ নিকটবর্তী ইহলে অনেকেই তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "যাহারা আপনার উপর যুলুম করিল (কোর্‌আন শরীফকে সৃষ্ট বস্তু না বলার কারণে), তাহাদের সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?" উত্তর করিলেন, "তাহারা

https://kitabbhubon.com

না বুঝিয়াই এরূপ করিয়াছে; আখেরাতে তাহাদের সম্বন্ধে আমার কোন নালিশ নাই।" এই হিসাবে তিনি শহীদ শ্রেণীভূক্ত।

তাঁহার অবস্থা খারাপ হওয়ায় তিনি মুখ দিয়া কিছু বলিতে অক্ষম হইয়া হাত দিয়া ইশারা করিতেছিলেন। তাঁহার পুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "আব্বা, এখন কি অবস্থা?" তিনি অতি কষ্টে বলিলেন, বড়ই শঙ্কটের সময়। উত্তর দানের সময় নহে। দোআ দ্বারা সাহায্য কর। কেননা, যাহারা আমার চারিদিকে এখন বসিয়া আছে, তাহাদের মধ্যে শয়তানও আছে। সে আক্ষেপ করিয়া বলিতেছে, 'হে আহ্মাদ! তুমি আমার হাত হইতে নিরাপদে প্রাণ লইয়া গেলে।' আমি বলিলাম, "যে পর্যন্ত একটি শ্বাসও বাকী থাকিবে, সে পর্যন্ত শংকটও বিদ্যমান থাকিবে।"

ইমাম সাহেব (রহঃ)-এর ইন্তেকালের তাঁহার জানাযা বহন করিয়া লইয়া যাইবার সময় পাখীরা তাঁহার লাশের উপর উড়িয়া ছটফট করিতেছিল। এই কারামত দেখিয়া প্রায় দুই হাযার ইহুদী, খ্রীষ্টান ও আতশ-পুরস্ত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং নিজের পৈতা কাটিয়া কলেমা তৈয়্যব পড়িয়া কাঁদিতে থাকে।

মোহাম্মদ ইব্‌নে খোযাইমা বলেন, "ওফাতের পর আমি আহ্মাদ ইব্‌নে হাম্বলকে একবার স্বপ্নে দেখি, তিনি খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া হাঁটিতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথায় গমন?" উত্তর করিলেন, "দারুস্-সালামে (এক বেহেশ্‌তের নাম) যাইতেছি।" জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা, আল্লাহ তাআলা আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন।" উত্তর করিলেন, "মা'ফ করিয়া দিয়াছেন এবং ইয্‌যতের পাগড়ি আমার মাথায় রাখিয়াছেন এবং পায়ে ইয্‌যতের জুতা পরাইয়া বলিয়াছেন, 'হে আহ্মাদ, এই সকল ব্যবহার কেবল এই কারণে যে, তুমি কোর্‌আন শরীফকে সৃষ্ট বলিয়া স্বীকার কর নাই।" তারপর তিনি আদেশ করিলেন, 'তুমি সুফিয়ানের কাছে যে দোআ শিক্ষা করিয়াছ তাহা পড়।' আমি তাহা পড়িলাম।"

হযরত দাঊদ তায়ী (রহঃ)

পরিচয় ঃ হযরত দাউদ তায়ী (রহঃ) মা'রেফত ও গোপনীয় এলম, আধ্যাত্মিক বিদ্যায় মহাজ্ঞানী ও তরীকত এবং সুফীদিগের অন্যতম ব্যক্তি ছিলেন। সাধনায় তাঁহার স্থান ছিল অতি উচ্চে। বিভিন্ন বিদ্যায়, বিশেষতঃ ফেকাহ্‌শাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ২০ বৎসর ইমাম আবূ-হানীফার নিকট এল্‌ম শিক্ষা করেন। তিনি হযরত ফোযায়েল আয়ায এবং ইব্‌রাহীম আদ্‌হামের দর্শনলাভ করিয়াছিলেন। বিখ্যাত ওলী হাবীব রায়ী তাঁহার পীর ছিলেন। প্রথম জীবনে তাঁহার অন্তঃকরণ দুঃখের আগুনে জ্বলিতেছিল। তিনি সর্বদা মানুষের সংসর্গ হইতে দূরে থাকিতেন।

https://kitabbhubon.com

ঘটনা ঃ তাঁহার তওবার কারণ এই- একদা তিনি এক ক্রন্দনরত ব্যক্তির মুখে নিম্নলিখিত কবিতা শুনিতে পান ঃ

بِاَيِّ خَدَّيْكَ تَبْدِى الْبَلَا - وَ بِاَيِّ عَيْنَيْكَ اِذَا سَالَا

অর্থাৎ, "তোমার কি এমন কোনও মুখ ছিল যে, উহা মাটি মিশ্রিত হয় নাই এবং তোমার কি এমন কোনও চক্ষু ছিল যে, উহা যমীনে নিক্ষিপ্ত হয় নাই?" এই কবিতার মর্ম দাউদ তায়ীর মনে দারুণ পীড়া দেয়। তখন তিনি ইমাম আবূ-হানীফার খেদমতে হাযির হন। ইমাম সাহেব তাঁহার অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাউদ, তোমার কি হইয়াছে? তোমাকে এরূপ বিষণ্ন দেখিতেছি কেন?" তিনি ঘটনা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "দুনিয়া সম্বন্ধে আমার মন শিথিল হইয়া গিয়াছে। আমার মনে যে কি ভাবের উদয় হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করিতে অক্ষম। কোন কিতাবে পর্যন্ত আমি তাহার অর্থ খুঁজিয়া পাই না। ইমাম আযম বলিলেন, "মানুষের সংসর্গ হইতে দূরে থাক।" তখন হইতেই দাউদ মানুষের সংসর্গ ত্যাগ করেন এবং আপন ঘরে নির্জনে আল্লাহ্‌র যিক্‌রে মশ্‌গুল হন। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে ইমাম আবূ-হানীফা তাঁহার নিকট হাযির হইয়া বলিলেন, "কাহারও সহিত কথা না বলিয়া ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া থাকা আর সমীচীন নহে, বরং ইমামদিগের দরবারে যাইয়া মা'রেফতের জ্ঞান অনুসন্ধানে রত হইয়া সবর করা ও কোন কথা না বলা এবং সূক্ষ্ম বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করা এখন তোমার কর্তব্য। ওস্তাদের এই হুকুম শিরোধার্য করিয়া তখন হইতে এক বৎসরকাল তিনি ইমামগণের দরবারে যাওয়া আসা করেন। কিন্তু নিজে কিছুই বলিতেন না। লোকে যাহা বলিত তাহাই নিঃশব্দে শুনিতেন, কোন কথার উত্তর দান করিতেন না, কেবল শুনিয়াই থাকিতেন। এক বৎসর কাল পূর্ণ হইলে তিনি বলিলেন, "এক বৎসর নীরবে সবর করায় আমার ত্রিশ বৎসরের কাজ হইয়াছে।"

তারপর তিনি হাবীব রায়ী (রহঃ)-এর ছোহ্‌বতে কাল কাটাইতে লাগিলেন। এই সাধনা-পথে হাবীব রায়ীর দ্বারা তাঁহার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। তাহা হইতে তিনি সাধনার পথে নির্ভীকভাবে চলিতে থাকেন। অতঃপর সমস্ত কিতাব পানিতে ফেলিয়া দিয়া তিনি নির্জ্জনতার আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং মানুষের প্রতি আশা-ভরসা পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশ্‌গুল হন।

অল্পেতুষ্টি ঃ দাউদ তায়ী (রহঃ) পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে মাত্র ২০ দীনার পাইয়াছিলেন। উহাই তিনি ২০ বৎসর কাল ভোগ করেন। কোন কোন সাধুপুরুষ বলিয়াছেন, "ইহা ধনসঞ্চয় নহে, বরং ইহা দানের শ্রেণীভুক্ত।" দাউদ তায়ী বলেন, "আমি ইহা এই জন্য রাখিয়াছি যেন আমার ইবাদতে নিশ্চিন্ততা বজায় থাকে এবং মৃত্যু পর্যন্ত ইহা দ্বারাই জীবিকানির্বাহ করিতে পারি।

দাউদ কখনও বৃথা সময় নষ্ট করিতেন না। এমন কি, কথিত আছে যে, তিনি রুটি চিবাইয়া আহার করিতেন না, বরং পানিতে ভিজাইয়া শরবতের ন্যায় পান

https://kitabbhubon.com

করিতেন। তিনি বলিতেন, "রুটি চিবাইয়া খাইতে যে সময় ব্যয় হয় সেই সময়ের মধ্যে আমি কোর্‌আন শরীফের পঞ্চাশটি আয়াত পড়িতে পারি; অকাজে কেন সময় নষ্ট করিব?"

আবূ-বাকার আইয়ান নামক এক ব্যক্তি বলেন, "আমি একবার দাউদের হুজ্‌রায় যাইয়া দেখি যে, তিনি এক টুকরা শুকনা রুটি হাতে লইয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার চোখে পানি। ইহা দেখিয়া আমি বলিলাম, 'দাউদ, ব্যাপার কি?' তিনি বলিলেন, 'এই রুটির টুকরা আহার করিতে চাই, কিন্তু ইহা হালাল কি হারাম কিছুই জানি না, তাই ইতস্ততঃ করিতেছি।"

দাউদ তায়ীর একটি পৈত্রিক পুরাতন বসতবাড়ী ছিল। তাহার এক অংশ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তিনি অপর অংশে আশ্রয় নেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কেন ঘরটি মেরামত করিতেছেন না?" তিনি উত্তর করিলেন, "আমি আল্লাহ তাআলার সহিত প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, আমি দুনিয়ায় কোন ঘর প্রস্তুত করিব না।" দ্বিতীয় দিন ঘরের সেই অংশও পড়িয়া যায়; শুধু তোরণটি অবশিষ্ট থাকে। যেই রাত্রে তিনি ইন্তেকাল করেন, সেই রাত্রে এই তোরণটিও ধসিয়া পড়ে। একবার এক ব্যক্তি দাউদ তায়ীর ঘরে উপস্থিত হইয়া বলিল, "আপনার ঘরের ছাদ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, শীঘ্রই উহা পরিয়া যাইবে।" তিনি বলিলেন, "বিশ বৎসর হইল এই ছাদ দেখিতেছি না। কারণ, আমার দৃষ্টি অন্য দিকে।"

নির্জনতা ঃ লোকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কেন লোকের সহিত মেলামেশা করিতেছেন না?" তিনি বলিলেন, "কাহার সহিত মিলিব?" যদি আমার চেয়ে অল্পবয়সী লোকের সহিত মেলামেশা করি, তাহা হইলে তাহারা ধর্মকার্যে আমাকে হুকুম করিবে না। আর যদি বয়সে বড়দের সহিত মেলামেশা করি, তবে তাহারা আমার দোষ-ত্রুটি আমার নিকট যাহির করিবে না এবং আমাকে উত্তম বলিয়া যাহির করিবে। কাজেই লোক-সংসর্গে আমার প্রয়োজন কি?

কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আপনি কেন বিবাহ করিতেছেন না? তিনি বলিলেন, "আমি কোন ঈমানদার মুসলমান স্ত্রীলোককে প্রতারিত করিতে পারিব না।" লোকে জিজ্ঞাসা করিল, "তাহা কিরূপে? তিনি উত্তর করিলেন, "যখন আমি তাহাকে বিবাহ করিব, তখন হইতে আমি তাহার খোর-পোষের যিম্মাদার হইব। অথচ ইহা আমার দ্বারা হইবে না।"

মোরাকাবা ঃ একদা চাঁদিনী রাত্রে তিনি ঘরের ছাদের উপর উঠিয়া আকাশের দিকে নযর করিতেছিলেন এবং গ্রহ-নক্ষত্রাদি সম্বন্ধে চিন্তা করিতে করিতে কাঁদিতে লাগিলেন। এমন কি, ভাবিতে ভাবিতে বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া গেলেন। পতনের আওয়ায শুনিয়া তাঁহার প্রতিবেশী ভাবিল, হয়ত কোন চোর ছাদে উঠিয়াছে। সে তলোয়ার হাতে করিয়া যাইয়া দাউদ তায়ীর হাত ধরিয়া বলিল, "আপনাকে কে মাটিতে ফেলিল?" তিনি বলিলেন, "আমি ত জানি না, আমি অজ্ঞান ছিলাম।"

https://kitabbhubon.com

নছীহত ঃ হযরত আবূ রবী' বলিল, "আমাকে কিছু উপদেশ দান করুন।" তিনি বলিলেন, দুনিয়া হইতে রোযা রাখ (অর্থাৎ, দুনিয়ার আরাম আয়েশ হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখ।) এবং আখেরাত হইতে ইফ্‌তার কর (অর্থাৎ, দুনিয়া ত্যাগের প্রতিদান আখেরাতে ভোগ কর) ।" আরও বলিলেন, "মওতকে ঈদের বৎসর বলিয়া মনে কর এবং বাঘ হইতে লোকে যেমন পলায়ন করে, দুনিয়াদার লোক হইতেও সেরূপ পলায়ন কর।"

অপর এক ব্যক্তি উপদেশ চাহিলে, তিনি বলিলেন, "খারাপ ব্যবহার হইতে বিরত থাক এবং ধর্মকে দুনিয়ার উপর অগ্রাধিকার দিবে ও দুনিয়াদার লোক হইতে মনকে পৃথক কর।" সে বলিল, আরও কিছু বলুন।" উত্তর করিলেন, "জিহ্বাকে শাসনে রাখ।" সে বলিল, "আরও বলুন।" উত্তর করিলেন, "লোক-সংসর্গ ছাড়িয়া একাকী বাস কর। দুনিয়াদার লোক যেরূপ্ দুনিয়ার সুখ-শান্তির জন্য দুনিয়াকেই পছন্দ করে, তুমি ধর্মের জন্য দুনিয়াকে সেইরূপ পছন্দ কর। আর এক ব্যক্তি উপদেশ চাহিলে, বলিলেন, মৃত্যু ব্যক্তিরা তোমাদের অপেক্ষায় আছে অর্থাৎ, তোমাদের মরিতে হইবে, সেখানকার সম্মান যোগার কর।

আরও এক ব্যক্তি উপদেশ চাহিলে তিনি বলিলেন, "তুমি দুনিয়ায় নিজের ইয্‌যত বাড়াইবার জন্য যেরূপ চেষ্টা কর, আখেরাতের ইয্‌যত বাড়াইবার জন্য সেইরূপ চেষ্টা কর।"

একদা তিনি বলিয়াছিলেন, "যে ব্যক্তি অন্যকে তওবা ও ধর্মকার্যের জন্য হুকুম করে, অথচ নিজে করে না, তাহাকে সেই শিকারীর সহিত তুলনা করা যায়,যে শিকারী শিকার করে, অথচ কাবাবের গোশ্‌ত অন্য লোকে আহার করে।"

প্রসিদ্ধ সাধক ফোয়ায়েল আয়ায দুইবার দাউদ তায়ীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। একবার দাউদ তায়ীকে ভাঙ্গা ছাদের নীচে বসা দেখিয়া বলিলেন "এই ছাদের নীচে বসিবেন না, ইহা পড়িবার উপক্রম হইয়াছে।" উত্তরে দাউদ তায়ী বলিলেন, "আমি যখন হইতে এই ছাদের নীচে বসবাস করিতেছি, তখন হইতে আজ পর্যন্ত ইহার প্রতি নযর করি নাই। অর্থাৎ, অতিরিক্ত কথা বলা যেরূপ দোষণীয়, অতিরিক্ত নযর করাও সেইরূপ দোষণীয় বলিয়া আমি মনে করি।" ফোয়ায়েল বলেন, "যখন দ্বিতীয়বার আমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, তখন বলিলাম, "আমাকে কিছু উপদেশ দান করুন।" তিনি বলিলেন, "লোক-সংসর্গ হইতে পলায়ন কর ও দূরে থাক।"

হযরত মা'রুফ কারখী বলেন, "দাউদ তায়ীর মত দুনিয়া বিরাগী আমি কাহাকেও দেখি নাই। দুনিয়া ও ইহার লোভনীয় বস্তুসমূহ এবং দুনিয়াদার ও তাহার অহঙ্কার এবং শান-শওকত (আড়ম্বর) সমস্তই তাঁহার দৃষ্টিতে তুচ্ছ ও ঘৃণার

https://kitabbhubon.com

যোগ্য ছিল; এইজন্যই তিনি দুনিয়াদার লোককে দেখিয়া তাহাদের শেকায়েত (অপবাদ) করিতেন এবং তাহাদের প্রতি কেন নিজে এইরূপ নযর করেন, সেজন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেন।"

তিনি বলিয়াছেন, "যখন আমি কাপড় ধৌত করিতাম, তখন আপনা আপনিই আমার মনে হইত-'হায় যদি আমি নিজ অন্তঃকরণকে দুনিয়ার চিন্তাসমূহ হইতে এরূপে মাজিয়া ঘষিয়া পরিষ্কার করিতে পারিতাম,তবে আমার পক্ষে কতই না মঙ্গলজনক হইত।" তিনি ফকীরদিগকে অতিশয় তা'যীম করিতেন।

হযরত জুনায়েদ (রহঃ) বলিয়াছেন, "একবার এক ক্ষৌরকার দাউদ (রহঃ)-এর ক্ষৌরকার্য করে। তিনি তাহাকে মজুরীস্বরূপ একটি দীনার দান করেন। লোকে বলিল, "আপনি ইহা অপব্যয় করিয়াছেন।" তিনি বলিলেন, "না, ইহা অপব্যয় নহে,বরং ইহা ইন্সানিয়াত (মানবতা),যাহার মধ্যে মানবতা নাই, তাহার ইবাদত কবূল হয় না।"

যখন ইমাম মোহাম্মদ ও আবূ ইউসুফের মধ্যে কোন মাস্য়ালা নিয়া তর্কবির্তক আরম্ভ হইত তখন তাঁহারা মীমাংসার জন্য দাউদ তায়ীর নিকট যাইতেন। এরূপ নিয়ম ছিল যে, উভয়ে আসিলে দাউদ তায়ী আবূ ইউসুফের দিকে পিঠ দিয়া মোহাম্মদের দিকে মুখ করিয়া বসিতেন এবং মোহাম্মদের সহিত কথা বলিতেন, আবূ-ইউসুফের সহিত কথা বলিতেন না। মোহাম্মদের কথা ঠিক হইলে বলিতেন, "এই ব্যক্তির কথাই পাকা।" আর আবূ-ইউসুফের কথা ঠিক হইলে বলিতেন, "এই ব্যক্তির কথা মযবুত।" তিনি আবূ ইউসূফের নাম উচ্চারণ করিতেন না। লোকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, উভয়েই যখন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বুযুর্গীতে সমান, তখন আপনি কেন একজনকে এত ইয্যত করেন এবং অন্যজনকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন।" তিনি উত্তর করিলেন, "মোহাম্মদ ইব্নে হাসান প্রভুর ধন-সম্পদ তুচ্ছ করিয়া জ্ঞানের উচ্চ স্তরে উঠিয়াছেন এবং একমাত্র জ্ঞান উপার্জনকেই তিনি ইয্যতের কারণ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। কোন অবস্থাতেই ইমাম আবূ-ইউসুফ মোহাম্মদ ইব্নে হাসানের সমান হইতে পারে না। ইমাম আযম সাহেব কঠোর শাস্তি, চাবুক এবং জেলবরণ করা সত্ত্বেও কাযীর পদ গ্রহণ করেন নাই, অথচ ইমাম আবূ-ইউসুফ স্বীয় ওস্তাদের অসুরণ করেন নাই।

অমুখাপেক্ষিতা ঃ একদা খলীফা হারুনুর রশীদ আবূ-ইউসুফকে সঙ্গে লইয়া দাউদ তায়ী (রহঃ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। উভয়ে দাউদ তায়ীর দরজায় হাযির হইলে তিনি তাঁহাদিগকে ভিতরে প্রবেশের হুকুম দিলেন না। অগত্যা খলীফা দাউদ তায়ীর মায়ের নিকট সুপারিশ প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু তিনি মায়ের সুপারিশও অগ্রাহ্য করিয়া বলিলেন, "যালেম দুনিয়াদার লোকের নিকট আমার কোন প্রয়োজন নাই, আমি কিছুতেই যালেমের মুখ দেখিব না।" তারপর তাঁহার

https://kitabbhubon.com

মা অন্য উপায় না দেখিয়া মোনাজাত করিলেন, "এলাহী, মায়ের হুকুম পালন করা তোমারই হুকুম। বর্তমানে খলীফাকে ভিতরে আসিতে হুকুম দেওয়াই আমার ইচ্ছা, অন্যথায় এই সকল লোকের নিকট আমার কোনই প্রয়োজন নাই।" দাউদ অগত্যা মাতার এই মোনাজাত শুনিয়া খলীফাকে ভিতরে আসিবার অনুমতি দেন। খলীফা অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার সামনে বসিয়া রহিলেন। বিদায়কালে একটি আশরাফী (স্বর্ণমূদ্রা) হাদিয়া-স্বরূপ দিয়া বলিলেন, "ইহা হালাল, গ্রহণ করুন।" তিনি বলিলেন, "ইহা উঠাইয়া লউন, আমার ইহাতে কোন আবশ্যক নাই। আমি আমার বাড়ী খানা হালাল টাকার পরিবর্তে বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছি। আমি সেই টাকাই খরচ করিতেছি। আমি আল্লাহ তাআলার দরবারে মোনাজাত করিয়াছি, যে দিন আমার উক্ত টাকা খরচ হইয়া যাইবে, সে-দিনই যেন তিনি আমাকে তাঁহার নিকট তলব করেন; তাহা হইলে আমাকে কোন লোকের দুয়ারে যাইতে হইবে না। আশা করি আল্লাহ পাক আমার দোআ কবূল করিবেন।" অগত্যা আশরাফী ফেরত লইয়া তাঁহারা দুই জনেই ফিরিয়া গেলেন।

ওফাত ঃ ইমাম আবূ-ইউসুফ দাউদ তায়ীর একজন মুরীদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁহার খোরাকীর খরচ কি পরিমাণ বাকী আছে?" তিনি বলিলেন, "দশ দির্হাম রৌপ্যমূদ্রা অবশিষ্ট আছে এবং তিনি এক দিরহাম দৈনিক খরচ করিয়া থাকেন।" ইহার পর একদিন ইমাম আবূ-ইউসুফ মসজিদের মেহরাবে পিঠ রাখিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় বলিয়া উঠিলেন, "আজ দাউদ তায়ী এই দুনিয়া ছাড়িয়া গিয়াছেন।" অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল যে, ঠিক সেই দিনই তিনি ইন্তেকাল করিয়াছেন। লোকে ইমাম আবু ইউসুফকে জিজ্ঞাসা করিল,"আপনি কিরূপে ইহা জানিতে পারিলন?" তিনি বলিলেন, "তাঁহার খোরাক হিসাব করিয়া দেখিলাম যে, আর কিছুই অবশিষ্ট নাই; আর আমি ইহাও জানি যে, তাঁহার দোআ নিশ্চয়ই কবূল হইয়াছ।"

তারপর হযরত আবূ-ইউসুফ তাঁহার মায়ের নিকট তাঁহার ওফাতের অবস্থা জিজ্ঞসা করেন। তাঁহার মাতা বলিলেন, "দাউদ সারারাত নামাযে মশ্গুল ছিল। শেষ রাত্রে যে মাথা নোয়াইয়া সিজ্দা করিয়াছিল, আর মাথা উঠায় নাই। অনেক্ষণ পর ফজরের সময় হইলে আমি তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলাম, "বাবা, নামাযের সময় হইয়াছে, উঠ। তারপর নিকটে যাইয়া দেখি, দাউদ আর এই দুনিয়ায় নাই!"

জনৈক দরবেশ বলেন, "অত্যন্ত গরমের সময় যখন তিনি রোযা রাখিয়া আপন তোরণের নীচে শয়ন করিতেন, তখনও তাঁহার মাথার নীচে একখানা ইট থাকিত। তিনি তখন মুমূর্ষু অবস্থায় থাকিয়াও কোর্আন শরীফ তেলাওয়াত করিতেছিলেন। ইহা দেখিয়া দরবেশ বলিলেন, আপনার হুকুম পাইলে আমি আপনাকে এই বনের মধ্যেই একটি উত্তম স্থানে সরাইয়া নিতে চাই। দাউদ উত্তরে বলিলেন, "নফ্স বা আপন সুখের জন্য কিছু চাহিতে আমার লজ্জা হয়। আমি আজ পর্যন্ত নিজ নফ্সের

https://kitabbhubon.com

নিকট হার মানি নাই। আর এ অবস্থায় নফ্সের আরামের জন্য সুখের স্থান কিছুতেই চাহিব না।" তারপর তাঁহাকে অছিয়ত করিলেন, "আমার ওফাতের পর আমাকে এই দেওয়ালের নীচেই দাফন করিবে, যেন কেহ আমার নিকট না আসে।" সেই মতে তাঁহাকে দাফন করা হইয়াছিল। শেষ রাত্রে কেহ তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিল, যে তিনি সশরীরে শূন্যে উড়িতেছেন এবং বলিতেছেন, "এই মুহূর্তে আমি যিন্দাগণ হইতে নাজাত পাইলাম।" ভোরে সেই ব্যক্তি দাউদ তায়ীর স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলিবার জন্য দৌড়িয়া গিয়া দেখে যে, তিনি আর এই দুনিয়ায় নাই। তাহার ওফাতের পর আসমান হইতে আওয়ায হইল, "দাউদ লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিয়াছে, তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। আল্লাহ তাঁহার উপর সন্তুষ্ট।"

হযরত হারেস মোহাসেবী (রহঃ)

পরিচিতি ঃ হযরত হারেস মোহাসেবী (রহঃ) উত্তম চরিত্রে ও মানবতার মুকুট ছিলেন। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ দরবেশ ছিলেন। তিনি যাহেরী ও বাতেনী (বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক) এল্মে অতিশয় জ্ঞানী ছিলেন। তিনি বহু কিতাব লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি অতিশয় সাহসী, দাতা, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সেই সময়কার একজন বিখ্যাত পীর এবং আল্লাহ্র তওহীদে ও নিঃসঙ্গতায় অদ্বিতীয় ছিলেন। রিয়াযত-মোজাহাদায় তিনি নিজেকে বিলাইয়া দিয়াছিলেন।

তিনি বিখ্যাত দরবেশ হাসান বাস্রীর সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। বাগদাদে তাঁহার ওফাত হয়। তিনি মোহাসেবী বা সূক্ষ্ম গণনাকারী ছিলেন। শেখ আবূ-আবদুল্লাহ্ খালীফা (রহঃ) বলিয়াছেন, "আমাদের নিম্নলিখিত পাঁচ জন পীরের তাবেদারী করা কর্তব্য - (১) হারেস মোহাসেবী , (২) জুনায়েদ বাগ্দাদী ও (৩) বায়াযীদ বোস্তামী, (৪) ইব্নে আত, (৫) ওমর ইব্নে ওসমান। ইহারা বিশ্বাস ও অনুসরণযোগ্য পাত্র।"

কথিত আছে, হারেস মোহাসেবী ত্রিশ হাযার দীনার পৈত্রিক সম্পত্তি হিসাবে প্রাপ্ত হন। তিনি উক্ত ধনরাশি বায়তুল্ মাল বা রাজভাণ্ডারে লইয়া যাইতে হুকুম করেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এতগুলি টাকা বায়তুল্ মালে কেন দিতেছেন?" তিনি উত্তর করিলেন, "হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, "ক্বদ্রিয়া মযহাব আতশ-পুরস্ত (অগ্নি-উপাসক) স্বরূপ। আমার পিতা ক্বদ্রিয়া মযহাবের লোক ছিলেন। হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, "কোনও মুসলমানের পক্ষে আতশ-পুরস্তের সম্পত্তি গ্রহণ করা উচিত নহে। আমার পিতা আতশ-পুরস্ত ছিলেন, আর আমি মুসলমান। কাজেই আমি এই ধন গ্রহণ করিতে পারি না।"

তাঁহার উপর আল্লাহ তাআলার এতই রহ্মত ছিল যে, তিনি খাইতে বসিলে যদি খাদ্য সন্দেহজনক হইত, তবে তাঁহার হাতের আঙ্গুলগুলি সংকুচিত হইয়া অকেজো হইয়া যাইত।

https://kitabbhubon.com

হযরত জুনায়েদ বলেন, "একদা হারেস আমার নিকট আসেন। তাঁহাকে ক্ষুধার্ত জানিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কিছু খাদ্য আনিব কি?' তিনি বলিলেন, 'আচ্ছা আন।' আমি খাবার আনিতে ঘরে গেলাম। ঘটনাক্রমে সেই দিন এক বিবাহ-বাড়ী হইতে আমার জন্য কিছু খাদ্য আসিয়াছিল। আমি উহাই তাঁহার সামনে হাযির করি। তাঁহার আঙ্গুল সেই খাদ্য গ্রহণে রাযী হইল না। এক গ্রাস খাদ্য তিনি মুখে তুলিয়া দিলেন বটে, কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও তিনি উহা গিলিতে পারিলেন না। অবশেষে না খাইয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন। তারপর একদিন তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি উত্তর করিলেন, 'আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম এবং মনকে খুশী করিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমার জন্য এরূপ নিশান ঠিক করিয়া দিয়াছেন যে,যেই খাদ্যে সন্দেহ থাকে, সেই খাদ্য আমার গলার নিম্নে যায় না।' তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই খাদ্য কোথা হইতে আসিয়াছিল?' আমি বলিলাম, "উহা এক আত্মীয়ের বাড়ী হইতে আমার জন্য পাঠান হইয়াছিল।' তারপর আমি বলিলাম, 'আচ্ছা, আজ আমার ঘরে আসুন।' তিনি রাযী হইয়া আমার ঘরে আসিলেন। মোটা আটার তৈয়ারী কিছু শুকনা রুটি আমার ঘরে ছিল। আমরা দুজনেই তাহা আহার করিলাম। আহারের পর তিনি বলিলেন, 'দরবেশগণের সম্মুখে এই প্রকার খাদ্যই আনিও।"

তিনি আরও বলিয়াছেন, "আমার কান ত্রিশ বৎসর যাবৎ আমার অন্তরের কথা ছাড়া আর কিছুই শুনিতে পায় নাই। ইহার পর আরও ত্রিশ বৎসর গত হয়, আল্লাহ তাআলা ছাড়া আমার অন্তরের কথা আর কেহই জানিতে পারে নাই।"

নছীহত

❊ কোন ব্যক্তি যদি কাহাকেও নামাযে মশ্‌গুল দেখে এবং সেই নামাযী ব্যক্তি যদি ইহাতে সন্তুষ্ট হয়, তাহা হইলে এরূপ ব্যক্তির সেই নামায জায়েয (বৈধ) কিনা; এই সম্বন্ধে আমি চিন্তা করিতেছিলাম। এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, এইরূপ ব্যক্তির নামায কবূল হইবে না।

❊ তিনি বলিয়াছেন, "যাহারা সূক্ষ্ম হিসাব রাখে, তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া আমি তাহাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পাইয়াছি। তাঁহারা উক্ত হিসাবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আল্লাহর মেহেরবানীর উচ্চ আসনে বসিয়াছেন। সঙ্কল্পের দৃঢ়তা ও পবিত্রতা দ্বারা নফ্‌সানী খাহেশ বা রিপুর আকাঙ্ক্ষার বিপরীত কার্য করিলে সেই সকল উচ্চ পদ লাভ করা যায়। যে ব্যক্তির সঙ্কল্প দৃঢ়, নফ্‌সের বিরুদ্ধাচরণ করা তাঁহার পক্ষে খুবই সহজসাধ্য হয়। সুতরাং সঙ্কল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও এবং নিম্নলিখিত স্বভাবসমূহের অনুসরণ কর। ইহা পরীক্ষিত সত্য।

❊ সত্য বিষয়ে হউক বা মিথ্যা বিষয়ে হউক, ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক,আল্লাহ তাআলার নামে কসম (শপথ) করিও না।

https://kitabbhubon.com

❊ কখনও মিথ্যা কথা বলিও না।

❊ ওয়াদা পূর্ণ করিবে; যথাসাধ্য কাহারও সহিত ওয়াদা করিও না। কেননা, ওয়াদা না করাই ভাল।

❊ কেহ যুলুম করিলেও তাহার উপর লা'নৎ বা অভিসম্পাত করিও না।

❊ কাহাকেও বদ্‌দোআ করিও না। কথায় ও কাজে কাহারও প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা করিও না। আল্লাহ পাকের খুশীর জন্য সবর করিবে।

❊ ইনি মোশ্‌রেক বা অংশীবাদী, ইনি কাফের, ইনি মোনাফেক বা কপট এইরূপ বলিয়া কাহারও বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিও না।

❊ প্রকাশ্যে বা অগোচরে কোন পাপের চিন্তা করিও না। আপন নফ্‌সকে সমস্ত পাপ হইতে ফিরাইয়া রাখিবে।

❊ নিজের কষ্টের বোঝা কাহারও উপর চাপাইও না। তুমি কোন বস্তুর প্রার্থী হও বা না হও, নিজের বোঝা অল্প বা অধিক ভারী হউক, অন্যের ঘাড়ে না চাপাইয়া উহা নিজেই বহন করিবে।

❊ লোভ সম্পূর্ণ রূপে দমন করিয়া নির্লোভি হইবে। আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারও প্রতি আশা রাখিও না।

❊ উচ্চ আসন তালাশ করিও না। কোনও মানব-সন্তানকেই তোমা অপেক্ষা হেয় মনে করিবে না।

❊ আল্লাহ তাআলার হুকুমসমূহ কবূল করিয়া তাহা পালন করাই আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি।

❊ বিপদরূপ তীরের লক্ষ্য স্থল হইয়া থাকাই সবর।

❊ বিপদকালে প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে অটল থাকার নাম তস্‌লীম অর্থাৎ, নিজেকে বিলাইয়া দেওয়া।

❊ যে কাজে আল্লাহ তাআলা না-রায, সে কাজ হইতে দূরে থাকার নামই শরম।

❊ যে কার্যের দরুন কিয়ামতের দিন তাহার প্রতিফল বা শাস্তি ভোগ করিবার সন্দেহ থাকে, কখনও এরূপ কার্য না করার নামই ভয়।

❊ নির্জনে আল্লাহ তাআলার যিক্‌র মশ্‌গুল থাকা এবং দুনিয়ার লোক যাহার সহিত জড়িত, উহা হইতে পলায়ন করা-ইহাই আল্লাহ প্রেমের লক্ষণ।

❊ যাহার অন্তঃকরণ নির্জনে যিক্‌র ও ধ্যান করিয়া সুখ অনুভব করে, তাঁহার অন্তঃকরণে আল্লাহ প্রেম বিদ্যমান থাকে ও মানুষের প্রেম সেই অন্তঃকরণ হইতে সম্পূর্ণরূপে দূর হইয়া যায়। এইরূপ ব্যক্তিই প্রকৃত আশেক।

বর্ণিত আছে, হারেস একখানা কিতাব লিখিতেছিলেন। উক্ত কিতাবে মা'রেফত শিক্ষার বিবরণ ছিল। জনৈক দরবেশ আসিয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন,

https://kitabbhubon.com

"আল্লাহর মা'রেফত শিক্ষা দেওয়ার হক্ (অধিকার) মানুষের উপর না আল্লাহ তাআলার উপর?" ইহা শুনিয়াই হারেস কিতাব লিখার কাজ বন্ধ করিয়া দিলেন।

তৎপর বলিলেন, "সারকথা এই যে, আল্লাহ তাআলাই বান্দাকে মা'রেফতের জ্ঞান দান করেন। এই হিসাবে উহার হক আদায় করা মানুষের কর্তব্য। বান্দা যখন আপন হক-ইবাদত অদায় করিবে, তখন উহার সাহায্যে আল্লাহ তাআলার হক আদায় করা হইবে।" এই বলিয়া আবার তিনি কিতাব লিখিতে শুরু করেন।

ওফাত ঃ তিনি যখন ইহজগত ছাড়িয়া যান, তখন তাঁহার নিকট এক দিরহামও ছিল না। পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে তিনি বহু ধন পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি তাহার এক কপর্দকও গ্রহণ করেন নাই। বরং দীনহীন অবস্থায় যিন্দেগী কাটাইয়া এই মহান দরবেশ নশ্বর দুনিয়া ছাড়িয়া যান।

হযরত আবূ-সোলায়মান দারায়ী (রহঃ)

পরিচিতি ঃ হযরত আবূ-সোলায়মান (রহঃ) শরীয়ত ও তরীকতের এলমের দরিয়া ছিলেন। বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক জগতের একজন ভ্রমণকারী এবং তত্ত্বজ্ঞান ও তপস্যায় একজন মোকাম্মাল বুযুর্গ ছিলেন। অতিশয় কোমল প্রাণ বলিয়া তাঁহাকে 'রাইহানুল্ কুলূব' (হৃদয়ের কুসুম) বলা হইত। কঠোর ইবাদত ও উপবাস-কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা ছিল তাঁহার অসাধারণ; তৎকালে কেহই তাঁহার ন্যায় ক্ষুধায় সবরকারী ছিলেন না। তিনি মা'রেফতে এবং মনের অবস্থা বুঝিতে ও নফ্সের ত্রুটি বাহির করিতে অতি নিপুণ ছিলেন। তাঁহার প্রত্যেক কালাম (বাক্য) মূল্যবান এবং উ চ্চ ভাবপূর্ণ ছিল। তিনি শাম দেশের দারা নামক গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

তাঁহার মুরীদ আহ্মাদ খারী বলেন, "আমি একবার রাত্রে নির্জনে নামায পড়ি ও তাহাতে অতিশয় মানসিক আনন্দ অনুভব করি। পরদিন এই সংবাদ পীর সাহেবকে জানাইলাম। তিনি (আবূ-সোলায়মান) বলিলেন, 'তুমি অতিশয় দুর্বল-প্রাণ লোক। কেননা, তোমার নির্জনতা সম্মুখে ও সজনতা পশ্চাতে রহিয়াছে। ইহাতেই তোমার নির্জনতার এক অবস্থা ও সজনতার আর এক অবস্থা হইয়া থাকে। বান্দার পক্ষে আল্লাহ্র দীদার লাভের পথে ইহা অপেক্ষা ঘোর বিপদ আর কিছুই নাই। মু'মিনের পক্ষে নির্জনতা ও সজনতা একই প্রকার হইতে হইবে।"

বাণী ঃ আবূ-সোলায়মান বলিয়াছেন, "একদা শীত অত্যন্ত প্রবল ছিল। আমি দোআ করিবার সময় এক হাত উঠাইয়া অপর হাত বগলের নীচে রাখিয়া মোনাজাত করি। পরে ঘুমের মধ্যে গায়েবী আওয়ায শুনিলাম, 'হে আবূ-*সোলায়মান, তুমি যে হাত বাহির করিয়া দোআ করিয়াছিলে সেই হাতের পাওনা* দিয়াছি। যদি তোমার অপর হাতও বাহির করিতে, তবে উহার প্রতিদানও

https://kitabbhubon.com

পাইতে। তখন হইতে আমি কসম করিয়াছি কোন অবস্থাতেই উভয় হস্ত না উঠাইয়া মোনাজাত করিব না।"

তিনি বলেন, "আমি একদা ঘুমাইয়া পড়িলে আমার ওযীফা আদায়ের সময় চলিয়া যাইতে লাগিল, এমন সময় স্বপ্নে এক হুর দেখিতে পাই। সে আমাকে বলিতেছে, 'ওহে,তুমি কেমন আরামে দিন কাটাইতেছ! আর এ-দিকে আমি পাঁচ শত বৎসর পর্যন্ত পর্দার আড়ালে সাজিয়া গুজিয়া তোমার অপেক্ষায় রহিয়াছি। ইহা শুনিয়াই আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল এবং আমি ওযীফা আদায় করিয়া লইলাম।" তিনি আরও বলেন, "এক রাত্রিতে আমি একজন হুরকে স্বপ্নে দেখি যে, সে হাসিতেছে। তাহার এত রূপ যে, বর্ণনা করা যায় না। আমি কেবল তাঁহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, "ওহে, তুমি এত রূপ কোথা হইতে পাইলে?" হুর উত্তরে বলিল, "তুমি এক রাত্রিতে কয়েক ফোঁটা চোখের পানি ফেলিয়াছিলে, সেই পানিতেই আমার রূপ বাড়িয়া গিয়াছে। তোমাদের মত গোনাহ্‌গারগণের চোখের পানি বাহির হইয়াই হুরগণের চেহারা ফুলের রঙে রঙিন করে, যদিও মখ্‌লুকের সেই রূপের তুলনা হয় না।"

আবূ- সোলায়মান বলেন, "আমার অভ্যাস ছিল যে, আহার করার সময় রুটির উপর লবণ ছিটাইয়া লইতাম। একরাত্রে রুটি খাওয়ার সময় লবণসহ একটি তিলও খাইয়া ফেলি। এই অপরাধে এক বৎসরের জন্য আমার অবনতি ঘটে। এই জন্যই হযরত শেখ ফরীদুদ্দিন আত্তার (রহঃ) বলেন, "যেখানে একটি মাত্র তিলের স্থান হয় না, সেখানে যে হাযার হাযার কুমন্ত্রণা ও কুভাব উদিত হয়, আল্লাহ তাআলাই জানেন সেই অন্তঃকরণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করা হইবে।"

তিনি বলেন, "আমার এক বন্ধু ছিলেন। তাঁহার নিকট আমি যাহা চাহিতাম, তিনি তাহাই আমাকে দিতেন। একবার আমি তাঁহার নিকট একটি বস্তু প্রার্থনা করি। তিনি উত্তরে বলিলেন, 'আর কত কাল চাহিতে থাকিবে?' ঐ দিন হইতে আমি আর মানুষের কাছে কিছু চাই নাই।

আবূ-সোলায়মান বলিয়াছেন, "আমি আমার এক ব্যক্তিকে মক্কা নগরীতে দেখিলাম যে, সে কেবল যমযম কূপের পানি পান করিতেছে, ইহা ছাড়া আর কিছুই সে আহার করে না। আমি তাহাকে বলিলাম,'যদি কূপ শুকাইয়া যায়, তবে তুমি কি পান করিবে?' ইহা শুনিয়া সে বলিল, 'জাযাকাল্লাহ্' অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাকে পুরস্কার দান করুন। আমি এতদিন মাত্র যমযম একমাত্র ভরসা স্থল মনে করিয়াছিলাম এবং এখন হইতে এই ভরসা ছাড়িয়া দিলাম।

আহ্‌মাদ হাওয়ারী হইতে বর্ণিত আছে যে, আবূ-সোলায়মান এহ্‌রাম বাঁধিবার সময় "লাব্বায়েক" (আমি হাযির) বলিতেন না; কেননা, তিনি বলেন, হক্ তাআলা হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি ওহী প্রেরণ করিলেন যে, তোমার যালেম উম্মতগণকে বলিয়া দাও, তাহারা যেন আমাকে স্মরণ না করে। কেননা, যে যালেম আমাকে স্মরণ করে, আমি তাহাকে লা'নতের (ঘৃণার) সহিত স্মরণ

https://kitabbhubon.com

করি।" তৎপর তিনি বলেন, "আমি শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি সন্দেহজনক ধন দ্বারা হজ্জ ক্রিয়া সম্পন্ন করে ও "লাব্বায়েক" বলে, উহার উত্তরে তাহাকে বলা হয় ঃ

لَا لَبَّيْكَ سَعْدَيْكَ حَتّٰى تَرُدَّ مَا فِيْ يَدَيْكَ

অর্থাৎ তুমি আমার দরবারে হাযির হও নাই এবং যে পর্যন্ত তোমার হাতের জিনিসের প্রতি নযর না করিবে, সেই পর্যন্ত তোমার কোন মঙ্গল না হউক।"

আবদুল করীমের পুত্র সালেহ্ বলিয়াছেন, "প্রত্যেকের মনে আশা ও ভয় দুইটি নূর স্বরূপ।" লোকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই নূরের মধ্যে কোন্‌টি অধিক উত্তম?" তিনি বলিলেন, "আশা, অর্থাৎ আল্লাহর রহ্‌মতের আশা।" আবূ-সোলায়মানের নিকট এই কথা উঠাইলে, তিনি বলেন, "সুব্‌হানাল্লাহ্ ইহা কিরূপ উক্তি? আমি দেখিয়াছি, তাক্‌ওয়া বা ভয় দ্বারা নামায-রোযা ও অন্যান্য ইবাদত কার্যকরী হইয়া থাকে, আশাতে নহে।"

আবূ-সোলায়মান বলেন, "আল্লাহর ভয়ের উপরই এই দুনিয়া ও আখেরাতের প্রত্যেক বস্তুর নাজাত (মুক্তি) নির্ভর করে। আশাও ভয়ের উপর প্রবল হইলে অন্তরে গোলযোগ সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে ভয় অন্তরে বদ্ধমূল হইলে অন্তঃকরণের কোমলতা ও ইবাদত বৃদ্ধি পায়। যে অন্তরে ভয় নাই, উহা অনাবাদ।"

তিনি একদা আহ্‌মদ খারীকে বলিলেন, "যখন তুমি লোককে আশায় পরিপূর্ণ দেখ, তখন তুমি ভয়ের উপর আমল কর। লোকমান হাকীম আপন পুত্রকে বলিয়াছিলেন, "আল্লাহ তাআলাকে এই পরিমাণ ভয় করিবে যেন তাঁহার রহ্‌মত হইতে নিরাশ না হইয়া পড় এবং তাঁহার দরবারে এই পরিমাণ আশা রাখিবে যেন নির্ভয় হইয়া না পড়।"

নসীহত

❊ তিনি বলিয়াছেন, স্বপ্নদোষ একটি আযার, উহা পেট পুরিয়া খাওয়ার ফল। পেট পুরিয়া খাওয়ার ৬টি কুফল ঃ ১। ইবাদতে স্বাদ না পাওয়া, ২। ধর্মীয় জ্ঞানের কথা স্মরণ না থাকা, ৩। আত্নীয়ের সহিত সদ্ব্যবহার হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, ৪। ইবাদত করা কষ্টকর হয়, ৫। কাম-রিপু প্রবল হয়, ৬। সমস্ত ইমানদারেরা ইবাদতের জন্য মসজিদের আশ-পাশে ঘোরা-ফেরা করে, আর পেট পুরিয়া ভক্ষণকারী পায়খানার আশ-পাশে ঘুরা-ফেরা করে।

❊ সারাদিন নফল নামাযে মশ্‌গুল থাকা অপেক্ষা আমি সন্ধ্যাকালে হালাল খাদ্য আহার করাকেই অধিক ভাল মনে করি।

❊ যে খাদ্য আখেরাতের কাজে মশ্‌গুল রাখে, সেই খাদ্যই মু'মিনের অন্তরের শান্তি ও আনন্দ জাগাইয়া দেয়।

❊ লোকে যে বিষয় ভালবাসে, যখন সে বিষয়েই সে সবর (ধৈর্য) করে না, তখন যাহা ভালবাসে না সেই বিষয়ে সে কিরূপে সবর করিবে?

https://kitabbhubon.com

❊ সারা জীবনে যে ব্যক্তি এক পা-ও খালেসভাবে চলিতে পারিয়াছে, সে-ই সৌভাগ্যশালী।

❊ লোকে যখন এখ্‌লাস আমল করে, তখন সে বহু নফ্‌সের তাড়না বা ওয়াস্‌ওয়াসা হইতে নাজাত পায়।

❊ সত্যবাদীর কাজ কম।

❊ যদি সত্যবাদী লোকের যাহা অন্তরে আছে, তাহা যাহির করিতে চাহে, তবে তাহার জবান তাহার সহায় হয়।

❊ প্রকৃত সত্য সত্যপ্রিয়গণের জবানের সহিত নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। আর এখন মিথ্যাবাদিগণের জবানে সত্যের নামমাত্র আছে।

❊ প্রত্যেক বস্তুরই একটি অলঙ্কার আছে; আর অন্তরের অলঙ্কার প্রকৃত প্রেমে কোমলতা।

❊ সত্যকে আপন সওয়ারী (বাহন) আর হক কথাকে তরবারি রূপে গ্রহণ করা এবং আল্লাহ্ পাককে অন্বেষণ করাই তোমার আসল উদ্দেশ্য বলিয়া জানিও।

❊ আল্লাহ তাআলার খুশীর সহিত খুশী থাকা- ইহাই যোহ্দ বা ভোগ বিলাসের লোভহীনতা-ইহাই খুশীর প্রথম ধাপ।

❊ আল্লাহর এমন বান্দাও আছেন যিনি সবরের (ধৈর্যের) সহিত কাজ করাকে লজ্জাজনক বলিয়া মনে করেন, বরং তাঁহারা রেযা বা সন্তুষ্টি মাধ্যমে আল্লাহর সহিত ব্যবহার করেন। অর্থাৎ, বিপদে এই ভাব প্রকাশ করেন যে, আমি সবর করি, পক্ষান্তরে রেযা বা আল্লাহর কার্যের স্বীকৃতিতে আমার 'আমি' ভাব কিছুই নাই, তাঁহা দ্বারা প্রভু যাহা করান তাহাতেই সন্তুষ্ট, সাধক এরূপ ধারণা করেন। সুতরাং সবরের সম্বন্ধে বান্দার সহিত, আর রেযার সম্বন্ধ আল্লাহ্‌র সহিত। আল্লাহর দরবারে বেহেশ্‌তের আকাঙ্ক্ষা ও দোযখ হইতে নাজাত কামনা না করিয়া তাঁহার খুশীতে নিজকে বিলাইয়া দেওয়াকেই প্রকৃত রেযা বলে।

❊ আমি যোহ্‌দের (লোভহীনতার) সীমা এবং যিক্‌রের শেষ সম্বন্ধে জ্ঞাত নাই। তবে তাহার একটি মাত্র পথ জানি; উহা এই ঃ- আল্লাহ্ সম্বন্ধে খুব কম জানি।

❊ রেযার অর্থ হইল না বেহেশ্‌তের আশা থাকিবে, না আযাবের ভয় থাকিবে। প্রত্যেক স্থান হইতেই আমি জ্ঞানের অংশ পাইয়াছি বটে, কিন্তু রেযার গন্ধ ছাড়া কিছুই পাই নাই। যদি আল্লাহ পাক সারা মখ্‌লুককে দোযখে ফেলেন, তবে সবচেয়ে দুঃখের সহিত আমি উহা গ্রহণ করিব বটে, কিন্তু আমি নিজ ইচ্ছায় দোযখে যাইব। যদিও দোযখে যাওয়া আমার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা; যদি আল্লাহ্‌র ইহাই মর্যী হয়, তবে আমি সন্তুষ্ট না হইয়াই বা কি করিব? আর রেযার অর্থই বা কি হইবে?

❊ আমি রেযার এই স্তরে পৌঁছিয়াছি যে, যদি দোযখের সাতটি ধাপ আমার দক্ষিণ চোখের উপর রাখা হয়। তথাপি আমার মনে এই ভাব জাগিবে না যে,কেন বাম চক্ষের উপর রাখা হইল না?

https://kitabbhubon.com

❊ আপন কাজে কোনরূপ অহঙ্কার প্রকাশ না করার নামই 'তাওয়াযো' বা বিনয়।

❊ যে পর্যন্ত মানুষ নিজ নফ্সকে না চিনে (আত্মজ্ঞানী না হয়) সে পর্যন্ত সে বিনয়ী হইতে পারে না।

❊ যোহ্দ বা লোভহীনতার লক্ষণ এই যে, কেহ যদি তোমাকে তিন দির্হাম মূল্যে একখানা কম্বল দান করে, তবে তোমার মনে পাঁচ দির্হাম মূল্যের কম্বলের আকাঙ্ক্ষা জন্মিবে না।

❊ কাহারও যোহ্দ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিও না; কেননা, ইহার সম্বন্ধ মনের সহিত। আর মন মানব চক্ষুর অন্তড়ালে।

❊ জিহ্বাকে শাসনে রাখা মযবুত কেল্লার (দুর্গের) ন্যায়। দুনিয়ার প্রতি প্রেম করা সমস্ত পাপের মূল।

❊ মানুষের জীবনে যে-সকল ঘটনা ঘটে, উহাকে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ হইতে বলিয়া বিশ্বাস করা এবং আল্লাহ্ ছাড়া আর কাহাকেও না জানা, ইহারই নাম 'তাসাওফ' বা দরবেশী।

❊ সবরে জ্ঞান ও চিন্তা এবং যিক্রে আল্লাহর ভয় বৃদ্ধি পায়।

❊ চোখে কাঁদিবার অভ্যাস এবং হৃদয়ে চিন্তার অভ্যাস কর।

❊ যে ব্যক্তি হক তাআলাকে চিনিতে চায়, তাহাকে অন্য সব চিন্তা হইতে মনকে মুক্ত করিয়া আল্লাহ তাআলার দিকে মুখ করিতে হইবে এবং নিজ গোনাহ্-সমূহের জন্য কান্নাকাটি করিতে হইবে।

❊ যে ব্যক্তি উপদেশদাতা চায়, সে যেন দিবারাত্রির পরিবর্তনের প্রতি লক্ষ্য করে।

❊ যে ব্যক্তি দিনের বেলায় সৎকাজ করে, সে রাত্রে উহার পুরষ্কার পায় এবং যে রাত্রে সৎকাজ করে, দিনের বেলায় সে উহার পুরষ্কার পায়।

❊ যে ব্যক্তি সরল মনে খাহেশাতে নফ্সানী (কুপ্রবৃত্তির বাসনা) হইতে দূরে থাকে, আল্লাহ পাক এতই মেহেরবান যে, তাহাকে তিনি শাস্তি দেন না, বরং তাহার মনকে সরল পথ দেখাইয়া থাকেন।

❊ নেক্কার নারী এই দুনিয়ার অন্তর্গত নহে, বরং আখেরাতের অন্তর্গত। কেননা, সে স্বামীকে আখেরাতের কাজে পথ দেখায়। যে ধন ও পুত্র -পরিজন হক্ তাআলার স্মরণ হইতে মানুষকে ফিরাইয়া রাখে,তাহা ঘৃণার যোগ্য।

❊ যেই ইবাদতে দুনিয়ায় তোমার স্বাদ মিলে না, আখেরাতে তাহাতে কোন সওয়াব বা পুরষ্কার পাইবে না। আল্লাহর দরবারে ইবাদত কবুল হওয়ার চিহ্ন এই যে, সেই ইবাদতে তোমার মনে স্বাদ অনুভব করিবে।

❊ কোন দরবেশের নৈরাশ্যের সময় তাঁহার অন্তর হইতে যে শীতল 'আহা' রব উঠিয়া থাকে, উহা হাযার বৎসরের ইবাদত হইতেও শ্রেষ্ঠ।

❊ যদি অলস ও উপেক্ষাকারীরা নিজেদের গত জীবনের অলসতার ক্ষতির পরিমাণ বুঝিতে পারিত, তবে মনের দুঃখে তাহারা তৎক্ষণাৎ মরিয়া যাইত।

https://kitabbhubon.com

❊ আল্লাহ তাআলা শায়িত সাধকের উপর আপন রহ্মতের এমন গুপ্ত বিষয়সমূহ প্রকাশ করেন, যাহা সাধারণ নামাযে দণ্ডায়মান ব্যক্তিও বুঝিয়া উঠিতে সক্ষম হয় না।

❊ আরেফের মনের চক্ষু খুলিলে বাহিরের চক্ষু বন্ধ হইয়া যায়। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা ছাড়া তাঁহার চক্ষে আর কিছুই দেখা যায় না।

❊ আল্লাহ্ পাকের দীদার লাভের সহজ পথ হইতেছে, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকের অন্তরের বিষয় ভালরূপে জানেন বলিয়া বিশ্বাস এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তাঁহাকে ছাড়া আর কোন বস্তুরই আকাঙ্ক্ষী না হওয়া। এই দুইটি বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে আল্লাহ তাআলার দীদার লাভ খুব সহজ হইবে।

❊ যদি মা'রেফতকে একটি মূর্তি মনে করিয়া একস্থানে রাখা যায়, তবে সকলে উহার সৌন্দর্য ও রৌশনীর তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া মরিয়া যাইবে এবং দুনিয়ার সমস্ত রৌশনী তাহার রৌশনীর তুলনায় অন্ধকার বলিয়া মনে হইবে।

❊ মা'রেফত খামুশীর অর্থাৎ চুপ করিয়া থাকার অতি নিকটে এবং তর্ক-বিতর্ক হইতে বহু দূরে অবস্থিত।

❊ যখন মু'মিনের মন আল্লাহর যিক্রে রৌশন হয়, তখন সেই রৌশনীতেই তাঁহার মনের খোরাক হইয়া যায়। আল্লাহ-প্রেমেই তাঁহার মনের শান্তি ও আনন্দ বৃদ্ধি হয়। আল্লাহর কাজকে তাঁহার বাণিজ্য, মসজিদকে দোকান, ইবাদতকে ব্যবসা, কোরআন শরীফকে পূঁজি, দুনিয়াকে কৃষিক্ষেত্র; আখেরাতকে তাহার শস্যের ভাণ্ডার এবং সাধনাপথে যে সকল বিপদ ও কষ্ট উপস্থিত হয় সে নেক কাজের উপকরণ বলিয়া মনে করে।

❊ দুনিয়ায় উত্তম বস্তু হইল সবর করা। সবর দুই প্রকার ঃ (১) যে কাজে তোমার আকাঙ্ক্ষা বা লোভ নাই, তাহাতে সবর করা। (২) যে বস্তু বা যে কাজের তুমি প্রার্থী ও তোমার মন উহা পাইবার জন্য তোমাকে তাড়না দেয়, অথচ আল্লাহ তাআলা উহা হারাম বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, এরূপ কাজে সবর করা।

❊ যে ব্যক্তি নিজকে বড় বলিয়া মনে করে, সে কখনও মা'রেফত এবং মা'রেফতের মিষ্টতা বুঝিতে সমর্থ হয় না।

❊ প্রত্যেক বস্তু লাভ করিবার কোন না কোন উপকরণ থাকে; আখেরাতের সুখশান্তি লাভের উপকরণ হইতেছে, দুনিয়ার প্রতি লোভী না হওয়া।

❊ যে মনের ভিতরে দুনিয়াদারীর লোভ থাকে, সেই মন হইতে আখেরাতের প্রেম দূরে চলিয়া যায়।

❊ জ্ঞানী যখন দুনিয়া ত্যাগ করেন, তখনই তিনি প্রকৃত জ্ঞানের আলোকে আলোকিত হন।

❊ আল্লাহ পাকের নিকট দুনিয়া মশার একটি ডানা হইতেও মূল্যহীন। সুতরাং এই মূল্যহীন দুনিয়ার প্রতি লোভী ব্যক্তির আবার মূল্য কি?

https://kitabbhubon.com

❊ যে ব্যক্তি নিজের উপর বিশ্বাস রাখিয়া আল্লাহ্ তাআলার দীদার তালাশ করে, আল্লাহ্ তাআলা তাহার জীবন রক্ষা করেন এবং তাহাকে বেহেশ্‌তে স্থান দেন।

❊ আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "হে বান্দা, যদি তুমি আমার নিকট লজ্জিত হও, তবে আমি তোমার দোষ-ত্রুটি লোকচক্ষু হইতে গোপন রাখিব। তোমার অপমানসমূহ আমি লওহে মাহ্‌ফুয হইতে মুছিয়া ফেলিব এবং কিয়ামতের দিন হিসাবের জন্য তোমাকে পীড়াপীড়ি করিব না।"

একদা আবূ সোলায়মান তাঁহার জনৈক মুরীদকে বলেন, "তুমি কোন বন্ধু দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছ বলিয়া তাহাকে তিরস্কার করিও না; করিলে তাহার নিকট হইতে কটু কথা শুনিবে।" সেই মুরীদ বলিল, "আমি ইহা পরীক্ষা করিয়া সত্যই পাইয়াছি।"

আহ্‌মাদ হাওয়ারী বর্ণনা করিয়াছেন, "একদা তিনি পরিষ্কার সাদা জামা পরিয়া বলিলেন- "যদি আমার হৃদয় এই জামার মত অন্যান্য হৃদয় অপেক্ষা অধিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইত, তবে কতই না উত্তম হইত।"

হযরত জুনায়েদ বর্ণনা করেন, "সোলায়মান কোন বিষয়ে বর্ণনায় এতই হুঁশিয়ার ছিলেন যে, তিনি বলিতেন- "ইবাদতের মধ্যে আরও অনেক বিষয় আমার মনে জাগে, কিন্তু যে পর্যন্ত দুই বিশ্বস্ত সাক্ষী (অর্থাৎ, কোর্‌আন ও হাদীস শরীফ) সাক্ষ্য দান না করিবে, সে পর্যন্ত আমি উহা গ্রহণ ও প্রকাশ করিব না।"

তিনি মোনাজাতে বলিতেন, "এলাহী, যে তোমার খাদেম হইতে পারে না, সে কিরূপে তোমার খেদমতের যোগ্য হইবে? যে তোমার নিকট লজ্জিত নহে, সে কিরূপে তোমার রহ্‌মতের আশা করিতে পারে?

বর্ণিত আছে, আবূ-সোলায়মান হযরত মায়ায ইব্‌নে জাবালের সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে এল্‌ম্‌ও শিক্ষা করিয়াছিলেন।

ইন্তেকাল ঃ আবূ- সোলায়মানের ওফাৎকাল নিকটবর্তী হইলে, মুরীদগণ আরয করিলেন, "আপনি আমাদিগকে শেষ কালে কিছু খোশ্‌খবর প্রদান করুন। কেননা, আপনি গাফুরুর্‌রাহীম (ক্ষমাকারী) প্রভুর নিকট যাইতেছেন।" তিনি উত্তর করিলেন, "তোমরা কেন একথা বলিতেছ না-আপনি সেই আল্লাহর নিকট গমন করিতেছেন, যিনি ছোট গোনাহের পর্যন্ত হিসাব গ্রহণ ও বড় গোনাহের জন্য শাস্তি প্রদান করিবেন? ইহা বলিয়াই তিনি ইন্তেকাল করেন।

ওফাতের পর লোকে তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আল্লাহ তাআলা আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলেন।" উত্তর করিলেন, "আমার প্রতি রহ্‌মত করিয়াছেন, কিন্তু লোকের দেওয়া সুনাম আমার খুব ক্ষতি করিয়াছে।"

https://kitabbhubon.com

প্রথম ছবক

সকাল-সন্ধ্যা দুইবেলা যিকির আদায়ের নিয়ম

মাগরিবের ফরয ও সুন্নত নামায আদায় করার পর দুই দুই রাকআত করিয়া ছয় রাকআত আওয়াবীন নামায পড়িবেন। প্রত্যেক রাকআতে সূরা এখলাছ তিনবার করিয়া পড়িলে ভাল হয়। ছালাম ফিরাইয়া ৫ বার দরূদ শরীফ পড়িয়া মুনাজাত করিবেন। মুনাজাতে সূরা-ফাতিহা পুরা পড়িবেন ও রোনাজারী করিবেন। ইহাতে দো'আ কবুল হয়। মনে মনে মা'বূদের নিকট অঙ্গীকার করিবেন, আমি আর গুণাহ্র কাজ করিব না। আমায় মাফ করুন। ছবক ঠিকমত আদায় করিতে পারার জন্য তওফীক চাহিবেন। মুনাজাত শেষ করিয়া অতঃপর ("দুই রাকাত শুকরানার নামায আদায় করিতেছি। আল্লাহু আকবার এই নিয়ত বলিয়া প্রথম দিনের জন্য দুই রাকআত শোকরানা নামায আদায় করিবেন।) চক্ষু বন্ধ করিয়া আসন করিয়া কেবলা মুখী হইয়া বক্ষ সোজা করিয়া বসিবেন। বাম পায়ের হাটুর ভিতরে কিমাছ রগকে ডান পায়ের বৃদ্ধা আঙ্গুলী দ্বারা এবং উহার পার্শ্বের আঙ্গুলী দ্বারা চাপিয়া ধরিবেন। ইহাতে মনের একাগ্রতা বেশী হয়, কারণ, শয়তান এই রগের ভিতর দিয়া যাইয়া ক্বলবে ওয়াসওয়াসা দেয়। উক্ত রগ চাপিয়া ধরিলে শয়তান ওয়াস্ওয়াসা দিতে পারে না। প্রথমে কিছু সময় মওত ও কবরের মোরাকাবা বা চিন্তা করিবেন। ইহাতে দেল নরম হইবে ও যিকিরে তাছির বেশী হইবে। তারপর মহব্বতের সহিত ৫ বার দরূদ শরীফ পাক করিবেন এবং তওবার নিয়তে ১১ বার আস্তাগফিরুল্লাহ পাঠ করিবে। (তওবার নিয়ত-আমি আর গুনাহার কাজ করিব না, মাবূদ গো আমার সমস্ত গুনাহ্ মাফ করিয়া দিন।) তারপর ১০০ বার ছুব্হা-নাল্লাহ্, ১০০ বার আলহামদু লিল্লাহ, ১০০ বার আল্লাহু আকবার, যিকির করিবেন, আর খেয়াল করিবেন, আমি মাওলারে ডাকিতেছি আর মাওলায় আমার ডাকের সাড়া দিতেছেন..."বান্দা বলাও ক্যা।" যিকিরের শব্দের অর্থের দিকেও খেয়াল করিবেন, ইহাতে মহব্বত বেশী হয়।)

অতঃপর ৫০০ বার লা-ইলা-হা ইল্লাহ্, ইহা না পারিলে কমপক্ষে ২০০ বার আদায় করিতে হইবে। প্রথম হইতে ৫০০ বার করিয়া আদায় করিলে তাড়াতাড়ি দেল নরম হইবে। লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ বলিবেন আর মনে মনে খেয়াল করিবেন, আল্লাহ্ বাদে কেহ মা'বূদ নাই। তৎপর ৫ বার দরূদ শরীফ পাঠ করিয়া মুনাজাত করিবেন। মনের একাগ্রতার সাথে যিকির করিবেন। বেখেয়ালে সারা জীবন যিকির করিলেও দিল পরিষ্কার হইবে না, মজাও লাগিবে না। পুরুষগণ মধ্যম আওয়াযে এবং নারীগণ চুপে চুপে, যাহাতে নিজের কানে আওয়ায শুনা যায় যিকির করিবেন।

ফজরের নামাজের বাদে উপরোক্ত নিয়ম মোতাবেক ছবক আদায় করিয়া মোনাজাতান্তে বেলা উঠিয়া পরিষ্কার হইয়া গেলে দুই রাকআত করিয়া ছয় রাকআত এশরাক নামাজ আদায় করিতে হইবে। জরুরী প্রয়োজনে ফজর বাদ এবং মাগরিব বাদ নিয়ম মাফিক বসিয়া যিকির করিতে না পারিলে হাঁটা-চলাও ছবক আদায় করা যাইবে। নির্দিষ্ট সময় ছবক আদায় করিতে না পারিলে উহার পরবর্তী সময়ে আদায় করিতে হইবে। তবুও দুই বেলা যিকির ঠিক রাখিতে হইবে।

"জলী যিকির করিতে রিয়া আসিলে বেশী পরিমাণে 'লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহ' পড়িতে হয়।" (ফাৎওয়ায়ে রশিদিয়া)

https://kitabbhubon.com

আমাদের প্রকাশিত ও পরিবেশিত কিতাব

※ হাফেজী কোরআন শরীফ
※ মাওয়ায়েযে কারীমিয়া ১ম-৪র্থ
※ মাছায়েলে তাহারাতুন নিছা
※ হায়াতে গাউছে আযম
※ কুয়েত সফর
※ মানুষ হওয়ার উপায়
※ সীরাতুল আউলিয়া
※ তাযকিরাতুল আওলিয়া
※ আখেরাতের শাস্তি
※ ক্রোধ দমন ও অহংকারের প্রতিকার
※ তাআল্লুক মাআল্লাহ্
※ সুন্নতে রাসূল
※ ফাওয়ায়েদে হালকায়ে যিকির
※ আলাউদ্দিন সাবের (রঃ)-এর জীবনী
※ ওয়ায ও বয়ান-এর নীতিমালা
※ ছোহবতে শায়েখ
※ রূহানী ফয়েয
※ গঠনতন্ত্র
※ পাঁচ ঔষধের নীতিমালা
※ রূহানী ওযীফা
※ নেকীর ভাণ্ডার
※ নবীজীর মনগোলানো নছীহতমালা
※ তরবিয়াতুল মুজাহিদীন
※ গুনাহে ছগীরা ও কবীরা
※ জিহ্বার হিফাজত
※ মউতের মোরাকাবা

https://kitabbhubon.com